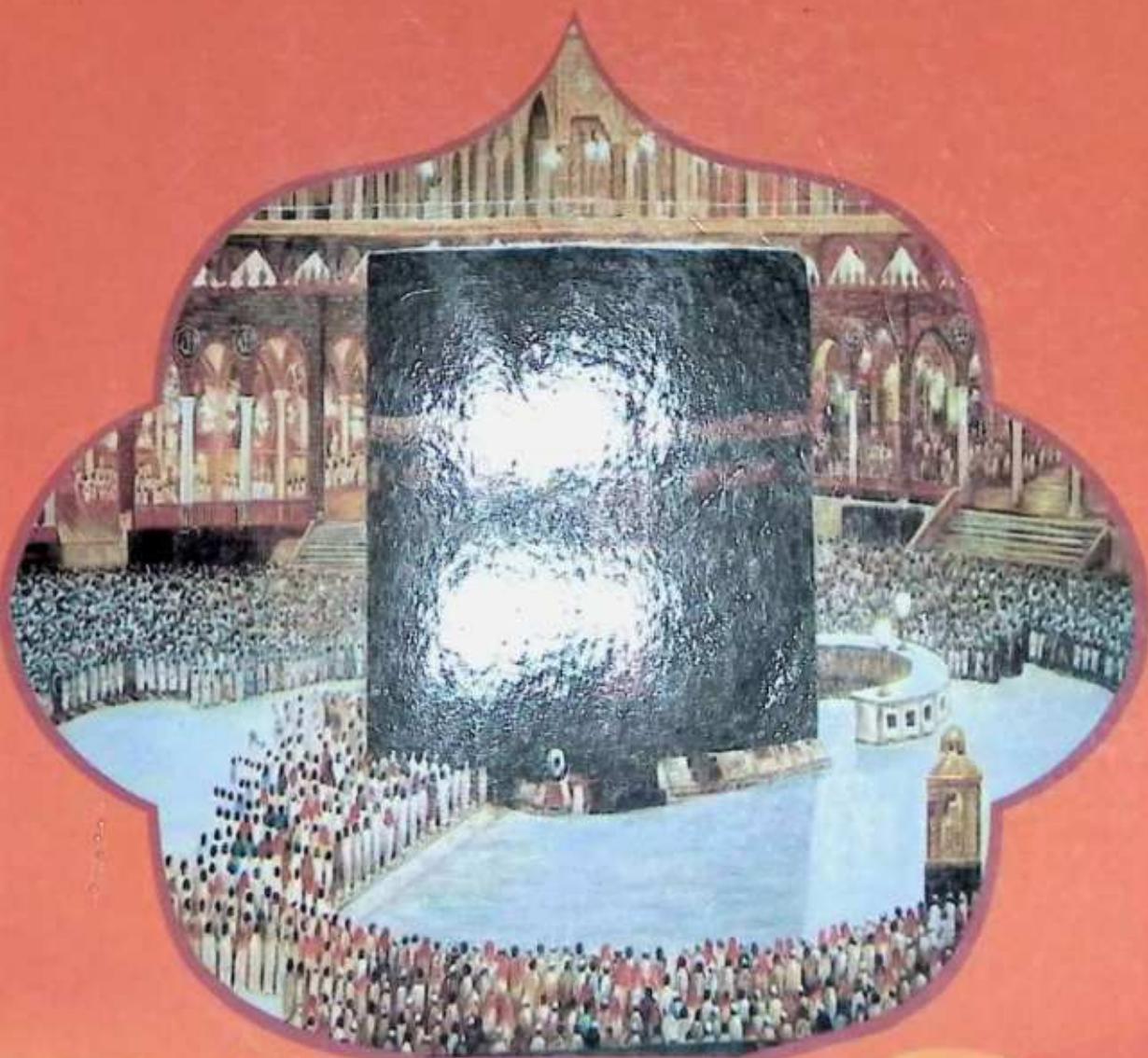


হজ ও উমরা নির্দেশিকা

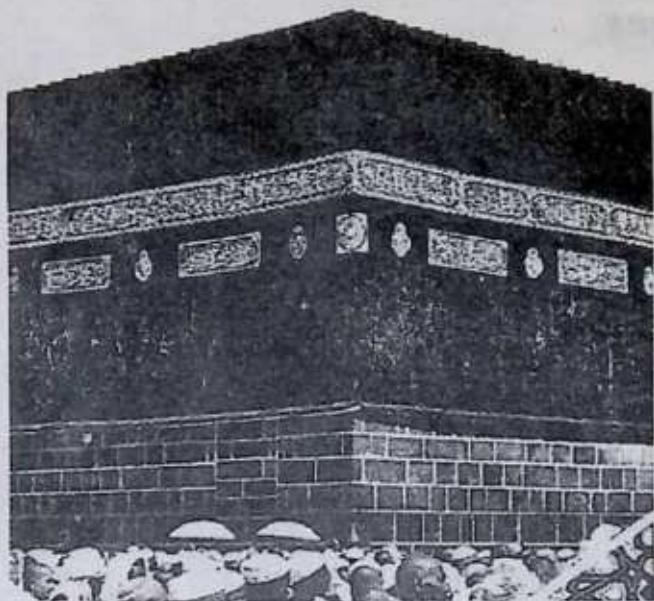
মহিলাদের জন্য



আরফিন আরা নাজ

হজ্জ ও উমরা নির্দেশিকা

(মহিলাদের জন্য)



আরফিন আরা নাজ



ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙবনু মুজিবুর রহমান]

হজ্জ ও উমরা নির্দেশিকা (মহিলাদের জন্য)

আরফিন আরা নাজ

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৩২

ইফা প্রকাশনা : ২৭৩৯

ইফা এছাগার : ২৯৭.৫৫

ISBN : 978-984-06-1566-1

প্রথম প্রকাশ (বাংলা)

জুলাই ২০১৬

শাখায়াল ১৪২৩

আবাঢ় ১৪৩৭

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগরগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ তাহের হোসেন

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগরগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ১৩৬.০০ টাকা

HAZZ O UMRA NIRDESIKA (Instruction of Hazz and Umra) :

Written by Arfin Ara Naz and Published by Director, publication,
Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Phone : 8181538

E-mail : publicationifa@gmail.com

Website : www.islamicfoundation.org.bd.

Price : Tk. 136.00; US Dollar : 5.00

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বায়তুল্লাহকে তাওহীদ ঘোষণার কেন্দ্রস্থলে
নির্ধারণ করেছেন। দরজ ও সালাম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যাঁর
মাধ্যমে আমরা হজ্জের বিধান পেয়েছি। হজ্জ ইসলামের পঞ্চতমের অন্যতম। এ
ইবাদত সম্পন্ন করতে সম্পন্ন ও শারীরিক সফরতা দু'টোই প্রয়োজন। তাই এ
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি আদায় করতে বহু মাসআলা মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জানা
প্রয়োজন। আমাদের দেশের বহুসংখ্যক লোক হজ্জের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন
সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় বিশেষত মহিলারা এ বিষয়ে আরো পিছিয়ে। ফলে এত
বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেও হজ্জ সঠিকভাবে আদায় হলো কিনা সন্দেহ থেকে
যায়। সেজন্য হজ্জযাতী প্রতিটি মানুষেরই হজ্জযাত্রার প্রাঞ্চলে ভালোমত পড়াশোনা
করে হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জেনে নেয়া একান্ত প্রয়োজন।
'হজ্জ ও উমরা নির্দেশিকা' (মহিলাদের জন্য) সে উদ্দেশ্যেই প্রণীত একখনি
উন্নত গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রগতা আরফিন আরা নাজ একজন উচ্চপদস্থ সরকারি
কর্মকর্তা। তিনি নিজে হজ্জ গিয়ে লোকজনের বিশেষত মহিলাদের অবস্থা
ব্রচকে দেখে এ ব্যাপারে গ্রন্থ প্রণয়নে উন্মুক্ত হন।

অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্চল ভাষায় তিনি হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ও
নিয়ম-নীতি তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক হজ্জযাতী বিশেষত মহিলা হজ্জযাতী এ গ্রন্থ
থেকে উপকৃত হয়ে সঠিকভাবে তাদের হজ্জ সম্পন্ন করতে পারবেন বলে আমাদের
বিশ্বাস। দেশের সব হজ্জযাতী যাতে সঠিকভাবে হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ও
নিয়ম-কানুন জেনে তাদের এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে
পারেন সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থখানি প্রকাশের
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ তা'আলা জায়ায়ে থায়ের দান
করুন; আমীন।

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

পরিচালক

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন



সহজ
দেখাও

গায়ে
)



হজ্জ ও উমরা নির্দেশিকা (মহিলাদের জন্য)

আরফিন আরা নাজ

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০২

ইংল প্রকাশনা : ২৭৩৯

ইংল এছাগুর : ২৯৭.৫৫

ISBN : 978-984-06-1566-1

প্রথম প্রকাশ (রাত্ন)

জুলাই ২০১৬

শাখানাম ১৪২৩

আবার্য ১৪৩৭

মহাপরিচালক

সামীয় মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অগরগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

মূল্য ও বাধাই

মুহাম্মদ তাহের হোসেন

প্রকরণ বাবুলাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

অগরগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ১৩৬.০০ টাকা

HAZZ O UMRA NIRDESIKA (Instruction of Hazz and Umra) :
 Written by Arfin Ara Naz and Published by Director, publication,
 Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
 Phone : 8181538

E-mail : publicationifa@gmail.com

Website : www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk. 136.00; US Dollar : 5.00

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসন আগ্রহের হিনি বায়তুল্লাহকে আওয়াহ ঘোষণার কেন্দ্রস্থিতে নির্ধারণ করেছেন। দরবাদ ও সালাম মহানবী হৃষ্ণর মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যাঁর মাধ্যমে আমরা হজ্জের বিধান পেয়েছি। হজ্জ ইসলামের পঞ্জত্বের অন্যতম। এ হিসাদত সম্পর্ক করতে সম্পর্ক ও শারীরিক সক্ষমতা দুটোই প্রয়োজন। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি আদায় করতে বহু মাসআলা মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশের বহুসংখ্যক লোক হজ্জের বিজ্ঞারিত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় বিশেষত মহিলারা এ বিষয়ে আরো পিছিয়ে। ফলে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেও হজ্জ সঠিকভাবে আদায় হলো কিনা সন্দেহ থেকে যায়। সেজন্য হজ্জযাতী প্রতিটি মানুষেরই হজ্জযাত্রার প্রাকালে ভালোমত পড়াশোনা করে হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জেনে নেয়া একান্ত প্রয়োজন। ‘হজ্জ ও উমরা নির্দেশিকা’ (মহিলাদের জন্য) সে উদ্দেশ্যেই প্রণীত প্রকাশনি উৎসুম এস্ত। এছের প্রয়েতা আরফিন আরা নাজ একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তিনি নিজে হজ্জে পিয়ে লোকজনের বিশেষত মহিলাদের অবস্থা স্থচক্ষে দেখে এ ব্যাপারে এস্ত প্রণয়নে উৎসুক হন।

অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-মীর্তি তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক হজ্জযাতী বিশেষত মহিলা হজ্জযাতী এ এস্ত থেকে উপকৃত হয়ে সঠিকভাবে তাদের হজ্জ সম্পর্ক করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। দেশের সব হজ্জযাতী যাতে সঠিকভাবে হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জেনে তাদের এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে পারেন সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রস্তুত্যানি প্রকাশের পদক্ষেপ এহেগ করেছে।

বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আগ্রাহ তা'আলা জায়ায়ে থায়ের দান করুন। আর্মীন।

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
 পরিচালক
 প্রকাশনা বিভাগ
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জরিপ অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। কাজেই বাংলাদেশের এই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাদেরকে সামনে রেখে আমি এই পৃষ্ঠিকাটি প্রণয়নের প্রচেষ্টা প্রস্তুত করেছি। আমি নিজে হজ্জে গিয়ে বুকতে খেরেছি মহিলাদের জন্য হজ্জের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সাবগিলভাবে কিছু নিক নির্দেশনা তুলে ধরা সরকার। বিশেষ করে আমাদের ধ্রাম-গঞ্জের সহজ সরল মহিলারা যখন হজ্জে যান তখন তাদের হজ্জ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। মহিলাদের জন্য মূলত এ পৃষ্ঠিকাটি গুণ্যন করা হলেও মহিলাদের সাথে থাকা মাহরামদেরও যাতে এটি সহায়তা বস্তুতে পারে সেভাবে এ পৃষ্ঠিকাটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

পৃষ্ঠিকাটি সেখার মৌলিকতা নিয়ে কিছু 'প্রারম্ভিক কথা' দিয়ে বইটি শুরু করা হয়েছে। সেখানে হজ্জে যেতে হলে তার শারীরিক বা মানসিক সামর্থ্যের বিষয়টি জরুরী। এর সঙ্গেই তার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা বা নিয়ত সঠিক হতে হবে। মহিলাদের ফেরে অবশ্যই 'মাহরাম'-এর বিষয়টি সুনিশ্চিত হতে হবে। এসব কিছু ঠিক হলে হজ্জের নিজেদি জানতে হবে আর এ জন্য পড়াশোনা করা জরুরী—এটিই 'প্রারম্ভিক কথা' মূল প্রতিপাদ্য।

হজ্জে যাওয়ার সময় কিছু শব্দ বা পরিভাষা সবসময় জনসমষ্টকে উঠে আসে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য প্রধানেই সে সমস্ত কিছু শান্তিক অর্থ বা সংজ্ঞা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের হজ্জ এবং একজন বাংলাদেশী কোন ধরনের হজ্জ করতে যাবে বা নিয়ত করেছেন সেটা নিয়ে একেকে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশীয়া বেশীরভাগ ফেরে তামাতু হজ্জ করে থাকেন বলে তামাতু হজ্জ নিয়ে একটু বেশী আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর ইহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইহরামের প্রতিক থেকে এর নিয়ত তালিবিয়াসহ ইহরাম বাধার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। ইহরাম অবস্থার কি করা যাবে, কি করা যাবে না তা-ও এখানে স্থান পেয়েছে। এর পরের অধ্যায়ে উমরা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। মা-বোনেরা নিজের ধর হতে বের হওয়া থেকে শুরু করে কা'বা ধর অবধি পৌছে কি কি

কাজ/আসল/দু'আ করবেন তার দিকনির্দেশনা একেকে দেখা হয়েছে। উমরা করার সময় কা'বা ধর তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া সা'ঈ করতে হওয়া বলে উমরা অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হলেও আর বাংলার মা-বোনদের কথা ভেবে তাদের জন্য "তাওয়াফ ও সা'ঈ" নামে আলাদা আর একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এখানে তাওয়াফের সাত চকরের জন্য আগদা আলাদা দু'আ এবং সা'ঈ-এর জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার প্রদর্শিতের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, তাওয়াফ ও সা'ঈর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নাই। কিন্তু আমাদের ধ্রাম-বাংলার অনেক মা-বোনকে নেথেছি তারা কা'বা ধরে উপস্থিত হয়ে আনন্দে উদ্দেশ্যনায় অনেক সময় সঠিক দু'আ করার কথা খুজে পান না। অনেক ক্ষেত্রে তারা পিতা/মায়ি/ভাই বা মাহরাম-এর উপর একটাই নির্ভরশীল হয়ে থাকেন যে, তাওয়াফ ও সা'ঈ এর সময় সামনে থাকা মাহরাম জোড়ে জোড়ে যে দু'আ পড়তে থাকেন আমাদের মা-বোন পিছনে পিছনে সেই দু'আ বলতে থাকার চেষ্টা করেন। এতে একদিকে ভিড় আর কোলাহলে অনেক শব্দই সঠিকভাবে বুকতে না পেরে মা-বোনেরা তুল শব্দ উচ্চারণ করেন, অনেক ক্ষেত্রে শব্দ বাদ পারে যায়। এতে অনেক সময় দু'আর অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এসব কথা বিবেচনায় নিয়ে মা-বোনদের নিজেদের মত করে দু'আ করার জন্য এ অধ্যায়টি সংযোজন করা হয়েছে। এখানে দু'আগুলো আবর্তীতে, বাংলায় উচ্চারণ এবং অর্থসহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের ধ্রাম-বাংলার অনেক মা-বোন লেখাপড়া না জানলেও আবর্তী পড়তে জানেন, অনেকে আবার বাংলায় উচ্চারণ করে আবর্তী পড়ে থাকেন, আবার অনেকে বাংলা ভাষায় অর্থটাকে নিজের অন্তরের সাথে মিলিয়ে দু'আ করতে আগ্রহী হন। এজন্য তিনভাবেই দু'আগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আবর্তী বলছি এটি কেবলমাত্র তাদের জন্য হারা এ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। কিন্তু নিজের মত করে কেউ দু'আ করতে চাইলে সেটি-ই হবে উত্তম, যেহেতু এখানে সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। এছাড়া মকা-মদিনা থাকাকালীন দু'আ করুলের বিশেষ স্থানগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরের অধ্যায়ে হজ্জের সুনির্দিষ্ট দিনগুলিতে করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ৭ খিলহজজকে প্রতৃতির দিন উল্লেখ করে ৮ খিলহজ হজ্জের প্রথম দিন কি কি করতে হবে, মিনার অবস্থান, পাঁচ শুয়াফ নামাযসহ করণীয় বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। ৯ খিলহজ হজ্জের বিতীয় দিনে তাকবীরে তাশীকসহ আরাফাতের মাঝে অবস্থান এবং সেখানের কিছু নামাহ ও আমল

করার বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে। আগ্রাকাতের মাঠে আগ্যাহুর ইঞ্জায় এ পুত্তিকাটি হাতে থাকলে মা-বোনদের অনেক সহজে হাতে পারে বলে মনে করি। আগ্রাকাতের হাতে থাকলে মা-বোনদের অনেক সহজে হাতে পারে বলে মনে করি। আগ্রাকাতের যদ্বান হতে মুদ্যালিকায় ঘাজা এবং সেখানে রাত্রি ঘাপনের বিষয়ে এখানে যদ্বান হতে মুদ্যালিকায় ঘাজা এবং সেখানে রাত্রি ঘাপনের বিষয়ে এখানে উল্লেখ রয়েছে। হজের তৃতীয় দিন ১০ খিলহজ্জ বড় জামারাতে পাথর নিষেপ করে কৃবানী করার পর মাথা মুক্ত/চুল ছোট করতে হবে। এরপর ইহরাম মুক্ত হয়ে তাওয়াকে হিয়ারাহ করে শীনাত প্রত্যাবর্তন করে রাত্রিয় পন করার বিষয়গুলি এ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হজের চতুর্থ দিন ১১ খিলহজ্জ শীনাতে অবস্থান এবং বড়, মেঝে ও ছোট জামারাতে শয়তানের প্রতীককে পাথর নিষেপ করে শীনাতে রাত্রি ঘাপন করতে হবে। হজের পক্ষম দিন ১২ খিলহজ্জ শীনা হতে পূর্বের দিনের মতই বড়, মেঝে ও ছোট শয়তানের প্রতীক তিন জামারাতে পাথর নিষেপ করে মক্কায় ফিরে যেতে হবে। সূর্যাস্তের আগেই মক্কায় ফেরত না যেতে পারলে ১৩ খিলহজ্জ শীনাতে থেকে একইভাবে তিন জামারাতে পাথর নিষেপ করতে হবে। হজের সুনির্দিষ্ট দিনগুলির করণীয় বিষয় নিয়ে এ অধ্যায়টি আমাদের মা-বোনদের সুবিধামত বিষয়াদি দিয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের কিছু কিছু মা-বোনেরা হজের সময়ে জানার অভাবে অথবা প্রশিক্ষণের অভাবে সচরাচর কতগুলো ভুল করে থাকেন। অথবা বুঝতে না পেরে উদ্বিগ্ন থাকেন। এ অধ্যায়ে মহিলাদের সে সমস্ত সাধারণ ভুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে করে আমাদের মা-বোনেরা সহীভাবে মাবকুর হজ্জ পালন করতে পারেন।

হজ্জ ঘাওয়ার নিয়ত করার সময় হতে বা হজ্জ যেয়ে কিম্বা হজ্জ থেকে
ফিরে এসেও আমাদের মা-বোনদের হাতে নানাবিধি প্রশ্ন নালা ঝাঁধতে থাকে। এ
ধরনের কিছু প্রশ্নের উত্তর-সংগৃহিত একটি 'প্রশ্ন-উত্তর' অধ্যায় এখানে সংযোজন
করা হয়েছে। বিশেষ করে মহিলারা হজ্জ যেতে মাহোমের প্রশ্নাটি আগে আসে।
এছাড়া ছোট বাচ্চা নিয়ে হজ্জ ঘাওয়া যাবে কি-না, মহিলাদের শরীর অসুস্থ
থাকাকালীন হজ্জের কি কি নিয়ম-কানুন পালন করবেন ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্নগুলি
নিয়েই এ অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে। প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপিত এ অধ্যায়টি
আমাদের মা-বোনদের অনেক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ! হজ্জ করতে যেতে
হলে কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে তা নিয়ে হাজী সাহেবানদের মধ্যে উদ্বেগ
দেখা যায়। এজন্য এ অধ্যায়ে হাজী সাহেবগণ কি কি জিনিস হজ্জ ঘাওয়ার
সময় সঙ্গে নিবেন তার একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। তবে ব্যক্তি বিশেষে এ
তালিকা পরিবর্তন হতে পারে।

হজ্জের সাথে সাথে উত্তোলিতভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের মহানবী হয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর রওঢ়া মোবারক যিয়ারত করা। আর এ জন্য প্রত্যেক হজীই হজ্জের সফরে হদীনা শরীফ গমন করে থাকেন। এ পুনর্কে ‘পবিত্র হদীনা শরীফ’ নামে পরের অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এখানে মসজিদে নববী এবং ‘রিয়ায়ুল জানাহ’তে নামায আদায়, হয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর রওঢ়া মোবারকে সালাম ও দরজ পাঠ, হয়রত আবু বকর (রা) এবং হয়রত গুমর যাফক (রা)-এর মায়ারে সালাম জানানোর বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। মসজিদে নববীতে ফর্যালতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু স্তুতি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া হদীনা শরীফে রয়েছে জান্মাতৃল বাকী, হয়রত উসমান (রা)-এর মায়ার, উহুদ পাহাড়, মসজিদে কুবা, মসজিদে কিবলাতাসৈন ইত্যাদি যা এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

পবিত্র মক্কা সুকারমা ও মদীনা মুনাওয়ারাতে হজ্জ ও উমরার সুনির্দিষ্ট দিনগুলি ছাড়াও আরও কিছুদিন হাজীরা সেখানে অবস্থান করে থাকেন। ফরীদতপূর্ণ এ স্থানগুলিতে প্রতিটা সময় ইবাদতের মাধ্যমে কাটালোর জন্য নামায আদায়, বুরআন তিলাওয়াত ও দু'আ-দরুদ আমলের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা অভ্যন্তর জরুরী। পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ নামাযের পাশাপাশি আরও ইবাদতের জন্য আমাদের মাঝেন্দের সুবিধার্থে এরপরে 'সালাত' বা নামায নামে একটি অধ্যায় রাখা হলো। মক্কা-মদীনায় প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নামাযের পরেই জানায়ার নামায হয়ে থাকে। মহিলাদের জন্য এটি একেবারেই নতুন বিষয়। মক্কা-মদীনায় মহিলারা জানায়ার নামায পড়তে পারবেন। এ অধ্যায়ে জানায়ার নামাযসহ বেশ কয়েকটি নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে। আর একটি নতুন বিষয় হলো মক্কা-মদীনায় 'তাহজ্জুদ নামায'-এর আধান দেয়া হয়। তবে তাহজ্জুদ নামাযের কোন জানায়াত হয় না। কাজেই এখানে তাহজ্জুদ নামায সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মসজিদ-উল হারামের ঘড়িতে ইশরাকের/চাশতের নামাযের সময় ক্রল করে দেখানো হয়। কাজেই সে নামায সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আপনারা হজ্জে গেলে আল্লাহর কাছে বিভিন্নভাবে আপনার ভূলের জন্য, পাপের জন্য, বড় গুনাহ, হোট গুনাহ সকল ধরনের গুনাহ থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা বা মাফ চাওয়ার জন্য তওরা করতে থাকবেন। এজন্য যদি আপনাদের সুবিধা হয় একথা ভেবে 'তওরার নামায' এ অধ্যায়ে রাখা হয়েছে। হাজী সাহেবগণ হজ্জ করার পর যে আরুত্তি যে প্রশান্তি লাভ করেন তা সিঁথে প্রকাশ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে আপনার মন যদি চায় আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আপনি 'গুরুরিয়া নামায' পড়বেন,

ଆপନି ଏ ଅଧ୍ୟାଯେ ଲେ ସହଯୋଗିତା ପେତେ ପାରେନ । ଦ୍ୱାସୁଳ୍ପାତା (ସା) ତାର ଚାଚା ହୃଦୟର ଅବ୍ୟାସ (ତା)-କେ 'ଶାଳାଭୃତ ତାସବୀର' ନାମାବେର ଶିଖା ଦିଯେ ବଲେଛିଲେମ ଯେ, ଏ ନାମାବେ ଦିନେ-ରାତେ, ସଙ୍ଗାତେ, ଯାମେ, ବଜରେ, ଅଥବା ଜୀବନେ ଏକବାର ଗଡ଼ିଲେଣ୍ଠେ, ଏ ନାମାବେ ଦିନେ-ରାତେ, ସଙ୍ଗାତେ, ଯାମେ, ବଜରେ, ଅଥବା ଜୀବନେ ଏକବାର ଗଡ଼ିଲେଣ୍ଠେ, ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଳା ତାର ସୀରୀଆ, କବିଆ, ଜାହେରୀ, ବାତେନି ଖୁବାହ ସବହି ଯାଫ କରେ ଦିବେନ । କାଜେଇ 'ଶାଳାଭୃତ ତାସବୀର' ନାମାବସହ ଉତ୍ତରପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ନାମାବେ ଏ ଅଧ୍ୟାଯଟ ସାଙ୍ଗନେ ହେବେ, ବା ଆମାଦେର ମା-ବୋଲଦେର ଅନେକ ଉପକାରେ ଆସବେ ମନେ କରେ ଆମି ଯଥାନ ଆଜ୍ଞାହର ଲବାବେ ଶୁକରିଯା ପ୍ରକାଶ କରାଛି ।

ଫରୀଲତେ ଯଶ୍କା-ମନୀନାଥ ଥାକାକାଳେ ଇବାଦତେର ମଧ୍ୟମେ ସମୟ କାଟିଲୋ ଉପରେ । ଆରାଫାତେର ମୟଦାନେ ପ୍ରତିଟି ମୁହଁତ୍ ଆମଲ କରା ହେଲୋଜନ । ଆରାଫାତେର ମଠସହ ଯଶ୍କା-ମନୀନାଥ ଅବଶ୍ୟକାଟିଲି ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତିସମୟ ଆମଲେର ଜନ୍ୟ ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ ରାଖା ଦୁଆ-ଦରକାର ଆଶ୍ରାହୁର ରହମତେ ହାଜିଦେର ଆମଲ କରାର କାଜେ ସହାୟତା କରବେ ବଲେ ଆଶା କରାଛି ।

সর্বশেষে এ বইটি প্রগরামে যে সমস্ত তথ্য, ছবি ও পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে তা বেফারোপ আকারে উন্নেত করা হয়েছে।

এ পৃষ্ঠাটি যোভাবে বিন্দুত্ত করা হয়েছে সেখানে আপনাদের পরামর্শ, সহায়তা পাওয়া গেলে পৃষ্ঠিকাটি আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়। এ পৃষ্ঠিকাটি প্রয়ন্তে যে ধরনের গবেষণা বা রিসার্চ বা জ্ঞান অর্জন করা হয়েছেন এ ক্ষেত্রে তাৰ সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে যে কোন ধরনের ভূলের জন্য মহান আগ্রাহ আমাদের কমা কৰুন। হে আগ্রাহ! আমার এ প্রচেষ্টাকে ফস্তপস্ত কৰুন। আমিন! ছুঁয়া আমিন!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ଥିକାର

আজ্ঞাহুর ইচ্ছা ও 'অশেষ' রহমতে বাংলাদেশের আপামর মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে গ্রন্তি 'ইচ্ছা ও উমরা নিদেশিকা-মহিলাদের জন্য' পুষ্টিকাটি প্রকাশে সর্বস্থগ্রাম মহান আজ্ঞাহুর দরবারে লক্ষ কেটি শুকরিয়া আদায় করছি।

ଆମି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବେ ଥରଣ କରାଇ ସେଇ ସମ୍ମତ ହାତୀ ମା-ବୋନଦେର ଖାରା ମସଜିଦୁଲ୍
ହାରାମେ, ମସଜିଦେ ନବସୀତେ ଏବଂ ଶୀନାର ତାଙ୍କୁତେ ହଜ୍ ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରଥିତ ଆମାର
ଡାଯ়েରীକେ ପୃତିକା ଆକାରେ ପ୍ରକାଶର ଜନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠରଣ ଦାନ କରେଛିଲେନ ଏବଂ
ମହିଳାଦେର ଜନ୍ୟ ତା ଉପକାର ବ୍ୟେ ଆନବେ ବଲେ ଆମାକେ ତାଗିଦ ଦିଯେଛିଲେନ ।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সেই সমস্ত সহকর্মী, উভান্ধ্যায়ীদের যাঁরা তাদের শত ব্যক্তিগত মাঝেও আমার এ পৃষ্ঠিকা সম্মুক্তকরণে সহায়তা করেছেন। তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামৰ্শ, সমস্যা সমাধানে বস্তুনিষ্ঠ বিষয়ের উপস্থাপনা এবং অবিরত অনুপ্রেরণা এ পৃষ্ঠিকাটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনে সহায়ক হয়েছে। অধি তাঁদের আলাদাভাবে নাম উল্লেখ করে বইটির কলেবর বৃক্তি করছি না। আমার সে সমস্ত সহকর্মীর জন্য মহান আনন্দাহ্বৰ কাছে প্রার্থনা করি তিনি তাঁদের সবক্ষেত্রে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

আমি কৃতজ্ঞতাভরে সম্মান জানাচ্ছি পরম শুক্রের জন্মাব মোঃ আলোয়ার
হোসেন, সচিব, সেক্রেটারি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে, আমি আমার
শুক্র নিবেদন করছি সর্বজনাব মাওলানা আতাউল্লাহ নিজামী, ড. আবদুল জলীল,
মোঃ আমানউল্লাহ দেওয়ান ও আমার ইজ্জ গাইড জন্মাব মোঃ মিয়ানুর রহমানকে
যাদের মহামূল্যবান দিকনির্দেশনা, অঙ্গুষ্ঠ পরিশৃম, সহযোগিতা এবং বিশ্বভিত্তিক
জ্ঞান ও পারদর্শিতার হোস্তা এ পৃষ্ঠিকাটি প্রকাশে আমাকে সাহসী করেছে এবং
পৃষ্ঠিকাটির একটি বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব হয়েছে।

এ পৃষ্ঠিকাটি প্রণয়নে যাঁরা আমাকে টেকনিক্যাল বিষয়ে ও টাইপে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ কাঁচে জলাব আলী আকবর

ଅପରି ଏ ଅଧ୍ୟାଯେ ନେ ସହ୍ୟୋଗିତା ପେଣେ ପାରେନ । ରାମ୍‌ଲୁଳାହ (ୟା) ତାର ଚାଚା ହରକ୍ତ ଆକାଶ (ୟା)-କେ 'ଶାଲାତୃତ ତାଗବୀହ' ନାମାଯେର ଶିକ୍ଷା ଦିଯେ ବଲେଛିଲେନ ଯେ, ଏ ନାମାଯ ନିଜ-ଭାବେ, ସଂଭାବେ, ଯାଥେ, ବହୁବେ, ଅଧିବା ଜୀବନେ ଏକବାର ପଞ୍ଚଲେଖ ଆହୁତ ତା'ଆଳା ତାର ଶଗିରା, କରୀରା, ଜାହେରା, ବାତେନି ଗୁନାହ ସବହି ଯାଫ କରେ ନିବେନ । କାଜେଇ 'ଶାଲାତୃତ ତାଗବୀହ' ନାମାଯଙ୍କ ଉତ୍ତରପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛୁ ନାମାଯ ନିଯେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସାଜନୋ ହୋଇ, ଯା ଆମାଦେର ମା-ବୋନଦେର ଅନ୍ତର୍କ ଉପକାରେ ଆସିବେ ଯାହିଁ କରେ ଆମି ମହାନ ଆସ୍ତାହର ନରବାତେ ଉକରିଯା ପ୍ରକାଶ କରାଇ ।

ଫୁଲିଲାତେର ମହା-ମନୀନାୟ ଥାବକାଳେ ଇବାଦତେର ମାଧ୍ୟମେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଟାନେ ଉପରେ ।
ଆରାଧାତେର ଯୟନାନେ ଏତିତି ମୁହଁର୍ତ୍ତ ଆମଲ କରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ଆରାଧାତେର ମାଠୀଶହ
ମହା-ମନୀନାୟ ଅବସ୍ଥାନକାଳୀନ ଏତିଦିନ, ପ୍ରତିସମ୍ବନ୍ଧ ଆମାଲେର ଜନ୍ୟ ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ରାଖା
ମୁଁଆ-ଦରକାର ଆଶ୍ରାହୁର ବହମତେ ହାଜିଦେବ ଆମଲ କରାର କାଜେ ସହାଯତା କରବେ ବଲେ
ଆଶା କରାଛି ।

সর্বশেষে এ বইটি প্রকাশনে (যে সমস্ত তথ্য), ছবি ও পৃষ্ঠাকের সহায়তা এহল করা হয়েছে তা রেফারেন্স আকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

ଏ ପୃଷ୍ଠକଟି ସେତାବେ ବିନାନ୍ତ କରା ହୋଇଥିଲା ମେଘାନେ ଆମନାଦେର ପରାମର୍ଶ, ସହାୟତା ପାଇଁ ଦେଲେ ପୃଷ୍ଠକଟି ଆରା ସମ୍ଭବ ହବେ ବଲେ ଆଶା କରା ଯାଏ । ଏ ପୃଷ୍ଠକଟି ଗ୍ରହଣେ ଯେ ଧରନେର ପବେଣା ବା ରିସାର୍ଟ ବା ଜୀବନ ଅର୍ଜନ କରା ପର୍ଯୋଜନ ଏ କେତେ ତାର ସୀମାବନ୍ଧତା ବ୍ୟୋହେ ବଲେ ଯେ କୋଣ ଧରନେର ଭୁଲେର ଜନ୍ୟ ମହାନ ଆଶ୍ରାହ ଆମାଦେର କହା କରନ । ହେ ଆଶ୍ରାହ! ଆମାର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକେ ଫଳପ୍ରସୂ କରନ । ଆମିନ! ହୁବୁ ଆମିନ!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ଆଶ୍ରାହର ଇତ୍ୟ ଓ ଅଶେଷ ରହମତେ ବାହାଦୁରେଶ୍ଵର ଆପାମର ମହିଳାଦେରକେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କରେ ଏହିତ 'ହଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା-ମହିଳାଦେର ଜଳ' ପ୍ରତିକାଟି ଏକାଶେ ସର୍ବର୍ଥମାନ ଯଥାନ ଆଶ୍ରାହର ଦରବାରେ ଲକ୍ଷ ବୋଟି ଭକ୍ତବିରୀ ଆଦୟ କରାଇ ।

আমি শুন্ধাভরে হৃষণ করছি দেই সমস্ত হাতী মা-বোনদের যারা মসজিদুল হারামে, মসজিদে নববীতে এবং মীনার তাঁবুতে হজ্জ সম্পর্কে প্রধীন আমার ডায়েরীকে পৃষ্ঠিকা আকারে প্রকাশের জন্য অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন এবং মহিলাদের জন্য তা উপকার বয়ে আনবে বলে আশাকে তাপিল দিয়েছিলেন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সেই সমস্ত সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ীদের ধীরা তাদের শত ব্যক্তিগত মাঝেও আমার এ পুনর্ভিক সম্মুক্তিরণে সহায়তা করবেছেন। তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ, সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষে বিষয়ের উপস্থপনা এবং অবিরাম অনুশ্রেণী এ পুনর্ভিকতি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনে সহায়ক হয়েছে। আমি তাদের আলাদাভাবে নাই উদ্ঘোষ করে বইটির কালেবরা বৃদ্ধি করছি না। আমার সে সমস্ত সহকর্মীর জন্য ইহান আঞ্চাহুর কাছে প্রার্থনা করি তিনি তাদের সকলকে উত্তে প্রতিফলন দান করুন।

আমি কৃতজ্ঞতাভরে সশ্রান্ত জ্ঞানাচ্ছি পরম শ্রদ্ধেয় জনাব মোঃ আমোয়ার
হোসেন, সচিব, সেতু বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে, আমি আমার
শুক্ত নিবেদন করছি সর্বজনাব মাওলানা আতাউর্রাহ নিজামী, ড. আবদুল জলীল,
মোঃ আমানউর্রাহ দেওয়ান ও আমার ইচ্ছা গাইড জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে
বাদের মহামূল্যবান লিকিনির্দেশনা, অঙ্গস্ত পরিশ্ৰম, সহযোগিতা এবং বিষয়ভিত্তিক
জ্ঞান ও পারদর্শিতার হৈয়া এ পৃষ্ঠিকাটি প্রকাশে আমাকে সাহসী করেছে এবং
পৃষ্ঠিকাটির একটি বক্তব্য রূপ দেয়া সম্ভব হয়েছে।

এ পৃষ্ঠাটি প্রথমে খোলা আমাকে টেকনিক্যাল বিষয়ে ও টাইপে সহায়ণিত করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করছি। বিশেষ কাঁচে জনাব অল্পি আকর্ষণ

খন, বেগম হামিদা বেগম, জনাব সমীর, জনাব মোঃ আসমত আলী, এছাড়া
রয়েছে মর্জিনা ও খুশী—তাদের সহযোগিতায় এ পৃষ্ঠিকাটি প্রকাশ করা আমার
জন্য সহজতর হয়েছে।

সর্বোপরি, আমি কৃতজ্ঞ আমার দায়ী, ভাইবেল ও পরিবারের সবাল সদস্যের
প্রতি যাদের সহযোগিতা ও ত্যাগের কারণে এ পৃষ্ঠিকাটি আমি প্রণয়নে সমর্থ
হয়েছি।

ছেটি এ পৃষ্ঠার প্রণয়নে বিভিন্ন ধারারের কাছে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা,
অনুপ্রবণ পেয়েছি। বিভিন্ন লেখকের পৃষ্ঠাকাণ্ড, ছবি ও তথ্যভাষারের যে সহযোগিতা
দিয়েছে তা বেফারেস হিসেবে পৃষ্ঠিকার শেষে কৃতজ্ঞতাভরে উপস্থাপন করার
চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকের সার্বিক সহযোগিতায় যে পৃষ্ঠিকাটি গৃহীত হয়েছে তা
হজ ও উমরা করার ফেরে আমাদের মা-বোনদের উপকারে আসবে ইমশাআন্ত্রাহ!

মহান আব্রাহ আমাদের সপ্তিলিত এ প্রচেষ্টাকে সফল করুন। আমীন!

উৎসর্গ

আমার জাহাজবাসী আব্রা-আব্রা এবং
শুভে-শাতত্তীর জ্ঞহের মাগফেরাত কামনায়—

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
তালিবিয়া	
হজ ও উমরা সম্পর্কে পরিত্র কুরআন এবং নির্দেশনাবলী	২৫
হজ ও উমরা সম্পর্কে হানীসমূহ	২৬
হজ ও উমরার জন্য গ্রাথমিকভাবে জরুরী—যা জানা দরকার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত,	২৮
কৃতাহাব বা নফল, মাকরহ, বিদ'আত, দম/ফিদিয়া, হানী, শীকাত ইহরাম মুহরিম/মুহরিমা, মাহরাম হজ, উমরা, উকুফ করা কা'বা ঘর/বাইতুল্লাহ	৩০
মাতাফ, মসজিদ-উল হারাম হাজারে আসওয়াদ	৩১
রোকনে ইয়ামেনী মাকামে ইত্রাহীম	৩২
মূলতায়াম, হাতীম, শীজাবে রহমত, তাওয়াফ, তাওয়াফে কৃত্য তাওয়াফে উমরা, তাওয়াফে বিয়ারাহ/বিয়ারত, তাওয়াফে বিদা/ তাওয়াফে সাদর	৩৩
নফল তাওয়াফ, ইজতিবা, ইত্তিলাম, রমল তালিবিয়া দিবস, মাশ'আরল হারাম আইয়ামে তাশরীক, রমী, কংকর, কসর	৩৪
হজ কি? হজ এর প্রকারভেদ হজে ইফরাদ, হজে ক্রিয়াণ, হজে আমান্তু হজ এর নিয়ত, হজের ফরয, হজের ওয়াজিব, হজের সুন্নত	৩৫
ইহরাম	৩৬
ইহরাম বাঁধার প্রতি, ইহরাম এর প্রতি, বিত্তন্তা অর্ডান ফ্রুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা, মুহরিম/মুহরিমা	৩৭
ইহরামের কাপড়, ইহরামের জুতা/স্যাডেল	৩৯
শীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান, সালাত আদায়	৪০
	৪১-৫১
নিয়ত এবং তালিবিয়াহ	৪৪
দু'আ-দরুদ পাঠ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, ইহরাম অবস্থায় কি করা যাবে/কি করা যাবে না	৪৫
মরা অভিযুক্ত যাত্রা	৪৭
বর হতে বের হওয়ার সময় যা পড়তে হবে	৪৭
যানবাহনে আরোহণকালে যা পড়তে হবে	৪৭
বিমান হতে জেন্ডা বিমান বন্দুর নজরে পড়লে যা পড়বেন	৪৮
জেন্ডা থেকে মকায় পৌছে যা করতে হবে	৪৯
তাববীর, তাহলীল, তাসবিহ	৪৯
কা'বা শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় যা পড়তে হবে	৪৯
মসজিদে প্রবেশের দু'আ	৪৯
উমরার জন্য ইহরামের সংক্ষিপ্তসার	৫১
উমরা	৫২-৬১
উমরা কিভাবে করব?	৫২
উমরা, উমরার করণীয়	৫২
উমরার ওয়াজিব, উমরার সুন্নত, উমরার নিয়ত	৫২
উমরা হজ পুর	৫৩
উমরার উদ্দেশ্যে মসজিদ-আল-হারাম এ প্রবেশ	৫৩
মসজিদে প্রবেশের দু'আ	৫৩
কা'বা শরীফ প্রথম দর্শন	৫৪
উমরার তাওয়াফ	৫৫
তাওয়াফ পুর এবং শেষ করবেন যেতাবে	৫৫
তাওয়াফ এর প্রস্তুতি এবং ইজতিবা	৫৫
তাওয়াফ আরম্ভ করার স্থান, নির্যত, ইত্তিলাম	৫৬
তাওয়াফ পুর, তাওয়াফের দু'আ	৫৭
হাতীম, রমল রোকনে ইয়ামেনী এবং এর দু'আ,	৫৮
সাত চক্র, তাওয়াফ সমাপ্ত, ইজতিবা সমাপ্ত	৫৯
মূলতায়াম, মাকামে ইত্রাহীম, যবয়ম	৬০
সা'ঈ	৬১
	৬২

সাঁকের ঐতিহাসিক পটভূমি	৬০
সাঁকি কিভাবে করা হবে, যজ্ঞের আসওয়াদ ইতিলাম করা	৬০
সাকা পাহাড় হতে সাঁকি আরঞ্জ করা	৬৪
সবুজ পিলার/বাতি হানে দ্রুতভাবে চলা	৬৪
মারওয়া পাহাড়ের নিকে অগ্রসর	৬৪
মারওয়া পাহাড় সাঁকি সমাঞ্চ দু'আ মোনাজাত	৬৫
দুই রাকায়াত নামায আনায়	৬৬
মাথা মৃত্তন/চূল ছেট করা, উমরা সমাঞ্চ, নফল তাওয়াফ	৬৬
মক্কা প্রবেশ ও বারতুল্লাহ তাওয়াফ	৬৭
তাওয়াফ ও সাঁকি	৬৯-১০৭
তাওয়াফ শুরু, প্রস্তুতি	৭০
তাওয়াফ আরঞ্জ করার স্থান, হজ্জের আসওয়াদ	৭০
নিয়তসহ তাওয়াফের বিভিন্ন চরণের নিয়মাবলী	৭১
তাওয়াফ সমাঞ্চ, মূলতায়ামের দু'আ	৮৩
তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমে নামায	৮৫
মাকামে ইব্রাহীমের দু'আ	৮৬
শহীদের পানি, শহীদের পানি গান করার দু'আ	৮৭
হজ্জের আসওয়াদ ইতিলাম করা	৮৮
সাঁকি পাহাড় হতে সাঁকি আরঞ্জ, সাঁকির নিয়ত	৮৮
সাকা ও মারওয়াত অবস্থান, সাকা পাহাড়ে উঠতে উঠতে যে দু'আ পড়বেন	৮৯
সাখল-মারওয়াত সাঁকি করার সহয় সবুজ পিলারছাতের মাঝে দ্রুত	
চলার সময়ের দু'আ	৯০
প্রথম সাঁকির দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ	৯১
২য় সাঁকির দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ	৯৩
৩য় সাঁকির দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ	৯৫
৪র্থ সাঁকির দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ	৯৭
৫ম সাঁকির দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ	১০০
৬ষ্ঠ সাঁকির দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ	১০২
৭ম সাঁকির দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ	১০৫
দু'আ করুলের হানসমূহ	১০৭
সহানিত হজ্জীদের জ্ঞাতার্থে এক নজরে হজ্জ ও এর করণীয়	১০৮

এক নজরে হজ্জ	১০৯-১৩০
হজ্জের প্রস্তুতির দিন ৭ ঘিলহজ্জ	১০৯
হজ্জের প্রস্তুতি, ইহরামের প্রস্তুতি, পোসল বা ওয়	১০৯
ইহরাম, ইহরামের নামায	১০৯
হজ্জের নিয়ত ও তাগবিয়া ইহরামের নিষিক বিষয়াদি, মীনার উদ্দেশ্যে যাও	১১০
মীনার জন্য সঙ্গে যা নিতে হবে	১১০
হজ্জের ১ম দিন - ৮ ঘিলহজ্জ	১১১
হজ্জের ২য় দিন - ৯ ঘিলহজ্জ	১১২
আরাফাতের ময়দানে অবস্থান, আবালে রহমত	১১২
গুরুক করা মসজিদে নামিরা	১১৩
দু'আ করুলের বিশেষ সময়-আরাফাতের ময়দানের গুরুত্ব	১১৪
মুদ্দালিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা, যাগরিব ও এশার নামায	১১৭
পাথর সংগ্রহ, রাতি যাপন, যিকির এবং দু'আ	১১৮
ফজর নামায ও গুরুক, মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা	১১৯
টর্লেট ব্যবহা, মুদ্দালিকার সীমা	১১৯
হজ্জের তৃতীয় দিন - ১০ ঘিলহজ্জ	১২০
বড় জামারাহে (জামারাহে আকাবাহ-তে পাথর নিকেপ/রমী করা	১২০
তালবিয়া বক	১২০
কুরবানী করা	১২১
মাথা মৃত্তন/চূল ছেটা তাওয়াকে যিয়ারত	১২২
তাওয়াকের নিয়ত	১২৩
হজ্জের সাঁকি, মীনাতে প্রত্যাবর্তন	১২৪
হজ্জের ৪৮ দিন - ১১ ঘিলহজ্জ	১২৪
জামারাহতে রমী	১২৪
ছেট জামারাহতে দু'আ	১২৫
দেব জামারাহতে দু'আ	১২৫
বড় জামারাহতে দু'আ নাই	১২৫
তাওয়াকে যিয়ারত এবং জন্য ২য় সুযোগ	১২৬
যিকির ও ইবাদত	১২৬
হজ্জের ৫ম দিন - ১২ ঘিলহজ্জ	
জামারাহতে রমী, ছেট জামারাহতে দু'আ করা সুযোগ	১২৬

মেঝে জামরাহতে দু'আ	১২৬
বড় জামরাহতে দু'আ নাই	১২৭
তাওয়াফে যিয়ালতের শেষ সুযোগ	১২৭
হজের ৬ষ্ঠ দিন - ১৩ খিলহজ ও তার পরবর্তী কার্যক্রম	১২৭
বিদায়ী তাওয়াফ, বিদ্যুৰী তাওয়াফের নিয়ত	১২৮
হজের সংক্ষিপ্তসার	১২৯
পৰিজ্ঞ মদীনা শৰীৰু	১৩২-১৫২
মদীনা সফর এর পছন্দি, মদীনা যাত্রা এবং নিয়ত	১৩২
মসজিদে নববী মুখে রওয়ানা	১৩৩
মসজিদে প্রবেশ	১৩৪
দরজন ও কুরআন তিলাউতো	১৩৫
পৰিজ্ঞ রওয়া মোবারক, রওয়া মোবারকে সালাম জানানো	১৩৭
হস্তৰত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর মাধ্যমে সালাম জানানো	১৩৯
হস্তৰত উমর ফারুক (রা)-এর মাধ্যমে সালাম জানানো	১৩৯
নবী কৃষ্ণ (সা)-এর শিষ্টের মুবারকে সালাম ও দু'আ	১৪১
'মসজিদে নববীর' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তত্ত্বসমূহ	১৪৬
উস্তুয়ানা-হানানাহ, উস্তুয়ানা ছারীর	১৪৭
উস্তুয়ানা-উফু, উস্তুয়ানা-হ্যারাছ, উস্তুয়ানা-আরেশা (রা)	১৪৭
উস্তুয়ানা-আবু সুবাবা, উস্তুয়ানা-জিত্রাসিল (আ)	১৪৭-১৪৮
মদীনা শৰীফে দশনিয় হানসমূহ মসজিদে-কুবা, উভদের ময়দান	১৪৯
মসজিদে কিবলাতাফিন	১৫০
মসজিদে জুম'আ, মসজিদে গামায়াহ মদীনা শৰীফ হতে বিদায়	১৫১
মদীনা হতে বিদায়ের দু'আ	১৫২
হজ বা উমরার সময় মহিলাগণ সচরাচর যে সমস্ত তুল	১৫৪-১৫৯
(Common Mistakes) করে থাকেন	
চুল পড়ে যাওয়ার (Breaking their hair) অতিরিক্ত ভয়	১৫৪
পুরুষ মানুষের ভৌড়	১৫৪
ইহরাম, মানেই মাথা আবৃত বাধার হিজাব নয়	১৫৫
জামরাত ও মুহদালিফাতে না থাওয়ার প্রবণতা	১৫৬
মুহদালিফাতে আবৃত / অনাবৃত বাধা	১৫৭
মীনা ও আরাফাতে মূল্যবান সময় নষ্ট করা একেবারেই যাবে না	১৫৭

ইবাদতে ভাড়াহড়া নয়, ইবাদত জনগত (quality) হতে হবে, পরিমাণগত (quantity) নয়	১৫৮
নবী করীম (সা)-এর মসজিদে আদবের সাথে আচরণ করতে হবে	১৫৯
প্রশ্ন-উত্তর পর্ব	১৬১-১৭৮
মহিলামের হজের পোশাক পরিষ্কার কেমন হলে ভাল হয়	১৬১
হজের সময় মহিলারা ভুরোলারী পড়তে পারবে কি?	১৬২
হজ কি? বিভিন্ন প্রকারের হজ অর্থাৎ ইহরাম, কিসান ও তামাহু হজের মধ্যে পার্থক্য কি?	১৬২
মহিলাদের হজে যেতে হলে মাহরাম এর বিষয় সম্পর্কে কিছু বলুন?	১৬৩
হজের সময় মহিলাদের মুবারক আবৃত করা বিষয়ে জানতে চাই!	১৬৫
হায়েয ও নেফাস কি? হজের সময় মহিলারা ঝর্তুবর্তী হলে হজের কি কি করা যাবে কি কি করা যাবে না তথ্যাদি জানতে অনুরোধ করা হলো!	১৬৫
হজের পর আয়েশা (রা)-এর উমরা পালন সম্পর্কে জানতে চাই!	১৬৮
ছোট বাচ্চা নিয়ে হজ করা যাবে কি না?	১৬৯
মহিলার কি অন্যের পক্ষে হজ বা বদলি হজ করতে পারেন?	১৬৯
যদি পারেন সেক্ষেত্রে বদলি হজের নিয়ম সম্পর্কে ধারণা দিন	১৬৯
নারীদের জন্য উত্তম জিহাদ হলো মকবুল হজ—এ সম্পর্কে আপনার মতান্তর কি?	১৭০
রমল করা বলতে কি বুকায়? রমল করার কথা ভুলে গেলে কি করতে হবে?	১৭০
মহিলাদের রমল করার প্রয়োজন আছে কি?	১৭০
কসর কি? কসর নামাযের বিধান কি?	১৭১
হজের কুরবানী এবং ইন্দুল আয়হার কুরবানী কি একই বিষয়? না হলে দু'টোর মধ্যে সম্পর্ক / পার্থক্য কি?	১৭৩
মসজিদে প্রবেশের জন্য কোন দু'আ বা নামায আছে কি না?	১৭৩
জানায়ার নামায কি? মহিলারা জানায়ার নামায পড়তে পারবেন কি - না?	১৭৪
মহিলাদের কি পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ঠিক হবে?	১৭৪
হজের পর ৪০ দিন আমল করতে হয় বা মানতে হয় এর অর্থ কি?	১৭৫
হজে যেতে হলো প্রয়োজনীয় কি কি জিনিস সংগে মিলে হবে বা কেনা কাটা করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?	১৭৬
সালাত (নামায)	১৭৯-১৯৯
মসজিদ-উল হারাম ও মসজিদে নববীতে নামাযের ফর্মালত	১৭৯

জামায়াতে নামায	১৭৯
দুশ্মুল মসজিদ/তাহিয়াতুল মসজিল নামায	১৮০
পাঁচ গোক নামায ও আমল	১৮০
কার্য নামায	১৮২
কলন নামায	১৮৩
বিতরের নামায	১৮৪
হালকী নফল, ইশ্রাকের নামায, দোহা বা চাশতের নামায	১৮৫
আওয়াবীর নামায, তাহজুদ নামায	১৮৬
জানায়ার নামায	১৮৭
সালাতুলভাসবীহের নামায	১৯১
তাখবার নামাজ	১৯৪
করিয়া আদায়ের নামায	১৯৮
আরাফাতের ময়দানে পড়ার মত কিছু দু'আ	২০০
আগ্রাহ তা'আলার উগবাচক নামসমূহ (আসমাউল হসন)	২২৬
হজের সময় শেষে দেশে অত্যাবর্তন	২২৮
সহায়ক তথ্যাদি/গ্রন্থসমূহ	২৩১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রারম্ভিক কথা

যে কোন কাজ করার পূর্বে সেটি করার ইচ্ছা করা বিশেষ প্রয়োজন। হজ্জ করতে হলে প্রথম যে বিষয়টি প্রয়োজন সেটি হলো নিয়ত করা। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মা-বোনেরা হজ্জ করার নিয়ত করতেই ভয় পান। যারা শিক্ষিত এবং শহরে বসবাস করেন তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যক্তিগত রয়েছে। তবে প্রাপ্ত-নির্ত্ব বাংলাদেশের মা-বোনদের সাধারণত হজ্জ করার সাহস সংষয় করতে পারেন না। অনেকে ভাবেন হজ্জ তাদের জন্য কর্তব্য অথবা তাদের পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়। প্রথমত আপনার সঠিক নিয়ত থাকলে আপনার শারীরিক ও মানসিক মনোবল বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত হজ্জ করার মত অর্থও আবাদের অনেক মা-বোনের রয়েছে যা তারা অনেক সহজ বুঝতে পারেন না। এর মধ্যে যারা চাকুরী করেন তাদের তো কথাই নেই। আবার অনেকের ক্ষেত্রে অনেক স্বর্ণ থাকে, অথবা সম্পত্তি রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা বা বাচ্চার আয়ের একটি বড় অংশ মহিলাদের হাতে জমে যায়। আবার ছেলে মেয়েদের ভাল চাকুরী বা বিদেশ হতে উপর্যুক্ত অর্থ মায়ের হাতে চলে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাবার সম্পত্তির অংশ থেকে তারা কিছু অর্থ পেতে থাকেন। বিভিন্নভাবে মহিলাদের অর্থের সংস্থান হয়ে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের মা-বোনদের জন্য জরুরী—নিয়ত ঠিক রাখ।

ধির মা-বোনেরা, আপনারা যখন হজ্জ কার্যাবর্য নিয়ত করেছেন এরকম ক্ষেত্রে নিয়ত করার সাথে সাথে আপনাকে মাহরায় ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ মহিলাদের হজ্জ ঘেতে হলে অবশ্যই একজন মাহরায় সঙ্গে থাকতে হবে। বিবাহিতা মহিলাদের জন্য স্বামী উত্তম মাহরায়। বাবা, তাইসহ ইসলামী শরীয়ত মতে যাদের সাথে বিবেক জারীয় না তারা উত্তম মাহরায় হতে পারে। মাহরায় সম্পর্কে এ পৃষ্ঠাকার পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ধির মা-বোন, আপনারা হজ্জের নিয়ত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ! এরপর শরীয়তসম্মত মাহরায় পেয়েছেন বা ঠিক করেছেন। সুবহান আল্লাহ! এবার

জামায়াতে নামায	১৭৯
দুপুরুল মসজিদ/ভাইয়াতুল মসজিদ নামায	১৮০
পাঁচ গ্রামে নামায ও আবশ	১৮২
কাশ্যা নামায	১৮৩
কসর নামায	১৮৪
বিতরের নামায	১৮৫
হালকী নফল, ইশরাকের নামায, দোহা বা চাষ্পতের নামায	১৮৬
আওয়াবীন নামায, তাহজিজুল নামায	১৮৭
জানাঘার নামায	১৯১
সালাতুল্ভাসবীহের নামায	১৯৪
তাওবার নামায	১৯৮
শুকরিয়া আনায়ের নামায	২০০
আরাফাতের ময়দানে পড়ার মত কিছু দু'আ	২০০
আল্লাহ তা'আলার উণবাচক নামসমূহ (আসমাউল হসন)	২২৬
হজের সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন	২২৮
সহায়ক তখ্যানি/হাসমূহ	২৩১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রারম্ভিক কথা

যে কোন কাজ করার পূর্বে সেটি করার ইচ্ছা করা বিশেষ প্রয়োজন। এজ করতে হলে অথবা যে বিষয়টি প্রয়োজন সেটি হলো নিয়ত করা। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মা-বোনেরা ইচ্ছা করার নিয়ত করতেই তর পান। যারা শিক্ষিত এবং শহরে বসবাস করেন তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যক্তিগত রয়েছে। তবে ধার-নির্ভর বাংলাদেশের মা-বোনদের সাধারণত ইচ্ছা করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেন না। অনেকে অনেক ইচ্ছা তাদের জন্য ফরম নয় অথবা তাদের পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়। প্রথমত আপনার সঠিক নিয়ত থাকলে আপনার শারীরিক ও মানসিক শনোবল বেড়ে যাবে। বিজীত ইচ্ছা করার মত অর্থও আমাদের অনেক মা-বোনের রয়েছে যা তারা অনেক সময় বুঝতে পারেন না। এর মধ্যে যারা চাকুরী করেন তাদের তো কথাই নেই। আবার অনেকের ক্ষেত্রে অনেক স্বর্ণ থাকে, অথবা সম্পত্তি রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা বা স্বামীর আয়ের একটি বড় অংশ মহিলাদের হাতে জমে যাব। আবার হেলে মেয়েদের ভল চাকুরী বা বিদেশ হতে উপর্যুক্ত অর্থ আয়ের হাতে চলে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাবার সম্পত্তির অংশ থেকে তারা কিছু অর্থ পেয়ে থাকেন। বিভিন্নভাবে মহিলাদের আর্থের সংস্থান হয়ে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের মা-বোনদের জন্য জারুরী—নিয়ত টিক রাখা।

প্রিয় মা-বোনেরা, আপনারা যখন হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন এরকম ক্ষেত্রে নিয়ত করার সাথে সাথে আপনাকে মাহরাম ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ মহিলাদের হজে যেতে হলে অবশ্যই একজন মাহরাম সঙ্গে থাকতে হবে। বিবাহিতা মহিলামের জন্য স্বামী উন্নত মাহরাম। বাবা, ভাইসহ ইসলামী শরীয়ত মতে যাদের সাথে বিয়ে আয়ের না তারা উন্নত মাহরাম হতে পারে। মাহরাম সম্পর্কে এ পৃতিকায় পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রিয় মা-বোন, আপনারা হজের নিয়ত করেছেন, আলহামদুল্লাহ! এরপর শরীয়তসম্মত মাহরাম পেয়েছেন বা ঠিক করেছেন। সুবহান আল্লাহ! এবার

আপনারা হজের প্রস্তুতি নিতে থাকুন। কুরআন, হাদীসহ হজের উপর বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকা/গাইড নির্দেশিকা পাওয়া যায় সেগুলো সংগ্রহ করে পড়াশোনা করুন। এছেতে আমার এ পৃষ্ঠাটি আপনাদের কিছুটা সহায়তা করলে আমার করুন। এছেতে আমার এ পৃষ্ঠাটি আপনাদের কিছুটা সহায়তা করলে আমার প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আশাকরি। মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করুন। এ পৃষ্ঠাকার উল্লিখিত বিষয়ে ইস্পাত্ত ও অনিষ্পাত্ত যে কোন ভুলের করুন।

জন্য মহান আল্লাহর দরবারে করা প্রার্থনা করাই। আমিন! চুম্বা আমিন!

আমি ২০১৪ সালে পবিত্র হজ পালন করতে যাই। হজে যাওয়ার নিয়ত করার সাথে একটি বিষয় নিয়ে চিন্তায় পড়লাম। সেটা হলো সরকারী ব্যবস্থাপনায় না-কি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজে যাওয়া ভাল হবে। উভয় ক্ষেত্রেই নানা ধরনের সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন কথাগুলো কানে আসতে থাকলো।

কিছুটা ধীর্ঘ-দূরে পড়ে গেলাম। আসলে কোনটা ভাল হবে?

আমি যেহেতু সরকারী কর্মকর্তা তাই সিজান্ত নিলাম, আমি সরকারী ব্যবস্থাপনাতেই যাব ইনশাআল্লাহ! যথারীতি টাকা জমা নিলাম। এবার বড় বিপণি ছটলো। আমার যত বড়-বাদে, আর্যা-হজ, পাড়া-প্রতিবেশী, পরিচিত জনেরা সবাই আমাকে নানা ধরনের অসুবিধার কথা বলতে থাকলেন। সবচেয়ে বড় অসুবিধা তুলে ধরা হলো পাইডের অভাব। যেহেতু ভাল গাইড পাওয়ার সংশ্লিষ্ট করার কথা কাজ করে আসলে আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন আমি অনুসন্ধান করলাম গাইডদের কাজ কি? গাইড কারা হন? এরপর সরকারী গাইড এবং বেসরকারী গাইডদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলাম। একটি বিষয় দেখতে পেলাম যে, গাইড হতবেশী জানেন বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তার হজ কাফেলা তত সহজ ও সঠিকভাবে হজের সকল কার্য সমাধান করতে সমর্থ হয়। সবার ওপরে আল্লাহর ইচ্ছা।

* এ থেকে নিচিত হলাম যে, হজ সম্পর্কে সুস্পষ্টি ধারণা থাকতে হবে এবং এটি অর্জন করতে হলে পড়তে হবে, জানতে হবে এবং প্রৰ্ব্ব যারা হজ করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে হবে। নিজের ধনি হজের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্টি ধারণা থাকে সেক্ষেত্রে কোন ভাল গাইড সঙ্গে থাকলো কি ধাকালো না, তা কেন মুখ্য বিষয় নয়। এছাড়া একসঙ্গে ৪০-৫০ জনের প্রশ্নে দ্রুই/একজন গাইডের পক্ষে নবাইকে ঠিকমত দেখাশোনা করাও কঠিন। কাজেই শুধুমাত্র গাইডের উপর নির্ভর করে হজে যাওয়া খুব একটা যুক্তিসংগত হবে বলে মনে হয় না। অতএব শুধু করে দিলাম পড়া, পড়া আর পড়া। এছাড়া প্রতিদিন

২/১ জন হাজীর সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে থাকলাম। পবিত্র কুরআন, তাফসীর, হাদীস শরীফসহ হজ সম্পর্কিত নানাবিধি বই/পৃষ্ঠক পড়তে আরও করে দিলাম আর হজের কার্যক্রমসমূহ নিজের সুবিধামত করে একটি ভায়েরীতে লিখতে আরুশ করলাম। যে বই/পৃষ্ঠকে যে বিষয়টি আমার ভাল লাগলো সেগুলোও ভায়েরীতে লিখতে লাগলাম। এছাড়া বিভিন্ন হাজীর অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের পরামর্শগুলোও ভায়েরীতে লিখে নিলাম। উল্লেখ্য, আমার মা, তিনি বোন, তিনি ভগ্নিপতি ও দুই তাই হাজী (আমার মরহুম পিতাও হাজী ছিলেন) বিধায় তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ আমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে যা আমি ভায়েরীতে লিখতে থাকলাম।

হজে যাওয়ার নিলিট দিনে মনে হলো আমি মহান আল্লাহর দরবারে পরীক্ষা দেয়ার জন্য সকল বই-পত্র পড়ে একজন ভাল স্টুডেন্টের মত পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। শুধু যত কঠিন হোক কিংবা যেভাবে ঘূরিয়ে পেঁচিয়ে হোক সকল ধরনের উভয় দেয়ার মত প্রস্তুতি রয়েছে ইনশাআল্লাহ! এছাড়া পরীক্ষার আগে পরে কি পড়তে হবে তার জন্যও বিভিন্ন আমল ভায়েরীতে লেখা আছে। এভাবে খুব ভাল প্রস্তুতি নেয়া একজন ভাল স্টুডেন্টের মত শক্ত মনোবল আর দৃঢ় কন্ট্রিভেল এর সাথে ইহরাম বেঁধে “লাক্বাইকা আল্লাহর লাক্বাইকা, লাক্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাক্বাইক, ইন্নাল হায়দা ওয়াল নিয়মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক” তালিবিয়াহ পড়তে পড়তে আল্লাহর অসীম রহমতে মন্ত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমি যে হজ গাইড পেয়েছিলাম তিনি জ্ঞান মোঃ মিজানুর রহমান। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তবে আমি যদি তাঁর সম্পর্কে আগে জ্ঞানতাম, তাহলে হয়তো আমি এরকম লেখা-পড়া না করে গাইডের শুরুর করে চলে যেতাম যা হতো আমার জ্ঞান চরম বোকামি। আর যারা সেদিন আমাকে বলেছিলেন, “সরকারী ব্যবস্থাপনায় ভাল গাইড পাওয়া যাবে না ফলে হজ সহীহভাবে করা কঠিন হবে।” তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা তখন যদি একথা না বলতেন তাহলে আমি হয়তো এভাবে পড়তামই না বা নিজেকে হজের জ্ঞান এভাবে প্রস্তুত করতাম না। কাজেই প্রিয় হাজী সাহেবগণ আপনারা যারা হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন, দয়া করে নিজে পড়াশোনা করে জেনে প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। কোন গাইড, মাহরাম বা অন্য কারও ওপর নির্ভর করে হজ করে আসার চিন্তা রাখবেন না। পড়ুন—জ্ঞান!

মন্ত্র-বিনোদন যাওয়ার পর একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, অনেক হাজী সাহেব-ই-হজের জন্য যে ন্যূনতম প্রস্তুতি দরকার সেটি ছাড়াই হজ করতে গিয়েছেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুতর। পুরুষগণ সাধারণত বাহিরে বিভিন্ন মানুষের সাথে, বাজারে বস্তুদের সাথে আলোচনা করেন ও তথ্য আদান প্রদান করেন। সর্বেপ্রিয় তারা মসজিদে জামায়াতে নামায আদায় করেন। এতে অনেক বিষয় সাধারণভাবেই তাদের জানা হয়ে যায়। কিন্তু মহিলারা এসব ক্ষেত্রে খুবই অসহায় (Vulnerable)। তাদের জ্ঞানার্জনের এ সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই সীমিত। বিশেষ করে হ্রাম-গঞ্জের থেক শিক্ষিত মহিলাদের জন্য অবস্থা আরও শোচনীয়। বিভিন্ন মা-বোনের সাথে আলোচনার ঘেনেছি, অনেক মহিলার হজ সম্পর্কে তেমন সুস্পষ্ট ধারণা নাই কিন্তু ছেলে বড় অফিসার বা বিদেশে চাকুরী করার কারণে যাকে হজে পাঠানোর নিয়ত করেছেন। মা কোন রুক্ম প্রস্তুত ছাড়াই অথবা অভিনন্দনের প্রশিক্ষণে থেক জান নিয়ে সেখানে হায়ির হয়েছেন। অথবা কোন ভাই তাদের বাবার সম্পত্তির অংশ না দিয়ে বোনকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়েছে হজ করার জন্য। বোন মহাজানদে সে টাকা নিয়ে হজ করতে হায়ির হয়েছেন। আবার দেখা গেছে স্বামীর অনেক স্বচ্ছ অবস্থা তাই স্ত্রীকে সাথে করে হজ করতে গিয়েছেন। সকল ক্ষেত্রেই মা-বোন স্ত্রী যেভাবেই হজে যান না কেন হজে যাওয়ার নিয়ত করার সাথে সাথে এর প্রস্তুতি থাকা জরুরী।

ହଙ୍ଗା-ମଦୀନାୟ ଧାରାକାଳେ ଅନେକ ମା-ବୋନ ଆମାର ପ୍ରତ୍ୱତକୃତ ଡାରେରୀ ଥେକେ
ଅନେକ ସହାଯତା ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞାହୁର ଇଚ୍ଛାୟ । ତାରା ଆମାକେ ଅନୁରୋଧ କରେଛିଲେନ
ଦେଶେ ଯିବେ ଆମି ସେ ଡାରେରୀଟାକେ ପୁଣିକାରୁପେ ଏକାଶ କରେ ଯା ଅନେକ
ମା-ବୋନେର ଉପକାର ହବେ । ଅନ୍ୟଦିକେ ହଜ୍ କରେ ଯିବେ ଆସାର ପର ଅନେକ ମା-ବୋନ
ଜାନିଯୋଛେ ତାଦେର ହଜ୍ ଭାଲ ହୁଯେଛେ । ତବେ ଆର ଏକଟ୍ ଭେଳେ ଗେଲେ ଅନେର
ସମ୍ଭାଷିତ ବୈଶି ହତୋ । ଏ ସମ୍ଭାଷିତ ମା-ବୋନଦେର ଜନ୍ମାଇ ଆମି ଆମାର ଡାରେରୀଟାକେ ଏହି
ପୁଣିକାରୁ ରଙ୍ଗ ଦେଯାର ପ୍ରେଟେଟ୍ କରେଛି ଯାହା । ଆମି ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଏ
ପୁଣିକାରୁ ଆମାଦେର ମା-ବୋନଦେର ଅନେକ ଉପକାରେ ଆସବେ ଇନଶାଆଜ୍ଞାହ ! ପାଶାପାଶି
ଏ-ଓ ଦେଖେଛି ଅନେକ ମା-ବୋନ ହଜ୍ କରାର ନିଯମତ କରେ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୱତି ନିଯେ
ଗିରେଛେ । ସୁରହନ୍ତାଆଜ୍ଞାହ ! ତାରା ଆମାର ଏ ପୁଣିକାରୁ ଆରୋ ସମ୍ମୂଳ କରାର ଜନ୍ମ
ଆମାକେ ସହାଯତା କରିବେ ଇନଶାଆଜ୍ଞାହ !

ଶ୍ରୀ ହାଜିସାହେବଗଣ, ହଙ୍ଗ ବା ଉତ୍ତରାର ସମୟେ, ପୂର୍ବେ ବା ପରେ ଏହି ବିହିଟି ବା ଏର କୋନ ଅଥ୍ ଯଦି ଆପନାର ଭାଲ ଲାଗେ ବା ଉପକାରେ ଆସେ ତାହଲେ ସେଠି ଆପନି ଅନ୍ୟଜଳକେ ଜାନାନ ବା ଏହି ପୃତିକାଟି ପଡ଼ାର ପରାମର୍ଶ ଦିଲି । ସାଧାରଣତ ହଙ୍ଗ ବା

উদ্ভাব করার পর মানুষের আত্মগতি ঘটে। এতে মানবকর হজ পালনকারী হাজীসাহেবদের অনেক কিছু জ্ঞান যেমন আমহ বৃক্ষ পায় তেমনি ভাল-মন অনেক বিদ্য তাঁরা অনুধাবন করার শক্তি অর্জন করে আপ্নাত্ম ইচ্ছায়। এরকম ক্ষেত্রে হজ থেকে ফিরে এসে আপনার যদি মনে হয়, এমন কোন বিদ্য যা এই পুনর্কে সংযোজন বা বিস্তোজন করলে, সংশোধন বা পরিমার্জন করলে পুনর্গতি আরও সমৃক্ত হবে এবং হাজীসাহেবদের আরও উপকার হবে, সেক্ষেত্রে আপনি/আপনার সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ଶ୍ରୀ ପାଠକ ! ଆମନାଦେର ସବାର କାହେ ଆମି ଆବାରଓ କହିବା ଚହେ ନିଷିଦ୍ଧ ଏ କାରଣେ ଯେ, ଏ ଧରନେର ଏକଟି ପୁଣ୍ଡକ ପ୍ରକାଶେର ଜଳ୍ୟ ଯେ ଧରନେର ତୁଳି-ଜଳ ବା ରିସାର୍ଟ ଦରକାର ଆମାର କ୍ଷେତ୍ରେ ତା ସୀମିତ । ତଥୁବୁ ଆମ ବାଲାର ଆପାମର ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର କଥା ଡେବେ ବିଶେଷ କରେ ଆମାର ଶ୍ରୀ ମା-ବୋଲନ୍ଦେର ସମାନ୍ୟତମ ଉପକାରେର କଥାଟା ବିବେଚନା କରେଇ ଆମି ଏ ପୁଣ୍ଡକାଟି ପ୍ରକାଶ କରାର ଇଞ୍ଚ କରାଛି । ଆଜ୍ଞାହ ଆମାର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ କରନ୍ତି । ହେ ଆଜ୍ଞାହ ! ଆମନାଦେର ସମାନ୍ୟତମ ଭୂଲେର ଜଳ୍ୟ ଆପନି ଆମାକେ ଏବଂ ଆମନେରକେ କହିବା କରନ୍ତି । ହେ ଗାୟତ୍ରୀର ରାହିୟ, ହେ ଗାୟତ୍ରୀର ରାହିୟ ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ পৃষ্ঠিকার্য যে সমস্ত আবর্ণীর বাংলা উচ্চারণ দেয়া হয়েছে তা আগনীরা পরিচিত আলেখদের কাছে সহীই ও উক্তভাবে পড়ে বা জেনে নিতে পারেন।

ଆବ୍ରଦ୍ଧିତ ଆମା ନାଜ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .

উক্তাবণ : বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুল্লাহাহি ওয়াসছলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিয়াহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি সমস্ত প্রশংসন মালিক এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (সা)-এর উপর।

তালবিয়াহ

হজ ও উমরা করার জন্য আল্লাহর দরবারে উপস্থিত ইত্যার ঘোষণা দেওয়াই তালবিয়াহ। হজ ও উমরার নিয়তে তালবিয়াহ পড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়ত। তালবিয়াহ পড়ার মাধ্যমে একজন বাস্তি আল্লাহর নিকট আজুসমর্পণ করেন এবং তাঁর সর্বমূল ক্ষমতা ও একত্রিতাদের ঘোষণা দেন। পুরুষগণ জোরে শব্দ করে তালবিয়াহ পড়বেন। কিন্তু মহিলাগণ নিচুস্বরে তালবিয়াহ পড়বেন। নিচে 'তালবিয়াহ' উল্লেখ করা হলো :

لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ لَبِّيْكَ لَبِّيْكَ لَكَ لَبِّيْكَ إِنَّ النَّحْمَدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
لا شرِيكَ لَكَ .

"লাল্লাহাইকা আল্লাহমা লাল্লাহাইক, লাল্লাহাইকা লা-শারীকা লাকা লাল্লাহাইক
ইমাল হামদা ওয়াল নি'য়হাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ : আমি হায়ির, হে আল্লাহ! আমি হায়ির। আমি হায়ির, আপনার কোন অংশীদার নাই, আমি হায়ির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসন ও নি'য়ামতসমূহ আপনারই
এবং সমগ্র সাম্রাজ্য ও আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।

হজ্জ ও উমরা সম্পর্কে পরিত্র কোরআন এর নির্দেশনাবলী

- পরিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা যকার কা'বাগৃহ এবং এটি বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৬)
- হজ্জ ফরার বিষয়ে পরিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, “কা'বাগৃহে ‘যাকামে ইব্রাহীমে’ মত নির্দেশন রয়েছে। আর যে কেউ এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের হৃথাপেক্ষী নন।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭)

• “তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধ্যপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবাণী করো। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যাহা মুক্ত করবে না, যতক্ষণ না কুরবাণী যথাস্থানে পৌছে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিম্বা মাথায় ত্রুশ থাকে তাহলে তার পরিবর্তে রোধ করবে কিম্বা ব্যরাত (সাদাকা) দিবে অথবা কুরবাণীর খারা এর ফিনিয়া দিবে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ হজ্জ ও উমরা একত্রে একইসাথে পালন করতে চাও তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবাণী করা তার ওপর কর্তব্য। কিন্তু যদি কেউ কুরবাণীর পক্ষ না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিনিদিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন এই পূর্ণ দশদিন সিয়াহ/রোজা পালন করতে হবে। এ নির্দেশনাটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শান্তি নামে কঠোর।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৬)

• “শ্রবণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানবজাতির জন্য ফিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার হানরপে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা যাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের হানরপে প্রাণ কর। এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, কুরু ও সিজদাকারীদের জন্য আহার গৃহকে পরিষ্কারভাবে আদেশ দিয়েছিলাম।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

• “নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ও মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনসমূহের অঙ্গগত। সুতরাং যে কেউ কা'বা গৃহের হজ্জ কিম্বা উমরা সম্পর্ক করে এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ (সাঁস) করলে তার কোন পাপ নাই। আর কেউ স্বত্যঙ্কৃতভাবে সংকাজ করলে আল্লাহ তো পুকারনাভা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৮)

• “অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে শ্রবণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে শ্রবণ করতে; অথবা তার চেয়েও বেশী অভিনিবেশ সহকারে। মানুষের মধ্যে যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর। বক্সুত: পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নাই।’” (সূরা বাকারা, আয়াত ২০০)

• “আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোষথের শান্তি হতে বাধ্য কর।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২০১) “এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের অর্জিত সম্পদের। বক্সুত: আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২০২)

• “তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলো আল্লাহকে শ্রবণ করবে। যদি কেউ আড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন গুনাহ নাই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নাই। এটি তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিশ্চিত জেনে রাখ যে, তোমাদের সবাইকে অবশ্যই তার (আল্লাহর) সামনে সমবেত করা হবে।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২০৩)

• “হজ্জ হয় সুনিদিষ্ট মাসসমূহে। অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করার পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার জন্য হজ্জের সময়ে স্তু সংশোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ জারোয় নয়। আর তোমরা যা কিছু সংক্রান্ত কর, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথের ব্যবস্থা করো, আল্লাস্যমাই শ্রেষ্ঠ পাথের। হে বোধসপন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৭)

• “তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্দান করতে তোমাদের কেনে পাপ নাই। যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশ'আকুল হারামের নিকট পৌছে আল্লাহকে শ্রবণ করবে। আর তাঁকে শ্রবণ করবে তেমনিভাবে, যেভাবে তোমাদের নির্দেশ/হেদায়েত করা হচ্ছে, যদি ও ইতোগুরো তোমরা বিভাসদের অস্তর্ভূত ছিলে।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৮)

• “অতঃপর অন্যন্য লোক হেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ আল্লাহশীল, পরম দয়ালু” (সূরা বাকরা, আয়াত ১৯৯)

• “হখন আমি ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহ'র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে খরীক করো না এবং আমার গৃহকে পরিষে রাখ তাদের জন্য, যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রাখু করে ও সিঞ্চন করে।” (সূরা হজ, আয়াত ২৬)

• “এবং মানুষের নিকট হজ্জ এর ঘোষণা করে দাও! তারা তোমাদের কাছে আসবে পারে হেটে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, তারা আসবে দূর-দূরাতের পথ অতিক্রম করে।” (সূরা হজ, আয়াত ২৭)

• “যাতে তারা তাদের কল্যাণবয় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং নিসিট নিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্বরেৎ করে তার দেয়া চতুর্পদ জন্ম থবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবপ্রস্তুকে আহার করাও।” (সূরা হজ, আয়াত ২৮) “অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিস্কৃত দূর করে দেয় এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীগ গৃহের।” (সূরা হজ, আয়াত ২৯)

হজ্জ ও উমরা সম্পর্কে হাদিসসমূহ

• হফরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে বাকি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে এবং তাতে কোনোরূপ অঙ্গীল আচরণ করেনি এবং দুর্বলতা করেনি, সে বাকি হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তণ করবে নিষ্পাপ অবস্থায় সেদিনের ন্যায় যেদিন তার মাতা তাকে (নিষ্পাপ অবস্থায়) প্রসব করেছে। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

• হফরত উমের সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শনেছি, যে বাকি বায়তুল মুকাবাস হতে মক্কার খানায়ে কাঁবার দিকে হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। অথবা তিনি বলেছেন, তার জন্য বেহেশত ওয়াজির হয়ে যাবে। (মেশকাত, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

• হফরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, একটি উমরা হতে পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মাঝাখানের গুণাহসমূহের কাফকারা স্বত্তপ এবং একটি মাবরুর (অথবা আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (মুসলিম)

• হফরত আবুলুল্লাহ ইবনে আবুলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বরমজান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

হজ ও উমরার জন্য প্রাথমিকভাবে জরুরি— যা জানা দরকার

ফরয় : সেই সমস্ত বাধ্যতামূলক কাজ বা নিয়ম যা না করলে হজ বা উমরা বাতিল বলে গণ্য হবে। ফরয় দুই প্রকার। যথা : (ক) ফরয়ে আইন ও (খ) ফরয়ে কেফারা।

ক. ফরয়ে আইন : যেসব কাজ প্রত্যেকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য-প্রয়োজনীয়, তাকে ফরয়ে আইন বলে। যথা : নামায, রোয়া ইত্যাদি।

খ. ফরয়ে কেফারা : যা প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ পালন করলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, তাকে ফরয়ে কেফারা বলে। যথা : জানায়ার নামায ও নাফর-কাহন করা।

ওয়াজিব : সেই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশিত (Obligatory) কাজ বা নিয়ম যা হজ বা উমরাতে করতেই হবে অন্যথায় ক্ষতিপূরণ স্থরূপ দম/ফিদিয়া দিতে হবে।

সুন্নত : যে সমস্ত কাজ বা নিয়ম পালন করা প্রয়োজন। এ সমস্ত কাজ বা নিয়ম পালন করায় সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু যদি না করা হয় তবে তাৰ জন্য কোন দম বা ফিদিয়া দিতে হবে না। সুন্নত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : (ক) সুন্নতে মুয়াক্তাদাহ ও (খ) সুন্নতে পায়রে মুয়াক্তাদাহ।

ক. সুন্নতে মুয়াক্তাদাহ : যা পালন করার জন্য বাস্তু করিম (সা) বিশেষ তাগিদ করে দিয়েছেন এবং স্বয়ং তিনি ও সাহাবাগণ যা সদা-সর্বদা পালন করেছেন, তা সুন্নতে মুয়াক্তাদাহ। এজসো পালন করলে বিশেষ সওয়াব হয় ও পালন না করলে গুণাহ্বার হতে হয়। যথা : ফজুর, যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নত নামায ইত্যাদি।

খ. সুন্নতে পায়রে মুয়াক্তাদাহ : যা পালন করার জন্য বাস্তু গুলুম্বাহ (সা) তাগিদ করেন নাই এবং তিনি কখনো নিজে তা করেছেন আবার কখনো ত্যাগ করেছেন, তা সুন্নতে গায়রে মুয়াক্তাদাহ। এজসো পালন করলে সওয়াব হয় এবং না করলে কোনো গুণাহ নেই। যথা : আসর ও এশার ফরয় নামাযের পূর্বে চার রাক্তায়ত সুন্নত নামায পড়া।

সুন্তাহাব বা নফল : যে সমস্ত কাজ যা করার জন্য সুপরিশ করা (Recommended) হয়েছে। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। এই সমস্ত কাজ পালন করলে সওয়াব পাওয়া হায় তবে না করলে এর জন্য কোন গুণাহ নাই।

মাকরহ : শরীয়ত মতে যা করা অন্যায়, অপসন্দৰ্ভীয়, অসঙ্গত ও ক্ষতিকারক তাকে মাকরহ বলে। মাকরহ দুই প্রকার। যথা : (ক) মাকরহে তাহরীমি ও (খ) মাকরহে তানমিহী।

ক. মাকরহে তাহরীমি : যেসব নিষেধাজ্ঞা অশ্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত তা মাকরহে তাহরীমি। যথা : নামাযের মধ্যে কপালের ধূলা-বালি মুছে ফেলা।

খ. মাকরহে তানমিহী : যেসব নিষেধাজ্ঞা শরীয়ত মতে অসঙ্গত ও অন্যায় এবং যা করলে সগীয়া গুণাহ হয় তা মাকরহে তানমিহী। যথা : নামাযের মধ্যে এক পায়ে তর দিয়ে দাঁড়ান।

বিদ'আত : যে বিষয়ে কোরআন ও হাদীস শরীকে কোনো উল্লেখ নেই এবং যার নজির বা নমুনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে বিহু সাহাবাগণের ও তাবেটিনদের হৃগে পাওয়া হায় না তাকে বিদ'আত বলে।

দম বা ফিদিয়া : বিভিন্ন সংগত কারণবশতঃ ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান সম্পর্ক করতে অক্ষম হলে তাৰ পরিবর্তে যে অনুষ্ঠান বা অর্থ প্রদানের বিধান রয়েছে তাকে ফিদিয়া বলে। হজের সফরে মুক্ত অবস্থানকালে নিযিঙ্ক কোন কাজ করার জন্য অথবা হজ/উমরার কোন গুরুত্বপূর্ণ আয়তন সম্পাদন না করার/ভূল করার জন্য অতিপূরণ স্থরূপ মুক্ত অবস্থানকালেই ছাগল, তোড়া, গুরু, উট বা দুর্ঘ জৰাই করতে হয়। একে দম/ফিদিয়া বলে।

হাদী : হারানের সীমানার ভিতরে কুরুক্ষেত্র করার জন্য আনীত পতকে হাদী বলে।

মীকাত : হজ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পৰিজ মুক্ত শরীকের বাইরে হ্যারত মোহার্বদ (সা) কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত যে নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাধাতে হয় - সে স্থানকে মীকাত বা ইহরাম বাধার স্থান বলে।

ইহরাম : ইহরাম এর আভিধানিক/শান্তিক অর্থ হলো হারাম বা নিষিক করে নেয়া। যখন কোন ধ্যাতি হজ ও উমরা করার ইত্বা পোষণ করে নিয়ন্ত করবেন এবং তালবিয়াহ পাঠ করবেন, তখন কিন্তু বৈধ বা হালাল জিনিসও তাৰজন্য হারাম বা নিষিক হয়ে যাবে, সেটিই ইহরাম অবস্থা।

হজ্জ ও উমরার জন্য প্রাথমিকভাবে জরুরি— যা জানা দরকার

ফরয় : সেই সমস্ত বাধ্যতামূলক কাজ বা নিয়ম যা না করলে হজ্জ বা উমরা বাতিল বলে গণ্য হবে। ফরয় দুই প্রকার। যথা : (ক) ফরয়ে আইন ও (খ) ফরয়ে কেফায়া।

ক. ফরয়ে আইন : যেসব কাজ প্রত্যেকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য-প্রয়োজনীয়, তাকে ফরয়ে আইন বলে। যথা : নামায, রোয়া ইত্যাদি।

খ. ফরয়ে কেফায়া : যা প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ পালন করলেই সকলের পক্ষ থেকে আদর্শ হয়ে যায়, তাকে ফরয়ে কেফায়া বলে। যথা : জানায়ার নামায ও দাফন-কাফন করা।

ওয়াজিব : সেই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় নিদেশিত (Obligatory) কাজ বা নিয়ম যা হজ্জ বা উমরাতে করতেই হবে অন্যথায় ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দম /ফিদিয়া দিতে হবে।

সুন্নত : যে সমস্ত কাজ যা নিয়ম পালন করা প্রয়োজন। এ সমস্ত কাজ বা নিয়ম পালন করার সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু যদি না করা হব তবে তার জন্য কোন দম বা ফিদিয়া দিতে হবে না। সুন্নত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : (ক) সুন্নতে মুয়াকাদাহ। ও (খ) সুন্নতে গায়রে মুয়াকাদাহ।

ক. সুন্নতে মুয়াকাদাহ : যা পালন করার জন্য রাসূলে করিম (সা) বিশেষ তাগিদ করে গিয়েছেন এবং কর্তৃ তিনি ও সাহাবগণ যা সদা-সর্বদা পালন করেছেন, তা সুন্নতে মুয়াকাদাহ। এগুলো পালন করলে বিশেষ সওয়াব হয় ও পালন না করলে গুণহীন হতে হয়। যথা : ফজর, ঘোর, মাপরিব ও এশার সুন্নত নামায ইত্যাদি।

খ. সুন্নতে গায়রে মুয়াকাদাহ : যা পালন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাগিদ করেন নাই এবং তিনি কখনো নিজে তা করেছেন আবার কখনো ভ্যাগ করেছেন, তা সুন্নতে গায়রে মুয়াকাদাহ। এগুলো পালন করলে সওয়াব হয় এবং না করলে কোনো গুণহীন নেই। যথা : আসর ও এশার ফরয় নামাযের পূর্বে চার রাত্তায়ত সুন্নত নামায পড়া।

মুস্তাহব বা নফল : যে সমস্ত কাজ যা করার জন্য সুপরিশ করা (Recommended) হয়েছে। তবে তা বাধ্যতামূলক নহ। এই সমস্ত কাজ পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায় তবে না করলে এর জন্য কোন গুণহীন নাই।

মাকরহ : শরীয়ত হতে যা করা অন্যায়, অপসন্দৰ্ভীয়, অসঙ্গত ও ক্ষতিকারক তাকে মাকরহ বলে। মাকরহ সুই প্রকার। যথা : (ক) মাকরহে তাহরীম ও (খ) মাকরহে তানযিহী।

ক. মাকরহে তাহরীম : যেসব নিষেধাজ্ঞা অশ্পট দলিল দ্বারা প্রমাণিত তা মাকরহে তাহরীম। যথা : নামাযের মধ্যে কপালের ঢূলা-বালি মুছে ফেলা।

খ. মাকরহে তানযিহী : যেসব নিষেধাজ্ঞা শরীয়ত হতে অসঙ্গত ও অন্যায় এবং যা করলে সগীরা গুণহীন হব তা মাকরহে তানযিহী। যথা : নামাযের মধ্যে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ান।

বিদ'আত : যে বিষয়ে কোরআন ও হাদীস শরীয়তে কোনো উল্লেখ নেই এবং যার নজির বা নমুনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে বিহু সাহাবগণের ও তাবেসিনদের যুগে পাওয়া যায় না তাকে বিদ'আত বলে।

দম বা ফিদিয়া : বিভিন্ন সংগত কারণবশতঃ ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান সম্পর্ক করতে অক্ষম হলে তার পরিবর্তে যে অনুষ্ঠান বা অর্থ প্রদানের বিধান রয়েছে তাকে ফিদিয়া বলে। হজ্জের সফরে মুকায় অবস্থানকালে নিষিদ্ধ কোন কাজ করার জন্য অথবা হজ্জ/উমরার কোন ওয়াজিব আমল সম্পাদন না করা/ভুল করার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মুকায় অবস্থানকালেই ছাগল, তেড়া, গুরু, উট বা দুধ জবাই করতে হয়। একে দম/ফিদিয়া বলে।

হাদী : হাদাদের সীমানার ভিতরে কুরবাণী করার জন্য আনীত পণ্ডকে হাদী বলে।

মীকাত : হজ্জ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পরিত্র বক্তা শরীয়তের বাইরে হস্তত মোহাম্মদ (সা) কর্তৃক পূর্ব নির্দিষ্ট যে নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয় - সে স্থানকে মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান বলে।

ইহরাম : ইহরাম এর আতিথানিক/শার্দিক অর্থ হলো হারাম বা নিষিদ্ধ করে নেয়। যখন কোন ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা করার ইহরাম পোষণ করে নিষিদ্ধ করবেন এবং তালবিয়াহ পাঠ করবেন, তখন কিন্তু বৈধ বা হালাল ভিনিসও তারজন্য হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, সেটিই ইহরাম অবস্থা।

ମୁହରିମ/ମୁହରିମା : ହଜ୍ର/ତିହରା କବାର ଜନ୍ୟ ଇହରାମ ବୀଧି ପୁରସ୍କାରେ ‘ମୁହରିମ’ ବଳେ । ଇହରାମ ଅବସ୍ଥାଯେ ମହିଳାଦେଇ ‘ମୁହରିମା’ ବଲେ ।

ମାହରାମ : କୋଣ ଯହିଲା ହଜେ ସେତେ ଛଲେ ତାର ନିରାପଦତାର ଜାନ ଶରୀରରୁ ସମର୍ଥ
ହେ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସମେ ରାଖିବେ ହୁଁ ତାକେଇ ମାହରାମ ବେଳେ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ହାଦିସେ ଆବୁ
ହୋରାଯରା (ଆ) ଥେବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଳେନ ରାମୁଳ ସାମାଜାହି ଆଲାଇହି ଓରାସାତ୍ରାମ
ବରଗେଛେ, କୋଣ ତ୍ରୀଲୋକ ଯେଣ କୋଣ ମାହରାମେର ସାଥେ ବ୍ୟାତିତ ଏକ ଦିନ ଏକ
ହାତର ପଥ ଦ୍ଵାରା ନା କରେ । (ବୃଦ୍ଧାରୀ, ମୁସଲିମ) ।

এ পত্রিকার 'পল-উন্নৱ' পর্বে মাহজাম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ହଜ୍ର : ହଜ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉଦେଶ୍ୟ ହିଲୁ କରା, ଇତ୍ତା କରା, ସଂକଳନ କରା । କୋରାଆନ-ସୁନ୍ନାତୁର ପରିଭାଷାଯ ବାଯାତୁଲାହ ଶରୀଫେର ଉଦେଶ୍ୟ ଗମନ ଏବଂ ସେବାମେ ୮ ଯିଲହଜ୍ର ହାତେ ୧୩ ଯିଲହଜ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟେ ହାରାମ ଶରୀକ ଓ ତାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ କରେକଟି ବିଶେଷ ଦ୍ୱାନେ ବିଶେଷ ଧରନେର କରେକ ପ୍ରକାର ଆମଳ ସମ୍ପାଦନ କରାକେ ହଜ୍ର ଥିଲେ । ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ଜୀବନିକତାବେ ସମ୍ବନ୍ଧବିଳିନ ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟ କାବୀ ଘରେ ହଜ୍ର କରା ଫୁର୍ଯ୍ୟ କରା ହେଉଛେ ।

উমরা : উমরা শব্দের আভিধানিক অর্থ ইহুম করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইহুম বেঁধে বায়াতুল্লাহ শরীফে হামিন হয়ে তাওয়াক, সাঈ ও মাথা-মুন্ড/চুল ছেট করা এই চারটি কাজ সম্পাদন করার নামই উমরা। অন্য কথায়, হজের নির্দিষ্ট দিনগুলো অর্ধাংশ ৮ যিলহজ হতে ১৩ যিলহজ সময় ব্যতীত শরীয়ত নির্ধারিত পত্রয় ইহুম অবস্থায় নিয়ন্ত করে কাঁবা শরীফ তাওয়াক এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করার পর মাথার চুল ছেট/মাথা মুন্ড করে ইহুম মুক্ত ইয়েরাবে উমরা বলে। সক্ষম হলে ঝীবনে একবার তা আদায় করা সন্তুত মহাকান্দাত।

ওকুফ করা : আভিধানিক অর্থে ওকুফ হলো ধামা বা অবস্থান করা। শরীয়ত মতে হজের সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে দু'আ'-দর্শন পাঠ ও তওবা ইস্তেগফাৰ কৰাকে ওকুফ কৰা বুবায়। মীনা, আরাফাত হয়দান এবং মুহূর্লিয়াতে ওকুফ কৰা জাবুরি।

କା'ବୀ ସର/ବାୟାତୁଲ୍ଲାହ : ମଙ୍ଗା ଫୁକାରରମାୟ ମସଜିଦ-ଉପ ହାରାମେର ମାର୍ବାନାନେ
ଦୁନିଆର ସର୍ବପ୍ରସଥ ଇବାଦତ ଧରିଛି କା'ବୀ ସର । କା'ବୀ ଖରେର ଅପର ନାମ ବାୟାତୁଲ୍ଲାହ,
ଅର୍ଥ ଆଜାହାର ଘର । ଏ ହରଟି ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରାଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏ ହରଟି ସର୍ବପ୍ରସଥ
ଦେଶଭାଷା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏ ହରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବରକତମ୍ଯ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀର ଜନ୍ୟ ପ୍ରସଥ
ପ୍ରଦର୍ଶକ (ସୁରା ଆଲେ ଇମରାନ, ଆୟାତ ୧୬) । ଏ ହରଟି ସମ୍ମନ ଆସିଥାନେ ଫିଲିଙ୍ଗାଟାର

ଇବାଦତ ଘର 'ବୟାତୁଳ ଶାହ୍ର' ଏଇ ମୋଜା ନିଚେ ଅବସ୍ଥିତ । କାଳେ ଗିଲାକେ ଡାକା ଆନ୍ଦ୍ରାହର ଏ ଘରକେ ମାନବଜୀତିର ମିଳନକେନ୍ଦ୍ର ଓ ନିରାପଦହୁଳ ହିସାବେ ଧୋଷା କରା ହେଯେଛେ (ସୁରା ବାକାରୀ, ଆୟାତ ୧୨୫) । ଅତିଏବ ଏ ଘରେର ତାତ୍ତ୍ଵାବ୍ଳକ କରା ହୁଲମାନ୍ଦେର ଐକ୍ୟର ପ୍ରାଣୀକ । ସାର କାବ୍ୟା ଘରେ ପୌଛାର ଶଙ୍କି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରମେଛେ ତାର ଜନ୍ମ କାବ୍ୟା ଗୃହେ ହଜ୍ଜ ପାଲନ କରା ଫର୍ମ୍ୟ କରା ହେଯେଛେ । (ସୁରା ଆଲେ ଇମରାନ, ଆୟାତ ୧୭) ।

ମାତାଫଳ : କା'ବୀ ଶ୍ରୀରାଧା ସଂଗ୍ରହ ଏଇ ଚାରଦିକେ ତାଓଡ଼ାଫେର ଜନ୍ୟ ଛାଦବିହୀନ ଖୋଲା ଜାହାଙ୍ଗୀ ବା ଚତୁରକେ ମାତାଫଳ ବଲେ । କା'ବୀ ଘର ତାଓଡ଼ାକ କରାର ଏଟୋଇ ମୂଳ ହାନି । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏ ହାନିକେ ତାଓଡ଼ାଫେର ଜନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣବାରଣ କରା ହେଯେ । ତାଓଡ଼ାଫଳ କରାର ଜନ୍ୟ ମାତାଫଳ ଥାତ୍ତା ଓ ଦୋତଳା ଓ ତିନିତଳା ତେ ବାବସ୍ଥା କରା ହେଯେ ।

ମସଜିଦ-ଟଳ ହାରାମ : ପଦିତ୍ର କା'ବା ଘରେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶକେ ବିଶାଲ ଐତିହାସିକ ମସଜିଦ । ମସଜିଦ ଟଳ-ହାରାମ ଶୁଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଏର ଅଂଶଟୁଳୁ ନାମ, ବର୍ବି ବିଭିନ୍ନ ଏର ଚାରଦିଶକେ ଯେ ଛୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆମାୟାତେ ନାମାୟ ଆମାୟ କରା ହୈ, ମେ ଛୁନକେ ହସଜିଦ-ଟଳ ହାରାମ ବଲେ । ହୟରତ ମୋହାମ୍ମଦ (ସା) ବଲେହେନ, ମସଜିଦ-ଟଳ ହାରାମେର ଏକ ରାକାୟାତ ନାମାୟ ଅନ୍ୟ ଯେ ବେଳେ ମସଜିଦ ଏର ଏକ ରାକାୟାତ ନାମାୟ ହେତେ ଏକ ଲକ୍ଷଗୁଣ ବୈଶି ସଞ୍ଚାର । (ଆହୁମାଦ, ଇବନ୍ ଆଜା)

হাজরে আসওয়াদ : কা'বা ঘরের পূর্ব দক্ষিণ কোনে স্থাপিত পাথরটি-ই হাজরে আসওয়াদ। এটি জামাতের একটি পাথর। হযরত আদম (আ) এর নবজন আলাহ তা'আলা ফিরিশতা দ্বারা এ বেহেশতি পাথরটি কা'বা ঘরের দক্ষিণ পূর্ব কোনে স্থাপন করে দেন। বর্তমানে এর চারপাশে ঝুপ্পার বৃক্ষ জাগানো হয়েছে। হাজরে আসওয়াদ এর কোন (corner) খেকেই তাওয়াফ তরু হত এবং এখানে এসেই তাওয়াফ শেষ হয়। তাওয়াফের শুরুতে এ পাথরে চুম্বন করা, সঙ্গে না হলে দুইহাত দ্বা অধু ডান হাত দিয়ে ইশ্বারা দ্বারা সন্মত।

ବୋକନେ ଇୟାମାନୀ : କା'ବା ଶରୀଫେର ଦକ୍ଷିଣ-ପଞ୍ଚମୀର କୋନକେ 'ବୋକନେ ଇୟାମାନୀ' ବଲେ । ତାଙ୍ଗାକୁ ଏହି ସମୟ କା'ବା ସରେର ତିନ କର୍ଣ୍ଣାର ଘୁରେ ଆସାର ପର ଆପଣି ଚତୁର୍ଥ କୋନେ ଉପହିତ ହବେଳ ସେଟି ବୋକନେ ଇୟାମାନୀ ନାମେ ପରିଚିତ । ବୋକନେ ଇୟାମାନୀର କାହାଁ ଏମେ ସଂଖ୍ୟା ହଲେ ଦୁଇ ହାତ ଦିଯେ, ଅଥବା ଶୁଣୁ ଡାନ ହାତ ଦିଯେ ଏଠି ଶର୍ଷ କରା ଯାଉ । ସଙ୍ଗ୍ରହ ନା ହଲେ ଟେଲାଟେଲି କରେ ଶର୍ଷ କରା ଜରୁରି ନାହିଁ । ବୋକନେ ଇୟାମାନୀତେ ଚମ୍ପ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କଭାବେ ନିହେଥ ।

শাকাম্বী ইত্তাহীম : যে পাথরের উপর দৌড়িয়ে হয়েও ইত্তাহীম (আ) কা'বা
হর নির্মাণ করেছিলেন, সেটিই শাকাম্বী ইত্তাহীম। এই পাথরের ওপর ইত্তাহীম

(আ) এর পদচিহ্ন রয়েছে। এই পথরটি কা'বা ঘরের অনভিদূরে হাতীমের কাছে কাঁচের গ্রীলের ভিতর সংরক্ষিত রয়েছে। সূরা বাকারার ১২৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন “مَنْ مُّقْرَبٌ مُّصْلِّيٌ وَّمَنْ نَجَدَهُ مِنْ إِيمَانِهِ فَمُسْأَلٌ” । অর্থ : “মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান মাকামে ইব্রাহীম মুসারা। অর্থ : “মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান মাকামে ইব্রাহীম মুসারা। অর্থ : “মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান মাকামে ইব্রাহীম মুসারা। অর্থ : “মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান মাকামে ইব্রাহীম মুসারা। অর্থ : “মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান মাকামে ইব্রাহীম মুসারা।” কাজেই মাকামে ইব্রাহীম বলতে শুধু এ পথরটিকে বুঝানো হয়নি, বরং সে স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

মূলতাবাম : হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থান/দেয়াল কে মূলতাবাম বলে। এখানে হাত ও বুক লাগিয়ে দু'আ করা সুন্নত। তবে ভিত্তের কারণে সেখানে যাওয়া সম্ভব না হলে, সে স্থান বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে দু'আ করা যায়। এটি দু'আ করুনের একটি বিশেষ স্থান।

হাতীম : কা'বা ঘরের সাথে অর্ধ-বৃত্তাকার অর্ধ-নির্মিত অংশ যা মূলতঃ কা'বা ঘরের অংশ। কিন্তু হ্যাত ইব্রাহীম (আ)-এর সময়ে কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণকালে এটি মূল কাঠামোর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সেটিই হাতীম। তাওয়াফের সময় হাতীম এর বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা বাধ্যতামূলক।

মীজাবে রহমত : কা'বা শরীফের ছান থেকে পানি নিঃসরনের/নির্গত হওয়ার জন্য পূর্ব দিয়ে তৈরী মালাকে মীজাবে রহমত বলে। এ মালা দিয়ে ছানের পানি হাতীমের ভিতর পড়ে। এটির নিচে দাঁড়িয়ে দু'আ করা ভাল। এটি দু'আ করুনের একটি বিশেষ স্থান।

তাওয়াফ : তাওয়াফ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা। শরীরতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মে কা'বা ঘরের চারদিকে ৭ (সাত) বার প্রদক্ষিণ করার নাম তাওয়াফ। কা'বা শরীফের যে কেনায় হাজরে আসওয়াদ আছে সেই কর্ণের থেকে তাওয়াফ করু করে হাতীমসহ কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসলে এক চক্র হয়। এভাবে বাহতুল্য শরীফের চারদিকে সাত চক্র দিলে এক তাওয়াফ হয়।

তাওয়াফে কুদুম : মীজাবের বাইরে থেকে মঙ্গা শরীকে প্রবেশের পর প্রথম যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে কুদুম বলে। যারা ইফরাদ হজ্জ বা কুরান হজ্জ করেন তাদেরকে প্রথম তাওয়াফে কুদুম করতে হয়। তামাতু হজ্জ পালনকারী প্রথমে উমরার জন্য যে তাওয়াফ করেন সেই তাওয়াফের সাথে তাওয়াফে কুদুম হয়ে যায়। তাদেরকে পৃথকভাবে তাওয়াফে কুদুম করার প্রয়োজন হয় না। যারা প্রথমে উমরা করেন তাদের তাওয়াফে কুদুম নাই। ওধূমাতু ইফরাদ ও কুরান হজ্জ পালনকারীদের জন্য মঙ্গা এসেই তাওয়াফে কুদুম করা সুন্নত। হজ্জে

ইফরাদ ও হজ্জে কুরান আদায়কারী-তাওয়াফে কুদুম ও সাঁই পালন করার পর যাথা মুন্ডাবেন না।

তাওয়াফে উমরা : এটি উমরার ফরয আরকান। উমরার নিয়তে ইহরাম বেধে মঙ্গায় পৌছে প্রথমেই যে তাওয়াফ করতে হয়, তাকে তাওয়াফে উমরা বলে। এ তাওয়াফে রমল ও ইজতিবা করা সুন্নত। মহিলাদের রমল ও ইজতিবা করতে হয় না।

তাওয়াফে যিয়ারাহ/বিয়ারত : এটি হজ্জের কর্ম তাওয়াফ, যা কুকুরে আরাফাতের পর করা হয়। একে তাওয়াফে ইফযা, তাওয়াফে কুকুর এবং তাওয়াফে মাফলম্যাত বলে। এ তাওয়াফ ১০ই খিলহজ সকাল হতে ১২ই খিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সুবিধামত সময়ে আদায় করতে হয়। ইহরাম মুক্ত হয়ে এ তাওয়াফ করা হয়।

তাওয়াফে বিদা/তাওয়াফে সাদর : মীজাবের বাহির থেকে আগত হজীদের জন্য হজ্জের পর মঙ্গা মুকারুরামা থেকে বিদায়ের পূর্বে একটি তাওয়াফ করা উহাজির। একে তাওয়াফে বিদা বা তাওয়াফে সাদর বলে। বাতুবতী মহিলাদের বিদায়ী তাওয়াফ হতে রেহাই দেয়া হয়েছে (সহীহ মুসলিম ৩০৯৩)।

নফল তাওয়াফ : মুকায় অবহুনকালে সুবিধামত সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যত্ক্ষুশী নফল তাওয়াফ করা যায়। মুকায় অবহুনকালীন নফল তাওয়াফ করা একটি বড় ফর্মালিটপূর্ণ ইবাদত। নফল তাওয়াফের জন্য ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। নফল তাওয়াফে রমল ও ইজতিবা নেই।

ইজতিবা : তাওয়াফ করার সময় ইহরামের বে চানত/কাপড় পরা থাকে তা ভান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর বেঁধে দিতে হয়। অর্ধাং ভান কাঁধ কাপড়বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহরামের কাপড়ে ঢাকা থাকবে। একপ করার নাম ইজতিবা। তাওয়াফ করার সময় ইজতিবা করা সুন্নত। তবে নফল তাওয়াফে ইজতিবা নাই। মহিলাদের জন্য তাওয়াফের সময় কোন ইজতিবা নাই।

ইত্তিলাম : তাওয়াফ এর সময় হাজরে আসওয়াদ এর সমূহে এসে সন্তু হলে তা চুম্ব দিতে হবে অথবা কোন লাঠি দ্বারা তা স্পর্শ করে সেই লাঠিটিতে চুম্ব দিতে হবে। কিন্তু বাহুতার ভিত্তের কারণে এসে সন্তু নয়। এজন্য আপনার হাত হজরে আসওয়াদ এর দিকে উঠিয়ে বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামল তাকবির বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করতে হয়। এভাবে হজরে আসওয়াদ চুম্ব করা বা এর দিকে ইশারা করাকে ইত্তিলাম বলে।

ବ୍ୟାକ : ସୀର୍ବ ଯୋଗିତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଲିପି ହୋଇ ପଦମଳେ ସୀର୍ବ ମର୍ମେ ହେଲେ ଫଳାଳେ
ରଖିଲା କରି ଦୂରାଧାର । ଆଶାକାର ଏବଂ ଲ୍ରଦ୍ଵ ଲିପି ରଖିଲା କରି ପୃଷ୍ଠାମେରେ ଅନ୍ତର୍ଭେଦ
ସ୍ଥାପନ । ପାରେ ତାର ଛକ୍ତରେ ବାଦାମିକ ପଢ଼ିବେ ଯାଇଲେ ହୁବେ । ସହିଲାମେର ରଖିଲା
କରିଲେ ହୁବେ ।

कार्यपाल निमनः : पिण्डसंक वासनेर ८ तत्त्वादि अर्थात् ८ पिण्डसंकाते तात्त्वप्रिया निमन कला एव। एवं वस्तुत शुद्धय निम । ५ मिन अर्थात् ८ पिण्डसंक वासनेर नाशात्मा नाशी यीनांतरं लोको शुद्धक ।

যাপ্ত-পারম ব্যাকের : আনন্দকৃত ও মীনোর সহচরবী মুসলিমদের নামক
উপজাতের অবস্থিত পাহাড়কে 'শাল-আকাশ ঘূর্ণন' বলা হয়। কিন্তু যাদের
৯ তিথির দিবগত রাতে উকে উপজাতের বরফজলকলীন উত্তোলিত পাহাড়ে
শান্তভাবে উপস্থিত হয়ে আছেন তা 'আলাম অধিক বিকিরণ করতে বলা হচ্ছে।

‘আইয়ামে কল্পীক’ : ১ বিলহান থেকে ১০ বিলহান পর্যন্ত সহজেই আইয়ামে আশীর্বাদ বলে। ‘আইয়ামে কল্পীক’ অর্থাৎ : ১ বিলহান ফলের হাতে ১০ বিলহান আসের পর্যন্ত মোট ২০ কারাকে প্রতিকে করণ নামাদের পদে ‘পাত্রাচ্ছ আকবার, আচ্ছাদ আকবার। শা ইলাহা ইচ্ছাচ্ছ, আচ্ছাদ আকবার, আচ্ছাদ আকবার আবা শিল্পাচ্ছি হৃষ্ণে’ আকবীর পদ করতে হচ্ছে। এ আকবীরকে আকবীরে আকবীর’ও বলা হচ্ছে। উচ্চেবিত ২০ কারাকে আকবীর একবার পড়ে আপিলি।

কাকের : বছু, দেব এ হেটি আয়ারাকে শরাকানকে যারার অন্য হেলার
লানার হত হেটি হেটি পাথরকেই কাকের বলা গড়ে।

ବ୍ୟାକ : ଶାରୀରକ ପ୍ରୀତି ହିସାବେ ମୀଳକ ଆମାରାର ଅବଶ୍ଵିତ ତିଥିଟି ହୁଏଥିଲା
(କ୍ଷେତ୍ର, ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାନ) କହିବାକୁ କରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ଚାହିଁ । ହାଲୀମେ ଅଛି କବି କାହାର
ପ୍ରାପ୍ତିତି ।

三

ଏହା କି ଏହା କିମ୍ବା ଏହାରେ ଏହା ଥାଇଛେ ଯାଇ କେବେ ଦେଖିବା ଥାକୁ
ଏହା ଥିଲା?

"ହୁଳ୍କ" ଏବଂ ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଲେ ତା ନହିଁ । ଶୈଳିବର୍ତ୍ତନ ପରିବାରର
"ହୁଳ୍କ" ହୁଣେ ବିଶେଷ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦନ କରାର ଲାଭେ ଇହନାମେ ନାମେ ବାଚାମେ
କହିବାକୁ ଯିବାକୁ ଏବଂ ତାର ଆଶ୍ରେ ପାଶେ ଆନୁମାନିକ ଅନୁଯାୟୀ କାଜ ସମ୍ପଦନ କରା ।

৩. হ্রস্ব এবং প্রকারণেদ : তিনি পর্যবেক্ষণ হ্রস্ব পালন করা যায়—

(१) वार्षिक इकायाल; (२) वार्षिक किसान अनुदान; (३) वार्षिक भाजाल।

(३) दृष्टि ईशान- पीकात थेवे केवल आप यज्ञव ईशान विशेष शक्तिके दृष्टि ईशान बना हो।

(२) यात्रा प्रियांशु- जैविक व्यवहार इसाय वोध जे जल्दी इसायने फ्रेशर एवं स्वस्थ कराते थाएँ जिसने दूधा उत्तम।

(०) यज्ञ कामान्- यज्ञकर सकते वीकाट खेके उद्धवार इहवाम बोले
ग्रहमें उद्धवा पालन करे इहवाम युक्त होते हैं। प्रब्रह्मीकाले से सकतों
यज्ञकर सवारे (८ विश्वामि) पूर्णता यज्ञकर जला इहवाम बोले हस्त कराने
कामान् यज्ञ बना है। आगमनेर वास्तव्यमेहीना वैष्णवी भाव करोड़ै तामान् यज्ञ
करने थाएँ।

•० बायपरे भासीस जला-

ଆମୁ ଦୁଃଖିତି (ହଁ)... ଆମୁ ଶିଥାବ ଥେବେ ଧରିବା କରେ ବଳେନ, ଆମି ଉପରାହି
ଇହାମ ଯେବେ ହୁଏ କାହାରୁ'ର ବିଜ୍ଞାତେ ଭାରତିଥା ନିବରଣ (୮ ବିଲଙ୍ଗର ଭାରିଖ)-ଏ
ତିନି ତିବ ପୂର୍ବ କାଳର ପ୍ରେମ କରିଲା, କହାବିଜୀ ତିଥି ଥେବେ ଆସାକେ ବଳେନ
ଅଥବ ତୋରାର ହୁକ୍କର କବି କାଳ ଥେବେ ଥିଲା ହେବେ । ଆମି ବିଶ୍ୱାସି ଜାନାର ଜଳ
“ଆମି” (ହଁ)-ଏଇ ନିକଟ ଫେଲିଛି ହୁକ୍କର । ତିନି ବଳେନ, ଆମିର ଇହନ୍ ଆମନ୍ତରୁକୁ
(ହଁ) ଆସାକେ ବଳେନେ, ଯଥନ ନୀତି କରିବ (ଗୋ) କୁରବାନୀର ଡାଟ ନାମି ନିବେ ହୁଏ
ଆସେନ, ତଥବ ତିନି ଠାର ଥେବେ ବିଲେନ : ସାହୁଶୀଳ ଇହାମର ହୁକ୍କ-ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ତ

রমল : কৌথ বাকিরে প্রস্ত কিছু ছেট পদক্ষেপে বীর দর্শে হেঠে চলাকে রমল করা বুক্সায়। তাওহাক এর প্রথম তিন চক্রে রমল করা পূর্ণসনের জন্য সুন্তুত। পরের চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে হাঁচিতে হবে। মহিলাদের রমল করতে হয় না।

তারবিয়া দিবস : যিলহজ মাসের ৮ তারিখ অর্থাৎ ৮ যিলহজকে তারবিয়া দিবস বলা হয়। এটি হজের প্রথম দিন। এ দিন অর্থাৎ ৮ যিলহজ মোহরের নামাজের পূর্বেই মীনাতে পোষ্টা দ্রুত।

শাশ "আগুল হারাম" : আগুলাত ও মীনার অধ্যাবতী মুখ্যমালিফা নামক উপত্যকার অবস্থিত পাহাড়কে 'শাশ' 'আগুল হারাম' বলা হয়। যিলহজ মাসের ৯ তারিখ দিবাগত রাতে উজ উপত্যকায় অবস্থানকালীন উপ্রেখিত পাহাড়ের পাসদেশে উপস্থিত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অধিক যিকির করতে বলা হয়েছে।

আইয়ামে তাশরীক : ৯ যিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ পর্যন্ত সবসবকে আইয়ামে তাশরীক বলে। আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ : ৯ যিলহজ ফজর হতে ১৩ যিলহজ আসর পর্যন্ত ঘোট ২৩ জ্যাতে প্রতোক ফরয নামাজের পর "আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়া সিল্লাল্লিল হামল" তাকবীর পাঠ করতে হয়। এ তাকবীরকে তাকবীরে তাশরীক'ণ বলা হয়। উপ্রেখিত ২৩ জ্যাতে তাকবীর একবার পড়া যোগিন।

কংকর : বড়, মেঝ ও ছেট জামায়াতে শরতানকে মারার জন্য হোলার দানার মত ছেট ছেট পাথরকেই কংকর বলা হয়েছে।

বাঈ : শয়তানের প্রতীক হিসাবে মীনার জামায়াত অবস্থিত তিনটি খানে (বড়, মেঝ ও ছেট) কংকর নিখেপ করাকে বাঈ বলে। হাজীদের জন্য রমী করা যোগিন।

কসর : মুসাফির ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্ত দয়া করে পরিত্র কুরআন শরীফের সূরা নিসর ১০১-এ আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাজের বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরয নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে আল্লাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিত্রায় 'কসর' বলা হব। এ পৃতিকর 'প্রশ্ন-উত্তর' পর্ব এবং নামায অংশে 'কসর' সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে।

হজ

হজ কি এবং কত ধরনের হজ আছে তা জোনে নেওয়া যাক।
হজ কি?

'হজ' এর আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা বা সংকেত। শরীয়তের পরিভাষায় 'হজ' হলো বিশেষ কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করার সংক্ষেপ ইহরামের সাথে খানায়ে কাঁপার যিয়ারত এবং তার আশে পাশে আনুসন্ধিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

১. হজ এর প্রকারভেদ : তিন পদক্ষিতে হজ পালন করা যায়—

(১) হজে ইফরাদ; (২) হজে ক্রিয়ান এবং (৩) হজে তামাতু

(১) হজে ইফরাদ- মীকাত থেকে কেবলমাত্র হজের ইহরাম বেঁধে হজ করাকে হজে ইফরাদ বলা হয়।

(২) হজে ক্রিয়ান- মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে ঐ একই ইহরামে উমরাহ ও হজ করাকে হজে ক্রিয়ান বলা হয়।

(৩) হজে তামাতু- হজের সফরে মীকাত থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করে ইহরাম শুরু হতে হয়। পরবর্তীকালে সে সফরেই হজের সময়ে (৮ যিলহজ) পুনরায় হজের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ করাকে তামাতু হজ বলা হয়। আমাদের বাংলাদেশীরা বেশীর ভাগ ফেয়েই তামাতু হজ করে থাকেন।

এ ব্যাপারে হাদিস হলো—

আরু নু'আইম (ৱ)... আরু শিহাব থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি উমরার ইহরাম বেঁধে হজে তামাতু'র নিয়াতে তারবিয়া দিবস (৮ যিলহজ তারিখ)-এর তিন দিন পূর্বে মকাব প্রবেশ করলাম, মকাবাসী কিছু লোক আহাকে বললেন, এখন তোমার হজের কাজ মক্কা থেকে শুরু হবে। আমি বিবরণিত জন্য 'আতা' (বা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ' (বা) আমাকে বলেছেন, যখন মরী করিম (সা) কুরবানীর উত্ত সংগে নিয়ে হজে আসেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইফরাদ হজ-এর নিয়তে তখ

রমল : কাঁধ ঘোরিয়ে স্মৃতি কিছু হেটি পদক্ষেপে ধীর সর্পে হেটে চলাকে রমল করা শুব্দার। তারবিয়াক এর প্রথম তিন চক্রে রমল করা পূর্ববদেশের জন্য সন্মত। পরের চার চক্রে বাতাখিক গতিতে হাটতে হবে। মহিলাদের রমল করতে হয় না।

তারবিয়া দিবস : যিলহজ মাসের ৮ তারিখ অর্থাৎ ৮ যিলহজকে তারবিয়া দিবস বলা হয়। এটি হজের প্রথম দিন। এ দিন অর্থাৎ ৮ যিলহজ হোছের মামাজের পূর্বেই মীনাতে পৌষ্ঠ সন্মত।

মাশ 'আকল হারাম' : আকলাত ও মীনার মধ্যবর্তী মুহাম্মদিয়া নামক উপভ্যক্তির অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশ'আকল হারাম' বলা হয়। যিলহজ মাসের ৯ তারিখ নিরাগত রাতে উক্ত উপভ্যক্তির অবস্থানকালীন উল্লেখিত পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হবে আচ্ছাদ তা 'আকল' অধিক যিকিত করতে বলা হয়েছে।

আইয়ামে তাশরীক : ৯ যিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে তাশরীক বলে। আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ : ৯ যিলহজ কর্তৃর হতে ১৩ যিলহজ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ গ্রামে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর "আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার! লা ইলাহ ইল্লাহুল্লাহ, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়া সিল্লালিল হামদ" তাক্বীর গঠ করতে হয়। এ তাক্বীরকে তাক্বীরে তাশরীক'ও বলা হয়। উল্লেখিত ২৩ গ্রামে তাক্বীর একবার পড়া উচ্চারিত।

কংকর : বড়, মের ও হেটি জামারাতে শয়তানকে যারার জন্য হেলার দানার মত হেটি হেটি পাথরকেই কংকর বলা হয়েছে।

রমী : শয়তানের প্রতীক হিসাবে মীনার জামারায় অবস্থিত তিনটি শানে (বড়, মের ও হেটি) কংকর নিষেক করাকে রমী বলে। হাজীদের জন্য রমী করা উচ্চারিত।

কসর : মুসাফির ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা পরম দয়া করে পরিত্র কুরআন শরীফের সূরা নিসার ১০১নং আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাযের বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরয নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে আসায করার নির্দেশ দিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। এ পৃষ্ঠিকার 'প্রশ্ন-উত্তর' পর্ব এবং নামায অংশে 'কসর' সংশ্লিষ্ট আরও আলোচনা রয়েছে।

হজ্জ

হজ্জ কি এবং কত ধরনের হজ্জ আছে তা জেনে নেওয়া যাক।
হজ্জ কি?

'হজ্জ' এর আতিথানিক অর্থ হলো ইচ্ছা বা সংকুল। শরীয়তের পরিভাষায় 'হজ্জ' হলো বিশেষ কিছু কার্যকর সম্পাদন করার লক্ষ্যে ইহুমায়ের সাথে খানায়ে কা'বার দিয়ারত এবং তার আলে পালে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

১. হজ্জ এর প্রকারভেদ : তিন পদ্ধতিতে হজ্জ পালন করা যায়—

(১) হজ্জ ইব্রাহিম; (২) হজ্জ কৃত্রিম এবং (৩) হজ্জ তামাতু

(১) হজ্জ ইব্রাহিম- মীকাত থেকে কেবলমাত্র হজ্জের ইব্রাহিম বেঁধে হজ্জ করাকে হজ্জ ইব্রাহিম বলা হয়।

(২) হজ্জ কৃত্রিম- মীকাত থেকে ইব্রাহিম বেঁধে এ একই ইব্রাহিমে উমরাহ ও হজ্জ করাকে হজ্জ কৃত্রিম বলা হয়।

(৩) হজ্জ তামাতু- হজ্জের সফরে মীকাত থেকে উমরাহ ইব্রাহিম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করে ইব্রাহিম মুক্ত হতে হয়। পরবর্তীকালে সে সফরেই হজ্জের সময়ে (৮ যিলহজ) পুনরাবৃত্ত হজ্জের অন্য ইব্রাহিম বেঁধে হজ্জ করাকে তামাতু হজ্জ বলা হয়। আমাদের বাংলাদেশীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তামাতু হজ্জ করে থাকেন।

এ ব্যাপারে হাদীস হলো—

আবু নু'আইম (র)... আবু শিহাব থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি উমরার ইব্রাহিম বেঁধে হজ্জ তামাতু'র নিয়ন্তে তারবিয়া দিবস (৮ যিলহজ তারিখ)-এর তিন দিন পূর্বে মকাবি প্রবেশ করলাম, মকাবাসী কিছু লোক আসাকে বললেন, এখন তোমার হজ্জের কাজ মকা থেকে শুরু হবে। আমি বিষয়টি জানার জন্য 'আজ্ঞা' (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আবির ইবন 'আবদুল্লাহ' (রা) আসাকে বলেছেন, যখন নবী করিম (সা) কুরবানীর উত্ত সংগে নিয়ে হজ্জ আসেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইব্রাহিম হজ্জ-এর নিয়ন্তে শুধু

রমল ; বাঁধ ঘোড়িয়ে দ্রুত কিছু ছোট পদক্ষেপে বীর নর্পে হেঁটে চলাকে
রমল করা সুন্দর। তারবিয়া এবং প্রথম তিন চক্রে রমল করা শুভসন্দের জন্য
সুন্দর। পরের চার চক্রে বাতাখিক গতিতে হাটতে হবে। অহিলাদের রমল
করতে হয় না।

তারবিয়া দিবস : যিলহজ মাসের ৮ তারিখ অর্ধাং পঞ্জহজের তারবিয়া
দিবস বলা হয়। এটি হজের প্রথম দিন। এ দিন অর্ধাং পঞ্জহজ যোহুরের
নামাজের পূর্বেই মীনাতে পৌছা সুন্দর।

মাশ 'আরল হারাম' : আরালত ও মীনার মধ্যবর্তী মুহূর্লালিয়া নামক
উপত্যকার অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশ'আরল হারাম' বলা হয়। যিলহজ মাসের
৯ তারিখ দিবাগত রাতে উক উপত্যকায় অবস্থানকালীন উত্তোলিত পাহাড়ের
পাদদেশে উপস্থিত হলে আস্তাহ তা 'আরল অধিক যিকির করতে বলা হয়েছে।

আইয়ামে তাশৰীক : ৯ যিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ পর্যন্ত সময়কে
আইয়ামে তাশৰীক বলে। আইয়ামে তাশৰীক অর্ধাং : ৯ যিলহজ ফজল হতে
১৩ যিলহজ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াকে প্রতোক ফরখ নামাজের পর
"আস্তাহ আকবার, আস্তাহ আকবার! শা ইলাহা ইল্লাহুল্লাহ, আস্তাহ আকবার,
আস্তাহ আকবার ওয়া সিল্লাল হামদ" তাকবীর পাঠ করতে হবে। এ তাকবীরকে
তাকবীরে তাশৰীক'ও বলা হয়। উত্তোলিত ২৩ ওয়াকে তাকবীর একবার পড়া
ওয়াজিব।

কংকর : বড়, মেৰ ও ছোট জামারাতে শয়তানকে যারায় জন্য ছোলাৰ
দানার মত ছোট ছোট পাথৰকেই কংকর বলা হয়েছে।

রমী : শয়তানের প্রতীক হিসাবে মীনার জামারায় অবস্থিত তিনটি শানে
(বড়, মেৰ ও ছোট) কংকর নিকেপ করাকে রমী বলে। হাজীদের জন্য রমী করা
ওয়াজিব।

কসর : মুসলিম ব্যক্তিন জন্য আস্তাহ তা 'আলা প্রথম দয়া করে পবিত্র
কুরআন শরীয়ের সূরা নিসার ১০১মং আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাজের বিধান
দিয়েছেন। অর্ধাং ৮ রাকায়াত ফরখ নামায সংকেপ করে দুই রাকায়াত করে
আসায় করার নিম্নেশ দিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। এ
পৃষ্ঠিকার 'প্রশ্ন-উত্তর' পর্ব এবং নামায অংশে 'কসর' সম্পর্কে আরও আলোচনা
রয়েছে।

হজ

হজ তি এবং কত ধরনের হজ আছে তা জেনে নেওয়া যাক।
হজ কি?

'হজ' এর আভিধানিক অর্থ হলো ইস্লাম বা সংকল্প। শরীয়তের পরিভাষায়
'হজ' হলো বিশেষ কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে ইহুদামের সাথে আমায়ে
কাব্যার দ্বিবার এবং তার আলে পাশে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

১. হজ এর প্রকারভেদ : তিন পক্ষতিতে হজ পালন করা যায়—

(১) হজে ইফরাদ; (২) হজে কৃত্রিম এবং (৩) হজে তামাতু

(১) হজে ইফরাদ- মীকাত থেকে কেবলমাত্র হজের ইফরাম বেঁধে হজ
করাকে হজে ইফরাদ বলা হয়।

(২) হজে কৃত্রিম- মীকাত থেকে ইফরাম বেঁধে ঐ একই ইফরামে উমরাহ ও
হজ করাকে হজে কৃত্রিম বলা হয়।

(৩) হজে তামাতু- হজের সফরে মীকাত থেকে উমরাহ ইফরাম বেঁধে
প্রথমে উমরা পালন করে ইফরাম মুক্ত হতে হয়। পরবর্তীকালে সে সফরেই
হজের সময়ে (৮ যিলহজ) পুনরায় হজের জন্য ইফরাম বেঁধে হজ করাকে
তামাতু হজ বলা হয়। আমাদের বাংলাদেশীরা বেশীর ভাগ ফেরেই তামাতু হজ
করে থাকেন।

এ ব্যাপারে হাদিস হলো—

আবু নু'আইম (র)... আবু শিহব থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি উহুরার
ইফরাম বেঁধে হজে তামাতু'র নিয়াতে তারবিয়া দিবস (৮ যিলহজ তারিখ)-এর
তিন দিন পূর্বে হকায় প্রবেশ করলাম, যকুবাসী কিছু লোক আমাকে বললেন,
এখন তোমার হজের কাজ মুক্ত থেকে শুরু হবে। আমি বিষয়টি জানার জন্য
'আস্তা' (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, তাবির ইবন 'আবদুল্লাহ
(রা) আমাকে বলেছেন, যখন নবী করিম (সা) কুরবানীর উত্ত সংগে নিয়ে হজে
আসেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইফরাদ হজ-এর নিয়তে শু

হজ্জের ইহুমাম বাধেন : কিন্তু নবী করিম (সা) মাহুর শৌকে আদেশকে বললেন,
বাবতুল্লাহ তা ওয়াক এ সময়-মারওয়াত সাঁই সমাখ্য করে তোমরা ইহুমাম ভূল
করে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছেট কর। এরপর হালাল অবহৃত্য থাক : ইখন
ছিলহজ্জ নামের ০৮ (আট) তারিখ হবে তখন তোমরা হজ্জ-এর ইহুমাম বেঁধে
নিবে, আর যে ইহুমাম বেঁধে এসেছ তা “তামাতু হজ্জের উমরা” বানিয়ে নিবে।
সাহীগ বললেন, এই ইহুমামকে আসরা কিরণে “উমরার ইহুমাম বানাবঃ
আসরা হজ-এট নাথ নিয়ে ইহুমাম বেঁধেছি।” তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে
যা আদেশ করছি তাই কর। কুরবানীর পত সঙ্গে নিয়ে না আসলে তোমাদেরকে
যা করতে বলছি, আমিও দেশেপ করতাম। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বে (ইহুমামের
কালগ্রে) নিষিদ্ধ কাজ (আমার জন্ম) হালাল নয়। সাহীগ দেশেপ করলেন।
আবু আবুল্ফাহ (ইহুম দুখারী) (রা) বলেন, আবু শিহাব (রা) থেকে মারফু়
বর্ণনা আর এই একটিই প্রচল যায়: (পুষ্টরী শরীফ, ওয় খড়, হজ অধ্যায়,
ত্বানীস - ১৪ ৭৪)।

“বাস্তুভূষণ (সা) দেতাবে হচ্ছে করছেন” অংশে জবের (ৰা) দেতাবে বৰ্ণনা করেছেন, যেখনে হজ্জকে উমরায় পরিষ্কৃত বনার আদেশ দেয়া হয়েছে। হজ্জের সময় মারওয়া পাহাড়ে শেষ চক্রবকালে হ্যুরত দেৱহাম্বদ (সা) বললেন, হে লোকসকল! আমি পথে যা বুঝেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম, তাহলে হানী বা কুরবানীর গত সাথে নিচে আসতাম না এবং হজ্জকে উমরায় পরিষ্কৃত করতাম। তোমাদের মধ্যে যার সাথে হানী বা গত নেই, সে যেন হালাল হয়ে যাব এবং এটকে উমরায় পরিষ্কৃত করে। অন্য বৰ্ণনাম এসেছে, ‘বাবতুল্লাহুর তাওয়াহ এবং সাফা-মারওয়াত যাবে সাঁড়ি করে তোমরা তোমাদের ইহরাম ঘেকে হালাল হয়ে যাব এবং চুল ছোট করে তেল। অঙ্গপর হালাল হয়ে অবস্থান কর। এমনিভাবে যখন তারবিয়া নিবস (বিলহজ্জের আট তারিখ) হবে, তখন তোমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠ কর। আর তোমরা যে হজ্জের ইহরাম করে এসেছে, সেটাকে তামাঙ্গুতে পরিষ্কৃত কর।’ (বুখারী, হসলির)

তথন সুরাক্ষা ইবনে খালিক ইবনে জ্ব'তম (বা) মারওয়া পাহাড়ের পাসদেশে
ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বসেন ইয়া স্বাস্থ্যলাভ, আহাদের এই উমরায় কৃপাত্তি
করে তাহাতু করা কি শু এ বহুরের জন্য নাকি সব সময়ের জন্য? তখন নবী
করিম (সা) দু'হাতের আঙুলগুলো পরশ্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বসেন, 'হজের
ভিত্তিতে উমরা কিছুই নিন পর্যন্ত প্রবিট হয়েছে। না, বরং তা সব সময়ের জন্য,
বরং তা সব সময়ের জন্য' এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

୨. ହଜ୍ ଏର ନିୟାତ : “ହେ ଆଶ୍ରାମ! ଆଖି ପରିବର୍ତ୍ତ ହଜୁରୁତ ପାଲକ କରାର ଜନ୍ମ ନିୟାତ କରିଛି । ଆପଣି ତା ଆମାର ଜନ୍ମ ସହଜ କରେ ଦିନ ଏବଂ ଆମାର ପ୍ରତ୍ୟେ କବୁଳ କରନ, ହେ ରାମନ ଆଲାଧିନ !”

६. इकाईया यात्राया

বাংলা ফর্ম ডিপ্টি-

- (1) ଇହରାହ ସୀଧା ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ହଜେର ନିଯାୟ କରା ଓ ତାଳାବିଯାହ ପାଇଁ କରା ।
 - (2) ହଜେର ୨ୟ ଦିନ ଆରାଫାତ୍ ଏର ମୟାଦାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରା ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ଘିଲହଜ୍ ଦିଶୁର ଥେକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କୋଣ ସମଟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳ୍ଯ ହଲେଖ ଆରାଫାତେ ମୟାଦାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରା ।
 - (3) ତାଓହାଫେ ଯିରାରାହ କରା ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦୫ ଘିଲହଜ୍ରେ ଭୋର ଥେକେ ୧୫ ଘିଲହଜ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ସୁବିଧାମତ ସମୟେ) ବାଯତୁରାହ ଶତିକ ତାଓହାଫେ କରା ।

৪. হাজের ওয়াজির

- (১) নিমিট্ট জায়গা থেকে ইহরাম বীধা (২) সাঁই অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার
মধ্যে দৌড়ানো সাতবার (৩) সাফা (গাহাত) থেকে সাঁই শুরু করা (৪) ৯
যিলহজ সূর্যাস্তের পর হতে ১০ যিলহজ সুবেছ সামিক গৰ্হণ মুহাম্মদিয়ায়
অবস্থান করা (৫) মুহাম্মদিয়ায় ওকৃষ করা (৬) মাগরিব ও এশার নামায একত্রে
মুহাম্মদিয়ায় এসে এশার সময় পড়া (৭) দশ যিলহজ তারিখ শুরু জামারাতুল
আকাবার ষটি এবং ১১ ও ১২ যিলহজ তারিখে তিন জামারাত প্রতি জামারায়
'রামি' বা ৭টি করে পাথর নিষ্কেপ করা (৮) জামারাতুল আকাবার 'রামি' বা
পাথর নিষ্কেপ দশ যিলহজ তারিখে মাথা মুক্তনের আগে করা (৯) কূরবানীর
পর মাথা কামান কিংবা চূল ছাঁটা (১০) ক্লিন ও তামাতু হচ্ছে পাসনকারীত জন্ম
কূরবানী করা (১১) তাওয়াফ হাতীমের বাইরে দিয়ে করা (১২) তাওয়াফ ডান
দিক থেকে করা (১৩) ওহুর সংগে তাওয়াফ করা (১৪) তাওয়াফের পর
(মাকামে ইত্রাহাম এর কাছে) দু'রাকায়াত নামায পড়া (১৫) জামারায় পাথর
নিষ্কেপ করা, কূরবানী করা, মাথা মুক্তন এবং তাওয়াফ করার মধ্যে জমখারা
বজায় রাখা (১৬) শীর্কাতের বাইরে অবস্থানকারীদের বিদায়ী তাওয়াফ করা
(১৭) ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। কিন্তু নবী করিম (সা) মকাব পৌছে তাদেরকে বললেন,
বায়তুল্লাহ তাওয়াক ও সাফা-মারওয়ার সাঁझি সমাধি করে তোমরা ইহরাম ভঙ্গ
বায়তুল্লাহ তাওয়াক ও সাফা-মারওয়ার সাঁझি সমাধি করে তোমরা ইহরাম ভঙ্গ
করে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছেট কর। এরপর হালাল অবস্থায় থাক। যখন
হিলহজ মাসের ০৮ (আট) তারিখ হবে তখন তোমরা হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে
নিবে, আর যে ইহরাম বেঁধে এসেছ তা 'তামাতু হজ্জের উমরা' বানিয়ে নিবে।
নিবে, আর যে ইহরাম বেঁধে এসেছ তা 'তামাতু হজ্জের উমরা' বানিয়ে নিবে।
সাহারীগণ বললেন, এই ইহরামকে আমরা কিরূপে 'উমরা'র ইহরাম বানাব?
আমরা হজ্জ-এর নাম নিয়ে ইহরাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে
যা আদেশ করছি তাই কর। কুরবানীর পও সঙ্গে নিয়ে না আসলে তোমাদেরকে
যা করতে বলছি, আমিও সেরূপ করতাম। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বে (ইহরামের
কারণে) নিষিদ্ধ কাজ (আমার জন্য) হালাল নয়। সাহারীগণ সেরূপ করলেন।
আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (রা) বলেন, আবু শিহাব (রা) থেকে মারকু'
বর্ণনা যান্ত এই একটিই পাওয়া যায়। (বুখারী শরীফ, ৩য় খন্ড, হজ্জ অধ্যায়,
হাদীস - ১৪৭৪)।

“ରାସ୍ତୁଗ୍ରାହ (ସା) ଯେତାବେ ହଜ୍ର କରଛେ” ଅନ୍ଧଶ ଜାବେର (ବା) ଯେତାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ, ମେଖାନେ ହଜ୍ରକେ ଉତ୍ତରାୟ ପରିଷତ କରାର ଆଦେଶ ଦେଯା ହେଁଥେବେ । ହଜ୍ରେର ସମୟ ମାରଗ୍ରୋ ପାହାଡ଼େ ଶେଷ ଚକ୍ରକାଳେ ହରବତ ମୋହାସ୍ତଦ (ସା) ବଲଜେନ, ହେ ଲୋକମଙ୍କଳ ! ଆମି ପରେ ବା ବୁଝେଛି ତା ଯଦି ଆମେ ବୁଝାତେ ପାରତାମ, ତାହାଲେ ହାନୀ ବା ବୁଝବାନୀର ପଣ୍ଡ ସାଥେ ଲିଖେ ଆସତାମ ନା ଏବଂ ହଜ୍ରକେ ଉତ୍ତରାୟ ପରିଷତ କରତାମ । ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାର ସାଥେ ହାନୀ ବା ପଣ୍ଡ ଲେଇ, ସେ ଯେନ ହାଲାଲ ହେଁ ଯାଏ ଏବଂ ଏଟାକେ ଉତ୍ତରାୟ ପରିଷତ କରେ । ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାଯ ଏମେହେ, ‘ବାସ୍ତୁଗ୍ରାହର ତାଓୟାଫ ଏବଂ ସାଫା-ମାରଓୟାର ମାକେ ସା’ଇ କରେ ତୋମରା ତୋମାଦେର ଇହରାମ ଥେକେ ହାଲାଲ ହେଁ ଯାଏ ଏବଂ ଚୁଲ ଛୋଟ କରେ ଫେଲ । ଅତଃପର ହାଲାଲ ହେଁ ଅବସ୍ଥାନ କର । ଏମନିଭାବେ ହଥନ ତାରବିଯା ଦିବସ (ଯିଲହଜେର ଆଟ ତାରିଖ) ହବେ, ତଥନ ତୋମରା ହଜ୍ରେର ଇହରାମ ବେଧେ ତାଲବିଯାଇ ପାଠ କର । ଆର ତୋମରା ଯେ ହଜ୍ରେର ଇହରାମ କରେ ଏମେହେ, ସେଟାକେ ତାମାତୁତେ ପରିଷତ କର ।’ (ବୁଝାରୀ, ମୁସଲିମ)

তখন সুরাক্ষা ইবনে মালিক ইবনে জু'ফম (রা) ঘারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বল্লেন ইয়া রাসূলাজ্ঞাহ, আমাদের এই উম্মেরায় রূপান্তর করে তামাতু করা কি শুধু এ বছরের জন্য নাকি সব সময়ের জন্য? তখন নবী করিম (সা) দ'ত্তাত্ত্ব স্মারকে করেন —

২. ইজ্জ এর নিয়ত : "হে আল্লাহ! আমি পবিত্র ইজ্জতুত পালন করার জন্য নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার প্রচেষ্টা করুণ করুন, হে রাব্বুল আল্লামিন!"

३. इंडियन एक्सप्रेस

হাজুন্ন কবিয ভিন্টি-

- (১) ইহুম বাঁধা অর্দ্ধ মনে মনে হজ্জের নিয়ত করা ও তালবিয়াহ পাঠ করা।

(২) ইজের ২য় দিন আরাফাত এর ময়দানে অবস্থান করা অর্ধাংশ যিনহজ
যিপ্পহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফাতের
ময়দানে অবস্থান করা।

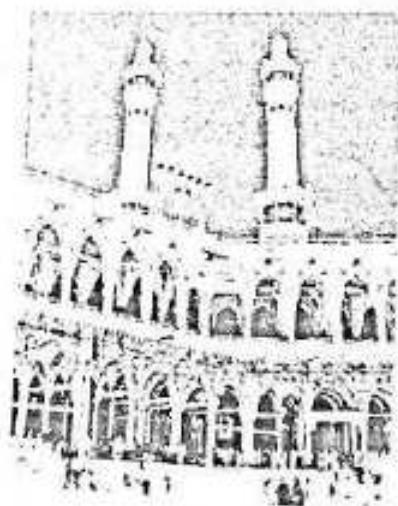
(৩) তাওয়াফে যিদ্বারাহ করা অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জের তোর থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত (সুবিধামত সময়ে) বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা।

৪. হজ্জের ওয়াজিব

- (১) নিমিট্ট জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা (২) সাঁই অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার
মধ্যে দৌড়ানো সাতবার (৩) সাফা (পাহাড়) থেকে সাঁই তুর করা (৪) ৯
যিলহজ্জ সূর্যস্ত্রের পর হতে ১০ যিলহজ্জ সুবেহ সাদিক পর্যন্ত মুযদালিফায়
অবস্থান করা (৫) মুযদালিফায় ও কূফ করা (৬) মাগরিব ও এশার নামায একত্রে
মুযদালিফায় এসে এশার সময় পড়া (৭) দশ যিলহজ্জ তারিখ শুধু জামারাতুল
আকাবার ৭টি এবং ১১ ও ১২ যিলহজ্জ তারিখে তিন জামারার প্রতি জামারায়
‘রমি’ বা ৭টি করে পাথর নিষ্কেপ করা (৮) জামারাতুল আকাবার ‘রমি’ বা
পাথর নিষ্কেপ দশ যিলহজ্জ তারিখে মাথা মুভনের আগে করা (৯) কুরবানীর
পর মাথা কামান কিংবা চুল ছাঁটা (১০) কৃত্রিম ও তামাতু হজ্জ পালনকারীর জন্ম
কুরবানী করা (১১) তাওয়াফ হাতীমের বাহির দিয়ে করা (১২) তাওয়াফ ডান
দিক থেকে করা (১৩) ওয়ুর সংগে তাওয়াফ করা (১৪) তাওয়াফের পর
(মাকামে ইব্রাহীম এর কাছে) দুর্বাকায়াত নামায পড়া (১৫) জামারার পাথর
নিষ্কেপ করা, কুরবানী করা, মাথা মুভন এবং তাওয়াফ করার মধ্যে ক্রমধার

৫. হজের সুন্দর

(১) ইকাতের বাইরে থেকে আগমনিকারীদের জন্য তা গোঁফে কূদুম/ উমরার তা গোঁফ করা (২) বায়তুল্লাহুর হাজারে আসওয়াদ থেকে তা ওজাফ পুর করা (৩) তা গোঁফে কূদুম/ উমরার তা গোঁফ এবং তা গোঁফে হিয়ারতে রমল করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রদোজ্য নয় (৪) সাফা ও মারওয়ার মধ্যে যে দু'টি সবুজ বাতি ঝালানে আছে তার মধ্যবর্তী স্থান সৌতে অভিজ্ঞ করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (৫) ৮ ঘিলহজ তারিখ ফজলের পর মকা দুকারোমা থেকে রওয়ানা হওয়া দেন মীনায় পাঁচ গোকুল নামায আদায় করা যায় (৬) ৮ই ঘিলহজ তারিখের রাত মীনায় কাটানো (৭) ৯ ঘিলহজ সূর্যোদয়ের পর ওকুফে আরাফার জন্য গোসল করা (৮) আরাফার মহানন্দে পৌছার পর ওকুফে আরাফার জন্য গোসল করা (৯) আরাফার থেকে ফেরার সময় ৯ই ঘিলহজ মুহামালিফায় রাত্তিয়াপন করা। (১০) ১০ ঘিলহজ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মুফদালিফা থেকে মীনায় (জামারাতে) রওয়ানা হওয়া (১১) ১০ ও ১১ ঘিলহজ তারিখের রাত মীনায় কাটানো এবং ১০ তারিখেও মীনায় থাকতে হলে ১২ তারিখ দিবাপক্ষে রাতেও সেখানে কাটানো।



ইহরাম

ইহরাম এর আভিধানিক/শাব্দিক অর্থ হলো হারাম বা নিষিদ্ধ করা। যখন কোন বাতি হজ ও উমরা করার ইস্ত পোষণ করে নিয়ত করবেন এবং তালবিয়াহ পাঠ করবেন, তখন কিছু বৈধ বা হালাল জিনিসও তার জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ হবে যাবে, সোটিই ইহরাম অবস্থা। দুই প্রস্তু কাপড় যা হাজীগণ পরিধান করেন সোটিই প্রচলিতভাবে ইহরাম হিসাবে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহরাম হলো নিষিদ্ধ ও তালবিয়াহ। যদি কোন বাতি এই দুই প্রস্তু কাপড় পরিধান করেন এবং এজন্য তার ইহরাম নির্ণয় না করেন এবং তালবিয়াহ পাঠ না করেন তিনি মুহরিম বা মুহরিমা হবেন না। সে কারণে নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করার পূর্বে, তিনি তার মাথা আবৃত করে দুই রাকায়াত নামায পড়বেন। এরপর পূর্বে হাজীগণ মাথা অনাবৃত করে এবং মহিলা হাজীগণ নিকাব ছাড়া বা মূরমতল অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করবেন। মিতে ইহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ইহরাম বাধার পদ্ধতি

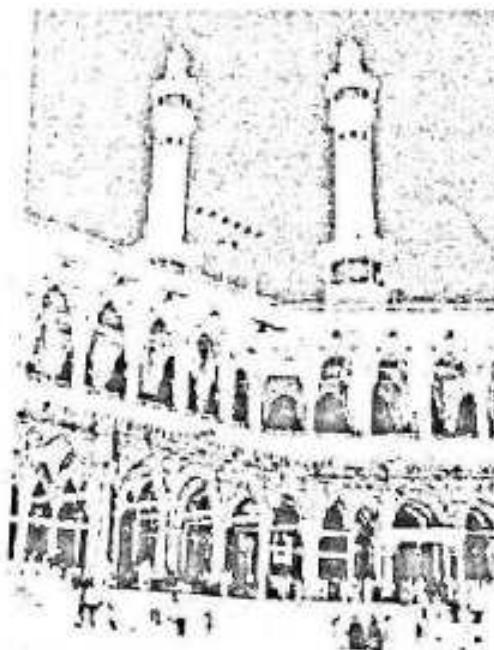
১. ইহরাম এর প্রস্তুতি

- ইহরাম বাধার আগে হাত ও পায়ের নখ কেটে নিতে হবে;
- যাথার চুল, দাঢ়ি, সৌক ইত্যাদি কাটা-ছাঁটাসহ শরীরের অপ্রয়োজনীয় লোম/চুল পরিকার করে নিতে হবে;

২. বিতর্কতা অর্জন

- ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল করে পরিষ্কার-পরিষ্কন্ত হতে হবে অথবা ভাস্তবাবে মিসওয়াক করে ওয়ু করে নিতে হবে।
- এখানে উচ্চেষ্য মে, দু'টি উপায়ে বিতর্কতা অর্জন করা জরুরী-
 - বহিরাঙ্গনের বিতর্কতা : গোসল বা ওয়ু করে শরীরের বিতর্কতা অর্জন;
 - অন্তরের বিতর্কতা : নিজের পাপকর্মের জন্য আত্মিক অনুগ্রহ/অনুশোচন।

(১) মীকাতের বাহরে থেকে প্রাপ্ত
তাৎক্ষণ্য করা (২) বায়তুল্লাহুর হজরে আসওয়াদ থেকে তাৎক্ষণ্য শুরু করা (৩)
তাৎক্ষণ্য করা কুন্দুম/ উমরার তাৎক্ষণ্য এবং তাৎক্ষণ্য যিয়ারতে রমল করা; তবে তাৎক্ষণ্য মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (৪) সাফা ও মারওয়ার মধ্যে যে দু'টো স্বরূপ
বাতি ভাগানো আছে তার মধ্যবর্তী স্থান দৌড়ে অতিক্রম করা; তবে তাৎক্ষণ্য মহিলাদের
জন্য প্রযোজ্য নয় (৫) ৮ যিলহজ্জ তারিখ ফজরের পর মুকাররামা থেকে
রওয়ানা হওয়া যেন মীনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায় (৬) ৮ই যিলহজ্জ
তারিখের রাত মীনায় কাটানো (৭) ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মীনা থেকে
আরাফায় রওয়ানা হওয়া (৮) আরাফার ময়দানে পৌছার পর ওকুফে আরাফার
জন্য গোসল করা (৯) আরাফা থেকে ফেরার সময় ৯ই যিলহজ্জ মুয়দালিফায়
রাত্রিযাপন করা। (১০) ১০ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মুয়দালিফা থেকে
মীনায় (জামারাতে) রওয়ানা হওয়া (১১) ১০ ও ১১ যিলহজ্জ তারিখের রাত
মীনায় কাটানো এবং ১৩ তারিখেও মীনায় থাকতে হলে ১২ তারিখ দিবাগত
রাতও সেখানে কাটানো।



ইহরাম

ইহরাম এর আভিধানিক/শাব্দিক অর্থ হলো হারাম বা নিষিদ্ধ করা। যখন
কোন ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে নিয়ত করবেন এবং
তালবিয়াহ পাঠ করবেন, তখন কিছু বৈধ বা হালাল জিনিসও তার জন্য হারাম বা
নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, সেটিই ইহরাম অবস্থা। দুই প্রস্তুত কাপড় যা হাজীগণ পরিধান
করেন সেটিই প্রচলিতভাবে ইহরাম হিসাবে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহরাম
হলো নিয়ত ও তালবিয়াহ। যদি কোন ব্যক্তি এই দুই প্রস্তুত কাপড় পরিধান
করেন এবং এজন্য তার ইচ্ছা বা নিয়ত না করেন এবং তালবিয়াহ পাঠ না করেন
তিনি মুহরিম বা মুহরিমা হবেন না। সে কারণে নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করার
পূর্বে, তিনি তার মাথা আবৃত করে দুই রাকায়াত নামায পড়বেন। এরপর পুরুষ
হাজীগণ মাথা অনাবৃত করে এবং মহিলা হাজীগণ নিকাব ছাড়া বা মুখমণ্ডল
অনাবৃত করে নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করবেন। নিচে ইহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত
আলোচনা করা হলো:

ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি

১. ইহরাম এর প্রস্তুতি

- ইহরাম বাঁধার আগে হাত ও পায়ের নখ কেটে নিতে হবে;
- মাথার চুল, দাঢ়ি, গোফ ইত্যাদি কাটা-ছাঁটাসহ শরীরের অপ্রয়োজনীয়
লোম/চুল পরিষ্কার করে নিতে হবে;

২. বিশুদ্ধতা অর্জন

- ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল করে পরিকার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে অথবা
ভালভাবে মিসওয়াক করে ওয়ু করে নিতে হবে।
- এখানে উল্লেখ্য যে, দু'টি উপায়ে বিশুদ্ধতা অর্জন করা জরুরী-
 - বহিরাঙ্গনের বিশুদ্ধতা : গোসল বা ওয়ু করে শরীরের বিশুদ্ধতা অর্জন;
 - অন্তরের বিশুদ্ধতা : নিজের পাপকর্মের জন্য আন্তরিক অনুত্তাপ/অনুশোচনা

করে মনে মনে বলা, "হে আত্মাহ! আমি আমার সকল পাপের জন্য অনুভাপ করছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুণ, হে রাসূল আলামিন!"

৩. বাতুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা

বাতুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা যাবে এবং গোসল করে পরিধার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তবে এ অবস্থায় ইহরামের বামায় পড়বেন না। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত পুঁশ-উত্তর পর্বে আলোচনা করা হয়েছে)

৪. মুহরিম/মুহরিমা

হজ বা উমরাহ করার জন্য ইহরাম বাঁধা পুরুষদের 'মুহরিম' বলে। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের 'মুহরিমা' বলে।

৫. ইহরামের কাপড়

পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন দুই প্রস্তু সাদা কাপড় পরতে হবে। এক প্রস্তু কোথারে পেঁচিয়ে লুঙ্গির মত পরতে হবে। তবে কোন পিঠ দেখা যাবে না। অন্য এক প্রস্তু এবনভাবে পরতে হবে যেন দুই কাঁধ ও পিঠ দেখে যায়।

প্রিয় শা-বোনেরা, ইহরামের জন্য সাধারণ পোশাক পরবেন যাতে পর্দা দেনে চলা যায়। তবে মুখমণ্ডল আবৃত্ত করবেন না। (মহিলাদের পোশাক নিয়ে পুঁশ-উত্তর পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

৬. ইহরামের জুতা/ স্যান্ডেল

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য হাওয়াই চপল বা এমন স্যান্ডেল পরিধান করতে হবে যাতে পায়ের পাতার ওপরের অংশের মাঝের হাড়টা (middle bones) অন্বৃত অবস্থায় থাকে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে জুতা ও ঘোজা পরা যাবে।

আবদুল্লাহ ইবন ইয়াবীদ (র) 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঢ়িয়ে বললেন, হে আত্মাহ রাসূল! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী ধরনের কাপড় পরতে আদেশ করেন? নবী করীম (সা) বললেন: জামা, পারজামা, পাগড়ী ও টুপি পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে তাহলে সে যেন ঘোজা পরিধান করে তার দি঱ার নিচের অংশটুকু কেটে নেয়। তোমরা জাফরান এবং খাজারল লাগানো কোন কাপড় পরিধান

করবে না। মুহরিমা মহিলাগণ মুখে নেকাব এবং হাতে হাত-ঘোজা লাগাবেন না। (বুখারী শরীফ, তৃতীয় খণ্ড, ১৭১৯ নং হাদীস)।

৭. মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান

• হজ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পরিজ্ঞ মন্ত্র শরীফের বাইরে হ্যাতত যোহায়দ (সা) কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত যে মিন্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয় - সে স্থানকে মীকাত বলে। মু'আত্মাহ ইবনে আসাদ (র).... ইবনে আব্রাহাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাহদবাসীদের জন্য কারনুল মানাহিল, ইরাকবাসীদের জন্য যাতু 'ইরক (অবশ্য বর্তমানে এ মীকাতটি পরিচ্ছত অবস্থায় রয়েছে)' এ ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। উক্ত মীকাতসমূহ হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী সে স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যে কোন অঞ্চলের লোক ঐ সীমা দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও। এছাড়াও যারা মীকাতের ভিতরের অধিবাসী তারা যেখান থেকে সফর শুরু করবে সেখান থেকেই (ইহরাম আরম্ভ করবে) এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই (ইহরাম বাঁধবে)। (বুখারী শরীফ, তৃতীয় খণ্ড, ১৪৩৯ নং হাদীস)

• মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে হয়। বাংলাদেশীদের জন্য মীকাত হলো ইয়ালামলাম। হজযাত্রীগণ আপনারা যারা হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে সরাসরি মক্কা যাবেন তাঁরা বিমানে আরোহনের পূর্বেই হজ/উমরার কাপড় পরে ইহরাম বেঁধে নিতে পারেন। মক্কা পৌছে প্রথমে উমরা করে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। পরে ৮ যিলহজ তারিখে অর্ধাং মীনার যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজের ইহরাম বাঁধতে হবে।

• যারা সরাসরি মদীনা যাবেন তাদের বিমানে আরোহনের পূর্বে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। তাদের মদীনা হতে মক্কা যাওয়ার পথে যুল-হলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বেঁধে নিতে হবে, যা বর্তমানে মসজিদে বীরে আলী (রা) বা 'মীকাত মসজিদ' নামে মদীনায় পরিচিত। মক্কা পৌছে প্রথমে উমরা করে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। পরে ৮ যিলহজ তারিখে অর্ধাং মীনার যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজের ইহরাম বাঁধতে হবে।

৮. সালাত আদায়

ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর ঘাকর্জ ওয়াজ না হলে পুরুষ ও

রহমল : কাথ খাকিয়ে ঢুক কিছু ছেট পদক্ষেপে বীর দর্পে হেটে চলাকে রহমল করা বুকার। তাওয়াফ এর শুরুম তিন চক্রের রহমল বীরা পূর্বদের জন্য সুন্নত। পরের চক্রে ভাকাবিক পতিতে হাটতে হবে। মহিলাদের রহমল করতে হয় না।

তারবিয়া নিবস : যিলহজ মাসের ৮ তারিখ অর্থাৎ ৮ যিলহজকে তারবিয়া নিবস বলা হয়। এটি হজের প্রথম দিন। এ দিন অর্থাৎ ৮ যিলহজ মোহরের নামাজের পূর্বেই মীনাতে পৌষ্ঠ সুন্নত।

মাশ'আরুল হ্যারাম : আগ্রাফাত ও মীনার মধ্যবর্তী মুয়দালিফণ নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশ'আরুল হ্যারাম' বলা হয়। যিলহজ মাসের ৯ তারিখ দিবাগত রাতে উক্ত উপত্যকায় অবস্থানকালীন উল্লেখিত পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার অধিক যিদির করতে বলা হয়েছে।

আইয়ামে তাশরীক : ৯ যিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে তাশরীক করে। আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ : ৯ যিলহজ ফজর হতে ১৩ যিলহজ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ঘণ্টাকে প্রত্যেক ফরহ নামায়ের পর "আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার! লা ইলাহা ইলাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ" তাকবীর পাঠ করতে হয়। এ তাকবীরকে তাকবীরে তাশরীক'ও বলা হয়। উল্লেখিত ২৩ ঘণ্টাকে তাকবীর একবার পড়া ওয়াজিব।

কংকর : বড়, মেৰ ও ছেট জামারাতে শহতানকে মারার জন্য ছোগার দানার মত ছেট ছেট পাথরকেই কংকর করা হচ্ছে।

রমী : শহতানের প্রতীক হিসাবে মীনার জামারার অবস্থিত তিনটি ঝানে (বড়, মেৰ ও ছেট) কংকর নিষ্কেপ করাকে রমী বলে। হাজীদের জন্য রমী করা ওয়াজিব।

কসর : মুসাফির ব্যক্তিব জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রম দয়া করে পরিত্ব কুরআন শরীয়ের সূরা নিসার ১০১নং আয়াতের মাধ্যমে কসর নামায়ের বিধান নিয়েছেন। অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরহ নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে আলাক করার নির্দেশ নিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। এ পৃষ্ঠিকার 'প্রশ্ন-উত্তর' পর্ব এবং নামায অংশে 'কসর' সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে।

হজ

হজ কি এবং কত ধরনের হজ আছে তা জেনে নেওয়া যাক।

হজ কি?

'হজ' এর অভিধানিক অর্থ হলো ইস্য বা সংকল্প। শরীয়তের পরিভাষায় 'হজ' হলো বিশেষ কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে ইহরামের সাথে যানারে কা'বাৰ যিয়াৰত এবং তাৰ আশে পাশে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন কৰা।

১. হজ এর প্রকারভেদ : তিন পক্ষতিতে হজ পালন কৰা যায়—

(১) হজেজ ইফরাদ; (২) হজেজ কৃত্রিম এবং (৩) হজেজ তামাতু

(১) হজেজ ইফরাদ- মীকাত থেকে কেবলমাত্ৰ হজেজ ইহরাম বৈধে হজ কৰাকে হজেজ ইফরাদ বলা হয়।

(২) হজেজ কৃত্রিম- মীকাত থেকে ইহরাম বৈধে ঔ একই ইহরামে উমরাহু ও হজ কৰাকে হজেজ কৃত্রিম বলা হয়।

(৩) হজেজ তামাতু- হজেজ সফরে মীকাত থেকে উমরার ইহরাম বৈধে প্রথমে উমরা পালন কৰে ইহরাম মুক্ত হতে হয়। পৰবৰ্তীকালে সে সফরেই হজেজ সহয়ে (৮ যিলহজ) পুনৰায় হজেজ জন্য ইহরাম বৈধে হজ কৰাকে তামাতু হজ বলা ইয়। আমাদের বাংলাদেশীৱা বেশীৰ ভাগ কেতেই তামাতু হজ কৰে থাকেন।

এ ব্যাপারে হাদীস হলো—

আবু নু'আইম (র)... আবু শিহাব থেকে বর্ণনা কৰে বলেন, আমি উমরার ইহরাম বৈধে হজেজ তামাতু'র নিয়াতে তারবিয়া নিবস (৮ যিলহজ তারিখ)-এর তিন দিন পূর্বে মকায় প্রবেশ কৰলাম, মকাবাসী কিছু লোক আমাকে বললেন, এখন তোমার হজেজের কাজ মক্তা থেকে শুরু হবে। আমি বিব্যুটি জন্য 'আতা' (রা)-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ' (রা) আমাকে বলেছেন, যখন নবী করিম (সা) কুবাবানীৰ উত্ত সংগে নিয়ে হজেজ আসেন, তখন তিনি তাঁৰ সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইফরাদ হজ-এর নিয়তে শুধু

মহিলা উভয়ের জন্যই মাথা আবৃত করে ইহুদাদের নিয়তে দুই রাকায়াত নামায আদায় করা সুন্নত ।

ইহুদামের নিয়ত : “হে আল্লাহ! আমি ইহুদামের নিয়ত করছি এবং সেজন্য দুই রাকায়াত সুন্নত নামায আদায় করছি। আপনি আমার জন্যে তা সহজ করে দিন এবং এ নিয়ত করুল করুন - আল্লাহ আকবার!”

৯. নিয়ত ও তালবিয়াহ

ইহুদামের কাপড় পড়লেই ইহুদাম বাধা হয় না। নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করলে ইহুদাম বাধা হয়। ইহুদাদের নামাযের পরপরই উমরার নিয়ত করা উচ্চম। নামাযের পর পুরুষ হাজীগণ মাথা অনাবৃত রাখবেন এবং মহিলা হাজীগণ মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখবেন, এরপর নির্যত করবেন। মনে রাখবেন নিয়ত করা শব্দঃ তালবিয়াহ পাঠ করা ইহুদামের ফরয়। ভাস্তু ইহুদামের জন্য প্রথমে উমরা এবং পরে হজ করতে হয়। এজন্য প্রথমে উমরার নিয়ত করতে হবে। আরবীতে নিয়ত করা জরুরী নয়। মনে মনে আপনার সুবিধার্থে বাংলা উচ্চারণসহ আরবীতে এবং বাংলায় উমরার নিয়তটি এখানে তুলে ধরা হলো :

৮.১ উমরার নিয়ত

اللَّهُمَّ أَنِّي أَرِيدُ الْعُرْمَةَ قَبْرَةً لِيٌ وَتَبَلْهُ مِنِّيٌ

উচ্চারণ : “আল্লাহ! আমি উমরা করার ইচ্ছা করছি। আপনি এ উমরা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুল করুন।”

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি উমরা করার ইচ্ছা করছি। আপনি এ উমরা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুল করুন।

নিয়ত করার সাথে সাথে ১ বার তালবিয়াহ পড়া ফরয় এবং ৩ বার পড়া সুন্নত। নিয়ত করার সাথে সাথে পুরুষ হাজীগণ উচ্চস্থে তালবিয়াহ পাঠ করবেন এবং মহিলা হাজীগণ নিচুস্থে তালবিয়াহ পড়বেন।

৮.২ তালবিয়াহ

لِيَنَ اللَّهُمَّ لَيْنَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْلَةُ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةُ لَكَ رَبُّ الْمُلْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ : “লালাইকা আল্লাহস্তা লালাইক, লালাইকা লা - শারীকা লাকা লালাইক, ইলাল হামদা ওয়ান নিয়’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক”।

অর্থ : আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নাই, আমি হাযির। নিয়’মাত সমত প্রশংসন ও নি’রামতসমূহ আপনারই এবং সময় সম্ভাজ্য আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।

১০. দু’আ বা দরুল পাঠ

তালবিয়াহ পাঠের পর পর আল্লাহর একজুবাদের জন্য যে কোন দু’আ-দরুল আরবীতে করতে পারেন অথবা নিজের ভাষায় করতে পারেন।

১১. ইহুদাম অবস্থায় নিয়িক বিদ্যমানসমূহ

ইহুদামের নিয়ত এবং তালবিয়াহ পাঠ করার পর আপনার ইহুদাম বাধা হয়ে গেল। ইহুদাম বাধা অবস্থায় একজন সুহারিম বা সুহরিমা এর জন্য কতকগুলো বিধি নিয়ে রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা হলো :

ইহুদাম অবস্থায় কি করা যাবে/কি করা যাবে না

(১) ইহুদাম অবস্থায় পুরুষদের মাথা ও মুখমণ্ডল খোলা থাকবে। কোন অবস্থাতেই অর্থাৎ অতি শীত বা অতি গরমেও কুমাল, গামছা, টুপি, চাদর, শাল ইত্যাদি দিয়ে মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা যাবে না। মহিলাদের মুখমণ্ডল আবৃত করা যাবে না এবং হাতমোজা পরা যাবে না।

(২) প্রেনের ভিতরে অথবা মুদ্দালিফায় অথবা বাসে চলার সময় অত্যধিক শীত লাগলে সেলাই বিহীন ক্ষমল, চাদর ইত্যাদি ইহুদামের কাপড়ের ওপর ব্যবহার করা যাবে। তবে সাবধান, কোন অবস্থাতেই মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকা যাবে না। ভুল করেও যদি মাথা ও মুখমণ্ডল দীর্ঘ সময় ধরে ঢেকে রাখা হয়, তাহলে দর বা কাহ্যকারী আদায় করতে হবে।

(৩) পুরুষদের পায়ের পাতার ওপরের অংশ খোলা থাকতে হবে; কাজেই জুতা বা মোজা পরা যাবে না। তবে মহিলাগণ জুতা-স্যাতেল বা মোজা পরিধান করতে পারবেন।

(৪) ইহুদাম অবস্থায় নখ, চুল, দাঢ়ি, পোঁক বা শরীরের কোন পোম কাটা বা ছাঁচা যাবে না। ইহুদাম অবস্থায় শরীরের মহলা, মাথার খুশকি ইত্যাদি বের করা যাবে না। চিরুনী দিয়ে চুল-দাঢ়ি আঁচড়ানো যাবে না।

(৫) ইহরাম অবস্থায় সুগানি আগানে থাবেন। কসমেটিক জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে গন্ধবিহীন, ঘংঠীন ত্রিম /ডেসলিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।

(৬) ইহরাম অবস্থায় যে কোন হালাল খাবার খাওয়া যাবে। তবে অভাধিক সুগক্ষিণ খাবার না খাওয়াই উচ্চ। পান-সুপারি খাওয়া যাবে। তবে পান-সুপারি ইত্যাদি না খাওয়াই উচ্চ। সুগানি জর্নি খাওয়া নির্বেধ।

(৭) পুরুষদের জন্য সেলাইযুক্ত কোন কাপড় পরা যাবে না। মহিলাগণ সেলাইযুক্ত সাধারণ পোশাক পরতে পারবেন। তবে তা মার্জিত এবং পর্দা মেনে পরতে হবে।

(৮) ইহরাম অবস্থায় ইহরাম এর কাপড় পরেই পারখানা, প্রস্তাব ও গোসল করা যাবে। গোসল শেষ করার সাথে সাথে অন্য একটি ইহরামের কাপড় পুনরায় পরিধান করতে হবে। প্রস্তাব-পারখান করার পর সুগক্ষিণ সাবান দিয়ে হাত ধোয়া যাবে। কিন্তু গোসল করার সময় সাবান ব্যবহার করা নির্বেধ। মহিলাগণ সোসাইলের সময় সাধারণ পোশাক ব্যবহার করবেন।

(৯) ইহরাম অবস্থায় পত্নী, জীব-জানোয়ার শিকার করা নির্বেধ। এমনকি পোক-মাকড়, পিপড়া, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি মারা যাবে না। ইহরাম অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ করা, কঁটুকি করা, গীবত করা, মারামারি করা, অঞ্চল কথা-বার্তা করা, অবহীন কথা বলা, দুর্ব্বিহার করা ইত্যাদি গাহিত কাজ করা হ্রাম। এসব গাহিত কাজ অবশ্য সব সময়ের জন্যই নির্বেধ।

(১০) ইহরাম অবস্থায় বালিশের ওপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া যাবে না-এটি মাকরুহ।

(১১) ইহরাম অবস্থায় শ্রীর সাথেও কোন প্রকার যৌন-কার্যকলাপ, দেৱ-আলাপ, আলিঙ্গন, এমনকি চূমন করা নির্বেধ।

(১২) ইহরাম অবস্থায় হাত-ঘড়ি ও চশমা ব্যবহার করা যাবে এবং মহিলাগণ অলংকার পরতে পারবেন।

(১৩) ইহরাম অবস্থায় কাপড় বদলানো, কাপড় ধোয়া, গোসল করা, মাথা ও শরীর ধোয়া বৈধ। এতে যদি কোন চুল বা লোম অস্বাধানতা বশত পড়ে যায়, তাতে কোন দোষ নাই। উল্লেখ্য, ইহরাম অবস্থায় শরীর ও মাথা ধৌত করা যায়। নবী করিম (সা) নিজে ইহরাম অবস্থায় শরীর ও মাথা ধৌত করেছেন (মুসলিম, বুখারী)।

১২. যকা অভিযুক্ত থাবা

১২.১ যব হতে বের হওয়ার সময় বলবেন-

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

উচ্চারণ : বিসমিত্রাহি তাওয়াক্কালতু আলাজ্জাহি ওয়া না হাওলা ওয়া না কুওয়াতা ইলা বিল্লাহি।

অর্থ : আল্লাহর নামে তারই ওপর নির্ভর করে বের হজি। তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন সৎ কাজই সমাধা হয় না এবং অসৎ কাজ হতেও বেঁচে থাকা যায় না।

১২.২ যানবাহনে আরোহণকালে পড়বেন

**اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَبَّحَانَ الدِّيْنِ سَخْرَنَاهُ هَذَا وَمَا كَانَ لَهُ مُقْرَبٌنَ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَبِّنَا لَنُتَّبَّلُونَ اللَّهُمَّ أَنْتَ صَاحِبُ السَّفَرِ وَخَلِيفُّهُ فِي الْأَهْلِ
وَالنَّمَاءِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرِّ وَالشَّقْرِيَ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُبَحِّبُ
وَتَرْضِيَ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْظِرِنَا إِنْ تَعْصِيَنَا بَعْدَهُ وَتَهْبِئْنَا عَلَيْنَا السَّفَرَ وَتَرْزِقْنَا فِي
سَفَرِنَا هَذَا السَّلَامَ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالبَنِينِ وَالমَالِ وَالْوَلَدِ وَتَبْلِغْنَا حَجَّ بَيْتِكَ
الْحَرَامَ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ .**

উচ্চারণ : আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, সুবহনাল্লাহী সাখার্বারা লানা হায় ওয়ায়া কুন্না লাহ মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাকিনা লাহুনকালিবুন। আল্লাহমা আনতা সাহিহী ফিল সাফারি, ওয়া খালীফাতী ফিল আহলি ওয়াল মালি। আল্লাহমা ইন্নী আসআলুকা ফী সাফারিনা হায়াল বিরো ওয়াত্তাকানওয়া ওয়া ফিলাল আমালি মা তুহিকু ওয়া তারদাম। আল্লাহমা ইন্নী আসআলুকা আন তাতবিয়া লানা বু'দাহ ওয়া তুহারিনা আলাইনস সাফারা ওয়া তারযুকানা ফী সাফারিনা হায়াস সালামাতা ফীল আকলি ওয়াকীন ওয়াল বাদানি ওয়াল মালি ওয়াল বুখারী, ওয়া তুর্কানিগুল হাজ্জা বাইতিকাল হ্রাম, ওয়া হিয়ারাতা নবিয়িকা আলাইহি আকদালুস সালামাতি ওয়াস সালাম।

অর্থ : আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, পরিদ সে সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সকলেই তারই পানে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! সফরেও আপনি আমার সামী, আর বাড়িতেও আমর পরিবার-পরিজন

উচ্চারণ : হিসবিত্তাই ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিয়াই।
আল্লাহমাণ ফিরলী জুন্বী ওয়াত্তাহুলী আবৃওয়াবা রাহমাতিকা।
অর্থ : আল্লাহয় নামে (অবেশ করছি)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরদ ও
সালাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমুদয় পাপ মাফ করে দিন এবং আমার
জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।
উল্লেখ্য, এই দু'আ যে কোন মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঠ করবেন।

১২.১০ ইহুম বাধার পর হতে অর্ধাং উমরার নিয়ত করার পর হতে
মসজিদে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়াহ পড়তে হবে।

উমরার জন্য ইহুমের সংক্ষিঙ্গসার

ইহুমের জন্য পরিকর-পরিশম্ভু হবে ইহুমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে;
মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহুম করতে হবে।
ইহুমের কাপড় পরিধান করে ইহুমের নিয়তে দুই রাকায়াত ইহুমের
সুন্নত নামাহ আদার করতে হবে।

নিয়ত : হে আল্লাহ! আমি ইহুমের দুই রাকায়াত সুন্নত নামাহের নিয়ত
করছি। আপনি আমার এ নিয়ত কবুল করন-আল্লাহ আকবার।

নামাহের পরপরই উমরার নিয়ত করা উচ্চম। উমরার নিয়ত :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْبَدَتُ الْعُمَرَةَ فَسِيرْهَا لِي وَتَقْلِيلُهُ مِنِّي

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি উমরা করার ইচ্ছা করছি। আপনি এ উমরা
আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা কবুল করুন।

নিয়ত করার সাথে সাথে ১ বার তালবিয়াহ পড়া ফরয এবং ৩ বার পড়া
সুন্নত। নিয়ত করার সাথে সাথে পূর্ব হাজীগণ উচ্চবরে তালবিয়াহ পাঠ
করবেন এবং মহিলা হাজীগণ নিচুবরে তালবিয়াহ পড়বেন।

তালবিয়াহ :

لَبِكَ اللَّهُمَّ لَبِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالشُّكْرُ لَكَ .

“লাক্ষাইকা আল্লাহস্বা লাক্ষাইক, লাক্ষাইকা লা - শারীকা লাকা লাক্ষাইক,
ইমাল হামদা ওয়ান নিয়’মাতা লাকা লাক মুলক, লা-শারীকা লাক”।

ইহুম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলি মেনে চলতে হবে।

ইহুম করার পর হতে অর্ধাং উমরার নিয়ত করার পর হতে কা’বা ঘর
তাওয়াফ করার পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়াহ পড়তে হবে।

আপনার নিজের ভাবায় আপনার ইচ্ছামাফিক মনের মত করে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যে কোন দু'আ করতে পারেন।

হৃষ্টব্য : বাংলাদেশের মা-বোনেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধারাকল হতে হজ বা উমরা করতে পিছে থাকেন। তাদের জন্য তাওয়াকের সময় বিভিন্ন দু'আ করা বা দু'আ মনে করা কষ্টকর হবে যায়। এজন্য তাদের সামনে কিছু দু'আ যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আল্লাহর কাছে এরূপ একাধিতেও প্রার্থনা করা যায় সেরূপ বাংলাভাষায় কিছু দু'আ হাতের কাছে থাকলে সুবিধা হয় বিবেচনায় বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করে এ পুস্তকে কিছু দু'আ নিয়ে আলাদা একটি অধ্যায়ে সন্তুষ্টিশিখ করা হলো। শিশু মা-বোন, এ দু'আগুলিই যে সুনির্দিষ্ট তা নয়, তবে যাদের উপকার হবে বলে মনে করেন তাদের জন্য তাওয়াকের ৭ চক্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে আরবী ও বাংলা ভাষার কিছু দু'আ এ পুস্তকের 'তাওয়াক ও সাঁঙ্গ' অধ্যায়ে আলাদাভাবে ভুলে ধরা হলো। আশা করি এটি আপনাদের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ! এ বিষয়ে আল্লাহই তাল জানেন। আবিন!

১১.৮. হাতীম : কা'বা ঘরের সাথে অর্ধ-বৃত্তাকার অর্ধ-নির্মিত অংশ যা মূলতঃ কা'বা ঘরের অংশ। বিন্দু হ্যাতে ইব্রাহীম (আ) কর্তৃত কথ'বা ঘর পুনৰ্নির্মাণের সময় এটি মূল কাঠামোর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েন, সেটিই হাতীম। তাওয়াকের সময় হাতীম এর বাইরে নিয়ে তাওয়াক করা বাস্তুমূলক।

১১.৯ রমল : কাথ ঝাঁকিকে দ্রুত কিন্তু ছেটি পদক্ষেপে ধীর সর্পে হেঁটে চলাকে রমল করা বলে। প্রথমবার তাওয়াক এবং প্রথম তিন চক্রে রমল করা পুরুষদের জন্য সন্মত। পরের চার চক্রে স্থানিক গতিতে হাঁটতে হবে।

শিশু মা-বোনেরা মনে রাখবেন, মহিলাদের রমল করতে হবে না।

১১.১০. রোকনে ইয়ামানী এবং তার দু'আ : কা'বা ঘরের তিন কোন ঘুরে আসার পর আপনি চতুর্থ কোনে উপস্থিত হবেন সেটি রোকনে ইয়ামানী নামে পরিচিত। অন্য কথায় কা'বা শরীরের দণ্ডিশ-পঢ়িমের কোমাকে 'রোকনে ইয়ামানী' বলে। রোকনে ইয়ামানীর কাছে এসে সম্ভব হলে দুই হাত দিয়ে, অথবা ত্বু ভান হাত দিয়ে এটি স্পর্শ করা যায়। সম্ভব না হলে ঠেলা-ঠেলি করে স্পর্শ করা জনপ্রীয় নয়। রোকনে ইয়ামানীতে ছয় দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। রোকনে ইয়ামানী হজে হাজারে আসওয়াদ এর মধ্যবর্তী হানে হাঁটার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি করুন। উল্লেখ্য, এ হানে এ দু'আটি হ্যাতে মোহার্সদ (সা) নিজে বলেছিলেন।

رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَتَنِعَّمَ عَذَابَ النَّارِ وَأَدْجَنَ

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ بِمَا عَزَّزَنَا بِإِنْتَرَادِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

উচ্চারণ : বাক্সান আতিন ফিদ দুনয়া হাতুনাতীও ওয়াকিল অধিবারতি হাতুনাতীও ওয়াকিল আবা-বাননার। ওয়া আদ-খিলান জান্নাত মাআল আবরার। ইয়া আবিয়, ইয়া পাফফার, ইয়া রাক্বাল 'আলামীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! মুনিয়া ও আবিরাতে আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাচান। আর পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপ্রাকৃতমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিহুপ্রতিপালক!

এ দু'আ পড়তে পড়তে হাজারে আসওয়াদ এর কোন বরাবর পৌছালে এক চক্র শেষ হব।

১১.১১. সাত চক্র : হাজারে আসওয়াদ এর কাছে এসে বিতীয় চক্র শুরু করার জন্য হাজারে আসওয়াদ এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাজারে আসওয়াদকে ছব দিয়ে অথবা হাত উচু করে এর দিকে ইশারা করতে বলতে হবে -

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

"বিসমিয়াহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

এরপর হাত নামিয়ে নিয়ে কা'বা ঘরকে হাতের বাবে দেখে ১ম চক্রের ন্যায় কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করতে হবে। একই নিয়মে ৭ চক্র সম্পন্ন করলে এক তাওয়াক হবে।

১১.১২. তাওয়াক সমাঞ্চ : ৭ চক্র সমাপ্ত করার পর হাজারে আসওয়াদে এসে ৮ম বারের মত ইতিলাম করে অথবা হাত উচু করে ইশারা করতে হবে। যা সন্মতে সুয়াকাদা এবং বলতে হবে -

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

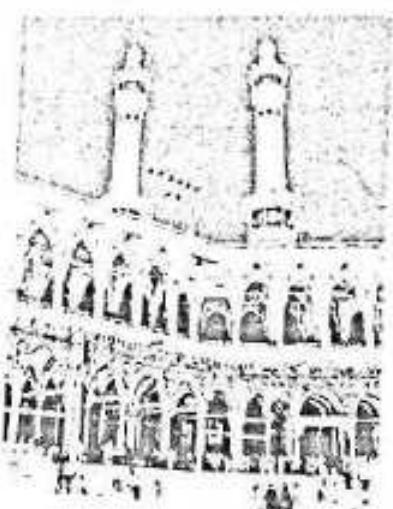
"বিসমিয়াহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

১১.১৩. ইজতিবা সমাঞ্চ : তাওয়াক শেষ করার সাথে সাথে ইজতিবা সমাঞ্চ হবে অর্থাৎ ইহরার এর কাপড় এর উপরের অংশ দ্বারা দুই কাথ দেকে নিতে হবে।

শিশু মা-বোন, এটি মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

১০৮

৫. ইজেল স্বীকৃত
 (১) মীকাতের বাইরে থেকে আগমনিকবারীদের জন্য তাৎক্ষণ্যকে কুন্দুম/ উহুবার
 তাৎক্ষণ্য করা (২) বায়তুল্লাহুর হজারে আদর্শাদ থেকে তাৎক্ষণ্যক করা (৩)
 তাৎক্ষণ্য করা (৪) বায়তুল্লাহুর হজারে আদর্শাদ এবং তাৎক্ষণ্যকে দিবারাতে রহমল করা; তবে তা
 রহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (৫) সাধা ও মারওয়ার মধ্যে যে দুটো সরুজ
 বাতি খালনে আছে তাৰ ধৰণভৰ্তী খাল দৈতে অতিভুক্ত করা; তবে তা মহিলাদের
 জন্য প্রযোজ্য নয় (৬) ৮ ঘিলহজ্জ তাৰিখৰ ফজৱৰে পৰ মণি মুকাবেরামা থেকে
 রওয়ানা হওয়া যেন মীনায় পাঁচ ওয়াক নামাহ আদায় কৰা থার (৭) ৮ই ঘিলহজ্জ
 তাৰিখের বাত মীনায় কাটানো (৮) ৯ ঘিলহজ্জ সূর্যনদৰের পৰ মীনা থেকে
 আরাফাতৰ রওয়ানা হওয়া (৯) আরাফাত হয়দানে গোছুর পৰ ওকুফে আরাফাতৰ
 জন্য গোসল কৰা (১০) আরাফা থেকে সেৱাৰ সময় ১১ই ঘিলহজ্জ মুহুদালিকায়
 রাখিয়াপন কৰা। (১১) ১০ ঘিলহজ্জ সূর্যনদৰের কিছুক্ষণ পূৰ্বে মুহুদালিকা থেকে
 মীনায় (জামবাতে) রওয়ানা হওয়া (১২) ১০ ও ১১ ঘিলহজ্জ তাৰিখৰ বাত
 মীনায় কাটানো এবং ১৩ তাৰিখে মীনায় থাকতে হলো ১২ তাৰিখ দিবাপত
 রাতও সেখানে কাটানো।



ପ୍ରକାଶମ

ଇହରାମ ଏବଂ ଆନ୍ତିଧାନିକ/ଶାକିକ ଅର୍ଥ ହୁଲୋ ହାରାମ ବା ନିୟିକ କରା । ସବୁ କୋଣ ବ୍ୟାପି ହଜ୍ ଓ ଉଦ୍‌ଦୀନ କରାର ଇହଜ୍ ପୋଷନ କରେ ନିଯାମ କରିବେଳ ଏବଂ ତାଲବିହାର ପାଠ କରିବେଳ, ତଥାନ କିନ୍ତୁ ବୈଧ ବା ହଳାଳ ଜିନିସରେ ତାର ଜନ୍ମ ହାରାମ ବା ନିୟିକ ହେଁ ଥାବେ, ମେଟିଇ ଇହରାମ ଅବସ୍ଥା । ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେ କାପଢ଼ ଯା ହାଜିଗମ ପରିଧାନ କରିବେ ମେଟିଇ ପ୍ରଚିଲିତଭାବେ ଇହରାମ ହିସାବେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଟନଙ୍କେ ଇହରାମ ହୁଲୋ ନିୟାତ ଓ ତାଲବିହାର । ଯଦି କୋଣ ବ୍ୟାପି ଏହି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେ କାପଢ଼ ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହଜ୍ ତାର ଇହଜ୍ ବା ନିୟାତ ନା କରିବେଳ ଏବଂ ତାଲବିହାର ପାଠ ନା କରିବେଳ ତିନି ମୁହରିମ ବା ମୁହରିମା ହବେଳା ନା । ଦେ କାରଣେ ନିୟାତ ଓ ତାଲବିହାର ପାଠ କରାର ପୂର୍ବେ, ତିନି ତାର ଯଥା ଆବୃତ କରେ ଦୁଁ ରାକାଯାଇତ ନାମାବ ପଡ଼ିବେଳ । ଏରପର ପୁରୁଷ ହାଜିଗମ ଯାଦା ଆମାବୃତ କରେ ଏବଂ ମହିଳା ହାଜିଗମ ନିକାର ଛାଡ଼ା ବା ମୁଖମର୍ମ ଆମାବୃତ କରେ ନିୟାତ ଓ ତାଲବିହାର ପାଠ କରିବେଳ । ନିଚେ ଇହରାମ ସମ୍ପର୍କେ ବିଜ୍ଞାନିତ ଆଲୋଚନା କରା ହୁଲୋ :

ଇହରାମ ସୌଧାର ପାଞ୍ଜି

১. ইহরাম এর প্রকৃতি

- ইহুয়াম বীধার আগে হাত ও পাহের নব কেটে নিতে হবে;
 - মাথার চুল, দাঢ়ি, শোক ইত্যাদি কাটা-ছাঁটাসহ শরীরের অপ্রয়োজনীয় লোম/চুল পরিকার করে নিতে হবে;

୨. ବିଶ୍ୱକତା ଅର୍ଜନ

- ଇହରାମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋପନ କରେ ପରିକାର-ପରିଚଳନା ହତେ ହବେ ଅଥବା ଭାଲଭାବେ ମିସ ଓ ଯାକ କରେ ଓୟୁ କରେ ନିତେ ହବେ ।
 - ଏଥାଣେ ଉତ୍ତରେଖୀ ଯେ, ଦୁଇ ଉପାୟେ ବିଭଜନା ଅର୍ଜନ କରା ଜାରିବା -
 - ସହିରାମନେର ବିଭଜନା : ଗୋପନ ବା ଓୟୁ କରେ ଶରୀରେର ବିଭଜନା ଅର୍ଜନ;
 - ଅନ୍ତରେର ବିଭଜନା : ନିଜେର ପାପକର୍ମରେ ଜାନ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ତାପା/ଜନଶୋଭା

হজের ইহরাম বাধেন। কিন্তু নবী করিম (সা) মকার পৌছে তাদেরকে বললেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাঈ-মারওয়ার সাঁই সমাধি করে তোমরা ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হচ্ছে যাও এবং চূল ছেট কর। এরপর হালাল অবস্থায় থাক। যখন করে হালাল হচ্ছে যাও এবং চূল ছেট কর। এরপর হালাল অবস্থায় থাক। যখন করে হিলহজ মাসের ০৮ (আট) তারিখ হবে তখন তোমরা হজ-এর ইহরাম বেঁধে হিলহজ মাসের ০৮ (আট) তারিখ হবে তখন তোমরা হজ-এর ইহরাম বেঁধে নিবে, আর যে ইহরাম বেঁধে এসেছে তা 'তামাতু হজের উমরা' বালিয়ে নিবে। সাহারীগুলি বললেন, এই ইহরামকে আমরা কিরণপে 'উমরার ইহরাম বানাব' আমরা হজ-এর নাম দিয়া ইহরাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমদেরকে যা আদেশ করছি তাই কর। কুরবানীর পত সঙ্গে নিয়ে না আসলে তোমদেরকে যা করতে বলছি, আমিও সেরূপ করতাম। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বে (ইহরামের কারণে) নিষিদ্ধ কাজ (আমার জন্ম) হালাল নয়। সাহারীগুলি সেরূপ করলেন। আবু আবদুল্লাহ (ইয়াম বৃথাবী) (রা) বলেন, আবু শিহাব (রা) থেকে মারফু বর্ণনা মাত্র এই একটিই পাওয়া যায়। (বুখারী শরীফ, তও বত, হজ অধ্যায়, হাদিস - ১৪৭৫)।

"বাস্তুল্লাহ (সা) হজের হজত বরছেন" অর্থে জানের (রা) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেখানে হজের উমরায় পরিষ্কৃত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। হজের সময় মারওয়ার পাহাড়ে শেষ উৎসর্কালে হজত মোহাম্মদ (সা) বললেন, হে প্রেক্ষসকল! আমি পারে যা বুবেছি তা যদি আগে বুকতে পারতাম, তাহলে হানী বা কুরবানীর পত সাথে নিয়ে আসতাম না এবং হজের উমরায় পরিষ্কৃত করতাম। তোমদের মধ্যে যার সাথে হানী বা পত নেই, সে দেন হালাল হয়ে যায় এবং এটাকে উমরায় পরিষ্কৃত করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঁই করে তোমরা তোমদের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাও এবং চূল ছেট করে ফেল। অতপর হালাল হচ্ছে অবস্থান কর। এমনিভাবে যখন তারবিয়া দিবস (হিলহজের অট তারিখ) হবে, তখন তোমরা হজের ইহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠ কর। আর তোমরা যে হজের ইহরাম করে এসেছে, সেটাকে তামাতুতে পরিষ্কৃত কর।' (বুখাবী, মুসলিম)।

তখন সুন্দরী ইবনে মালিক ইবনে ফু'রম (রা) মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছিলেন। তিনি দাঙিয়ে বলেন ইয়া বাস্তুল্লাহ, আমদের এই উমরায় কৃপাত্তি করিম (সা) দু'হাতের আঙুলগুলো পরশ্পরের মধ্যে প্রাপ্তেশ করিয়ে বলেন, 'হজের বরং তা সব সময়ের জন্য' এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

২. হজ এর নিয়ত : "হে আল্লাহ! আমি পবিত্র হজতুত পালন করার জন্য নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার প্রচেষ্টা করুণ করুন, হে বাকুল অল্লাহর্রিন!"

৩. হজের ফরয

হজের ফরয তিনটি-

(১) ইহরাম বাধা অর্থাৎ মনে মনে হজের নিয়ত করা ও তালবিয়াহ পাঠ করা।

(২) হজের ২য় দিন আরাফাত এর ময়দানে অবস্থান করা অর্থাৎ ৯ যিলহজ বিশ্রাম থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে তোন সবচ এক মুহূর্তের জন্য হালেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

(৩) তাওয়াফে যিয়ারাহ করা অর্থাৎ ১০ই যিলহজের তোর থেকে ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত (সুবিধামত সময়ে) বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা।

৪. হজের ওয়াজিব

(১) নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ইহরাম বাধা (২) সাঁই অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো সাতবার (৩) সাফা (পাহাড়) থেকে সাঁই কুর করা (৪) ৯ যিলহজ সূর্যাস্তের পর হতে ১০ যিলহজ সূবেহ সাদিক পর্যন্ত মুয়দালিফায় অবস্থান করা (৫) মুয়দালিফায় ও'কৃষ করা (৬) মাগরিব ও এশার নামায একত্র মুয়দালিফায় এসে এশার সময় পড়া (৭) দশ যিলহজ তারিখ শুধু জামারাতুল আকাবায় ৭টি এবং ১১ ও ১২ যিলহজ তারিখে তিনি জামারার প্রতি জামারার 'রমি' বা ৭টি করে পাথর নিষেপ করা (৮) জামারাতুল আকাবায় 'রমি' বা পাথর নিষেপ দশ যিলহজ তারিখে মাথা মুক্তনের আগে করা (৯) কুরবানীর পর মাথা কামান কিংবা চূল ছাঁটা (১০) কুরান ও তামাতু হজ পালনকারীর জন্য কুরবানী করা (১১) তাওয়াফ হাতীয়ের বাহির দিয়ে করা (১২) তাওয়াফ ডান দিক থেকে করা (১৩) ওশুর সংগে তাওয়াফ করা (১৪) তাওয়াফের পর (মাকামে ইব্রাহীম এবং কাছে) দু'রাকাবাত নামায পড়া (১৫) জামারার পাথর নিষেপ করা, কুরবানী করা, যাথা মুক্তন এবং তাওয়াফ করার মধ্যে জমাদরা বজায় রাখা (১৬) মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের বিনায়ী তাওয়াফ করা (১৭) ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

(অ) এর পদচিহ্ন রয়েছে। এই পথরটি ক'বা ঘরের অনভিন্নত হাতীহের কাছে কঁচের ও গ্রীলের ভিতর সংরক্ষিত রয়েছে। সুরা বাকারার ১২৫ নং আরাতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন "وَأَنْهِنُوا مِنْ مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلِي" "ওয়াতাপিশু হিম মাকামে ইব্রাহীম মুসার্লা। অর্থ : "মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান বানাও।" কাজেই মাকামে ইব্রাহীম বলতে শুধু এই পথরকে বুঝানো হয়নি, বরং সে স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

মূলতায়াম : হাজরে আসওয়াদ ও ক'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থান/দেয়াল কে মূলতায়াম বলে। এখানে হ্যাত ও বুক লাপিয়ে দু'আ করা সুন্নত। তবে ভিত্তের কারণে সেখানে যা ওয়া সন্তুষ্ট না হলে, সে স্থান বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে দু'আ করা যায়। এটি দু'আ করুলের একটি বিশেষ স্থান।

হাতীম : ক'বা ঘরের সাথে অর্ধ-বৃত্তাকার অর্ধ-নির্মিত অংশ যা মূলতঃ ক'বা ঘরের অংশ। কিন্তু হ্যাত ইব্রাহীম (অ)-এর সময়ে ক'বা ঘর পুনর্নির্মাণকালে এটি মূল কাঠামোর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সেটিই হাতীম। তাওয়াকের সময় হাতীম এর বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা বাধ্যতামূলক।

মীজাবে রহমত : ক'বা শরীফের ছাদ থেকে পানি নিঃসরণের/নির্গত হওয়ার জন্য খর্ব দিয়ে তৈরী নালাকে মীজাবে রহমত বলে। এ নালা দিয়ে ছাদের পানি হাতীমের ভিতর পড়ে। এটির নিচে দাঁড়িয়ে দু'আ করা ভাল। এটি দু'আ করুলের একটি বিশেষ স্থান।

তাওয়াফ : তাওয়াফ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিন্তুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মে ক'বা ঘরের চারদিকে ৭ (সাত) বার প্রদক্ষিণ করার নাম তাওয়াফ। ক'বা শরীফের যে কোনায় হাজরে আসওয়াদ আছে সেই কর্ণার থেকে তাওয়াফ শুরু করে হাতীমসহ ক'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসলে এক চক্র হয়। এভাবে বাহ্যতৃত্যাহ শরীফের চারদিকে সাত চক্র দিলে এক তাওয়াফ হয়।

তাওয়াকে কুদুম : মীকাতের বাইর থেকে মকাব শরীফে প্রবেশের পর প্রথম যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াকে কুদুম বলে। যারা ইফরাদ হজ্জ বা ক্রিয়ান হজ্জ করেন তাদেরকে প্রথম তাওয়াকে কুদুম করতে হয়। তামাকু হজ্জ পালনকারী প্রথমে উমরার জন্য যে তাওয়াফ করেন সেই তাওয়াকের সাথে তাওয়াকে কুদুম হয়ে যায়। তাদেরকে পৃথকভাবে তাওয়াকে কুদুম করার প্রয়োজন হয় না। যারা প্রথমে উমরা করেন তাদের তাওয়াকে কুদুম নাই। শুধুমাত্র ইফরাদ ও ক্রিয়ান হজ্জ পালনকারীদের জন্য মকাব এসেই তাওয়াকে কুদুম করা সুন্নত। হজ্জে

ইফরাদ ও হজ্জে ক্রিয়ান আদায়কারী-তাওয়াকে কুদুম ও সাঁউ পালন করার পর যাথা সুভাবেন না।

তাওয়াকে উমরা : এটি উমরার ফরয আরকান। উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মকাব পৌছে প্রথমেই যে তাওয়াফ করতে হয়, তাকে তাওয়াকে উমরা বলে। এ তাওয়াকে রমল ও ইজতিবা করা সুন্নত। মহিলাদের রমল ও ইজতিবা করতে হয় না।

তাওয়াকে যিয়ারাহ/যিয়ারত : এটি হজ্জের ফরয তাওয়াফ, যা ওকৃকে আরাফার পর করা হয়। একে তাওয়াকে ইফায়া, তাওয়াকে রূক্ম এবং তাওয়াকে মাফতুল্যত বলে। এ তাওয়াফ ১০ই বিলহজ্জ সকাল হতে ১২ই বিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সুবিধামত সময়ে আদায় করতে হয়। ইহরাম মুক্ত হয়ে এ তাওয়াফ করা হয়।

তাওয়াকে বিদা/তাওয়াকে সাদর : মীকাতের বাহির থেকে আগত হজীদের জন্য হজ্জের পর মকাব মুকাবরামা থেকে বিদায়ের পূর্বে একটি তাওয়াফ করা প্রয়োজিব। একে তাওয়াকে বিদা বা তাওয়াকে সাদর বলে। অকৃতী মহিলাদের বিদায়ী তাওয়াফ হতে রেহাই দে'য়া হয়েছে (সহীহ মুলিম ৩০৯৩)।

নফল তাওয়াফ : মকাব অবস্থানকালে সুবিধামত সহয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যতক্ষণী নফল তাওয়াফ করা যায়। মকাব অবস্থানকালীন নফল তাওয়াফ করা একটি বড় ফর্দীলতপূর্ণ ইবাদত। নফল তাওয়াকের জন্য ইহরাম বাধার প্রয়োজন নেই। নফল তাওয়াকে রমল ও ইজতিবা নেই।

ইজতিবা : তাওয়াফ করার সময় ইহরামের যে ঢাকা/কাপড় পরা থাকে তা ডান বগলের নীচ দিকে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর রেখে নিতে হয়। অর্থাৎ ডান কাঁধ কাপড়বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহরামের কাপড়ে ঢাকা থাকবে। একপ করার নাম ইজতিবা। তাওয়াফ করার সময় ইজতিবা করা সুন্নত। তবে নফল তাওয়াকে ইজতিবা নাই। মহিলাদের জন্য তাওয়াকের সময় কোন ইজতিবা নাই।

ইত্তিলাম : তাওয়াফ এর সময় হাজরে আসওয়াদ এর সমুখে এসে সম্পর্ক হলে তা চমু দিতে হবে অথবা কোন লাঠি দ্বারা তা শ্পর্শ করে সেই লাঠিটিতে চমু দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবতায় ভিত্তের কারণে এটি সম্ভব নয়। এজন্য আপনার হাত হাজরে আসওয়াদ এর দিকে উঠিয়ে বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামদ তাকবির বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করতে হয়। এভাবে হাজরে আসওয়াদ চমু করা বা এর দিকে ইশারা করাকে ইত্তিলাম বলে।

রমল : কাঁধ বাকিয়ে দ্রুত কিন্তু ঘেট পদক্ষেপে বীর দর্পে হেঁটে চলাকে রমল করা সুবায়। ভাওয়াক এর প্রথম তিন চক্রে রমল করা পূর্ণস্থদের জন্য সুন্নত। পরের চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে হবে। মহিলাদের রমল করতে হয় না।

ভারবিয়া দিবস : যিলহজ মাসের ৮ তারিখ অর্থাৎ ৮ যিলহজকে ভারবিয়া দিবস বলা হয়। এটি হজের প্রথম দিন। এ দিন অর্থাৎ ৮ যিলহজ যোদ্ধারের নামাজের পূর্বে শীনাতে পৌছা সুন্নত।

মাল'আরুল হারাম : আরাফাত ও শীনার মধ্যবর্তী মুখদালিয়া নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে 'মাল'আরুল হারাম' বলা হয়। যিলহজ মাসের ৯ তারিখ দিবাগত রাতে উচ্চ উপত্যকায় অবস্থানকালীন উত্ত্বের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার অধিক ধ্যান করতে বলা হয়েছে।

আইয়ামে তাশরীক : ৯ যিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে তাশরীক বলে। আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ : ৯ যিলহজ ফজর হতে ১৩ যিলহজ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ গোত্তে প্রত্যেক ফরহ নামাযের পর "আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ" তাকবীর পাঠ করতে হব। এ তাকবীরকে তাকবীরে তাশরীক'ও বলা হয়। উত্ত্বের ২৩ গোত্তে তাকবীর একবার পড়া উদ্যাজিব।

কংকর : বড়, মেঝ ও ছোট জামারাতে শয়তানকে মারার জন্য হোলার দানার মত ছোট ছোট পাথরকেই কংকর করা হয়েছে।

রমী : শরতানের প্রতীক হিসাবে শীনার জামারায় অবস্থিত তিনটি স্থানে (বড়, মেঝ ও ছোট) কংকর নিষ্কেপ করাকে রমী বলে। হাজীদের জন্য রমী করা উচ্চাজিব।

কসর : মুসাফির ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রয় দয়া করে পরিত্র কুরআন শরীতের সূরা নিসার ১০১নং আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাযের বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরহ নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে অদ্যায় বরাবর নির্দেশ দিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। এ পৃতিকার 'প্রশ্ন-উত্তর' পর্ব এবং নামায অংশে 'কসর' সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে।

হজ

হজ কি এবং কত ধরনের হজ আছে তা জেনে নেওয়া যাক।

হজ কি?

'হজ' এর আতিথানিক অর্থ হলো ইচ্ছা বা সংকলন। শরীরতের পরিভাষায় 'হজ' হলো বিশেষ কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে ইহরামের সাথে খানাহে কা'বার ধ্যানরত এবং তার আশে পাশে আনন্দসিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

১. হজ এর প্রকারভেদ : তিন পদ্ধতিতে হজ পালন করা যায়—

- (১) হজে ইফরাদ; (২) হজে ক্রিয়ান এবং (৩) হজে তামাতু
- (১) হজে ইফরাদ- শীকাত থেকে ক্রেলমাত্র হজের ইহরাম বেঁধে হজ করাকে হজে ইফরাদ বলা হয়।
- (২) হজে ক্রিয়ান- শীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে ঐ একই ইহরামে উমরাহ ও হজ করাকে হজে ক্রিয়ান বলা হয়।

(৩) হজে তামাতু- হজের সফরে শীকাত থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করে ইহরাম সূচু হতে হবে। পরবর্তীকালে সে সফরেই হজের সময়ে (৮ যিলহজ) পুনরায় হজের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ করাকে তামাতু হজ বলা হয়। আমাদের বাংলাদেশীরা বেশীর ভাগ ফেরেই তামাতু হজ করে থাকেন।

এ ব্যাপারে হাদীস হলো—

আরু নু'আইয় (১)... আরু শিহাব থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি উমরার ইহরাম বেঁধে হজে তামাতু'র নিয়ন্তে ভারবিয়া দিবস (৮ যিলহজ তারিখ)-এর তিন দিন পূর্বে মকাবায় প্রবেশ করলাম, মকাবাসী কিছু লোক আমাকে বললেন, এখন তোমার হজের কাজ মজা থেকে শুরু হবে। আমি বিষয়টি জ্ঞান আল্লাহ 'আতা' (১১)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, জবির ইবন 'আবদুল্লাহ' (১১) আমাকে বলেছেন, যখন নবী করিম (সা) কৃবানীর উট সংগে নিয়ে হজে আসেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইফরাদ হজ-এর নিয়তে শুধু

হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। কিন্তু নবী করিম (সা) মজায় পৌছে তাদেরকে বললেন, বায়াতুর্রাহ তাওয়াফ ও সাবগ-মারওয়ার সাঁই সরাখা করে তোমরা ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হয়ে যাও এবং চূল ছেট কর। এরপর হালাল অবস্থায় থাক। যখন যিলহজ্জ মাসের ০৮ (আট) তারিখ হবে তখন তোমরা হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে নিবে, আর যে ইহরাম বেঁধে এসেছে তা 'তামাতু হজ্জের উমরা' বানিয়ে নিবে। সাহাবীগণ বললেন, এই ইহরামকে আমরা কিবলে 'উমরার ইহরাম বানাব।' আমরা হজ্জ-এর নাম নিয়ে ইহরাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করছি তাই কর। কুরবানীর পও সদে নিয়ে না আসলে তোমাদেরকে যা করতে বলছি, আমিও সেরূপ করতাম। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বে (ইহরামের কারণে) নির্বিন্দ কাজ (আমার জন্য) হালাল নয়। সাহাবীগণ সেরূপ করলেন। আবু আবদুর্রাহ (ইমাম বুখারী) (রা) বলেন, আবু শিহাব (রা) থেকে মারহুম বর্ণনা মাত্র এই একটিই পাওয়া যায়। (বুখারী শরীফ, তৃতীয় বর্ষ, হজ্জ অধ্যায়, হাদীস - ১৪৭৪)।

"রাসূলুর্রাহ (সা) যেভাবে হজ্জ করছেন" অধ্যে জাবের (রা) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেখানে হজ্জকে উমরায় পরিণত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। হজ্জের সময় মারওয়া পাহাড়ে শেষ চক্রবকলে হযরত মোহাম্মদ (সা) বললেন, হে লোকসকল! আমি পরে যা বুঝেছি তা যদি আগে বুকতে পারতাম, তাহলে হানী বা কুরবানীর পও সাথে নিয়ে আসতাম না এবং হজ্জকে উমরায় পরিণত করতাম। তোমাদের মধ্যে যার সাথে হানী বা পও নেই, সে যেন হালাল হয়ে যাও এবং এটাকে উমরায় পরিণত করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'বায়াতুর্রাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার থাকে সাঁই করে তোমরা তোমাদের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাও এবং চূল ছেট করে ফেল। অতঃপর হালাল হয়ে অবস্থান কর। এমনিভাবে যখন তারিখ্য দিবস (যিলহজ্জের আট তারিখ) হবে, তখন তোমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠ কর। আর তোমরা যে হজ্জের ইহরাম করে এসেছে, সেটাকে তামাতুতে পরিণত কর।' (বুখারী, মুসলিম)।

তখন সুবাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'ওয় (রা) মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া রাসূলুর্রাহ, আমাদের এই উমরায় কুপাস্তর করে তামাতু করা কি উধূ এ বছরের জন্য নাকি সব সময়ের জন্য? তখন মর্বী করিম (সা) দু'হাতের আস্তুলগুলো পরপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বললেন, 'হজ্জের ভিত্তিতে উমরা কিয়ামত দিন পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছে। না, বরং তা সব সময়ের জন্য, বরং তা সব সময়ের জন্য' এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

২. হজ্জ এর নিয়ত : "হে আল্লাহ! আমি পবিত্র হজ্জের পালন করার জন্য নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার প্রচেষ্টা করুন, হে রাবুল আলামিন!"

৩. হজ্জের ফরয

হজ্জের ফরয তিনটি-

(১) ইহরাম বাধা অর্থাৎ মনে মনে হজ্জের নিয়ত করা ও তালবিয়াহ পাঠ করা।

(২) হজ্জের ২৩ দিন আরাফাত এর মহাদানে অবস্থান করা অর্থাৎ ৯ যিলহজ্জ দিন্ত্বার থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফাতের মহাদানে অবস্থান করা।

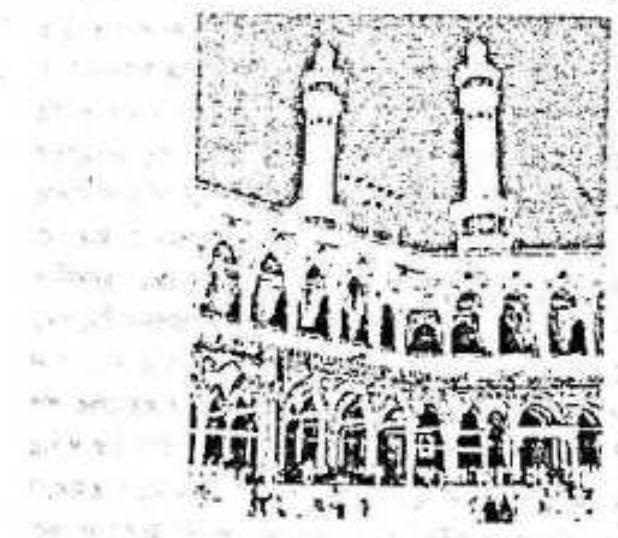
(৩) তাওয়াফে যিয়াবাহ করা অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জের তোর থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত (সূবিধামত সময়ে) বায়াতুর্রাহ শরীফ তাওয়াফ করা।

৪. হজ্জের ওয়াজিব

(১) নির্দিষ্ট জাহাগ থেকে ইহরাম বাধা (২) সাঁই অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো সাতবার (৩) সাফা (পাহাড়) থেকে সাঁই পুর করা (৪) ৯ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর হতে ১০ যিলহজ্জ সুবেহ সাদিক পর্যন্ত মুয়দালিফায় অবস্থান করা (৫) মুয়দালিফায় ও'কৃত করা (৬) মাগরিব ও এশার নামায একত্রে মুয়দালিফায় এসে এশার সময় পড়া (৭) দশ যিলহজ্জ তারিখ তৃতীয় তামারাতুল আকাবায় ৭টি এবং ১১ ও ১২ যিলহজ্জ তারিখে তিনি জামারার প্রতি জামারায় 'রমি' বা ৭টি করে পাথর নিষ্কেপ করা (৮) জামারাতুল আকাবার 'রমি' বা পাথর নিষ্কেপ দশ যিলহজ্জ তারিখে মাথা মুভনের আগে করা (৯) কুরবানীর পর মাথা কামান কিংবা চুল ছাঁটা (১০) ক্রিবান ও তামাতু হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী করা (১১) তাওয়াফ হাতীদের বাহির নিয়ে করা (১২) তাওয়াফ ডান দিক থেকে করা (১৩) উধূর সংগে তাওয়াফ করা (১৪) তাওয়াদেব পর (মাকামে ইত্রাহীম এর কাছে) দু'রাকায়াত নামায পড়া (১৫) জামারার পাথর নিষ্কেপ করা, কুরবানী করা, মাথা মুভন এবং তাওয়াফ করার মধ্যে তারধারা বজায় রাখা (১৬) মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের বিনায়ি তাওয়াফ করা (১৭) ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

৫. হজের সুরক্ষা

(১) শীকাতের বাইরে থেকে আগমনকারীদের জন্য তাওয়াকে কুদূর/ উমরার তাওয়াক করা (২) বায়তুল্লাহুর হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াক তরু করা (৩) তাওয়াকে কুদূর/ উমরার তাওয়াক এবং তাওয়াকে বিয়ারতে রমস করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (৪) সাফা ও মারওয়ার শয়ে যে দুটো সবুজ বাতি জ্বালানে আছে তার মধ্যবর্তী স্থান দৌড়ে অতিক্রম করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (৫) ৮ যিলহজ তারিখ ফজরের পর শুক্র শুক্রবরামা থেকে রওণানা হওয়া যেন মীনায় পাঁচ ওয়াক নামায আদায় করা যায় (৬) ৮ই যিলহজ তারিখের রাত মীনায় কাটানো (৭) ৯ যিলহজ সূর্যোদয়ের পর মীনা থেকে আরাহতের রওণানা হওয়া (৮) আরাফাত ময়দানে পৌছার পর গৃহকে আরাফাতের জন্য গোসল করা (৯) আরাফাত থেকে ফেরার সময় ৯ই যিলহজ মুহুদালিফায় রাত্রিধাপন করা। (১০) ১০ জিলহজ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মুহুদালিফা থেকে মীনায় (জামারাতে) রওণানা হওয়া (১১) ১০ ও ১১ যিলহজ তারিখের রাত মীনায় কাটানো এবং ১৩ তারিখেও মীনায় থাকতে হলে ১২ তারিখ দিবাগত রাতও সেখানে কাটানো।



ইহরাম

১. ইহরাম এর আভিধানিক/শাদিক অর্থ হলো হারাম বা নিষিদ্ধ করা। যখন কোন ব্যক্তি হজ ও উমরা করার ইহরাম পোথণ করে নিয়ত করবেন এবং তালবিয়াহ পাঠ করবেন, তখন কিছু বৈধ বা হালাল জিনিসগুলির জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, সেটিই ইহরাম অবস্থা। দুই প্রস্তু কাপড় যা হাজীগণ পরিধান করবেন সেটিই প্রচলিতভাবে ইহরাম হিসাবে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহরাম হলো নিয়ত ও তালবিয়াহ। যদি কোন ব্যক্তি এই দুই প্রস্তু কাপড় পরিধান করবেন এবং এজন্য তার ইহরাম বা নিয়ত না করেন এবং তালবিয়াহ পাঠ না করেন তিনি মুহরিম বা মুহরিমা হবেন না। সে কারণে নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করার পূর্বে, তিনি তার মাথা আবৃত করে দুই রাকায়াত নামায পড়বেন। এরপর পুরুষ হাজীগণ মাথা অন্বৃত করে এবং মহিলা হাজীগণ নিকাব ছাড়া বা সুখমতল অন্বৃত করে নিষিদ্ধ ও তালবিয়াহ পাঠ করবেন। নিচে ইহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি

১. ইহরাম এর প্রস্তুতি

- ইহরাম বাঁধার আগে হাত ও পায়ের নখ কেটে নিতে হবে;
- মাথার ছুল, দাঁড়ি, গোফ ইত্যাদি কাটা-ছাঁটাসহ শরীরের অপ্রয়োজনীয় লোম/চুল পরিষ্কার করে নিতে হবে;

২. বিশুদ্ধতা অর্জন

- ইহরামের উদ্বেশ্যে গোসল করে পরিষ্কার-পরিষ্কার হতে হবে অথবা ভালভাবে মিলওয়াক করে শুধু করে নিতে হবে।
- এখানে উল্লেখ্য যে, দুটি উপায়ে বিশুদ্ধতা অর্জন করা জরুরী-
- > বহিরাঙ্গনের বিশুদ্ধতা : গোসল বা শুধু করে শরীরের বিশুদ্ধতা অর্জন;
- > অভ্যরের বিশুদ্ধতা : নিজের পাপকর্মের জন্য আন্তরিক অনুত্তাপ/অনুশোচনা

করে মনে হলে বলা, “হে আল্লাহ! আমি আমার সকল পাপের জন্য অবৃত্তাপ করছি এবং আপনার কাছে কর্ম প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে কর্ম করণ, হে রাসূল আলামিন!”

৩. বাতুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা

বাতুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা যাবে এবং গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তবে এ অবস্থায় ইহরামের নামায পড়বেন না। (এ সম্পর্কে বিত্তারিত প্রশ্ন-উত্তর পর্বে আলোচনা করা হয়েছে)

৪. মুহরিম/মুহরিমা

হজ্জ বা উমরাহ করার জন্য ইহরাম বাঁধা পূর্বস্থদের ‘মুহরিম’ বলে। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের ‘মুহরিমা’ বলে।

৫. ইহরামের কাপড়

পূর্বস্থদের জন্য সেজাইবিটীন দুই প্রস্ত সাদা কাপড় পরতে হবে। এক প্রস্ত কোষরে পেঁচিয়ে লুঙ্গির মত পরতে হবে। তবে কোন পিঠ দেখা যাবে না। অন্য এক প্রস্ত এফলভাবে পরতে হবে যেন দুই কাঁথ ও পিঠ দেখে যায়।

শ্রিয় সা-বোনেরা, ইহরামের জন্য সাধারণ পোশাক পরবেন যাতে পর্দা যেনে চলা যায়। তবে মুহম্মদ আবৃত করবেন না। (মহিলাদের পোশাক নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে বিত্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

৬. ইহরামের জুতা/ স্যান্ডেল

* পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য হাতোয়াই চপ্পল বা এমন স্যান্ডেল পরিধান করতে হবে যাতে পায়ের পাতার ওপরের অংশের মাঝের হাড়টা (middle bones) অন্বৃত অবস্থায় থাকে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে জুতা ও মোজা পরা যাবে।

আবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়েদ (ব) ‘আবদুল্লাহ ইবন উমর (বা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী ধরনের কাপড় পরতে আদেশ করেন? নবী করীম (সা) বললেন: জামা, পাইজামা, পাগড়ি ও টুপি পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে তাহলে সে যেন মোজা পরিধান করে তার পিরার নিচের অংশটুকু কেটে নেব। তোমরা আবস্রান এবং উত্তোলন কোন কাপড় পরিধান

করবে না। মুহরিমা মহিলাগণ মূখে নেকাব এবং হাতে হাত মোজা লাগাবেন না। (বুখারী শরীফ, তৃতীয় খণ্ড, ১৭১৯ নং হাদীস)।

৭. মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান

* হজ্জ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পথিত মক্কা শরীফের বাইরে হ্যারত মোহাম্মদ (সা) কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত যে নিমিট্ট স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয় - সে স্থানকে মীকাত বলে। মুহাম্মাদ ইবনে আসাদ (ব).... ইবনে আবুআস (বা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারানুল মানাহিল, ইরাকবাসীদের জন্য যাতু ইরক (অবশ্য বর্তমানে এ মীকাতটি পরিষ্কৃত অবস্থায় রয়েছে) ও ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। উক্ত মীকাতসমূহ হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী সে স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যে কোন অঞ্চলের লোক ঐ সীমা দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও। এছাড়াও যারা মীকাতের ভিতরের অধিবাসী তারা যেখান থেকে সকল শুরু করবে সেখান থেকেই (ইহরাম আরম্ভ করবে) এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই (ইহরাম বাঁধতে হবে)। (বুখারী শরীফ, তৃতীয় খণ্ড, ১৪৩৯ নং হাদীস)

* মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে হব। বাংলাদেশীদের জন্য মীকাত হলো ইয়ালামলাম। হজ্জযাত্রিগণ আপনারা যারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে সরাসরি মক্কা যাবেন তারা বিমানে আরোহনের পূর্বেই হজ্জ/উমরার কাপড় পরে ইহরাম বেঁধে নিতে পারেন। মক্কা পৌছে প্রথমে উমরা করে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। পরে ৮ দিনহজ্জ তারিখে অর্ধাং মীনায় যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হবে।

* যারা সরাসরি মদীনা যাবেন তাদের বিমানে আরোহনের পূর্বে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। তাদের মদীনা হতে মক্কা যাওয়ার পথে যুল-হুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বেঁধে নিতে হবে, যা বর্তমানে মসজিদে বীরে আলী (বা) বা ‘মীকাত মসজিদ’ নামে মদীনায় পরিচিত। মক্কা পৌছে প্রথমে উমরা করে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। পরে ৮ দিনহজ্জ তারিখে অর্ধাং মীনায় যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হবে।

৮. সালাত আদায়

ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর মাকরজহ উরাঞ্জ না হলে পূর্বে ও

ও ইন সম্পদের রক্ষাকর্তা। হে আল্লাহ! আমার এ সফরে আমি নেবী, তাকওয়া
এবং আপনার পছন্দসই আমল করার তাওফীক আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।
ইয়া আল্লাহ! সফরের দুর্ভুকে আমাদের জন্য সংকুচিত করে দিন; সফরের
কষ্টকে আমাদের জন্য লাঘব করে দিন এবং এ সফরে আমাদের জন্য জামের,
মীনের, সেহের, মালেত, সন্তানের নিয়ন্পত্তা ও শান্তির জন্য আপনার দরবারে
প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে আপনার সম্মানিত ঘরের হজ এবং আপনার নবী
করিম (সা)-এর যিচারত নসীর করুন।

১২.৩ বিমান হতে জেলা বিমান বস্তু নজরে পড়লে পড়বেন

اللَّهُمَّ اسْتَلِنْكَ خَيْرَ هَذِهِ الْفَرِيَةِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ شَرُّهَا وَشَرُّ مَا
فِيهَا .

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্দী আসআলুকা খায়রা হামিল কারইয়াতি ওয়া
খায়রা মা ফী-হ্য, ওয়া আউয়ুবিকা শররাহ ওয়া শাররা মা ফী-হ্য।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই শহরের ও এর অভ্যন্তরস্থ
সকল জিনিসের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল অকল্যাণ
হতে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।'

১২.৪ জেন্দায় অবতরণের সময় পড়বেন

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدْنِنِي
سُلْطَانَ تَصْرِيرًا .

উচ্চারণ : ঢাকির আদবিলনী মুদখালা সিদ্বিতি ওয়া আখরিজনী মুখরাজা
সিদ্বিতি ওয়াজজালনী মিলগানুন্ম সুলতানান নাসীরা।

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! যেখানে যাওয়া (প্রবেশ করা) আমার জন্য
গত ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যে স্থান হতে বের
হয়ে আসা গত ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখান থেকে বের করে আনুন
এবং আপনার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন।'

১২.৫ এরপর জেন্দা থেকে মুক্তি

অত্যন্ত বিনয় ও ন্যূনতার সাথে তওবা-ইন্তেগ্রেশন, তাসবীহ ও তালবিয়াহ
পাঠের মধ্য দিয়ে পবিত্র হক্কানগরীর দিকে এগিয়ে যাবেন।

১২.৬ জেন্দা থেকে মুক্তি পৌছে যা করতে হবে-

ইহরাম বেঁধে আমরা জেন্দায় এবং সেখান থেকে মুক্তিশীলীকে আমাদের
নির্ধারিত হোটেলে পৌছে দেছি - আলহামদুল্লাহ।
স. মুক্তায় পৌছে আপনার হোটেলে জিনিসপত্র/ব্যাগ রেখে একটু বিশ্রাম
করুন, হাতে ত্বক দূর হয় এবং শক্তি অর্জিত হয়। তাওয়াফের পূর্বে পরিকার-
পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া জরুরী (বৃথারী)। বাথরুমের কাজ সেরে ওয়ু করে
নিবেন। প্রয়োজন মনে করলে ইহরামের কাপড় বদলিয়ে নিন। কিন্তু খাবার খেয়ে
নিবেন। কা'বা শরীফে যেতে যেতে তাকবীর, তাহলীল, তাসবিহ,
আসতাগফিরস্তাহ, তালবিয়াহ ইত্যাদি পড়তে পড়তে যাবেন।

তাকবীর - আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা-ইলা-হ্য ইল্লাহাহ ওয়া
আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

তাহলীল- লা-ইলা-হ্য ইল্লাহাহ

তাসবিহ- সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহুমদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

১২.৭ কা'বা শরীফ দৃষ্টিপোচর হওয়ায় এ দু'আ পাঠ করবেন

اللَّهُمَّ لِيْكَ لَبِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالسُّلْطَانُ
لَأَشْرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْ لِنَا فِيهَا فَرَارًا وَرُزْقًا حَلَالًا .

উচ্চারণ : 'লাকবাইকা আল্লাহমা লাকবাইক, লাকবাইকা লা-শারীকা শাকা
লাকবাইক। ইন্নাল হাম্দা ওয়ান নিয়মাতা, লাকা ওয়াল মূলক, লা-শারীকা
লাক। আল্লাহর হৃক লানা ফী-হ্য কারারান ওয়া রিয়কান হালালান।'

অর্থ : 'আমি হাদির, হে আল্লাহ! আমি হাদির। আপনার কেনে
অংশীদার নাই, আমি হাদির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামতসমূহ আপনারই
এবং সমগ্র সত্ত্বাঙ্গে আপনারই, আপনার কেনে শরীক নেই। হে আল্লাহ! এ
শহরে আপনি আমাকে হিতিশীলতা ও হালাল রিয়িক দান করুন।'

১২.৮ এরপর মসজিদ-উল হারামে প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَكْرَمِ الْغَنِيرِيِّ دَوْتِيِّ رَافِعٍ
لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِيِّ .

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি উমরা করার ইচ্ছা করছি। আপনি এ উমরা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুণ করুন।”

উমরা ইজ্জ তর

৬. উমরার উদ্দেশ্যে মসজিদ-আল-হরাম এ প্রবেশ এবার আমরা উমরা পালন করার জন্য প্রস্তুত।

ইহরাম- আমরা ইতোমধ্যে ইহরাম অধ্যায়ে উমরার ইহরাম সম্পর্কে জেনেছি এবং মুক্ত প্রবেশের পূর্বেই আমরা ইহরাম বেঁধেছি এবং উমরার নিয়ত করেছি।

হোটেল থেকে মুক্ত হরাম শরীফে যেতে যেতে আমরা তামবিয়াহ পড়তে থাকব। তাকবীর-তাহশিল-তাসবিহ- নুরদ ও তামবিয়াহ পড়তে পড়তে আমরা হরাম শরীফের দিকে এগিয়ে যাব।

মসজিদুল হারাম বা কা'বা শরীফে প্রবেশের পূর্বে প্রিয় মা-বোনেরা একটু দাঁড়ান। হরাম শরীফের দরজা, মসজিদ সবৰিছু একবার মনের ভাসবাসা দিয়ে দেখে নিন এবং আল্লাহর দরবারে সন্তুষ্টির দু'আ করুন-বহু প্রতিক্রিয়া জীবনের সেই ক্ষণটি এখন আপনি সমাধি করতে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

শুধু ধীরস্তভাবে প্রথমে ভান পা গেওয়ে মসজিদ-আল-হরামে প্রবেশ করুন। মসজিদুল হারামে প্রবেশের দু'আটি পাঠ করুন।

মসজিদে প্রবেশের দু'আ
بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسُّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الَّلَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَافْتَحْ
لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

৭. উক্তারণ : বিসমিত্রাহি ত্যাসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহি আল্লাহমাণু খিলো জুন্নী ওয়াফতাহলী ভাব-ওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থ : ‘আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরদ ও সালাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমুদয় পাপ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

উল্লেখ্য, এই দু'আ হে মেন মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঠ করবেন।
এরপর মুক্ত হরাম শরীফে প্রবেশ করে যে দু'আটি পড়বেন :

اللَّهُمَّ هَذَا امْتِنَّ وَحْرَمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمْنًا فَحَرَمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ وَعَطْلِيْ
وَقِشْرِيْ عَلَى النَّارِ .

উমরা

উমরা কিভাবে করব?

এখার আমরা যাবা তামাতু ইজ্জ করার নিয়তে প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জের নিয়ত করেছি, আমরা উমরাটা করে নিব। ইমশাআল্লাহ!

উমরা আরম্ভ করার আগে উমরা সম্পর্কে একটু ধারণা নেয়া যাক-

১. উমরা : হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো অর্থাৎ ৮ খিলহজ হতে ১৩ খিলহজ সহয় ব্যক্তিত শরীরত নির্ধারিত পূর্বায় ইহরাম অবস্থায় নিয়ত করে কা'বা শরীফ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাঁই করার পর মাথার চুল ছাঁটা/মাথা মুক্ত করে ইহরাম মুক্ত হওয়াকে উমরা বলে। সক্ষম হলে জীবনে একবার তা আদায় করা সুন্তত মুঠোকান্দ।

২. উমরার করণীয় : উমরার করণ দু'টি

- ১) উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা
- ২) ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ আওয়াফ করা (৭ চক্র দেয়া)

৩. উমরার ওয়াজিব দু'টি—

- ১) সাল ও যারওয়া পাহাড়য়ের রায়ে সাঁই করা (৭ বার প্রদক্ষিণ করা)
- ২) মাথা মুক্ত বা চুল ছাঁটা।

৪. উমরার সুরত

১. হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া /ইত্তিলাম করা
২. তাওয়াফ শেষে ২ বাকায়াত নামায আদায় করা
৩. যমবহের পানি পান করা।

৫. উমরার নিয়ত

اللَّهُمَّ أَسْأِلُكَ الْمُرْسَلَةَ فَيْسِرْهَا لِي وَتَبْلِئْهُ مِنِّي .

উক্তারণ : আল্লাহমা ইন্নি উরীদুল উমরাতা ফা-ইয়াসসিরাহলী ওয়া তাকাবাল-ই-মিনী।

উচ্চারণ : আল্লাহমা হায়া আমন্ত্রকা ওয়া হারামুকা ওয়ামান দাখিলাহ্ কানা আমিনান। ফা-হারারিম লাহুরী শুয়া সামী ওয়া আয়ামী-ওয়া বাশারী আলান্দ্রার।

অর্থ : হে আল্লাহ! এ হৃন আপনার সুরক্ষিত পথিত হৃন। এখানে যে-ই প্রবেশ করে, সেই নিরাপত্তা পাব। সূতরাং আমার রক্ত, গোত্র, অঙ্গ ও চর্মকে দোষখের আগ্নের জন্য হারাম করে দিন।

মসজিদ-আল-হারায়ে প্রবেশের দু'আ

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ التَّدِينِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الَّتِي أَغْفَرَنِي حَسْبَ ذَنْبِي وَأَنْتَعْ
لِي أَبُوكَ وَرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ أَتَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ تَرْجِعُ السَّلَامُ فَخُلِّنِي رَبِّي بِالسَّلَامِ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَرَّكْتَ رَبِّي وَتَعَالَيْتَ يَادُ الْجَلَلِ وَالْأَنْزَامِ ۝

উচ্চারণ : আ'উয়ু বিল্লাহিল আর্যীম, ওয়া বিওয়াজহিল কারীম, ওয়া সুলতানিল কাদীম, মিনাশ শায়তানিল রাজীম। বিসহিল্লাহি ওয়াসলামাতু ওয়াস সালামু আলা রাস্লিল্লাহ। আল্লাহয়াপফিরুলী জামী'আ যুনুরী ওয়াবত্তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা। আল্লাহমা আনতাস সালাম, ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউস সালাম, ফাহাইয়িল রাবানা বিসমালাম। ওয়া আদধিলন বিরাহমাতিকা দারাস সালাম, তাবারাকতা রাবানা ওয়া তা'আজাইতা ইয়া যালজালি শুয়াল ইকরাম।

অর্থ : হিতাড়িত শয়তানের কবল হতে মহিমাভিত, গৌরবাভিত, শক্তিমান আল্লাহর অক্ষয় প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি অজন্তু ধারায় অপরিমিত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার সমুদয় পাপ মাফ করে দিন। আপনার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দিন। হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়, শান্তি আপনার নিকট হতেই আসে এবং আপনার নিকটেই ফিরে যায়। অতএব হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে শান্তিময় জীবন দান করুন। শান্তির গৃহে আপনার দয়ায় আমাদেরকে প্রবেশ করান। হে আমাদের রব! আপনি বরকতময় এবং মহান। হে মহীয়ান ও গরীয়ান!

৯. কা'বা শরীফ প্রথম দর্শন

কা'বা শরীফ বা আল্লাহর ঘর প্রথম দেখা যাব আল্লাহ্ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাহ (আল্লাহ মহান তিনি এক এবং অদ্বিতীয়) পাঠ করুন। কা'বা শরীফের

দিকে আপনার সৃষ্টি মিথুন কলম এবং মন্ত্র, অন্দু ও বিনয়ের সাথে একপাশে দাঁড়িয়ে ও বাঁক বগুন—



اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

১. আল্লাহ আকবার লা-ইলাহা ইল্লাহ- ও বার,
২. দক্ষ পজুন এবং মিনতি সহকারে আল্লাহর একত্র ও মহত্ত্ব জানিয়ে চেতের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে আপনার স্বনের যত দু'আ করুন। মনে রাখবেন, দু'আ করুলের এটি একটি বিশেষ সময়। কা'বা শরীফে প্রবেশ করার পর তাপদিয়া পাঠ বক করে দিতে হবে।

১০. উমরার তাওয়াফ : তাওয়াফ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা। শরীরতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মে কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার নাম তাওয়াফ। কা'বা শরীরের যে কোণায় হাজরে আসতেয়াদ আছে, সেই কর্নার থেকে তাওয়াফ শুরু করে হাতীমসহ কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে আবার হাজরে আসতেয়াদ পর্যন্ত এসে এক চক্র হয়। এভাবে বায়তুল্লাহ শরীরের চারদিকে সাত চক্র দিলে এক তাওয়াফ হয়।

১১. তাওয়াফ শুরু এবং শেষ করবেন বেভাবে-

- ১১.১ তাওয়াফ এর প্রস্তুতি এবং ইজতিবা : তাওয়াফ করার সময় ইহুমের যে চান্দর পরা থাকে তা ভান বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর যেখে দিতে হয়। অর্থাৎ ভান কাঁধ কাপড়বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহুমের

কাপড়ে ঢাকা থাকবে। এঙ্গ করার নাম ইজতিবা। তাওয়াফ করার সময় ইজতিবা করা সুন্নত। তবে নফল তাওয়াফে ইজতিবা নাই।

প্রিয় মা-বোনেরা, মনে রাখবেন মহিলাদের জন্য তাওয়াফের সময় কোন ইজতিবা নাই।

১১.২. তাওয়াফের জন্য শুধু থাকতেই হবে।

১১.৩. তাওয়াফ আরও করার স্থান : কা'বা ঘরের সামনে হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) এর বরাবর এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন হাজরে আসওয়াদ আপনার বাম দিকে থাকে। এ স্থানটি প্রদর্শনে আপনাকে সাহায্য করবে ওপরে সবুজ বাতি অথবা নিচে দেখেতে করা কাল দাগ। এই সবুজ বাতিটি আপনার তান দিকে থাকবে।

১১.৪. তাওয়াফের নিয়ত : হাজরে আসওয়াদ বরাবর উপস্থিত হয়ে (সবুজ লাইট ঝালানো থাকবে) সেখানে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করা ছাড়াই আপনি উমরাব তাওয়াফ বা আল্লাহর দ্বয় প্রদক্ষিণের জন্য নিয়ত করুন। নিয়ত :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْبَدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَبِسْرَةً لِّي وَتَقْبِلَةً مَّنْيَ

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্নি উরিদু তাওয়াফ বায়তিকাল হারামে সাবআতা আশওয়াতিন ফা-ইয়াসিরহ-লী ওয়াতকবুল-হ মিনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার এই পবিত্র গৃহে তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। আপনি এ তাওয়াফ আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুন করে নিন।

ইতিলাম : এখন এগিয়ে যেতে হবে। হাজরে আসওয়াদ এর সম্মুখে এসে সম্ভব হলে তা ছয় দিতে হবে। বিশ্রুত বাস্তবতায় ভিড়ের কারণে বেশিরভাগ সময়ে এটি সম্ভব হয় না। এজন্য আপনার হাত হাজরে আসওয়াদ এর দিকে উঠিয়ে “বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ” তাকবির বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করুন। এভাবে হাজরে আসওয়াদ ছয় করা বা এর দিকে ইশারা বলাকে ইতিলাম বলে।

প্রিয় মা-বোনেরা মনে রাখবেন, হাজরে আসওয়াদ ছয় দেয়া সুন্নত। আর মহিলাদের স্তুর্য রক্ষা করা ফরয়। কাজেই সুন্নত আদায় করতে যেরে ফরয় নষ্ট করা যাবে না। আর ভিড়ের সময় হাজরে আসওয়াদ এর দিকে ওপরের নিয়মে হাত দিয়ে ইশারা করাই যথেষ্ট।

১১.৫. তাওয়াফ শুরু : হাজরে আসওয়াদে ইতিলাম করে তান দিকে ঘুরে কা'বা ঘরকে হাতের বামে দেখে তাওয়াফ শুরু করতে হবে।

সতর্ক থাকুন : সৌনি কর্তৃপক্ষ কোন কেনে সমষ্ট হাজরে আসওয়াদ, রোকনে ইয়ামানী, মূলতাবায় ও কা'বা শরীফের দরজায় পারফিউম বা সুগাঞ্জি দিয়ে থাকেন। সেরকম হয়ে থাকলে ইহরাম অবস্থায় তা স্পর্শ করা ঠিক হবে না, অন্যথায় এ ভূলের জন্য দম দিতে হবে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন অবস্থা স্পর্শ অবস্থা ইতিলাম করার সময় ব্যতিরেক তাওয়াফ করাকালীন কা'বা শরীফ এর দিকে ঘুর করে বা পিছন ফিরে দাঁড়ানো যাবে না। অর্ধেৎ কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাওয়াফ করা নিষেধ।

১১.৬. তাওয়াফের দু'আ : তাওয়াফের জন্য সুনিদিষ্ট কোন দু'আ নাই। তবে হজ ও উমরা সম্পর্কিত বিভিন্ন পৃষ্ঠকে বিভিন্ন ধরনের দু'আর উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত দু'আর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ هَذَا حَلَقَةُ الْمُؤْمِنِينَ

সুবহান আল্লাহ ওয়াল হামদুল্লাহে ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আল্লাহ আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াত ইল্লা বিল্লাহ।

এই দু'আটি মুখ্য না থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই দু'আটিকে

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ هَذَا حَلَقَةُ الْمُؤْمِنِينَ

সুবহান আল্লাহ ওয়াল হামদুল্লাহে লাল চুল কুপি তলু পুরু পুরু পুরু পুরু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লাল চুল পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু আল্লাহ আকবার লাল চুল পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু লা হাওলা ওয়াল কুওয়াত ইল্লা বিল্লাহ।

হ্যব্রত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন যে, এমন একটি কালেমা যা জিহ্বাতে

উচ্চারণে অনেক হালকা হলেও (শেষ বিচারের দিনে) তা ওজনে অনেক ভারী এবং দর্যাম আল্লাহর নিকট তা খুবই পছন্দনীয়, তা হলো -

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ هَذَا حَلَقَةُ الْمُؤْمِنِينَ

“সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ হিল আজীম।” (বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী)

এছাড়াও আপনি প্রতিদিনের নামায বা সালাতে যে সমস্ত সূরা বা দু'আ পড়ে থাকেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেসব বলতে পারেন অথবা আপনি

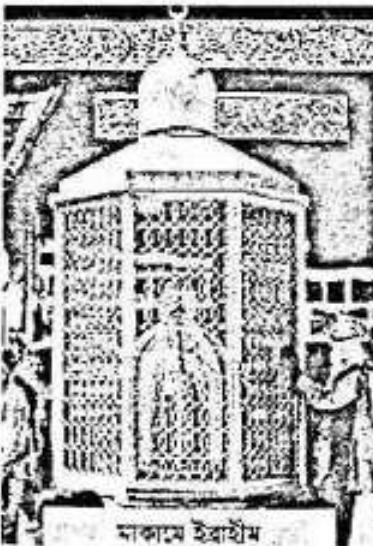
১২. মূলতায়াম

হাজারে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী ৫ বা ৬ হুট স্থানকে মূলতায়াম বলে। এটি দু'আ করুলের একটি বিশেষ স্থান। এতে বুক বা খুতনী লাগিয়ে মনের মত দু'আ করবেন। জনগণের প্রচলিত ভিত্তের কারণে যদি মূলতায়াম এ পৌছানো সম্ভব না হয়, তাহলে মূলতায়ামের দিকে মুখ করে এর বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সাথে কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা এবং তাঁর সন্তুষ্টি সাড়ে উদ্দেশ্যে আপনার ইচ্ছাত দোষ করতে পারেন।

প্রষ্ঠা : যিন্ন মা-বোনেরা, মূলতায়ামে সব সময় প্রচল ভিত্তি থাকে। পুরুষদের ভিত্তে সেখানে যেয়ে দু'আ করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় মূলতায়াম বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে আন্তরিকভাবে সাথে আপনার মনের মত দু'আ করুন। মনে রাখবেন, এটি দু'আ করুলের বিশেষ স্থান। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। অনেক ক্ষেত্রে কা'বা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ/উদ্দেশ্যনায় দু'আর বিষয়বস্তুও মনে আসে না। এরকম ক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধার্থে মূলতায়ামের জন্য দু'আ সংগ্রহ করে এ পৃষ্ঠকের 'তাওয়াফ ও সাঁই' অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এটি আপনাদের উপকারে আসবে ইনশাঅল্লাহ! এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। আমীন!

১৩. মাকামে ইব্রাহীম

হ্যবুত ইব্রাহীম (আ) বে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফ নির্মাণ সমাপ্ত করেছিলেন সেটিই মাকামে ইব্রাহীম। আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ)-এর পায়ের দাগ ও পাথরের ওপর খোদিত করে রাখেন যাতে তা প্রবর্তীকালে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথেই মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বা সন্নিকটে দুই রাকায়াত 'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' নামায আদায় করতে হবে। হজ্জের সময় ভিত্তের কারণে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বা সন্নিকটে স্থান পাওয়া কঠিন। সেক্ষেত্রে এ নামাযটি



মাকামে ইব্রাহীম

মাতাফ বা হারাম শরীফের বে কোন স্থানে পড়া যায়। এ নামাযের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো মনে রাখবেন:

এ নামাযের নির্দেশনাটি ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে দিয়েছেন-

وَأَنْجِدُوكُمْ مِّنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى

"ওয়াল্লাহিয়ু মিম মাকাম ইব্রাহীম মুসার্যা (সূরা বাকারা : ১২৫)।"

অর্থ : তৈমুর মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বাসাও।

* এ দু'রাকায়াত সালাতের ১ম রাকায়াতে সূরা কাফিলুল ও ২য় রাকায়াতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত।

* পুরুষদের জন্য নামায অন্বযুক্ত অবস্থায়, তবে কাঁধ ঢেকে এ নামায পড়তে হবে।

* যে সময়ে নামায পড়া মাকাম সে সময়ে তাওয়াফ শেষ হলে সে সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এরপর নামায আদায় করতে হবে।

* এ দু'রাকায়াত নামায শেষ করে সেখানে বসেই বা দাঁড়িয়ে বা সুবিধামত জায়গায় যেয়ে মাকামে ইব্রাহীমের দু'আ করা যেতে পারে। আপনার মনের মত যে কোন দু'আ করতে পারেন। এর জন্যও সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই।

তবে, আপনাদের সুবিধার্থে একটি দু'আ এ পৃষ্ঠকের 'তাওয়াফ ও সাঁই' অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

১৪. যমবাহ

মাকামে ইব্রাহীমে ২ রাকায়াত নামায পড়ার পর যমবাহের পানি পান করতে হবে। কা'বা ঘরের দরজা বরাবর প্রায় ২০০ হুট এগিয়ে হারাম শরীফের বেসমেন্ট এ যমবাহ কৃপের অবস্থান। বর্তমানে এ কৃপের জায়গাটি সুনির্দিষ্ট করা নাই। তবে হারাম শরীফের সর্বত্র যমবাহের পানি সরবরাহ বলা হয়েছে। যমবাহের পানি বিশেষ মধ্যে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ এবং সব সময় পাওয়া যাবে ইনশাঅল্লাহ!

কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে এবং দাঁড়িয়ে এ পানি পান করা মুক্তাহাব।

এ পানি পান করার সময় নিছের দু'আটি করা যায়:

এ যমবাহ কৃপের অবস্থান। বর্তমানে এ কৃপের জায়গাটি সুনির্দিষ্ট করা নাই।

তবে হারাম শরীফের সর্বত্র যমবাহের পানি সরবরাহ করা হয়েছে। যমবাহের পানি বিশেষ মধ্যে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ এবং সব সময় পাওয়া যাবে ইনশাঅল্লাহ।

কাঁবা ঘরের দিকে শুধ করে এবং দাঁড়িয়ে এ পানি পান করা মুত্তাহাব।
এ পানি পান করার সময় নিম্নের দু'আটি করা যায় :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلَىٰ نَافِعًا وَرِزْقًا رَّاغِبًا وَشَنَاً مِنْ كُلِّ دَارٍ

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্নি আসআলুকু ইলমান নাফিজাও ওয়া রিয়কান
ওয়াসিজাও ওয়া শিফাঅন মিন কুর্রি দাইন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফলপ্রসূ ইলম, স্বচ্ছ জীবিকা এবং
সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।

এরপর প্রতি চুম্বক পানি পানে বলা যেতে পারে - বিসমিল্লাহি ওয়াল্লিল্লাহিল
হামদ। এরপর বলুন হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফলপ্রসূ ইলম, স্বচ্ছ
জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।

এরপর প্রতি চুম্বক পানি পানে বলা যেতে পারে - বিসমিল্লাহি ওয়াল্লিল্লাহিল
হামদ। এরপর বলুন :

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াসপালামু
আল্লাহ রাসূলিয়াহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম
রাসূলুয়াহ (সা)-এর প্রতি।

হযরত জাবের (রা)-এর বর্ণনায় "হযরত মোহাম্মদ (সা) যেতাবে হজ
করেছেন" সে আলোচনায় বলা হয়েছে, এরপর তিনি দ্বময়ের কাছে গিয়ে
দ্বময়ের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় ঢাললেন (আহমদ)।
কাজেই আপনারা এ পানি পান করবেন এবং মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

১৫. সাঈ

সাঈ শব্দের অর্থ হলো দোঢ়ানো বা চেষ্টা করা। হজ ও উমরা'র পরিভাষায়
সাঈ হলো স্বাম ও বারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ৭ বার ঘাওয়া-আস
করাকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে সাফা ও ঘাওয়া পাহাড় দু'টির কেবলমাত্র
চিহ্ন/নির্দশন রাখা হয়েছে এবং সাঈ করার অংশটুকু টাইলস ও এসি করে
গ্যালারী করে দেয়া হয়েছে। তবে দ্রুত দোঢ়ানের জন্য কিছু অংশ স্বৰূপ বাতি
ঘারা চিহ্নিত করা আছে। পুরুষদের জন্য ঐ স্থানটুকু দ্রুত অতিক্রম করা সুন্নত।
সাঈ করা ওয়াজিব এবং তাওয়াক শেষ করার সাথে সাথেই সাঈ করা সুন্নত।

সাঈর ঐতিহাসিক পটভূমি

হযরত ইব্রাহিম (আ) তাঁর শ্রী বিবি হাজেরা ও দুর্গোষ্য শিশু ইসমাইল
(আ)-কে আল্লাহর নির্দেশে মক্কার মরু প্রান্তের বেথে চলে গেলেন। তাঁদের সাথে
কিছু খেজুর ও পানি ছিল। পাঁচ দিন পর খাবারের পানি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলে
শিশু সন্তানকে বাঁচানোর জন্য মা হাজেরা উদর্ধীর হয়ে পড়লেন। তিনি বিচলিত
হয়ে সাফা পাহাড়ে উঠে পড়লেন। পাহাড়ের শীর্ষ থেকে কোন ভানবানৰ মা
দেখে বা গানির সন্ধান না পেয়ে তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন। সমস্ত ভূমির
একটি স্থান থেকে তার সন্তানকে দেখতে না পেয়ে তিনি উক্ত স্থান দৌড়িরে পর
হয়ে মারওয়া পাহাড়ে পিয়ে উঠলেন। পাহাড়ের উপর থেকে সন্তান দেখতে
পেপেও কোন পানির সন্ধান না পেয়ে আবার নেমে এলেন। এভাবে সমস্তল
এলাকার একটি স্থান তিনি দৌড়িয়ে পার হতে থাকলেন। উক্ত স্থানটিই স্বৰূপ
বাতি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এজন্য উক্ত স্থান পুরুষদের জন্য দৌড়ে
অতিক্রম করা সুন্নত। সন্তানের একটি পানির জন্য তিনি সাফা ও ঘাওয়া
পাহাড়বয়ের মাঝে ৭ বার দৌড়াদৌড়ি করলেন। সন্তানবারে ঘাওয়া পাহাড়
থেকে নেমে সন্তানের কাছে এলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তার সন্তান
হযরত ইসমাইল (আ)-এর পায়ের কাছে একটি পানির উৎস। তিনি বালুকনা
দিয়ে বাঁধ তৈরী করে সে পানিকে আটকে রাখার চেষ্টা করলেন। আল্লাহর অসীম
কূলগতে সে উৎস গভীরে পরিষিত হয়ে এক অতল কৃপের সৃষ্টি হলো যা আজও
মহায়ে কৃপ নামে পরিচিত। মা হাজেরার ঐকান্তিক এচেষ্টার ফলস্বরূপ হজ ও
উমরাব ক্ষেত্রে আজও প্রচেষ্টা এবং অবেষ্টণের উদ্দেশ্যে সাঈ প্রবর্তন করা হয়েছে
এবং তা ওয়াজিব আরকানে পরিষিত করা হয়েছে (সূরা বাকারা, আয়াত :
১৫৮)।

১৫.২. সাঈ কিভাবে করা হবে

(১) হাজারে আসওয়াদ ইত্তিলাম করা : যময়ের পানি পান করার পর এবং
সাঈ করার পূর্বে হাজারে আসওয়াদ এ ৯ম বারের মত ইত্তিলাম করে বা হাত
ওপরে তুলে ইশারা করে বলতে হবে -

বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ

সাঈ করার সময় এটি করা সুন্নত। এরপর সাঈ করার জন্য অগ্রসর হতে
হবে।

(২) সাফা পাহাড় হতে সাঁই আরঞ্জ : সাফা পাহাড়ের নিকটে গিয়ে কাঁবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ান এবং হাত তুলে দু'আ করুন। এটি দু'আ করুলের স্থান। জতুপর সাঁইর জন্য নিয়ত করুন।

নিয়ত : হে আল্লাহ! আমি সাঁই করার জন্য সাফা ও মারওয়া এর মাঝে ৭ বার প্রদক্ষিণ করার নিয়ত করছি। আপনি এ কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং করুণ করুন।

(৩) সবুজ বাতি স্থানে স্মৃতিত্বাবে চলা : এভাবে দু'আ, দক্ষিণ এবং সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করে সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে হবে। কিছুদূর দেতেই সবুজ রঙের বাতি দিয়ে চিহ্নিত স্থান দেখা যাবে। এ অংশের স্থানটিকু ভুলনামূলকভাবে স্মৃত গতিতে অভিজ্ঞ করতে হবে। এ স্থানে নিম্নের দু'আটি পড়তে হবে -

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ دَائِنَتِ الْأَعْزَمْ

উচ্চারণ : রাবিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতাল আ'আব্দুল আকরাম।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন। আপনি মহাপরামর্শালী, মহাসরানী।

ত্রিয় মা-বোন মনে রাখবেন, মহিলাদের এখানে দৌড়াতে হবে না। আপনারা স্বাভাবিকভাবে চলবেন।

(৪) মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর : এরপর স্বাভাবিক গতিতে নতুনভাবে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলতে থাকুন। মুখে বিভিন্ন দু'আ, দক্ষিণ, তাসবীহ, তাহলীল এবং গভীর আত্মরক্ষার সাথে আল্লাহর একত্বাদ ও আল্লাহর প্রশংসন করে মনের মত করে দু'আ করতে করতে মারওয়া পাহাড়ে পৌছতে হবে। এমনকি বাংলা ভাষার দু'আ করতে থাকুন। মনে রাখবেন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'আ করুল হয়। এভাবে সাফা পাহাড় হতে মারওয়া পর্যন্ত পৌছালে সাঁইর ১ম চক্রের সমাপ্ত হবে।

ত্রিয় মা-বোন, সাঁইর মাঝে আপনার ইচ্ছামত দু'আ করবেন। অনেকেই এ সময়ে উত্তেজনার বশে দু'আ করার মত কথাগুলো খুঁজে পান না। তাদের সুবিধার জন্য এ পুত্রকের 'তাওয়াফ ও সাঁই' নামে আলাদা একটি অধ্যায়ে সাঁইর ৭ বার প্রদক্ষিণ করার জন্য আলাদা আলাদা দু'আ তুলে ধরা হয়েছে। তবে দু'আই যে করতে হবে এবন কোন সুনির্দিষ্ট কথা নেই।

(৫) মারওয়া পাহাড় : মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠে কাঁবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ৩ বার আল্লাহ আকবার বলে সাফা পাহাড়ে যেতাবে দু'আ মোনাজাত করা হয়েছে (গুরু নিয়ত ছাড়া) সেভাবেই হাত তুলে দু'আ মোনাজাত করুন। এরপর সাঁইর ২য় চক্র দেয়ার উদ্দেশ্যে মারওয়া হতে সাফার দিকে অগ্রসর হতে হবে। দু'আ-দর্শন পড়তে পড়তে এগিয়ে গিয়ে একইভাবে সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে পূর্বের হত দৌড়িয়ে (মহিলাদের পৌড়াতে হবে না) এবং আল্লাহর একত্বাদের ঘোষণা করে সাফা পাহাড়ে পৌছালে সাঁইর ২য় চক্রের শেষ হবে।

(৬) সাঁই সমাপ্ত : পুনরায় সাফা পাহাড়ে পূর্বের নিয়মে দু'আ মোনাজাত ইত্যাদি করে সাঁই শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে পৌছালে সাঁইর ওই চক্রের সমাপ্ত হবে একই নিয়মে সাঁইতে ৭ বার চক্র দিতে হবে। সাঁইর সপ্তম চক্রের মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে শেষ হবে। অর্ধাংশ সাফা পাহাড়ে সাঁই আরঞ্জ করতে হবে। মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে সাঁইর ৭ম চক্রে শেষ হবে।

(৭) সাফা পাহাড়ে-সাঁই আরঞ্জ এবং মারওয়া পাহাড়ে-সাঁই সমাপ্ত নিম্নে দেখানো হলো :



১৬. দু'আ মোনাজাত : সাঁইর সপ্তম চক্রে শেষ করে মারওয়া পাহাড়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে কাঁবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহর নিকট তকরিয়া, আদায় করে মনের মত দু'আ মোনাজাত করে সাঁই সমাপ্ত করতে হবে।

(২) সাফা পাহাড় হতে সাঁই আরষ : সাফা পাহাড়ের নিকটে গিয়ে কাঁবা শরীফের দিকে মুখ করে দোড়ান এবং হাত তুলে দু'আ করুন। এটি দু'আ করুলের স্থান। অতঃপর সাঁইর জন্য সাফা ও মারওয়া এর মাঝে ৭ বার প্রদক্ষিণ করার নিয়ত করছি। আপনি এ কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং করুন।

(৩) সবুজ বাতি স্থানে মৃগতভাবে চলা : এভাবে দু'আ, দরদ এবং সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করে সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অহসর হতে হবে। বিছনুর ঘেতেই সবুজ রঙের বাতি দিয়ে চিহ্নিত স্থান দেখা যাবে। এ অংশের স্থানটুকু তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিতে অভিজ্ঞ করতে হবে। এ স্থানে নিম্নের দু'আটি গড়তে হবে-

رَبِّ أَغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

উচ্চারণ : রাবিগফির ওয়ারহাম গুয়া আনতাল আ'আহযুল আকরাম।

অর্থ : হে আমার প্রতিপাদক! আমাকে কমা করুন, দয়া করুন। আপনি মহাপ্রাত্মশালী, মহাসশালী।

প্রিয় মা-বোন মনে রাখবেন, মহিলাদের এখানে দৌড়াতে হবে না। আপনারা দৌড়াবিক্রিতাবে চলবেন।

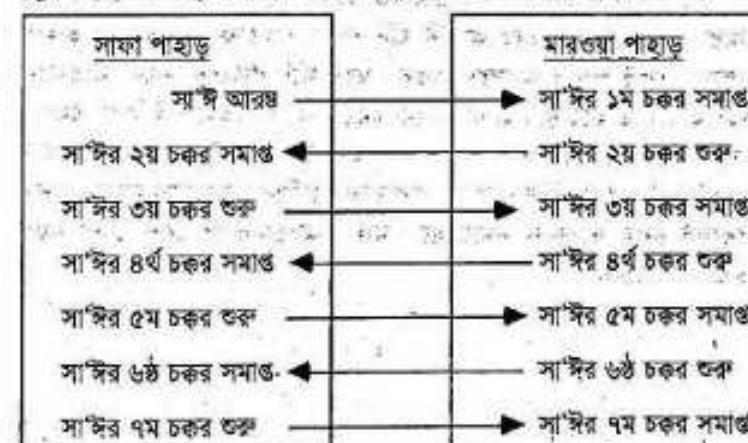
(৪) মারওয়া পাহাড়ের দিকে অহসর : এরপর স্বাতরিক গতিতে নতুনভাবে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলতে থাকুন। মুখে বিভিন্ন দু'আ, দরদ, তাসবীহ, তাহলীল এবং গভীর আত্মিকতার সাথে আগ্রাহের একত্ববাদ ও আগ্রাহের প্রশংসা করে মনের মত করে দু'আ করতে করতে মারওয়া পাহাড়ে পৌছতে হবে। অহন্তি বাংলা ভাষার দু'আ করতে থাকুন। মনে রাখবেন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'আ করুল হব। এভাবে সাফা পাহাড় হতে মারওয়া পর্যন্ত পৌছালে সাঁইর ১ম চক্রের সমাপ্ত হবে।

প্রিয় মা-বোন, সাঁইর মাঝে আপনার ইচ্ছামত দু'আ করবেন। অনেকেই এ সময়ে উত্তেজনার বশে দু'আ করার মত কথাগুলো খুঁজে পান না। তাদের সুবিধার জন্য এ পৃষ্ঠকের 'তাওয়াফ ও সাঁই' নামে আলাদা একটি অধ্যায়ে সাঁইর ৭ বার প্রদক্ষিণ করার জন্য আলাদা আলাদা দু'আ তুলে ধরা হয়েছে। তবে এ দু'আই যে করতে হবে এমন কোন সুনির্দিষ্ট কথা নেই।

(৫) মারওয়া পাহাড় : মারওয়া পাহাড়ের ওপর উঠে কাঁবা দরের দিকে মুখ করে দাঢ়িয়ে ৩ বার আগ্রাহ আকর্বার বলে সাফা পাহাড়ে যেতাবে দু'আ মোনাজাত করুন। এরপর সাঁইর ২য় চক্রের উদ্দেশ্যে মারওয়া হতে সাফা দিকে অগ্রসর হতে হবে। দু'আ-দরদের পড়তে পড়তে এগিয়ে গিয়ে একইভাবে সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে পূর্বের মত দৌড়িয়ে (মহিলাদের দৌড়াতে হবে না) এবং আগ্রাহের একত্ববাদের ঘোষণা করে সাফা পাহাড়ে পৌছালে সাঁইর ২য় চক্রে শেষ হবে।

(৬) সাঁই সমাপ্ত : পুনরায় সাফা পাহাড়ে পূর্বের নিয়মে দু'আ মোনাজাত ইত্যাদি করে সাঁই তুর করে মারওয়া পাহাড়ে পৌছালে সাঁইর ৩য় চক্রে সমাপ্ত হবে একই নিয়মে সাঁইতে ৭ বার চক্র দিতে হবে। সাঁইর সপ্তম চক্রে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে শেষ হবে। অর্ধাং সাফা পাহাড়ে সাঁই আরষ করতে হবে। মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে সাঁইর ৬য় চক্রের শেষ হবে।

(৭) সাফা পাহাড়ে-সাঁই আরষ এবং মারওয়া পাহাড়ে-সাঁই সমাপ্ত নিম্নে দেখানো হলো :



১৬. দু'আ মোনাজাত : সাঁইর সপ্তম চক্রে শেষ করে মারওয়া পাহাড়ে বসে অথবা দাঢ়িয়ে কাঁবা শরীফের দিকে মুখ করে আগ্রাহের নিকট শুকরিয়া আদায় করে মনের মত দু'আ মোনাজাত করে সাঁই সমাপ্ত করতে হবে।

১৭. দুই রাকায়াত নামায আদায় : যাকবহ সময় না হলে সাঁই সমাধি করে আল-হারামে শুকরিয়া আদায় করে দুই রাকায়াত নামায পড়া মুস্তাহব ।

১৮. মাথা মুগ্ন/চুল ছেট করা : সাঁই শেষ করে পূর্ণস্থগণ তাদের মাথা মুগ্ন করবেন অথবা তাদের চুল একেবারে ছেট করে কেটে/ছেটে ফেলবেন। মাথা মুগ্ন ও চুল একেবারে ছেট করে ছাঁটা দুটিই পূর্ণস্থদের জন্য জায়েয়। তবে মাথা মুগ্ন করাই উচ্চ। মহিলাদের জন্য তাদের চুলের আগা থেকে সামান্য পরিমাণ আঙুলের এককড়া চুল কেটে ফেলতে হবে। মাথা মুগ্ন করা মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ (Forbidden) ।

১৯. উমরা সমান্ত : মাথা মুগ্ন বা চুল কাটা বা ছাঁটার পর উমরা সমান্ত হবে। এ সময় ইহুম খুলে হালাল হবে যেতে হবে। এর অর্থ হলো ইহুম অবস্থায় যে কাজগুলো করা নিষিদ্ধ রাখা হয়েছিল তা আর প্রয়োজন নয়। স্বাভাবিক পোশাক-পরিষেবা পরে স্বাভাবিক ঝীবন-যাপন করা যাবে। আর্দ্ধাই রাবুল আলাইন-এর দরবারে শুকরিয়া জানাতে হবে যে, তিনি আপনাকে উমরা করার সুযোগ নাল করেছেন এবং আপনার সৃষ্টিকর্ত্তর নিদেশিত পথে বাঁকি ঝীবন পরিচালনার জন্য তাঁর কাছে নিমতি জানাতে হবে।

২০. নফল তাওয়াফ : ওগৱে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আপনি যত্নে যত্নের সঙ্গে উমরা করতে পারেন এবং আপনি যদি নফল তাওয়াফ করতে চান তাহলে ওগৱের একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। তবে মনে রাখবেন, নফল তাওয়াফে ইহুম বাঁধতে হবে না। এ তাওয়াফে রমল নাই, ইজতিবা নাই এবং এমনকি নফল তাওয়াফে সাঁই করতে হব না। ওধুমাত্র নিষিদ্ধ করে ওগৱের নিয়মে কাঁবায় ষ বার প্রদক্ষিণ করে দুই রাকায়াত ওয়াজিবুত-তাওয়াফ নামায আদায় করলেই নফল তাওয়াফ সমান্ত হয়। মুকায় অবস্থানকাসে বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করবেন।



মুকায় প্রবেশ ও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ

“হ্যরত মোহাম্মদ (সা) যেভাবে হজ করেছেন” জাবের (রা)-এর বর্ণনার অর্থ হতে উন্ডত—

আররা হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর সাথে বায়তুল্লাহ এসে পৌছলাম। সমর্পণ হিল বিলহজ্জের চার তারিখ ভোরবেলা।

নবী করিম (সা) মসজিদের দরজার সামনে এলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উট বসালেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন।

তিনি হজারে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন।
এরপর তিনি তাঁর ভান দিকে চললেন।

অতঃপর তিনি তিন চক্রে রমল করতে করতে হজারে আসওয়াদের কাছে আসলেন। আর চতুর্থ চক্রে স্বাভাবিকভাবে ইটলেন।

এরপর মাকামে ইবরাহীম (আ)-এ পৌছে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

وَأَنْذِنْدُرْ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلِيٍّ

উক্তারণ : গ্যালাথিয়ু মিম মাকাম ইবরাহীম মুসলিম।

অর্থ : তিনি উক্তহরে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন যাতে লোকেরা তাঁতে পায়।

এরপর মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ এর মাঝখালে নেবে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করলেন।

তিনি এ দু'রাকায়াত সালাতে সূরা কাফিলুন ও সূরা ইবলাস পড়েছিলেন।

এরপর হ্যরত মোহাম্মদ (সা) যমায়মের কাছে গিয়ে যমায়মের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় তাঙলেন।

এরপর তিনি হজারে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তা স্পর্শ করলেন।

নবী করিম (সা) তারপর সাফা দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গেলেন। সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পাঠ করলেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْدَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ أَبْلَغَ بِسْمِ اللَّهِ يَه

অর্থ : নিচিহ্নিত সাফা ও মার্দাহ মিদর্সিসমূহের অন্যতম। আর্দ্ধাই যা দিয়ে তরু করেছেন, আর্দ্ধ তা দিয়ে শুরু করছি।

অতঃপর তিনি কিবলায়ী হয়ে আগ্রাহী একভবাদ, বড়ু ও অশংসনার ঘোষণা দিয়ে বলালেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ
وَتَصَرَّفَ عَنْهُ وَفَزَعَ الْأَخْرَابَ
وَحْدَهُ

অতঃপর এর মাঝে তিনি দু'আ করলেন এবং এইপ তিনবার পাঠ করলেন।

অতঃপর সাফা পাহাড়ে যা করেছিলেন মারওয়া পাহাড়েও তাই করলেন।

এরপর নবী করিম (সা)-এর নির্দেশে নবী করিম (সা) ও যাদের সাথে হাদী ছিল তারা ছাড়া সবাই হালাল হয়ে গেল এবং চুল ছোট করল।

অতঃপর যখন তারবিয়া দিবস (ফিলহজ্জের অটি তারিখ) হলো, তখন তারা তাঁদের আবাসস্থল বাতছা থেকে হজের ইহরাম দেখে মিল অভিমুখে রওয়ানা হলেন। —



তাওয়াফ ও সাঁচী

প্রিয় পাঠক! উমরা অধ্যায়ে তাওয়াফ ও সাঁচী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তা সম্বেদ এ অধ্যায়ে তাওয়াফ ও সাঁচী সম্পর্কে বিজ্ঞাপিত লিখা হয়েছে। এমনকি তাওয়াফ এর প্রতিটি চক্রের সময়ে কর্মীয়সহ বিভিন্ন দু'আ তুলে ধরা হয়েছে। যদিও তাওয়াফের প্রতিটি চক্রের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় দেখেছি, পবিত্র কাঁবা ধরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মা-বোন আবেগ-আপুত হয়ে পড়েন। তারা সেখানে তাওয়াফের সময় সঠিকভাবে দু'আ-দর্শন মনে করতে পারেন না। এছাড়া কিছু কিছু মা-বোনকে দেখেছি তারা তাঁদের স্বামী, পিতা, ভাই বা মাহরাম এর উপর এমনভাবে নির্ভরশীল ধাকেন যে, মাহরাম সামনে থেকে যে দু'আ করতে ধাকেন পিছনে থাকা মা-বোনেরা ও সেই দু'আ শব্দে সেটা বলার চেষ্টা করেন। এতে প্রচণ্ড ভিত্তি আর বেশী মানুষের কোলাহলে মাহরাম এর উচ্চারণ করেন, অনেক সময় অনেক শব্দে (Word) ছুটে যায়। এতে করে দু'আ'র অর্থও পরিবর্তন হয়ে দু'আ সহীহ বা সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য প্রত্যেক মা-বোন যেন নিজেরা নিজেদের মত করে তাওয়াফ ও সাঁচীর প্রতিটি চক্রে দু'আ করতে পারেন বা তাঁদের সহায়ক হতে পারে বিবেচনায় এই অধ্যায়ে তাওয়াফ এর সাত চক্র এবং সাঁচীর সাতবার প্রদর্শনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে আরবীতে, বাংলায় উচ্চারণ এবং অর্থসহ দু'আ সংগ্রহ করে তুলে ধরা হলো।

আমাদের প্রাম-গঞ্জের অনেক মা-বোন বাংলা পড়তে না জানলেও আরবী পড়তে জানেন, তাঁরা আরবীতে দু'আ করতে পারবেন। অনেকে আরবী জানেন না, তাঁরা 'বাংলায় উচ্চারণ' ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে শুধু বাংলা ভাষাত তাঁর মনের আকৃতি তুলে ধরতে বেশী সাহস্রা বেখ করেন, তাঁরা শুধু অর্থ পড়ে মহান আগ্রাহের দরবারে প্রার্থনা জানাতে পারেন। আমি বার বার আমার মা-বোনকে শরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাওয়াফ এবং সাঁচীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ

নেই। কাজেই এখানে যে দু'আগুলি উচ্চেষ্ট করা হয়েছে তা কেবল আপনাদের সহায়তা করার জন্য। কাজেই আপনারা সেগুলো পড়তে পারেন-এর পাশাপাশি নিচের মত করে আপনাদের হনের ইস্লাম ব্যক্ত করে আঢ়াহুর দরবারে প্রার্থনা এবং দু'আ করুন। দু'আ করুনের জন্য বিশেষ স্থান ও সময় হলো তাওয়াফ, যুক্তামে ইস্রাহীম, দুলতায়াম ও সাঁষ্ঠি করার সময়গুলো।

কাজেই প্রিয় মা-বোনেরা, ফর্মালতের এই সময়গুলো কাজে লাগানোর জন্য অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজে পড়ুন, জানুন এবং নিচে উল্লিখিত পদ্ধতি কাজে লাগান। তাওয়াফ ও সাঁষ্ঠির জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ না থাকলেও আপনাদের সহায়তা করার জন্য আমার এ প্রচেষ্টাকে রহান আঢ়াহু তা'আলা ফলপ্রসূ করুন। আমিন!

তাওয়াফ শুরু

১.১ প্রস্তুতি : তাওয়াফ করার সহিয়ে ইহরামের যে চান্দর পরা থাকে তা ডান বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দিতে হয়। অর্থাৎ ডান কাঁধ কাপড় বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহরামের কাপড়ে ঢাকা থাকবে। একপ্রকার নাম ইজতিবা। তাওয়াফ করার সময় ইজতিবা করা সুন্নত। তবে নমফল তাওয়াফে ইজতিবা নেই।

প্রিয় মা-বোনেরা, মনে রাখবেন মহিলাদের জন্য তাওয়াফের সময় কোন ইজতিবা নেই।

১.২ তাওয়াফের জন্য শুরু থাকতেই হবে।

১.৩ তাওয়াফ আরম্ভ করার স্থান-কা'বা ঘরের যে কোণায় হাজরে আসওয়াদ আছে (সবুজ লাইট ছালানো থাকবে) সেখান থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতে হবে।

১.৪ হাজরে আসওয়াদ-কা'বা ঘরের সামনে হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) এর বরাবর এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন হাজরে আসওয়াদ আপনার বাম দিকে থাকে। এ স্থানটি প্রদর্শনে আপনাকে সাহায্য করবে উপরে সবুজ বাতি অথবা নিচে মেঝেতে কালো দাগ করা। এই চিহ্নটি আপনার সম্মুখে থাকবে। এখানে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করা ছাড়াই আপনি উমরার তাওয়াফ বা আঢ়াহুর ঘর প্রদক্ষিণের জন্য নিয়ত করুন।

১.৫ নিয়ত

اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْبَدَ طَوَافَ بِيْتِكَ الْعَرْكَمْ سَبْعَةَ اشْرَاقٍ فَسَرَّهُ لِي وَتَقْبَلَهُ مِنِّي

উচ্চারণ : আঢ়াহু ইস্লাম তাওয়াফ বায়তিকাল হরামে সাব'আলা আশওয়াতিম ফা-ইরাসমিরহ লী ওয়াতাকাবাল-হু মিন্নি।

অর্থ : হে আঢ়াহু! আমি আপনার এই পরিত্র গৃহ ৭ বার প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুন করে দিন।

১.৬ নিয়তের পর অত্যন্ত আদব-কারনা ও ন্যাতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিচের দু'আ পড়বেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اسْتَأْتِنْ بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكَتَابِكَ وَوَقًا بِعِهْدِكَ وَإِنْ شَاءَ لِتُسْتَبِّنَ وَخَبِيبِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহি আঢ়াহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাহু আঢ়াহু ওয়াতাহু আকবার। ওয়াতাহুল্লাহু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আঢ়াহু ইমা-নান বিকা ওয়া তাসদিকান বি-কিতাবিকা ওয়া ওয়াকাফা-আন বিজাহদিকা ওয়াতিবাঞ্চান লিসুন্নাতি নবিয়িকা ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থ : আঢ়াহুর নামে তাওয়াফ আরম্ভ করছি। আঢ়াহু সর্বশ্রেষ্ঠ! আঢ়াহু ব্যক্তিত আর কেম মাঝুদ নেই। আঢ়াহু সর্বশ্রেষ্ঠ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে দরবদ পড়ছি। হে আঢ়াহু! আপনার উপর দিমান এনে, আপনার কিতাবের উপর বিশ্বাস রেখে, আপনার সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদা পালনবার্তে আপনার প্রিয় নবী ও হাবীব হস্তত মুহাম্মদ (সা)-এর তরীকা অনুসরণ করে আমি এ কাজ করছি।

দ্রষ্টব্য : প্রিয় মা-বোনেরা, তাওয়াফের অবস্থায় হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া বা ইশারা করা ব্যক্তিত তাওয়াফ করাকালীন কা'বা শরীফ এর দিকে যুক্ত করে বা পিছন ফিরে দাঁড়ানো থাবে না। অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাওয়াফ করা ঠিক নয়।

১.৭ নিয়তসহ তাওয়াফের বিভিন্ন চক্রের নিয়মাবলী

নবী করিম (সা)-এর অনুসরণে কা'বা ঘর সাত চক্র বা প্রদক্ষিণ এর

মাধ্যমে তাওয়াহ করবেন। তিনবার দ্রুত গতিতে অর্থাৎ রসল করে এবং চার বার স্বাভাবিক গতিতে চলবেন (বুখারী)।

প্রিয় মা-বোনেরা, মহিলাদের জন্য তাওয়াফের ৭ চকরেই স্বাভাবিক গতিতে চলতে হবে।

১.৮ তাওয়াফের স্থানে কাঁবা ঘরের এক কোণে হজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর নামক এক খও দেহেতি পাথর রয়েছে। এই পাথরের কোনাকুনি ভানদিক বরাবর ঢোকে পড়ার সত্ত সবুজবাতি আছে - সেই বাতি বা স্থান হতে আরও করে আপনার হাত হজরে আসওয়াদ এর দিকে উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“বিসব্লাই আল্লাহ আকবার, ওয়া শিল্পালি হামদ” তাকবির বলে হজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে তাওয়াহ শুরু করুন। তৎক্ষণিকভাবে বা একই সঙ্গে তাওয়াফের প্রতি চকরের উপরে নিচের দু'আ বলে তাওয়াহ শুরু করুন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْكَلْمَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إِلَهُ
إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইলাজ্জাহ ওয়া শারী-কা লাহ, লাহল মৃগকু ওয়াশাহল হামদু ওয়া হয়া আলা কুলি শাইয়্যিল কাদীর। সুবহান আল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইলাজ্জাহ ওয়াল আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাশ্বল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসসালাম। আল্লাহয়া সিমান বিকা ওয়া তাসদীকান বি কিতাবিকা ওয়া-ওয়াফাআন বিজাহদিকা ওয়া ইতিবাআন লিসুল্লাতি নাবিয়িকা ও হাবীবিকা সারিয়দিন মুহাম্মদিন সাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সালাম। আল্লাহয়া ইন্নি আসআলুকুল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল মুরাফাতান দা-ইমাতা, ফীদ দীনি ওয়াদনুইয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়ালফাওয়া বিলজাহারাতি ওয়ালন্নাজাতা বিনান নার।

অর্থ : আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং সমগ্র প্রশংসা আল্লাহয়াই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কেন মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া তাল কাজ করারও কোন ক্ষমতা নাই এবং মূল হতে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নাই। অবারিত শাতি ও দয়ার ধারা প্রবাহিত হোক আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ! আমি আপনাকেই মা'বুদ শীকার করছি এবং আপনাকেই সত্ত জেনেছি এবং আপনার কিতাবকে সত্ত বলে বিশ্বাস করেছি এবং আপনার নবী ও প্রিয় হাবীব আমাদের নেতা হ্যারত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহু আলোচনের সুন্নতের তাবেদারী করে আপনার

প্রশংসা সেই সত্তারই। পবিত্রতা সেই আল্লাহর যিনি মহান। ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই মহান আল্লাহর নিকট, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরহৃষী ও চিরশ্রীর এবং আমরা তাঁরই নিকটে তওবা করছি।

২. তাওয়াফের ১ম চকর

* তাওয়াফের সময় ডান মোড়ে চলতে চলতে পড়বেন-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ وَتَصْدِيقًا بِكَتَابِكَ وَرَفِقًا بِعِينِكَ وَأَتَبْعَادُ لِسْتَةَ نَبِيَّكَ
وَحِبِّبِكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ
الغُفْرَانَ وَالعَافِيَةَ وَالسُّعَادَةَ الدَّائِنَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالغُرْزَ بِالجَنَّةِ
وَالنُّجْعَةَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইলাজ্জাহ ওয়াল আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাশ্বল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসসালাম। আল্লাহয়া সিমান বিকা ওয়া তাসদীকান বি কিতাবিকা ওয়া-ওয়াফাআন বিজাহদিকা ওয়া ইতিবাআন লিসুল্লাতি নাবিয়িকা ও হাবীবিকা সারিয়দিন মুহাম্মদিন সাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সালাম। আল্লাহয়া ইন্নি আসআলুকুল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল মুরাফাতান দা-ইমাতা, ফীদ দীনি ওয়াদনুইয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়ালফাওয়া বিলজাহারাতি ওয়ালন্নাজাতা বিনান নার।

অর্থ : আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং সমগ্র প্রশংসা আল্লাহয়াই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কেন মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া তাল কাজ করারও কোন ক্ষমতা নাই এবং মূল হতে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নাই। অবারিত শাতি ও দয়ার ধারা প্রবাহিত হোক আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ! আমি আপনাকেই মা'বুদ শীকার করছি এবং আপনাকেই সত্ত জেনেছি এবং আপনার কিতাবকে সত্ত বলে বিশ্বাস করেছি এবং আপনার নবী ও প্রিয় হাবীব আমাদের নেতা হ্যারত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহু আলোচনের সুন্নতের তাবেদারী করে আপনার

নিকট দেওয়া ওয়াদা পালন করেছি। হে আল্লাহ! আপনার ফরার সবজা আমার জন্য সর্বনা খোলা রাখুন এবং দুনিয়া ও আধিবাতে আমাকে কল্যাণ দান করুন। বেহেশত দান করে আমাকে সাফল্য প্রদান করুন এবং জাহান্নামের আগুন হতে আমাকে রক্ষা করুন।

২.১ এরপর নিজের মনের ঘত করে দু'আ করুন।

২.২ কৃকনে ইয়ামানী- কাঁবা ঘরের তিন কোনা ঘুরে আসার পর আপনি চতুর্থ কোণায় উপস্থিত হবেন সেটি রোকনে ইয়ামানী নামে পরিচিত। অন্যকথায় কা'বা শরীফের সন্ধিশ-পাঞ্চমের বোনাকে 'রোকনে ইয়ামানী' বলে। রোকনে ইয়ামানীর কাছে এসে সভব হলে দুই হাত দিয়ে অথবা শুধু তান হাত দিয়ে এটি স্পর্শ করা যায়। সভব না হলে ঠেলা-ঠেলি করে স্পর্শ করা জরুরী নয়। রোকনে ইয়ামানীতে চুম্ব দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিয়ে থাকুন। রোকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ এর মধ্যবর্তী স্থানে হাঁটার সময় যেতে যেতে নিয়ে দু'আটি করুন। উল্লেখ্য, এ স্থানে এ দু'আটি হয়েত রাসূল করীম (সা) নিজে পঢ়েছিলেন :

رَبُّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِي عَذَابِ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .

উচ্চারণ : রাব্যানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাজানাতো ও ওয়াফিল আধিবাতি হাজানাতো ও ওয়াকিল আহা-বানবার। ওয়া আল-ফিলানাল জান্নাতা মাইল আবরার। ইয়া অফিয়ু, ইয়া গাফকার, ইয়া রাব্যাল 'আলামীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আধিবাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। আর পৃষ্ঠাবানদের সংগী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপ্রাত্মশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

২.৩ এ দু'আ পড়তে পড়তে হাজারে আসওয়াদ এর কোন বরাবর শোঃহালে এক চকর শেষ হয়।

৩. তাওয়াফের ছিটীয় চকর

হাজারে আসওয়াদের নিকট এসে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে ২য় চকর শুরু করুন।

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتُ يَبْتَلِي وَالْحَرَمَةُ حَرَمَكَ وَالْأَمْنُ أَمْنٌ وَالْعَدْوُ عَدْوٌ وَإِنَّ
عَبْدَكَ وَكَبْنَ عَبْدَكَ - وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ يَلْكُ منَ النَّارِ - لَهُ حَرَمٌ لَحُورُهُ وَشَرِّهُ
عَلَى النَّارِ - اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَرَبِّنَا فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعَصِيَّانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ قَنِّيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্না হাযাল বাইতা বায়তুকা ওয়াল হারামা হারামুকা ওয়াল আম্বনা আম্বনুকা ওয়াল আবদুকা ওয়া আনা আবদুকা ওয়াবনু আবদিকা ওয়া হায়া শাকাম্বুল আ-য়িবিহিকা মিলান নার। ফা-হাররিম লুহমানা ওয়া বাশারাতানা আলান নার। আল্লাহমা হাবিবে ইলাইনাল ইমান ওয়া মাইয়িনহ ফী কুলুবিনা ওয়া কারুরিহ ইলাইনাল কুফুরা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল ইসইয়ানা ওয়াহাজালনা দিনার রাশিদীন। আল্লাহমা কিমী আয়াবাকা ইয়াওয়া তাৰআসু ইবাদাকা। আল্লাহমার যুকনিল জান্নাতা বিগাইরি হিসেব।

অর্থ : হে আল্লাহ! এ দ্বর আপনারই দ্বর। এ হারাম আপনারই হারাম। এর নিরাপত্তা আপনারই প্রদত্ত নিরাপত্তা। বান্দাগণ আপনারই বান্দা। আমিও আপনারই বান্দা এবং আপনার বান্দার সত্ত্ব। দোষবের আগুন হতে আপনার নিকট অশুভ চাঁওয়ার এটাই যে প্রত্যুষ স্থান। অতএব আপনি আমাদের দেহের পোশ্চত ও চর্মকে দোষবের আগমনের প্রতি হারাম করে দিন। হে আল্লাহ! ইমানকে আমাদের নিকট প্রিয়তর করে দিন এবং আমাদের অঙ্গসমূহে একে আকর্ষণীয় করে তুলুন। কুফুরী, অবাদ্যতা ও অপরাধ প্রবণতার প্রতি আমাদের অঙ্গসমূহে ঘৃণার সংস্কার করুন এবং আমাদেরকে সত্য পথের পথিক বানান। হে আল্লাহ! মেলিন আপনি আপনার বান্দাগণকে বিচারের জন্য সমবেত করবেন, সেদিনের শান্তি হতে আমাকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাকে বিনা বিচারে বেহেশত নসীর করুন।

৩.১ এরপর নিজের মনে যে দু'আ করতে ইচ্ছে করে তাই করুন।

৩.২ কৃকনে ইয়ামানীতে সভব হলে ইস্তিলাম অর্বাং হাতে স্পর্শ করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়েবেন

رَبُّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِي عَذَابِ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .

উক্তারণ : রাব্বানা আতিনা ফিল দুনইয়া হাজনাতৌও ওয়াফিল আখিরাতি হাজনাতৌও ওয়াকিনা আধা-বান্দার। ওয়া আদ-খিলনাল জান্নাতা মা 'আল আবরার। ইয়া আবিশু, ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও অবিবাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। আর পুণ্যবালগণের সংগী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপ্রাত্মশালী! হে ফরাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

৩.৩ এভাবে ঘূরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এলে ২য় চক্র শেষ হলো।

৪. তাওয়াকের তৃতীয় চক্র

পূর্বের মত ঘূরে হাজরে আসওয়াদের সামনে এলে পুনরায় উভয় হ্যাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"বিসমিত্রাহী আল্লাহ আকবার, ওয়া সিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে ৩য় চক্র শুরু করুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّكُوكِ وَالشُّرُكِ وَالشُّفَقَانِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ
وَسُوءِ الْمُتَنَرِّ وَالْمُتَنَلِّبِ فِي النَّاسِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ رِضَاكَ
وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُخْطَكَ وَالثَّارِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَّا وَالْمَمَّاتِ

উক্তারণ : আল্লাহমা ইন্নী আউযুবিকা বিনাশ শাক্তি ওয়াশ শিরকি ওয়াশ শিকাকি ওয়ান নিষ্পত্তি ওয়া সু-ইল আখ্লাকি ওয়া সুইল মানবারি ওয়াগ মুন্বালাবি ফিল মালি ওয়াল আহুলি ওয়াল ওয়ালাদি। আল্লাহমা ইন্নী আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতি ওয়া আউযুবিকা ফিল সাখাতিকা ওয়াল্নার। আল্লাহমা ইন্নী আউযুবিকা ফিল ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আউযুবিকা ফিল ফিতনাতিল মাহুইয়া ওয়াল মায়াতি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার দৈবানের মধ্যে সংশয়-সঙ্গেহ, শিরকী, বিতেন-বিত্তিন্তা, নিষ্পত্তি, চরিত্রঝঠতা, বদচরিত, কুস্তি ও মন্দ মৃশ দর্শন এবং বাড়ি হিসেবে আমার ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন, সন্তানদির বিনাশ দর্শন হতে আপনার দরবারে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আপনার স্বৃষ্টি এবং বেহেশ্তই

আপনার কাছে কাম। আপনার অস্তুষ্টি এবং জাহান্নামের জাতিন হতে আপনার দরবারে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! করবের মহাপ্রীকা এবং জীবন ও মৃত্যুর যাবতীয় বিপর্যয় হতে আপনার দরবারে আশ্রয় চাই।

৪.১ এরপর নিজের মন যা চায় সে দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৪.২ কর্কনে ইয়ামানীতে সঞ্চ হলে ইতিলাম অর্থাৎ হাতে স্পর্শ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন।

**رَبِّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنٌ وَقُنْدَنَ عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِنَا
الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَنَّامُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ**

উক্তারণ : রাব্বানা আতিনা ফিল দুনইয়া হাজনাতৌও ওয়াফিল আখিরাতি হাজনাতৌও ওয়াকিনা আধা-বান্দার। ওয়া আদ-খিলনাল জান্নাতা মা 'আল আবরার। ইয়া আবিশু, ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও অবিবাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। আর পুণ্যবালগণের সংগী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপ্রাত্মশালী! হে ফরাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

৪.৩ এভাবে ঘূরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এলে ৩য় চক্র শেষ হলো।

৫. তাওয়াকের চতুর্থ চক্র

পূর্বের মত ঘূরে হাজরে আসওয়াদের সামনে এলে পুনরায় উভয় হ্যাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"বিসমিত্রাহী আল্লাহ আকবার, ওয়া সিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে ৪র্থ চক্র শুরু করুন।

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مُبَرُّورًا وَسَعْيًا شَكْرُرًا وَذَبْتَ مُغْفِرًا وَعَلَى صَالِحِنَ
وَتَحْمَارَةً لَنْ تَبُورَ بِإِيمَانِكَ مَا فِي الصُّدُورِ وَأَخْرِجْنِي بِإِيمَانِكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ مُؤْجَبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَمَاتِ مُغْفِرَتِكَ وَالسُّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
الْمُرْ وَالْغَنِيمَةِ مِنْ كُلِّ بَرِّ وَالْقَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاءَةِ مِنَ النَّارِ رَبِّ قَنْعَنِي بِمَا
رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَخَفَ عَلَى كُلِّ غَانِبَةِ لَيْ مِنْكَ بَعْثِيرِ

উচ্চারণ : আল্লাহমাজ আগৃহ হাজন্ম মাবকরান ওয়া সা-ইয়ান্ মাখফুরান
ওয়া যাম্বোন্ মাগফুরান ওয়া আমালান্ সালিহান ওয়া তিজারাতাল লান্তাবুরা।
ইয়া আলিমা মা ফিস্মুদুর, ওয়া আখরিজীনী ইয়া আল্লাহ মিনায় ফুলুমাতি ইলান্
নূর। আল্লাহমা ইন্নী স্লাস্তালুকা মুজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আশা-ইমা
মাগফিরাতিকা ওয়াসু সালামাতা মিন কুর্তি ইসমিন্ ওহাল গানীমাতা মিন কুর্তি
বিরবি ওয়াল ফাওয়া বিলুজ্জানুতি ওয়ান নাজাতা ইলান্ নার। রাবিক কান্নীবী
বিমা রাযাক্তানী ওয়া বারিক সী ফী মা আ'তাইতানী ওয়াখ্লুফ আজা কুষ্টি
গা-ইবাতিলু লী মিন্কা বিখ্যার।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার এ হজ্জকে মক্কুল হজ্জ বানিয়ে দিন। আমাকে এ
প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য করে দিন। আমার গুনাহুর্ণি মাফ করে দিন। সহকর্মসম্মু
ক্রুল করে দিন এবং আমার ব্যবসাকে ক্ষতিহীন ব্যবসাতে পরিণত করুন। হে
অন্তর্যামি! হে আল্লাহ! আমাকে (গুরুত্বাত্ত্ব) অভক্তির হতে বের করে (হিদায়েতের)
আলোকে আঙোকোজ্জ্বল করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে রহমত ও
মাগফিরাতের উপকরণ চাই। সকল প্রকার গুনাহ হতে বাঁচার এবং সর্বপ্রকার
নেকী হতে উপর্যুক্ত হওয়ার ভাওয়াক আমি আপনার দরবারে চাই। জান্নাত
লাভের সাফল্য এবং সৌহাগ্য হতে মুক্তির দরবাতে পেশ করছি। হে প্রত্যয়ারদিগার!
আপনি যে রিযিক আবাকে দান করেছেন, তাতেই আমাকে তৎ ও সহৃষ্ট রাখুন
এবং আপনার প্রদত্ত নিয়ামতরাজিতে আমাকে বরকত দিন। আমার সব অপূর্ণতাকে
কল্যাণভারা পূর্ণ করে দিন।

৫.১ এরপর মন যা চায় সে দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৫.২ কমনে ইয়াবানীতে সংবর হলে ইত্তিলাম অর্থাৎ হাতে শ্পর্শ করে হাজরে
আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন।

رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّفِي عَذَابِ النَّارِ وَأَدْخِنَا
الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

উচ্চারণ : রাববানা অতিলা ফিদ দুনইয়া হাছনাতীও ওয়াকিল আখিরাতি
হাছনাতীও ওয়াকিনা আবা-বানবার। ওয়া আল-ইলানল জান্নাতা মা'আল আববার।
ইয়া আবিয়ু, ইয়া গাফুরাল, ইয়া রাববাল 'আলামীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে কথ্যাত
দান করুন, জাহন্মাদের শান্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান, আর পুণ্যবানগণের

সংগী করে আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহা পরাত্মশালী! হে ক্ষমাশীল!
হে বিশ্ব প্রতিপালক!

৫.৩ এভাবে শুরু হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এলে চার চক্র শেষ
হলো।

৬. তাওয়াফের পঞ্চম চক্র

পূর্বের যত শুরু হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহ আববার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ" বলে ঘথানিয়মে
৫য় চক্রের উপর করুন।

اللَّهُمَّ اظْلِنِنِي تَحْتَ طَلْ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا طَلْ إِلَّا طَلْكَ وَلَا يَأْقِسَ إِلَّا وَجْهُكَ
وَاسْقِنِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكَ هَبَبَتِيَّ
لَا أَطْسَأَ بَعْدَهَا إِلَّا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتَكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْعَادَكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ الْجَنَّةَ وَتَعْبِعُهَا وَمَا يُقْرِبُنِي إِلَيْهَا مِنْ
قُولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا يُقْرِبُنِي إِلَيْهَا مِنْ قُولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ
عَمَلٍ.

উচ্চারণ : আল্লাহমা আবিলানী ভাসুন্তা দিল্লি আবশিকা ইয়াওয়া লা বিল্লা
ইয়া বিল্লুকা, ওয়া লা বাকিস্বা ইয়া ওয়াজ্জুকা, ওয়াশকিনী মিন হাওবি নাবিয়ুকা
সার্যানিনা মুহাম্মদিন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামা
শারবাতানু হানীআতামু মারীআতান লা আয়মাত বাঁদাহা আবাদান। আল্লাহমা
ইন্নী আস্তালুকা মিন খারবি মা সাআলাকা মিন্হ নাবিয়ুকা সার্যানু মুহাম্মদুন
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম। আল্লাহমা ইন্নী আস্তালুতালু জান্নাতা ওয়া
না'সিমাহ ওয়ামা ইউকদ্রিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিন্ আও ফিলিন আও আমালিন
ওয়া আউযুবিকা মিনামার, ওয়ামা ইউকাবুরিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিন আও
ফিলিন, আও আমালিন।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমাকে এই দিন আপনার আরশের মীচে ছায়া দান করবেন, যে দিন আপনার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং আপনি ছাড়া কেউ তিকে থাকতে পারবে না। আমাকে আপনার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা)-এর হাউথ হতে সেই পানীয় পান করান, যে পানীয় পান করার পর আর কখনও আমি পিপাসার্ত হব না। হে আল্লাহ ! আপনার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা) আপনার কাছে যেসব কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছিলেন, আমিও সেগুলো আপনার নিকট চাহি এবং যে অকল্যাণ হতে আপনার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা) আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেগুলো হতে আমিও আপনার কাছে আশ্রয় চাহি। হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে বেহেশত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং বেহেশতের নিকটবর্তী করতে পারে এমন কথা, কাজ ও আমলের ভাষ্টিক চাহি এবং দোষের হতে এবং দোষের নিকটবর্তী ক্ষতিতে পারে এমন কথা, কাজ ও আমল হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।

৬.১ এরপর নিজের হত করে ইজ্যামত দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৬.২ রুকনে ইয়ামানীতে সভ্ব হলে ইতিলাম অর্থাৎ হাতে শ্পর্শ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন।

رَسَّأْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقُنَّا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخَلْنَا
الجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُنَا غَنَّارُنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

উচ্চারণ : রাকবানা আতিনা হিসে দুনইয়া হাজনাতো ও ওয়াফিল আবিরাতি হাজনাতো ও গুরাকিন আবা-বানলার। ওয়া আব-ফিলাল জান্নতা মাঝে আবেরার। ইয়া আবিষ্যু, ইয়া গাফফাক, ইয়া রাকবাল 'আলামীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক ! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহনামের শাস্তি হতে আমাদের বাঁচান, আর পুণ্যবানগণের সংগী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপরাক্রমশক্তি ! হে ক্ষমাশীল ! হে বিশ্ব প্রতিপালক !

৬.৩ এভাবে ঘুরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এসে এই চৰুর শেষ হলো।

৭. তাওয়াফের বৃষ্ট চৰুর

পূর্বের হত ঘুরে হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে ৬ষ্ঠ চৰুর তৃতীয় করুন।

اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَىٰ حُقُوقِنَا كَثِيرَةٌ فَبِنَا بَيْنَ وَتِينَكَ وَحُقُوقُنَا كَثِيرَةٌ فِي
نَيْنِي وَبَيْنِ خَلْقِنَا . اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَنَا مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِنِي وَمَا كَانَ لِخَلْقِنَا
فَغَفِّلْهُ عَنِّي وَأَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَطَاعَنِكَ عَنْ مُعْصِيْكَ وَفَضَّلْكَ
عَنْ مَنْ سُوَّلَ يَا وَاسِعَ النَّعْفَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي بِسْتَكَ عَظِيمٌ وَوَجْهُكَ كَرِيمٌ وَأَنْتَ يَا
اللَّهُ حَلِيمٌ كَرِيمٌ عَظِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ قَاعِدٌ عَنِّي .

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্না লাকা আলাইয়া হুকুকান কাসীরাতানু ফীমা বাইনী ওয়া বাইনাকা ওয়া হুকুকান কাসীরাতানু ফীমা বাইনী ওয়া বাইনা খাল্কিক। আল্লাহমা মা কানা লাকা মিন্হা ফাগুফিরহ লী ওয়ামা কানা লি খাল্কিকা ফাতাহাসালহ আরী, ওয়া আগন্নিনী বিহ্যালালিকা আন হারামিক ওয়া বিতা'আতিকা আম মাসিয়াতিকা ওয়া বিশাদলিকা আমদানু সিওয়াকা ইয়া ওয়াসিআল মাগফিরাত। আল্লাহমা ইন্না বাইতাকা আবীয়, ওয়া ওয়াজহাকা কারীম। ওয়া আজ্ঞা ইয়া আল্লাহ হাজীমুন কারীমুন আবীম, তুহিফুল আফওয়া ফা'অফুআনী।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমার প্রতি আপনার অর্পিত অনেক হক বা দায়-দায়িত্ব আছে, যা কেবল আপনার-আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আরো অনেক হক বা দায়-দায়িত্ব রয়েছে, যা আপনার সৃষ্টি ও আমার মাকে সীমাবদ্ধ। হে আল্লাহ ! আমার ওপর আপনার যে হক আছে, তা ক্ষমা করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির হকগুলো আদায়ের দায়িত্ব আপনি বহন করুন। আপনার হালাল দ্বারা আপনার হারাম হতে আমাকে হৃত রাখুন। আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে আপনার নাফরমানী হতে বাঁচান। হে মহাক্ষমশীল ! আপনার অন্তর্মান দ্বারা অনেক মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে বাঁচান। হে আল্লাহ ! নিষ্ঠ আপনার দ্বর অতিশয় দর্শনাবান এবং আপনি মহান ও দয়ালু। হে আল্লাহ ! আপনি অতিশয় দয়ালু, সহমনীল ও মহান। আপনি তো ক্ষমা পছন্দ করেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৭.১ এরপর আপন মনে দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৭.২ রুকনে ইয়ামানীতে সভ্ব হলে ইতিলাম অর্থাৎ হাতে শ্পর্শ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন :

رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَمُنَّا عَذَابُ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا
الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَنَّارُ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ .

উকারণ : রাব্বানা আতিনা ফিসদুনইয়া হাজানাত্তি ও ওয়াফিল আখিরাতি হাজানাত্তি ও ওয়াকিনা আয়া-বান্দার। ওয়া আল-বিলাল জান্নাত মা'আল আববার। ইয়া আবিয়ু ইয়া গাফফুরু, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাচান আর পুণ্যবানগণের সঙ্গী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

৭.৩ এভাবে ঘূরে হাজারে আসওয়াদ এর কাছে এলে ৬ষ্ঠ চক্র শেষ হলো।

৮. আওয়াকের সপ্তম চক্র

পূর্বের মত ঘূরে হাজারে আসওয়াদের সাথনে এসে পুনরায় উত্তর হাত উঠিয়ে
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহি আস্ত্রাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে সপ্তম চক্র উচ্চ করুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَيْمَانًا كَامِلًا وَتَبَّأْنَا صَادِقًا وَتَلَّنَا حَاسِبًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا
وَرَزْقًا وَاسِعًا وَكَبْتَأْ خَلَالًا طَبِيبًا وَتَوْبَةً نَصْوَحةً وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عَدَدِ
الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عَنِ الْحِسَابِ وَالْغُورَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاءَ
مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزَ يَا غَنَّارَ رَبِّي زَنْبُقِي عَلَيْنَا وَالْعَفْوُ بِالصَّالِحِينَ .

উকারণ : আস্ত্রাহ ইন্নী আসআলুবা ইয়ানান কামিলান ওয়া ইয়াকীমান সাদিকান ওয়া কুলাবান খাশিজান ওয়া পিসানান যাকিরান ওয়া রিহকান ওয়া সিআন ওয়া কাসবান হালালান্ তায়িবান ওয়া তাওবাতান মাসুহাতান ওয়া তাওবাতান কাবলাল মাওতি ওয়া রাহাতান ইনদাল যাওতি ওয়া মাগফিরাতান ওয়া রাহমাতান বা'দাল মাউত, ওয়াল আফওয়া ইনদাল হিসাবি ওয়ালফাওয়া বিলজান্নাতি ওয়াননজাতান মিনান্নার। বিরাহমাতিকা ইয়া আবিয়ু, ইয়া গাফফুরু, রাকি যিসনী ইলমান ওয়াপহিকী বিসমালীহীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পরিপূর্ণ দুনিয়া, সত্যিকারের বিশ্বাস, ভীত হৃদয়, যিনিতে লিঙ্গ জিহবা, অচল জীবিকা, পরিবা ও হালাল রোজগার, ধৌতি তাওবা, মৃত্যুর পূর্বে তাওবা, মৃত্যুর সময়ে শান্তি, মৃত্যুর পরে ক্ষমা ও দয়া, বিচারের সময়ে মার্জনা, বেহেশতে লাভের মাধ্যমে সাক্ষাৎ ও দোষথ হতে পরিপ্রাপ্ত চাষি। হে মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল! আপনার দয়ায় আমার দু'আ করুন করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমার জান-গরিমা বাড়িরে দিন এবং সংকর্মশীলগণের দলে আমাকে শামিল করুন।

৮.১ এখানে নিজের মত করে দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৮.২. বকনে ইয়ামানিতে সরব হলে ইতিলাম অর্থাৎ হাতে স্পর্শ করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন।

رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَمُنَّا عَذَابُ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا
الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَنَّارُ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ .

উকারণ : রাব্বানা আতিনা ফিস দুনইয়া হাজানাত্তি ও ওয়াফিল আখিরাতি হাজানাত্তি ও ওয়াকিনা আয়া-বান্দার। ওয়া আল-বিলাল জান্নাত মা'আল আববার। ইয়া আবিয়ু, ইয়া গাফফুরু, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাচান। আর পুণ্যবানগণের সঙ্গী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল। হে বিশ্ব প্রতিপালক!

৮.৩ এভাবে ঘূরে হাজারে আসওয়াদ এর কাছে এলে সাত চক্র শেষ হলো।

৯. এই সাত চক্রে বা শাখাতে এক তাওয়াফ হল।

১০. তাওয়াফ সমাপ্ত : ৭ চক্র সমাপ্ত করার পর হাজারে আসওয়াদ এসে ৮ম বারের মত ইতিলাম করে অথবা দুই হাত উচু করে ইশারা করতে হবে। যা সুন্নাতে মুয়াজ্জাদা এবং বলতে হবে—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহি আস্ত্রাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

১১. মুলতায়ামের দু'আ

এরপর সপ্তব হলে মুলতায়াম অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানটুকুতে দাঁড়িয়ে দু'আ করুন। ভিড়ের কারণে যদি মুলতায়ামের

এবং হিতীয় রাকারাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস (কুলহ ওয়াজ্রাহ আহ্মদ) পড়ে নামায শেষ করা যেতে পারে। (মুসলিম)

১২.৪ এ দুই রাকারাতে নামায শেষ করে সেখানে বসেই অথবা দাঢ়িয়ে দু'আ-যোগাজ্ঞত করুন।

১২.৫ রাকারাতে ইত্তাহীমের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سُرُّ وَعْلَانِيَّ قَاتِلِ مَعْذُرِيِّ وَتَعْلَمُ حَاجَيِّ قَاعِطِينِ
سُؤَالِيِّ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِيِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ
ثَلَيْ وَيَقِنَّا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصْبِنِي إِلَّا مَا كُتِبَ لِي وَرِحَانِي مِنْكَ بِمَا
قُسِّتَ لِي أَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوْفِنِي مُسْلِمًا وَالْحَسْنَى بِالصَّالِحِينَ
اللَّهُمَّ لَا تَدْعُنِنَا فِي مَقَامِنَا هَذِهِ ذَبَابَ الْغَنَّرَةِ وَلَا هُمُ الْأَرْجَحَةُ وَلَا حَاجَةُ الْأَ
رْجَحَةِ وَسُرْتَهَا فَيْسِرْ أَمْرُونَا وَأَشْرَخْ صَدْرُونَا وَتَوْزُعْ قُلُوبُنَا وَأَخْتَمْ بِالصَّالِحِينَ
أَعْمَلَنَا اللَّهُمَّ تَوْتِنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَسْنَى بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ حَرَكَى وَلَا مَقْتُونِينَ
أَمِينٌ بِإِلَهِ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى حَبِيبِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ
اجْمَعِينَ

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্নাকা তা'লামু সিরবী ওয়া আলানিয়াতী ফাক্তবিল মা'যিরাতী, ওয়া তা'লামু হাজাতী ফাতিমী সুজালী ওয়া তা'লামু মা ফী নাফ্লী ফাগৃফিরলী হুনুবী। আল্লাহমা ইন্নী আস্বালুকা ইমানাল ইউবাশিরু কাশুবী ওয়া ইয়াকীনান সাদিকান হাতা আ'লামা আল্লাহ জা-ইউসীবুনী ইন্না মা কাতাব্তা লী ওয়া রিদাআয় মিনকা বিমা কাসমাম্তা লী, আবতা ওয়ালিয়াতী ফিদনুনইয়া ওয়াল আখিরাত, তা'ওয়াফ্ফানী মুসলিমান ওয়াল হিক্মী বিসসালিহীল। আল্লাহমা সা তাদা'লানা ফী মাকাবিনা হায়া যানবান ইন্না গাফারতাহ ওয়ালা হাস্থান ইন্না কারেরাজতাহ ওয়ালা হাজাতান ইন্না কাদাইতাহ ওয়া ইয়াসুসারতাহ ফা-ইয়াসুসির উম্রানা ওয়াশরাহ সুদুরানা ওয়া নালিব কুল্বানা ওয়াখতিমু বিসসালিহাতি আ'মালান। আল্লাহমা তা'ওয়াফ্ফান মুসলিমীনা ওয়াপ্রিক্ন বিসসালিহীন গায়রা খায়ায়া ওয়ালা মাকতুনীন, আমীন! ইয়া রাকালু অলায়ীন! ওয়া সাক্তাজ্জাহ আলা হাবীবিহী সায়িদিনা মুহাম্মদিন ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্জমাস্তুন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। সুতরাং আমার গ্রহণ করুল করুন। আপনি আমার চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত, সুতরাং আমার আবেদন করুল করুন, আপনি আমার অন্তরের কথা জানেন, সুতরাং আমার ওলাহসমূহ মোচন করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাহি এমন দিমান-যা আমার অন্তরে স্থান লাভ করবে এবং এমন সাঙ্গা ইয়াকীন-যাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আমার জন্য যা আপনি নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা-ই আমার জীবনে ঘটবে এবং আপনি যা আমার ভাব্যে রেখেছেন, তাতে যেন আমি রাজী থাকতে পারি। ইহকাল ও প্রকালে আপনাই আমার সহায়। আমাকে মুসলিমান হিসাবে হৃত্য দিন এবং আমাকে সৎ কর্মশীলদের সাথী করুন। হে আল্লাহ! এ স্থানে আমার কোন স্থানহীন মাফ না করে, কোন দুপ্তিত্বাই দূর না করে, কোন অভাবই না যিটিতে হাড়বেন না। হে আল্লাহ! আমাদের সকল কাজ সহজ করে দিন। আমাদের অন্তরসমূহকে বিকশিত করুন। আমাদের আত্মসমূহকে নৃত্বাণী করে দিন। নেক আমলের উপর আমাদের মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! মুসলিমানরূপে আমাদের স্থৃত্য দিন। পুণ্যবানদের দলে শামিল করুন। বিনা লাভন্য, বিনা বিস্বাদে যেন আমরা পার হতে পারি। হে বিশ্ব প্রতিপালক! আমাদের দু'আ করুল করুন। আর আল্লাহ তাঁর হাবীব ও আমাদের নেতৃত্ব ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজ্ঞান ও সঙ্গী-সাথী সকলের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

১৩. যমহমে

হযরত রসূলে করীম (সা) যেভাবে হজ করেছেন তাঁর আলোচনায় বলা হয়েছে, “এরপর নবী করীম (সা) যমহমের কাছে গিয়ে যমহমের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় তাললেন (আহমদ)।” কাজেই আপনারা এ পানি পান করবেন এবং মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

১৩.১ কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে এবং দাঢ়িয়ে এ পানি পান করা মুত্তাহব।

১৩.২ যমহমের পানি পান করার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلَى نَافِعًا وَرُزْقًا وَاسْعًا وَشَفَاءً مِنْ كُلِّ دَارَ

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্নী আস্বালুকা ইলমান নাফিজাও ওয়া রিয়কান ওয়ালিজ্জান ওয়া শিফাজ্জান মিন কুণ্ডি দায়ীন।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট ফলপ্রসূ ইলম, বাঞ্ছন জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় প্রার্থনা করছি ।

১৩.৩ প্রতি চুম্বক ঘমবহের পানি পানে বলা যেতে পারে—বিসমিল্লাহি
ওয়াল্লাহিল হামদ ! এরপর

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদ লিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু
আলা রাসুলিল্লাহ ।

অর্থ : আল্লাহর নামে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম রাসুলুল্লাহ
(সা)-এর প্রতি ।

১৪. হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা

ঘমবহের পানি পান করার পর এবং সাঁই করার পূর্বে হাজরে আসওয়াদ এ
১৩ বারের মত ইস্তিলাম করে বা হাত উপরে তুলে ইশারা করে বলতে হবে—

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ” ।

সাঁই করার সময় এটি করা সুন্নত । হযবত হোহামদ (সা) নিজে তা
করেছেন । এরপর ‘সাঁই’ করার উদ্বেশ্যে সাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে
হবে ।

১৫. সাঁই

১৫.১ সাফা পাহাড় হতে সাঁই আরম্ভ ; হসজিদুল হারামের শেষ প্রান্তে
সাফা পাহাড়ের নিকট পৌঁছে পড়বেন—

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَفْرَكِيِّ دُنْوِيِّ رَافِعِيِّ
أَبْرَابَ فَضْلَكَ اللَّهُمَّ أَغْصِنْيَ مِنَ الشَّيْطَانِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসুলিল্লাহ ।
রাখিবগ ফিল্লী ঝুন্দী ওয়াকতাহ লী আব ওয়াবা ফাদশিকা । আল্লাহয় আসিম্বী
মিনাশ শায়তান ।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন । আপনার অনুগ্রহের
সরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দিন । হে আল্লাহ ! শয়তানের কবল হতে আমাকে
ব্রহ্ম করুন ।

১৫.২ সাফা পাহাড়ে অবস্থান : সাফা পাহাড়ের নিকটে শিরে কা’বা শরীফের
দিকে মুখ করে দাঁড়ান এবং নিছত করুন :

নিয়ন্ত : হে আল্লাহ ! আমি সাফা ও মারওয়ার মাঝে ৭ বার সাঁই করার
নিয়ত করলাম । আপনি আমার এ কাজ সহজ করে দিন এবং করুন করুন ।

১৫.৩ সাফা ও মারওয়ার অবস্থান : নবী করিম (সা) তারপর সাফাৰ দরজা
দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গেলেন । সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পাঠ
করলেন ।

إِنَّ الصَّفَا وَالمرْوَةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ إِنَّمَا بَدَا اللَّهُ بِهِ .

উচ্চারণ : ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা’আ-ইলিল্লাহ আবদাউ বিশা
বাদাআল্লাহ বিহী ।

অর্থ : নিষ্ঠ সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিমর্ণিসমূহের অন্যতম । আল্লাহ যা
দিয়ে শুরু করেছেন, তৃতীয়ও তা দিয়ে শুরু কর ।

১৫.৪ অভঃপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার
রোধণা দিয়ে নবী করিম (সা) বলেছিলেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِحُكْمِيَّةِ وَبِسُلْطَنِيَّةِ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَتَصَرَّ عَبْدُهُ وَهُنْ
الْأَجْرَابُ وَحْدَهُ .

অর্থ : আল্লাহ হাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক । তাঁর কোন শরীক নেই ।
রাজতু তাঁরই । প্রশংসাও তাঁর । তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন । আর তিনি সকল
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান । আল্লাহ হাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক । তিনি
তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তকে সাহায্য করেছেন এবং একাই
শক্ত-দলশূলোকে পরাজিত করেছেন ।

অভঃপর এর মাঝে তিনি দু’জা করলেন এবং একুশ তিনবার পাঠ করলেন ।
কাজেই আপনি সেজাবে বসুন

১৫.৫ সাফা পাহাড়ে উঠতে উঠতে পড়বেন

إِنَّ الصَّفَا وَالمرْوَةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ فَنَّ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَصَرَ ذِلْجَنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يُطْرُفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَعَّعَ حَبْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ .

উচ্চারণ : ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা’আ-ইলিল্লাহ ফামান হাজাল
বায়তা আবি’ তামারা ফালা ঝুন্দা আলাইহি আই-ইয়াত তাও-ওয়াফা বিহী,
ওয়া মান তা-তাও-ওয়াআ খায়রান ফা ইন্নাল্লাহ শাকিফুন আলীম ।

অর্থ : নিচ্যই সাধা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনসময়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হে ব্যক্তি বাসতৃপ্তায় হজ্জ কিংবা উমরা করবে এই দু'টির তাৎওয়াফ-এ (সা'ইতে) তার জন্য দোষ নাই, কেউ ব্রেছ্যায় তাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ পূরকারদাতা, সর্বজ্ঞ।

১৫.৬ সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে-

* ও বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে-

* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া সিল্লাহিল হামদ।

* সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ
আকবার। ওয়াল হাওলা, ওয়াল কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজিম।

* অতঃপর আল্লাহর একত্ববাদ, মহৃত্ত ও প্রশংসনার ঘোষণা দিয়ে নিচের
দু'আ ৩ (ভিন্বার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ করবেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَلَّهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَتَعَزَّزُ بِعِذْمَهُ
وَهُوَ أَعْلَمُ
وَهُوَ أَنْتَ الْأَعْلَمُ

উকারণ : লা-ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকালাহ লাহল মূলকু ওয়াল্লাহল
হামদু ইউহীয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হ্যায় আলা কুণ্ডি শাইয়িল কাদির, লা-ইলাহ
ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ আনজায়া ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হায়মাল
আহ্যাবা ওয়াহদাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।
রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসন তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল
বিষয়ের ওপর অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি
তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তবে সাহায্য করেছেন এবং একাই
শক্ত-দলগুলোকে প্রভাস্ত করেছেন।

১৫.৭ সাফা-মারওয়ায় সা'ই করার সময় সবুজ বাতিষ্ঠের মাঝে দ্রুত চলার
সময়ে বলতে হবে-

رَبُّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعْلَمُ الْأَكْرَمُ

উকারণ : রাবিগফির ওয়ারহাম ওয়া আলতাল আ'আফ্যুল আকবার।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে খণ্ড করুন, দয়া করুন। আপনি
মহাপ্রাত্মশীল, মহাস্থানী।

১৫.৮ এরপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে হেঁটে অগ্রসর হতে হবে।

১৫.৯ সা'ইর প্রথম চকরের দু'আ

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيمِ
بِكَرَةً وَأَصْبَلًا وَمِنَ اللَّيلِ قَاسِيًّا جَدًّا وَسَبَّحَ نَبِلًا طَرِيلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
وَتَعَزَّزَ عَبْدَهُ وَقَزْمَ الْأَخْرَابِ وَحَدَّهُ لَا شَيْءٌ قَتَلَهُ وَلَا يُعْنِيهِ وَيُبَشِّرُهُ وَهُوَ حَيٌّ
وَدَائِمٌ لَا يَسُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَالْيَمْنُ التَّصْبِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكْرِمْ وَتَجَاهِزْ عَمَّ تَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ تَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْزَمُ
الْأَكْرَمُ رَبُّ تَعْجَلَنَا مِنَ النَّارِ سَالِمِينَ غَانِمِينَ فَرِحِينَ مُمْتَبِشِينَ مَعَ عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ مَعَ الدَّيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَيْنِ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِيدِينَ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَبِيعُهُمْ ذَلِكَ التَّضَلُّ مِنْ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهِمَا لَا
اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ خَطَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْبُدُهُ وَرُفِقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيمَانًا
مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ وَلَوْ كَثُرَ الْكُفَّارُ

উকারণ : আল্লাহ আকবার কাবীরান ওয়াল হায়দুলিল্লাহি কাসীরা। ওয়া
সুবহানাল্লাহিল অমিয়া ওয়া বিশ্বাদিলিল কামিয়া বুকুরাতান ওয়া আসীরা। ওয়া
মিলাল লাইলি ফাস্জুদ লাহ ওয়া সাববিহু লাইলান তা'বীলা। লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ
ওয়াহদাহ আনজায়া ওয়াদাহ ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হায়মাল আহ্যাবা
ওয়াহদাহ লা শাইয়া কাব্লাহ ওয়া লা বাদাহ ইউহীয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হ্যায়
হাইয়ুন দাহিমুন লা ইয়ামুতু বিশ্বাদিলিল খারাম ওয়া ইলাইহিল মাসীর, ওয়া হ্যায়
আলা কুণ্ডি শাইয়িল কাদির। রাবিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকারয়াম ওয়া
তাজাওয়াজ 'আমা তা'লামু ইল্লাকাল্লাহ, তা'লামু মালা না'লাম ইন্নাকা আন্তাল
আ'আফ্যুল আকবার। রাবির নাজাজিনা মিনান্নারি সামিমীনা, গা-নিয়ীনা, ফরিহীনা,
মুসতাবশিরীনা মাজা ইবাদিকাস সালিহীনা মা'আলায়ীনা আমআমাল্লাহ আলাইহিম
মিনান্নাবিহীনা ওয়াস সিদ্বিকীনা ত্বয়শু তহান-ই ওয়াসু সালিহীন। ওয়া হাসুনা
উলায়িকা রাফীকা। যালিকাল ফাদ্দু ফিলাল্লাহি ওয়াকাফা বিল্লাহি আলীম। লা
ইলাহ ইল্লাল্লাহ হাককান হাককা, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তা আববুদাহ ওয়া রিক্কা,
লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়ালা না'লুম ইল্লা ইয়াহ মুখলিসীনা লাহদীন ওয়া লাও
কাতিল কাহিল।

অর্থ : আল্লাহ অভি মহান! আর অগণিত প্রশংসন তাঁরই প্রাপ্তি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করছি, দয়াল আল্লাহর প্রশংসন বর্ণনা করি স্বকল ও সক্ষয়। (হে মানব) রাতের কোন সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সিজ্জদা কর। আর দীর্ঘ রাত ধরে পবিত্রতা বয়ান কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি অধিত্তীয় (অভিতে) তাঁর বাসা (মুহস্বল সা)-কে সাহায্য করেছেন আর একাই তিনি প্রার্থিত করেছেন কাফিরদের দলগতিকে। তিনি অনাদি, অনস্ত, তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঝীব, অক্ষয়, অমর, তিনি কল্যাণময়, কিরে যেতে হবে তাঁরই নিকট সকলকে। আর সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। শুধু! ক্ষমা করুন, দয়া করুন, গুণাত্ম মাফ করুন, অনুগ্রহ করুন, আর আপনি যা জানেন, তা মার্জনা করুন। হে আল্লাহ! আপনি সবই জানেন, যা আমরা জানি না তাও জানেন, আপনিই মহান ও স্বাভাবিত। হে আল্লাহ! দোহর হতে আমাদেরকে বাঁচান। আমাদেরকে নিরাপদ, সফলকাম, আনন্দময় রাখুন, আপনার নেক বাসাদের সাথে এবং আপনার নিহামত প্রাণগত অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্ধীকগণ, শহীদন আর অন্যান্য নেক বাসার সঙ্গে, তাঁরাই হজেন উত্তম বৃক্ষ; এ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ বৃক্ষ তাল করেছে জানেন। সত্য মনে বলছি, উপাস্য একবার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, নেই কোন উপাস্য, আল্লাহ ব্যক্তিত বন্দেশীর বেগো। (বৈকার করছি) উপাস্য আল্লাহ ব্যক্তিত কেউ নেই। ইবাদত করি শুধু তাঁরই, সত্যিকার অনুগ্রহ শুধু তাঁরই জন্য যদিও কাফিররা তা পছন্দ করে না।

সাফা হতে শারওয়া পৌছলে সাঁইর এক চৰুর বা শাওত হয়।

১৬. সা'ইর হিতীয় চৰুর

শারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে সাফার অনুরূপ দু'আ করুন এবং হিতীয় সা'ই চৰু করুন।

১৬.১ শারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে

* ৩ বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে

* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ

* সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুল্লাহিল ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুওয়াতা, ইলা বিল্লাহিল আলিল্লাল আজিয়।

* অতঃপর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَمْدُ لِيَخْرِقِي وَسَبَبِتُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَهُزِمَ الْأَخْرَابُ
وَهُنَّ مُهْلَكٌ .

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকলাহু লাহল মূলকু ওয়াল্লাহল
হামদু ইউহুরী ওয়া ইযুমীকু ওয়াহুরু আলা কুল্লি শাইখিয়েন কানীর, লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ আনজায়া ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হায়ামাল
আহয়াবা ওয়াহদাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোম শরীক নেই।
রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসন তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি
তাঁর অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাসাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই
শক্ত-দলগতিকে প্রার্থিত করেছেন।

১৬.২ সা'ইর হিতীয় চৰুরের দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحِيدُ الْأَحَدُ الْفَرَدُ الصَّدُّ الَّذِي لَمْ يَتَحَدَّ سَاحِبَةٌ وَلَا وَلِيٌ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي النُّلُكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيٌّ مِنَ النُّلُكِ وَكِبْرٌ تَكْبِيرًا اللَّهُمَّ
إِنَّكَ فَلَتَ فِي كِتَابِكَ الْمُتَرْبَلُ أَدْعُونَيْ اسْتَجِبْ لِكُمْ دُعَوْتُكَ رَبِّنَا فَاغْفِرْنَا كَمَا
وَعَدْنَا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ السَّيْعَادَ رَبِّنَا اسْتَأْمَنْتُمَا بِتَنَادِي لِلْأَبْنَانَ أَنْ أَسْرِمَا
بِرِّكُمْ قَائِمَنَا رَبِّنَا فَاغْفِرْنَا دَعْوَتُنَا وَكَفَرْنَا عَنْ سَيْئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَيْمَرِ رَبِّنَا وَأَسْرِمَا
مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ السَّيْعَادَ رَبِّنَا عَلَيْكَ
شُوكَلَنَا وَإِلَيْكَ أَتَنَا وَإِلَيْكَ التَّحْسِيرَ رَبِّنَا افْغِرْنَا وَلَا حَوَانَنَا الدِّينَ سَبَقْنَا
بِالْأَيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قَلْوَنَا غَلَّ لِلْدِينِ أَسْرِمَا إِنَّكَ رَبُوفْ رَحِيمْ .

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহিদুল আহাদুল কারদুস সামাদুল্লাহী
লাম ইয়াখানিদু সাহিবাতান ওয়ালা ওয়ালাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ শারীকুন ফিল
মূলকি ওয়া-লাম ইয়াকুল্লাহ ওয়ালিয়েন্ন মিনাদ্বয়গ্রন্থি ওয়া কাবিরহু তাকবীর। আল্লাহয়া
ইল্লাকা কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনাহযালি উদ'উলি আন্তজিব লাকুম। সা'আওনাকা
রাববানা, ফাগফির জানা কামা ওয়াআদতানা, ইল্লাক লা তুখলিফুল মী'আদ।

রাবণাং ইন্দুমা সামি'না মুনদিয়াইয়ুবানী লিল ঈমানি আন আমিনু বিরাবিকুম
ফা-আ-মান্না। রাবণান ফাগুফির শৃঙ্খল যুনবানা ওয়াকাফ্যিন 'আন্না সাহিয়াতিনা
ওয়া তাওয়াকফানা মা'আল আব-রার। রাবণান ওয়া আ-তিনা মা ওয়া আদ্দানা
আলা কস্মুলিকা ওয়ালা তুখিনা ইয়াওয়াল কিয়ামতি। ইন্দুকা লা তুখিলিফুল
মী'আদ। রাবণান আলাইকা তাওয়াক্কালন ওয়া ইলাইকা অন্নাবনা ওয়া ইলাইকাল
মাসীর। রাবণানগফির লান ওয়ালি ইখওয়ানিনা স্থাবীনা সাবাকুনা বিল ঈমানি
ওয়ালা তাজআল ফী কুলুবিলা গিল্লাল লিলাহীনা আমানু রাবণান ইন্দুকা রাউফুর
রাহীম।

অর্থ : উপস্য একমাত্র আল্লাহর যিনি এক ও অবিতীয়, একক ও স্বয়ংস্পূর্ণ,
যিনি (কাউকে) পর্যাও বানান নাই, পৃষ্ঠ বানান নাই, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর
কোন অংশীদার নেই, আর কোন দুর্বলতাও নেই যে, তাঁর অন্য সাহায্যকারীর
জয়েজন হতে পারে। (হে মানুব!) তুমিও তাঁর মহুব ভাল করে বর্ণনা কর। হে
আল্লাহ! আপনার প্রেরিত কিতাবে আপনি বলেছেন, আমাকে ভাক, আমি সাড়া
দিব। আমরা আপনাকে ভাকছি, সুতরাং আমাদের গুরুত্ব মাফ করুন, আর
আপনি তো ওয়াদা খিলাফ করেন না। হে পরওয়ারদিগার! আমরা একজন
ষেষগাকারীকে ঈমানের দাওয়াত নিয়ে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রভুর ওপর
ইহান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের গুরুত্ব মাফ করুন, আমাদের সব অন্যায় অনাচার মোচন করে দিন,
আর আমাদের মৃত্যু দিন সৎ লোকদের সৎস্মে, আর তা-ই আমাদেরকে দান
করুন-যার ওয়াদা আপনি আপনার নবী-বাসূলগণের নিকট করেছেন। আম
দ্বিজিত্ব করবেন না আমাদেরকে ফিয়াম্বতের দিনে; নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ
করেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! ভরসা করছি শুধু আপনারই ওপর, আর
এসেছি আপনারই নিকট হতে এবং আপনার নিকটই কিরে যেতে হবে; সুতরাং
হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমাদেরকে আর আমাদের দেই ভাইদেরকে যারা
ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী; বিহেব দিবেন না আমাদের অস্তরে তাদের
প্রতি, যারা ঈমান এনেছে। হে আল্লাহ! আপনি সত্ত্বই বড় দয়ালু বেহেবেন।

১৬.৩ যারওয়া হতে সাফা পৌছালে সা'দির দুই চক্র বা শাওত শেষ
হয়।

১৭. সা'দির তৃতীয় চক্র

সাফা পাহাড়ে উঠে বাহুল্লাহুর দিকে ফিরে যারওয়া পাহাড়ের অনুরূপ দু'আ
করুন এবং তৃতীয় সা'দির চক্র তরু করুন।

১৭.১ সাফা পাহাড়ে উঠে বাহুল্লাহুর দিকে ফিরে-

*.৩ বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে

* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাস্ত

* সুবহান্লাহি ওয়া হামদুল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইলাহাহ, ওয়াল্লাহ

আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজীম।

* অভঃপর নিচের দু'আ ত (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ

করবেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ يُحْمِنُ وَيُسْبِّحُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُزِمَ الْأَخْرَابُ
وَهُوَ

উক্তাবল : লা-ইলাহা ইলাহাহ ওয়াহদাহ লা-শাহীকালাহ লাহুল মুলকু ওয়ালাহল
হামদু, ইউহীলী ওয়া ইহুমীতু ওয়াহার আলা কুষ্টি শাইয়িন কানীর, লা-ইলাহা
ইলাহাহ ওয়াহদাহ আনজায়া ওয়াদাহ, ওয়া নাসাৱা আবদাহ ওয়া হায়ামাল
আহয়াবা ওয়াহদাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।
বাজতু তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি
তাঁর অংশীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তকে সাহায্য করেছেন এবং একাই
শক্ত-দশঙ্গেকে পরাজিত করেছেন।

১৭.২ সা'দির তৃতীয় চক্রের দু'আ

رَبَّنَا أَنْسِمْ لَنَا نُورَتَا وَأَغْفِرْلَنَا أَنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَكِنَ
الْخَيْرَ كُلَّهُ عَاجِلَهُ رَاجِلَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ وَعَاجِلَهُ وَاجِلَهُ أَسْتَغْفِرُكَ
لِذَنْبِي وَأَسْتَكِنَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ رَذْنِي عَلَمًا وَلَا تُرْعِنْ تَلْمِي بَعْدَ أَذْهَبْتَنِي
وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً أَنْكَ أَنْتَ الرَّهَبُ اللَّهُمَّ عَانِنِ فِي سَمْعِي وَبَصَرِي لَا
الَّهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَيْرَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبِّحْنَكَ أَنِّي كُنْتُ
مِنَ الطَّالِبِينَ اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفَّرِ وَالْنَّفَّارِ اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِرَضْنَكَ مِنْ

الْأَمِينُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ كَمَا حَدَّيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ إِنَّ لَا تَرْبَعُ مِنْيَ حَتَّىٰ تَشْفَعَنِي
عَلَيْهِ وَإِنَّا مُسْلِمٌ اللَّهُمَّ اجْعُلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَقِيْ شَفَاعَةً نُورًا وَقِيْ بَصَرِيْ نُورًا
اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَسِرْكَسِيْ أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَسَارِسِ الصَّدْرِ
وَسَنَاتِ الْأَمْرِ وَفَتَنَةِ النَّفَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلْجُ فِي اللَّيلِ وَمِنْ شَرِّ
مَا يَلْجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهْبُ الرَّاحِمَ يَا رَبِّ الْأَحْسَنِ سَبَحَانَكَ مَا
عَبَدْنَاكَ حَتَّىٰ عِبَادَتِكَ يَا اللَّهُ سَبَحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَتَّىٰ ذَكَرْنَاكَ يَا اللَّهُ .

উকারণ : আল্লাহমা ইন্নী আসবালুক মিন শারুরি মা তা'লামু ওয়াত্তাগুফিবকা মিন কুরি মা তা'লামু ইন্নাকা আচ্ছামুল ওয়ুব। লা-ইলাহা ইন্নাল্লাহু মালিকুল হাকুলুল মুবীন। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহিস্স সামিকুল ওয়াদিল আমীন। আল্লাহমা ইন্নী আসবালুকা কামা হাদেইতানী লিল ইসলামি আলু লা তানবি'আলু মিন্নী হাতা তাতা ওয়াফ্হানী আলাইহি ওয়া আনা মুগাফিম। আল্লাহমাজ আল ফী কালবী নূরান, ওয়া ফী সামেই নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান। আল্লাহশুশ্রাহু সী সাদৰী, ওয়া ইয়াসুসিরগী আবরী, ওয়া আউয়ুবিক মিন শারুরি ওয়াসায়িসী সাদুরি ওয়া শাতাতিল আশুরি ওয়া কিত্নাতিল কাবরি। আল্লাহমা ইন্নী আউয়ুবিকা মিন শারুরি মা ইয়ালিজু ফিল্নাহারি ওয়া মিন শারুরি মা ইয়ালিজু ফিল্নাহারি ওয়া মিন শারুরি মা তাহ্ববুর রিয়াছ ইয়া আরহামার রাহিমীন। সুবহানাকা মা আবাদ্নাকা হাক্কা ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহ! সুবহানাকা মা যাকারনাকা হাক্কা ধিক্রিকা ইয়া আল্লাহ!

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নিকট চাহি সব জিনিসের কল্যাণ, যা আপনার জানা আছে। আর যাক চাহি সব গুনাহ হতে যা আপনি জানেন, কেবল আপনি তো পায়ের সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই-যিনি সবার সন্তান, যিনি সত্য সুস্পষ্ট, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, প্রতিশৃঙ্খল রক্ষাকারী, বিশ্বাসী। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছে আমার আর্থনা, দেশের করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছেন, তেহনি হয়ে পর্যন্ত আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিবেন না, আর আমার হৃষি যেন হয় সুস্পষ্ট হিসাবে। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে, শুরু থেকে দৃষ্টিতে আলো দিন। হে আল্লাহ! উন্মুক্ত করে দিন আমার বক্স, সহজে করে দিন আমার কাজ, আর পানাহ চাহি আপনার নিকট, মনের সন্দেহ-অনিষ্ট হতে, বিভিন্ন বিষয় কর্মের পেরেশানী হতে, আর কর্বরের কিত্না হতে। হে

আল্লাহ! আপনার নিকট পানাহ চাহি সেই সব জিনিসের অনিষ্ট হতে যা যাত্রে আসে আর যা দিনে আসে এবং যা বাতাস উড়ে নিয়ে আসে। হে প্রেত্তম দয়ালু! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার উপর্যুক্ত বন্দেরী করতে পারিনি। হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র। প্ররূপ করিলি আপনাকে তেমন করে ঠিক যেমন করে করা উচিত, হে আল্লাহ!

১৮.৩ দু'আ করতে করতে মারওয়া পাহাড় হতে সাফা পেঁচালে সা'ঈর ৪ চকর বা শাওক হয়।

১৯. সা'ঈর পঞ্চম চকর

সাফা পাহাড়ে উঠে বাহুভূমির নিকে ফিরে মারওয়া পাহাড়ের অনুরূপ দু'আ করুন এবং ৫ম সা'ঈ তুর করুন।

১৯.১ সাফা পাহাড়ে উঠে বাহুভূমির নিকে ফিরে

* ও বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে।

* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হুমান।

* সুবহানাল্লাহি ওয়া ইলাহু হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ
আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুওলা, ইয়া বিল্লাহিল আলিয়িল আজীম।

* অতঃপর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ يُحْسِنُ وَيُسْتَ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْأَجْزَاءُ عَدْدُهُ وَتَصْرِيفُ عَبْدَهُ وَهُزْمُ الْأَخْرَابِ
وَهُدْدَهُ .

উকারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ লাল্লাল মুলকু জ্ঞালাহল হামদু, ইউধ্যী ওয়া ইউধ্যীত ওয়াল্লাহ আলা কুরি শাইয়িল কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ আনজামা ওয়াদাহ, ওয়া নাসাৰা আবদাহ ওয়া হামামাল আহাবা ওয়াহদাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কেন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। বাজতু তাঁয়েই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কেন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি তাঁর অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তুকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শক্ত-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইলাহাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকালাহ লাহুল মুলকু ওয়ালাহু
হামদু, ইউহুৰি ওয়া ইউহীতু, ওয়াহদা আগা কুলি শাইখিয়ান কাদীর, লা-ইলাহা
ইলাহাহ ওয়াহদাহ আনজায়া ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হায়ামাল
আহযাবা ওয়াহদাহ।

অর্থ : আগ্রাহ ছাড়া কোন ইগাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।
রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল
বিষয়ের শপথ ক্ষমতাবান। আগ্রাহ ছাড়া কোন ইগাহ নেই, তিনি এক। তিনি
তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তকে সাহায্য করেছেন এবং একাই
শচ-নলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

২০.২ সাঁইর ষষ্ঠ চক্রের দু'আ

الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَنَقٌ وَعَذَّ
وَتَصَرَّ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَزَابَ وَهَذَدَ لَأَلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ أَيَّادَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الَّذِينَ لَوْ كُرْبَةَ الْكَافِرُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَكِنُ الْهَمْدَ وَالْكَفْفَ وَالْغَنَى
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا تَنْوَى وَخَبِيرًا مَا تَنْوَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَكِنُ رِحَانَ وَالْجَنَّةَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالثَّارِ وَمَا يُقْرِبُنِي إِلَيْهَا مِنْ قُولٍ أَوْ فَعْلَةٍ أَوْ عَمَلٍ اللَّهُمَّ
بِنُورِكَ افْتَدِنَا وَبِقُضَلَكَ اسْتَعْنُنَا وَبِنِعْنَدِكَ وَأَنْعَامِكَ وَعَطَانِكَ وَاحْسَانِكَ
اصْبَحْنَا وَأَمْسَبْنَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا قَبْلُكَ شَيْءٌ وَالْآخِرُ فَلَا يَعْدُكَ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَا
شَيْءٌ فَقُوْكَ وَالْبَاطِلُ فَلَا شَيْءٌ دُوْتُكَ تَعْوِيْدَكَ مِنْ الْفَلْسِ وَالْكَسْلِ وَغَنَابَ الْفَيْرِ
وَرَبِّتَنَةَ الغَنِيِّ وَتَسْتَكِنُ الْفَرْزَ بِالْجَنَّةِ رَبُّ الْفَغْرِ وَكَرْحَمْ وَاعْنَفْ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوِزْ عَنْ
تَعْلَمْ أَنْتَ تَعْلَمْ مَا لَا نَعْلَمْ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ أَنَّ الصَّفَّا وَالصَّرْوةَ مِنْ
شَعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَرَفَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوِبَ بِهِمَا وَمَنْ تَطْرَعَ
خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ

উচ্চারণ : আগ্রাহ আকবার, আগ্রাহ আকবার, আগ্রাহ আকবার, ওয়ালিমাহিল
হামদ। লা-ইলাহা ইলাহাহ ওয়াহদাহ সাদাকা ওয়াদাহ ওয়া নাসারা আবদাহ
ওয়া হায়ামাল আহযাবা ওয়াহদাহ। লা-ইলাহা ইলাহাহ ওয়ালা না'বুদু ইলা-
ইয়াহ মুবলিমীনা লাহদীনা ওয়ালাও কারিহুল কাফিলুন। আগ্রাহিমা ইন্নি
আসআলুকান হুদা ওয়াততুকা ওয়াল আফাজা ওয়াল পিনা। আগ্রাহিমা লাকাল

হামদু কাহায়ী মাক্লু ওয়া খাইরাম মিশা নাক্লু। আগ্রাহিমা ইন্নি আসআলুকা
বিলাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আ'উয়ুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান্নার; ওয়া মা
ইযুকারিবুনী ইলাহিহ মিন কাওলিন আও তিলিন আও 'আমালিন। আগ্রাহিমা
বিনুরিকাহ তাদাইনা ওয়া বিকাললিকা আসতা'আন্না ওয়া ফী কুনফিকা ওয়া
ইন'আমিকা ওয়া 'আতাহিলা ওয়া ইহসানিকা আসবাহনা ওয়া আমসাইনা, আনতাল
আউওয়ালু ফালা বাবকাবা শাইয়ুন, ওয়াল আবিরি ফালা বাঁদাকা শাইয়ুন ওয়ায়
যাহিক ফালা শাইয়ুন ফাওকাবা, ওয়াল বাতিলু ফালা শাইয়ুন, দূনাক। না'উয়ুবিকা
বিনাল ফালসি ওয়াল কাসলি ওয়া আয়াবিল কাবরি ওয়া ফিতনাতিল পিনা ওয়া
নাসআলুকাল ফাউয়া বিল জান্নাতে। রাবিগঢ়ির ওয়ারহাম ওয়া'হু ওয়াতাকাররাম
ওয়া তাজাওয়ায় আমা তা'লামু মা না'লামু ইন্নাক আনতার্বাহল
আ'বায়হুল আবরাম। ইন্নাস সাফে ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আরিভিজ্বাহি ফামান
হজাল বাইতা অবি'তাধারা ফলা জুন্না আগাইহি আইয়াত তাওওয়াফা বিহিমা
ওয়া মান তাতাওওয়া খাবুরান ফাইলাহায় শা'-কিরুন আগীম।

অর্থ : আগ্রাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আগ্রাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আগ্রাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা
আগ্রাহ জন্য। আগ্রাহ ছাড়া কোন উপাসা নেই। তিনি এক, তিনি ওয়াদা সত্ত্বে
পরিষ্কৃত করেছেন। তিনি তাঁর বাস্তা (নবী করিম (সা))-কে সাহায্য করেছেন,
কাফিরদেরকে একাই ধূকে পরাজিত করেছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য
কোন উপাস্য নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করিনা। আমরা
একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, যদিও বিধৰ্মিগণ এই সত্য ধর্মকে
অধীকার করে। হে আগ্রাহ! আমি আপনার নিকট চাঞ্চি হিন্দাত, তাকওয়া,
পবিত্রতা ও ঐর্ষ্য। হে আগ্রাহ! নিষ্ঠাই সকল প্রশংসা যা আমরা করি, তা
হতেও উত্তম প্রশংসা আপনার জন্য। হে আগ্রাহ! আমি আপনার নিকট আপনার
সন্তি এবং বেহেশ্ত চাঞ্চি এবং আশ্রয় চাঞ্চি আপনার ক্লেশ ও দোহৃত হতে।
মে সমষ্ট কথা ও কাজ দোষেরে নিকটবর্তী করে, এ সমষ্ট কথা ও কার্যকৰ্ম হতে
আপনার আশ্রয় চাঞ্চি। হে আগ্রাহ! আপনার নূরের আলোকে আমরা সঠিক পথ
পেরেছি, আপনার রহস্য দ্বারা আপনার সাহায্য চাই। আপনারই
নির্মাতসমূহ দান-দার্খিলা ও ইহসানের মধ্যে আমরা সকল বিকাল অতিরাহিত
করি। আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কেউ নেই এবং আপনিই শেষ, আপনার
পরেও কেউ নেই। আপনিই যাহির তাই আপনার উপরে কেউ নেই এবং
আপনিই বাতিন তাই আপনার নিষ্ঠেও কেউ নেই। আমরা আপনার নিকট
দারিদ্র্য, অভাব-অন্তর, বাবেরের আশাৰ এবং প্রাচুর্যের ফিত্না হতে আশ্রয় চাঞ্চি
এবং আপনার নিকট বেহেশ্ত লাভের সাকল করমনা করছি। হে আমার প্রতিপালক!

আমাকে শুমা করুন, রহম করুন, মাফ করুন, এবং মেহেরোনী করুন। আর
আপনি যা আনেন তা উপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আমরা যা জানি না তার সব
আপনার জানা আছে। নিশ্চয়ই আপনি আত্মাই যথস্থানী। নিশ্চয়ই সাক্ষ ও
যারওয়া আত্মাই নির্দশনকরণ। সুতরাং যে ধানা-ই-কা'বার হজ্জ করে কিম্বা
উমরা করে, তার জন্য এ নির্দশন দু'টির তাওয়াফ (সাঁকি) করায় কোন দোষ
নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আত্মাই পূরকারদাতা, সর্বজ্ঞ।

২০.৩ দু'জা করতে কবাতে মারওয়া পাহাড় হতে সাফা শোছলে সা'দৰ
৬ চৰুৱা বা শাওত হয়।

२१ ना "ईद्दु संगम चक्रार्थ

সামা পাহাড়ে উঠে বায়তুক্কাহুর দিকে ফিরে মারওয়া পাহাড়ের অনুরূপ দু'আ
করুন এবং ৭ম সারী ওকু করুন।

১১। সাম্রাজ্য উচ্চ বায়ুতন্ত্রিক দিকে কিরে-

* ও বার আল্লাহু আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে।

- * आज्ञाह आकवार, आज्ञाह आकवार, ओया लिज्ञाहल हामद।
- * सूबधानज्ञाहि ओराल हामदू लिज्ञाहि ओया ला-इलाह इस्ताह्याहि ओराह्याहि

* অড়ংগুর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর সাথে দু'আ
বেম

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لِلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْسِنُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَتَصَرَّفَ عَبْدَهُ وَهُوَ أَخْرَجَنَا

উকারণ : লা-ইলাহা ইব্রাহিম ওয়াহনান্ত লা-শারীকা লাহ লাহল মুসল্লু
ওয়ালাহল হামদু, ইউরী ওয়া ইউমেতু ওয়াহয়া আলা কৃষ্ণি শাইখিন বাদীর, লা-
-ইলাহা ইব্রাহিম ওয়াহনান্ত লা-শারীকা লাহ আমজায়া ওয়া'নাহ, ওয়া নাজির
আবদান্ত ওয়া হায়ামাল আহয়াবা ওয়াহনান্ত।

অর্থ : আঘাত ছাড়া কেৱল ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁৰ কেৱল শৰীৰ
নেই। রাজত্ব তাঁৰই। প্ৰশংসণও তাঁৰ। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আৱ তিনি
সকল বিষয়ৰ উপর কৃষ্ণতাৰান। আঘাত ছাড়া কেৱল ইলাহ নেই, তিনি এক।
তিনি তাঁৰ অংগীকাৰ পূৰ্ণ কৰেছেন; তাঁৰ বাস্তকে সাহায্য কৰেছেন এবং একই
শক্তি-দলগুলোকে পৰাজিত কৰেছেন।

২১.২ সা'ইর সঙ্গে চলারের দু'আ

الله أكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا اللَّهُمَّ حَبِّ الْأَيْمَانَ وَرَتِّهِ فِي قَلْبِي وَكَرْهُ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعُصْبَيَانِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الرَّاكِشِدِينَ رَبَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفْ وَتَكْرُمْ وَتَحَاوِزْ عَنْ تَعْلُمْ إِنَّكَ تَعْلُمْ مَا لَا نَعْلُمْ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْرَاتِ أَجَالَنَا وَاحْقِنْ بِقَضَائِكَ أَمَا لَنَا وَسَهَّلْ لِلْتَّوْرُعِ رِضَاكَ سُبْلَنَا وَحَسْنَ فِي جَمِيعِ الْأَخْرَوَالِ أَعْمَالَنَا يَا مَنْذِدَ الْغَرْبَى يَا مُنْجِى الْهَلْكَى يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى يَا مُنْتَهِى كُلِّ شَكْوَى يَا قَدِيمَ الْأَحْسَانِ يَا دَائِمَ السُّعْدَوْفِ يَا مَنْ لَا غُنْيَ بِشَىءٍ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنْعَلْنَا اللَّهُمَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرِ خَرَايَا وَلَا مَفْتُوحَيْنَ رَبَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبَّ أَنْسَمْ بِالْخَيْرِ إِنَّ الصَّنْعَنَا وَالسُّرْوَةَ مِنْ شَعَافِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوُفَ بِهِسَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِ

উচ্চারণ : আঞ্চাহ আকবার, আঞ্চাহ আকবার, আঞ্চাহ আকবার কাৰিবার
ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসীরা। আঞ্চাহশা হৃষিৰ ইলাইয়াল ইমানা ওয়ায়াইয়িন্নু
হৈ কাল্বী ওয়া কাৰিনহ ইলাইয়াল কুফ্রা ওয়াল ঝুসুক ওয়াল ইসেইয়ানা
ওয়াজ্জালানো মিনার গা-শিদীন। রাকিবগঞ্জিৰ ওয়াবুহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকারুৱাম
ওয়া তাজা ওয়াথ আমা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আনতালাহুল
শা'আবুল আকৱাম। আঞ্চাহশাৰ্বতি বিল খারুতি আজালানা ওয়া হাকিক
বেফাদলিকা আ'মালানা ওয়াসাহহিল লিৰুলুপি রিদাকা সুবুলানা ওয়া হাস্সিন ফী
গ্ৰামীইল আ'হুওয়ালি আ'মালানা, ইয়া মুনকিয়াল গাৰুকা, ইয়া মুন্জিয়াল হালুকা।
ইয়া শাহিদা কুঁড়ি নাজ'ওআ, ইয়া মুনতাহ কুঁড়ি শাক'ওয়া ইয়া কাদীমাল ইহসানিন
ইয়া দায়িহাল মা'রক, ইয়া মানু'লা গিলান বিশাইয়িন ইলাইহি। আঞ্চাহশা ইন্ন
অভিযুক্তিকা মিন্শাবৃতি মা'আতাইতানা ওয়া মিন শাৰুহি মামানা'তান। আঞ্চাহশা
তা'ওয়াফকানা মুসলিমীনা ওয়া আলহিক্না বিসসালিইন, গাৰুৱা খায়াইয়া ওয়াল
ধাফতুনীন। রাকিব ইয়াসুসিৰ ওয়ালা তুআসুসিৰ গাৰিব আতমিয় বিল খাউৰ
ইলাস সাফা ওয়াল মুরওয়াতা মিন শা'আয়িলিল্লাহি ফামান হাজাল বাঘত

১.৩ হজের নিয়ত ও তালিবিয়াহ : নামায শেষে মাথা অন্তর্ভুক্ত করে এবং মহিলাগণ নিকাব ছাড়া হজের নিয়ত করবেন।

হজের নিয়ত : “হে আল্লাহ! আমি হজ পালন করার ইচ্ছা করছি। ‘আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুন করুন’।

* তালিবিয়াহ : নিয়ত করার সাথে সাথেই তিনবার তালিবিয়াহ পাঠ করতে হবে। পুরুষগণ উচ্চস্থরে এ তালিবিয়াহ পাঠ করবেন। মহিলাগণ নিচুস্থরে এ তালিবিয়াহ পাঠ করবেন।

* এরপর থেকে বার বার তালিবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন।

* হজের নিয়ত করা ও তালিবিয়াহ পাঠ করা ফরয়। নিয়ত ও তালিবিয়াহ পাঠ করার সাথে সাথে ইহুমাম বীঁধা হয়ে গেল এবং আপনার হজের প্রথম ফরয় আদায় হয়ে গেল।

১.৪ ইহুমামের নিষিদ্ধ বিষয়াদি : ইহুমাম বীঁধা অবস্থায় ইহুমামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ এখন থেকে মেনে চলা উচ্চ হয়ে গেল। ইহুমাম অবস্থায় ইহুমামের নিষিদ্ধ বিষয়াদি মেনে চলতে হবে। ইহুমামের নিষিদ্ধ বিষয়াদি এ পৃষ্ঠকের ইহুমাম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৫ মীনার উচ্চেশ্যে যাত্রা : যোগায়েম কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সাধারণত ৪ই খিলহজ সূর্যাস্তের পর মীনার দিকে যাত্রা করতে হবে। পথিমধ্যে যত বেশী সওদ তালিবিয়াহ পড়তে থাকবেন এবং অন্যান্য দু'আ-সুরাদও পড়তে থাকুন।

১.৬ সঙ্গে যা নিতে হবে : মনে রাখবেন, মীনায় যাওয়ার পর সেখান থেকে আরাফা, মুয়দালিফ ও জামারাহ হয়ে আবার মক্কায় ফিরতে হবে। অর্ধাং ৪-৫ দিনের একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার। এ জন্য কাঁধে কোলানো একটি ছোট কাগড়ের ব্যাগ সাথে নিতে হবে। ব্যাগটিতে অতি প্রয়োজনীয় ২/১টি জিনিসপত্রের মধ্যে ১টি চাদর, গামছা/তোরাগা, মেসওয়াক, মহিলাদের জন্য ২/১ সেট জামাকাপড়, এছাড়া একটি প্লাটিক পাটি (যা মক্কার কিনতে পাওয়া যায়) ইত্যাদি সঙ্গে নিতে হবে। এর চেয়ে বেশী কিছু নিলে শুধু বোৰা বাড়বে যা আরাফা, মুয়দালিফ ও জামারাতে যাওয়ার সময় ভারী বোৰা বইতে কষ্ট হবে। তবে শীতের মৌসুমে ২/১টি শীত বৰ্ত্ত সঙ্গে রাখাই ভাল। এছাড়া আপনাদের নিজস্ব প্রয়োজনের বক্সিং পছন্দ/অপছন্দের ২/১টি জিনিস সঙ্গে নিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : মীনায় তাবুতে থাকবার জন্য কার্পেটের ওপরে প্রতিজনের জন্য ছোট ফোম এর বিছানা ও বালিশ থাকে। কাজেই কষ্ট করে বালিশ বা বেড়িং

সঙ্গে নিবেন না। আর যদি কোন কারপেট ফোম এর বিছানা না থাকে তাহলেও কার্পেটের ওপরই শোয়া হায়। মনে রাখবেন, আপনি কষ্ট করতেই হজে নিয়েছেন। আরাম আয়োশের জন্য নয়। এছাড়া বোৰা বাড়ালে ইবাদতের চেয়ে বোৰা ঢানার চিন্তাতেই মনেনিবেশ হবে, এতে সময়ের অপচয় হবে এবং ইবাদাতে বিপ্লব ঘটবে।

২. হজের প্রথম দিন ৮ খিলহজ

২.১ হজের প্রথম দিন অর্ধাং ৮ই খিলহজ বোহরের নামাযের পূর্বে মীনায় পৌঁছ সুন্নত। মীনায় পৌঁছে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জামিয়ে নিয়ত করতে পারেন :

* নিয়ত : “হে আল্লাহ! এই সে মীনা, অতএব আমাদেরকে অনুগ্রহ করুন, যেকোন আপনার বক্সেরকে করেছেন”।

মীনায় পৌঁছে নিজের তাবুতি সঠিকভাবে টিনে নিতে হবে। সময় হিসাব করে বিশ্রাম ও ইবাদত বদেগীর সময়সূচী করে নিতে হবে।

২.২ ৮ খিলহজ তারিখে মীনার যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা নামায আদায় করতে হবে। মীনাতে বারি যাগল করে ৯ই খিলহজ তারিখ তজর নামায আদায় করতে হবে। অর্ধাং ৮ তারিখের যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ৯ তারিখের ফজর এই পাঁচ ওয়াকের নামায মীনার আলায় বক্রা সুন্নত।

* বর্তমানে হজের সময়ে লোক সমাগম অধিক হওয়ার কারণে সঠিক ঘূরস্থাপনার জন্য মোয়াত্তিমের নির্দেশনায় ৮ খিলহজ তারিখের রাত থেকেই হাজীদেরকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া উচ্চ হয়। সেক্ষেত্রে ৯ই খিলহজ তারিখের ফজর নামায আরাফাতের ময়দানে গিয়ে আপনাদের নির্ধারিত তাবুতে পৌঁছে আদায় করা লাগতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আপনি আলানাতাবে কিছু করতে পারবেন না। নজরগতভাবে যে ব্যবস্থা হয় তা মেনে কাজ করতে হবে।

* মীনাতে পৌঁছে ৫ (পাঁচ) ওয়াকে নামায আদাতের পাশাপাশি বেশী বেশী বিকির, তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ-দুর্জন ও আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত কামনা করতে হবে। মনে রাখবেন ‘মীনা’ দু'আ করুলের জন্য একটি উত্তম জারগা।

* প্রিয় মা-বোনেরা, মীনার তাবুতে যাওয়ার পর সাধারণত একটা তাবুতে অনেক মহিলা ছোট ছোমের বেত নিতে থাকতে পারবেন। না হলে কাপেট তো আছেই। এখানে অনেক মা-বোনকে দেখেছি তারা একে অপরের সাথে বিভিন্ন সামাজিক/গারিবারিক গঞ্জ-জুবে মেতে উঠেন। এতে একদিকে আপনি

যেমন নিজের ইবাদত করার মহামূল্যবান সময় নষ্ট করছেন অন্যদিকে অন্যের ইবাদতে বিন্মুস্তি করছেন। কাজেই মীনাতে অবস্থানকালীন আপনার মূল্যবান সময়কে সঠিকভাবে ইবাদতের মাধ্যমে কাজে লাগাবেন।

২.৩ মীনায় রাত্রি যাপন : ৮ খিলহজ্জ তারিখ এবং ১০ থেকে ১২/১৩ খিলহজ্জ পর্যন্ত মীনায় তাঁবুতে অবস্থান করা সুন্নত। কোন বিশেষ ওজর হাড়া এদিনগুলোতে মুকার বাসায়/হোটেলে অবস্থান করা খেলাপে সুন্নত।

* হানাফী মাঝহাবে মীনাতে রাত্রিযাপন সুন্নতে মুয়াজ্ঞান। আমাদের রাসূল (সা) বিদায় হজ্জের সময় ৮, ১০-১২ খিলহজ্জ পর্যন্ত মীনাতেই অবস্থান করেছেন। শরীয়ত সম্মত ওয়র খাবার জন্য মীনায় রাত্রিযাপন না করতে পারলে কোন দম দিতে হবে না। মালেকী, শাফেখী ও হায়লী মাঝহাব অনুযায়ী মীনায় রাত্রিযাপন অযাজিব।

৩. হজ্জের ২য় দিন-৯ খিলহজ্জ

৯ খিলহজ্জ তারিখে ফজর নামায মীনাতে আদায় করা সুন্নত। সঠিক ব্যবস্থাপনার কারণে ফজর নামায আরাফাতের ময়দানে আদায় করলেও অসুবিধা নেই। ফজর নামায পড়ে “তাকবীরে তাশরীক” পড়তে হয়।

৩.১ তাকবীরে তাশরীক

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

“আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাহাছ, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ”।

* মনে রাখবেন, ৯ খিলহজ্জ বাদ ফজর থেকে ১০ খিলহজ্জ বাদ আহর পর্যন্ত মোট ২৩ ঘণ্টাকে ফরয নামায পড়ে তাকবীরে তাশরীক ১ বার পড় যাইব।

৩.১ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

* তাকবীরে তাশরীক পড়ার পর তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ-দুরদ ও তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফাতের ময়দানে হায়ির হতে হবে।

* জাবালে রহমত : আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত এক পাহাড় ‘জাবালে রহমত’ এ দাঙ্গিয়ে হ্যারত মোহাম্মদ (সা) লক্ষাধিক সাহাবারে কিয়াদের উপস্থিতিতে ‘বিদায় হজ্জের ভাষণ’ দিয়েছিলেন। ‘জাবালে রহমত’ দেখামাত্র নিয়ের দু'আ পাঠ করবেন।

“সুবহানাল্লাহি আল্লাহ আকবার লা ইলাহা ইল্লাহাছ ডোল হামদুল্লিল্লাহি আত্তাগফিরল্লাহ”।

অর্থ : আল্লাহরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কোন উপাস্য নেই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমি আল্লাহরই নিকট সকল প্রকার পাপ কাজ হতে ক্ষমা চাইছি।

* আরাফাতে সন্ধর হলে গোল করুন (সুন্নত) অথবা ওয়ু করে নিবেন। সামান্য খাবার খেয়ে নিন। সাধারণত মোয়াস্তেমগণ একক্ষণে প্র্যাকেট খাবার সরবরাহ করে থাকেন। প্রিয় হাজী মহোদেরগণ, মনে রাখবেন এসব খাবার সংশ্রহ করতে যেনে ইবাদতের মূল্যবান সময় কিছুতেই নষ্ট করবেন না।

* ওকুফ করা : আরাফাতের ময়দানে ওকুফ করা অর্থাৎ সেখানে অবস্থান করে বেশি বেশি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে ইবাদত বন্দেরী, জিবিল ও তওবা, ইসাতেগফার করে নিজের পাপ মাফ করিয়ে নেয়া। এ স্থানে অবস্থান করা ফরয। হজ্জের তিনটি ফরয়ের মধ্যে এটি একটি অন্যতম ফরয। এই অবস্থানে সময়টা অতি মূল্যবান এবং এখানে দু'আ করুল হয়। সুতরাং সকলকেই দু'আ-দুরদ, আল্লাহর মহত্ত্ব প্রকাশে নিষ্ঠ থাকতে হবে। হ্যারত রাসূলে করীম (সা) কখনো তাঁবুর মধ্যে হাত ভুলে, কখনো কস্তু-সিজদায় পিয়ে, কখনো তাঁবুর বাইরে পিয়ে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে অনুসর বিনুর সহকারে দু'আ করেছেন।

* মসজিদে নামিরা : আরাফাত ময়দানে অবস্থিত ‘মসজিদে নামিরাতে’ একত্রে যোহর ও আসরের নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধাং সেখানে যোহরের এবং আসরের নামায এক আয়ানে এবং দুই একামতে একত্রে আদায় করা হয়।

* যোহর ও আসর নামায ‘মসজিদে নামিরাতে’ জামায়াতে শরীক হতে না পারলে নিজ তাঁবুতে সকলে মিলে যোহরের সময় যোহরের নামায এবং আসরের সময় আসরের নামায আলাদাভাবে আদায় করতে হবে। কোন যোন মাঝহাবের লোকেরা তাঁবুতেও যোহর ও আসর নামায একত্রে আদায় করেন। উত্তীর্ণিত দুই নিঃসন্দেহে দলিল আছে। কাজেই যে কোন এক নিয়মে নামায আদায় করবেন। প্রাচুর্যেই দেখা যায় এ নিয়ে হাজীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতর্ক করে মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না বরং কোন এক নিয়মে নামায আদায় করবেন। দয়ায় আল্লাহ আপনার নিয়ত করুল করবেন- ইনশাঅল্লাহ!

* আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ঘর্য এবং এ সময়টিকুল অতি মূল্যবান। একই সাথে দু'আ করুলের জন্য এটি উচ্চম সময় ও স্থান। কাজেই এ সময়টিকুল কাজে লাগান। মহান আল্লাহকে স্বরগ করে আরবীতে অথবা নিজ নিজ ভাষায কাল্পনাকাটি করে অতি বিনোক্তভাবে দু'আ করে মাগফিয়াত কামনা করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার উমাহ সম্পর্কে আপনিই ভাল জানেন এবং আপনাকে তা মহান আল্লাহর কাছ থেকে যাক করায়ে নিষেচ হবে। কিয়ামতের মাঠের মত এ মাঠে আপনি আল্লাহর দরবারে কসা প্রার্থনা করুন। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন, নিশ্চয়ই দয়ামূর্তি আল্লাহ আপনার দু'আ করুল করবেন। কখন আল্লাহ বলেছেন, 'আমার প্রতি আমার বাল্মী যা ধারণা করে আমি তার সাথে সেরপই আচরণ করি' (হাদীসে কুদসী)। আলহামদুল্লাহ!

* ত্রিয় মা-বোনেরা, সহয় নষ্ট করবেন না। এখানেও অনেক মা-বোনকে অনর্থক কথা বলে সহয় নষ্ট করতে দেখেছি। সেটি কখনই করবেন না। কখনই না। সহয় অতি অল্প, আল্লাহর কাছে কসা দেয়ে তা কাজে লাগান।

৩.২ দু'আ করুলের বিশেষ সহয় : মনে রাখবেন, আসরের নামাযের পর হতে সূর্যাস্তের পূর্বের সময়টিকুল যথামূল্যবান। এ সহয় আল্লাহর রহিমতের সকল দরজা খোলা থাকে। এ সময়টা আল্লাহর ইস্যায নিশ্চিত দু'আ করুল হয়। সূতরাং এ সময়টিকুল দাঁড়িয়ে অথবা বসে হাত দু'টো উঁচু করে গভীর মনোনিবেশের সাথে ঘোনাজাত করে কাল্পনাকাটি করে আপনার মনের কথা আল্লাহকে জানান, কসা প্রার্থনা করুন।

৩.৩ সূর্যাস্ত আরাফাতে অবস্থান করুন। মাগরিবের নামাযের সহয় পার করে আরাফাতের মাঠ ভ্যাগ করুন। কিন্তু আরাফাতের মাঠে মাগরিবের নামায আদায় করবেন না। মাগরিবের নামায মুহাম্মদিফাতে যেয়ে আদায় করতে হবে। মনে রাখবেন, মনে রাখবেন, মনে রাখবেন, কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান ভ্যাগ করা যাবে না। সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের নামায পড়া ছাড়াই ভালবিয়াহ ও আল্লাহর যিকির করতে করতে মুহাম্মদিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

৩.৪ আরাফাতের ময়দানের গুরুত্ব

১. বাবা আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)-এর সুন্দীর্ঘ সময়কাল বিরহের পর মিলের স্থান;

২. "তোমাদের দীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম" (সূরা মায়দা, আয়াত : ৩) আয়াতটি আরাফাত নায়িল হয়েছে;

৩. "ইয়াওয়ে-আরাফা : অর্থাৎ আরাফার দিন (১ হিজরাহ) আল্লাহ তাআ'লা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পাপী তাপী মানুষকে মাফ করে দেন। (বুধারী, মুসলিম);

৪. হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন আরাফাত দিনের তৃতীয় এমন বেল দিন নাই, যেদিন আল্লাহ তাআ'লা সর্বাধিক সংখ্যক বাল্মীকে জাহান্নামের আগন থেকে মুক্তি দান করবেন। তিনি সে দিন তাদের অধিক নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গৰ্ব করে বলেন, তারা কি চায়? যা চার আমি তাদেরকে তাই দান করব। (মুসলিম, মেশকত)

৫. ইব্রাহিম (আ) আরাফাতে অবস্থান করেছেন;

৬. আমাদের নবী করিম (সা) আরাফাতে অবস্থান করেছেন।

৩.৫ আরাফাতের ময়দানে দু'আ-সর্কাদ

* আরাফাতের ময়দানের সময়টা কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ব বর্ণনা করে আল্লাহর প্রশংসন করুন, নবীজি হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর ওপর দর্শন পাঠ করুন। আরাফাতের ময়দানের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে নিয়ের আমলগুলি অথবা আপনার নিজের মত করে যে কোন দু'আ করতে থাকুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

* অনেক মা-বোনকে দেখেছি এখানে কি পড়তে হবে তারা সেটি খুঁজে পান না বা বুঝতে পারেন না। তাই সে সহজ মা-বোনদের জন্য কিন্তু আমল নিয়ে উত্তেব্য করলাম। যদিও এখানে পড়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আমল নেই। তবুও আমার মা-বোনদের সুবিধার্থে হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন কিছু আমল এখানে উত্তেব্য করলাম :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিছমিয়াহি আল্লাহ আববার ওয়া লিয়াহিল হামদ—পড়ে পরবর্তী দু'আসমূহের মধ্যে পড়ুন। যেখন :

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সকল দু'আর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো আরাফাত দিনের দু'আ এবং সে সকল যিকির যা আমি করেছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, তার সর্বোভূমিতি হলো :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَمْدُ وَلَا النَّعْمَانِ يُحْبَىٰ وَلَا شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

— “লা-ইলা-হা ইল্লাহু ওয়া আলু লালু মুলকু ওয়া শাহুল
হ্যাম্বু ইউ-হু-হী ওয়া ইউ হীতু ওয়া হ্যা ‘আলা কুণ্ঠি শাইয়িল কুদীর।”

অর্থ : আল্লাহ ব্যক্তিত ইবাদতের ঘোগ কোন মাঝুদ নেই, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, সমগ্র গ্রাজ্য ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল। (ভিরমিয়ী, মেশকাত,
আলবানি-৪/৬)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিছামিল্লাহির রাহমানির রাহীম ১০০ বার

اللَّهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ আকবার ১০০ বার।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিছামদিহী সুবহানাল্লাহিল আজীম ১০০ বার।

لَا حَرْجَ لِمَنْ فَرِيقَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিছাহিল আলিয়িল আজীম ১০০ বার

إِسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَنْوَبُ أَنْبَهُ

আসতাগফিরব্যাহু রাখী মিন কুণ্ঠি বাসবিষ ওয়া আত্মু ইলাইহি ১০০
বার।

* দরজে ইত্তাইমী ১০০ বার

* সূরা ফাতিহা ৭ বার

* আয়াতুল কুরাহি ৭ বার

* সূরা ইখলাস ১০০ বার

* ৪ কালেমা ১০০ বার

* দু'আ ইউনুস “লা ইলাহা ইল্লা আলা সুবহানাকা ইনি কুণ্ঠ মিনজ
জোয়ালিমীন” ১০০ বার

* “রাববান্ব আতিনা ফিন দুনইয়া হাছনাত্তাও ওয়াহিল আবিরাতি হাছনাত্তাও
ওয়াকিলা আশবান্নার” ১০০ বার

* রাববান্ব জুলামনা আশকুছনা ওয়া ইল্লাস তাগফিরবানা ওয়াতারহামনা
লানা বুলজ্জা মিনজ খাত্তীম ১০০ বার

* হাসবন্দালাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, ওয়া সি'মাল মাওলা, ওয়া নি'মান
নাহীর ১০০ বার। কর্মসূচি করান সময়ে, ত্রিপ্ল ক্রয় করান সময়ে করান করান

* সূরা তাওবার শেষ ২ আয়াত- “লাকাদ জ্ঞ-আকুম রাসুলুম.....আরশিল
আজীম” ৭ বার। কর্মসূচি করান সময়ে, ত্রিপ্ল ক্রয় করান সময়ে

* সূরা হাশের এর শেষ ৩ আয়াত- “হ্যাত্তহ্যাজি লা-ইলা-হা ইল্লা হ্যা...
...আবিজুল হাজীম” ৭ বার। কর্মসূচি করান সময়ে, ত্রিপ্ল ক্রয় করান

* এরপর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে মোনজাত করুন।

৩.৬ মুহদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

* হজ্জের দিন অর্ধেৎ ৯ বিলহজ্জ তারিখে আরাফাতের ময়দান হতে
সূর্যাস্তের পর মুহদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। সূর্যাস্তের পর অর্ধেৎ
সময়টা মাগরিবের নামাযের সময়। তা সঙ্গেও আরাফাতের ময়দানে মাগরিবের
নামায না পড়েই মুহদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

* এ পথটুকু ট্রেনে/বাসে অথবা পায়ে হেঁটে যেতে হবে। বালোটি/ সরকারী
হাজীদের জন্য ২০১৪ সালে ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। কাজেই অতি অল্প সময়েই
হাজী সাহেবনৱা ট্রেনে করে মুহদালিফায় পৌছে যাব। বেসরকারী হাজী সাহেবনগণ
বাসে/পায়ে হেঁটে মুহদালিফায় উপস্থিত হতে পারবেন।

৩.৭ মাগরিব ও এশার নামায

* মুহদালিফায় উপস্থিত হতে এশার নামাযের সময় হয়ে যাব। সেখানে
পৌছেই মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তে হবে;

* মুহদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায এক আয়ান ও দুই ইকাহতে আদায়
করা ওয়াজিব;

* প্রথমে মাগরিব এর ফরয নামাযের নিয়ত করে নামায পড়তে হয়;

* তারপর তাকবীরে তাশরিক ও তালবিয়াহ বলতে হবে;

* এর সাথেই এশার নামাযের নিয়ত করে এশার ফরয নামায আদায়
করতে হবে;

* তারপর তাকবীরে তাশরিক ও তালবিয়াহ পঠ করতে হবে;

* এভাবে মাগরিব এর ফরয নামায এবং এরপর এশার ফরয নামায পড়তে
হয়। এ দু'টি ফরয নামাযের মাঝে কোন স্থান বা নফল নামায পড়বেন না।

* আমাদের নবী করীম (সা) এখানে ফরয নামায আদায় করেছিলেন।
কাজেই অন্যান্য নামায আপনি পড়তে চাইলে পড়তে পারেন।

* এরপর শাগরিবের ২ রাকায়াত সুন্নত নামায পড়া যায় এবং এরপর এশার ২ রাকায়াত সুন্নত নামায পড়া যায়। নফল নামায ঐচ্ছিক।

* শেষে বেতের নামায পড়বেন।

৩.৮ পাথর সংগ্রহ : শয়তানকে কংকর মারার জন্য কংকরসমূহ এই মুহদালিফা হতেই সংগ্রহ করা সহজতর। তিনদিনে মোট ৪৯টি কংকর শয়তানকে হারাতে হবে। কোন ক্ষেত্রে (প্রবর্তীতে আলোচনা করা হবে) ৪ দিন কংকর মারার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে মোট ৭০টি কংকর লাগবে। কাজেই মোট ৭০টি কংকরসহ কয়েকটি বেশী কংকর সংগ্রহে রাখা ভাল।

* মুহদালিফায় আপনি যেখানে শোবার জন্য ব্যবস্থা করেছেন তার আশে-পাশেই একটু বালি সরালেই কংকর পেয়ে যাবেন। এরজন্য চিনার কিছু নেই। কারণ সৌনি সরকার হাজী সাহেবানদের সুবিধার্থে এ কংকরগুলো আগেভাগেই এ স্থানে ছড়ায় দিয়ে ওপরে বালি বিছিয়ে রাখেন। তাহাড়া পাশেই রয়েছে পাহাড়ের সারি। তার পাদদেশে রয়েছে অসংখ্য অগণিত কংকর সেখান থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন।

* কংকরগুলি সংগে সংগে ৭টি করে কংকর একটি জ্যামগার রাখুন। পরের দিন কেবলমাত্র ৭টি কংকরই লাগবে। বাকী ২১টি কংকর একটি ব্যাগে ৭টি+৭টি+৭টি করে আলাদা রাখুন। আবার ২১টি কংকর দুটি+৭টি+৭টি করে আলাদা রাখুন। মোট $(7+21+21)=49$ টি কংকর নিজের সুবিধার্থে হাতের কাছে একটি ছেট খলিতে রাখুন। বাকী ২১টি কংকর অন্য একটি খলিতে রাখুন। যদি প্রয়োজন হয়।

৩.৯ রাত্রি যাপন : মুহদালিফায় অবস্থান করা উচ্চারিত, রাত্রি যাপন করা সুন্নতে মুহাজিদ। মুহদালিফায় যাওয়ার জন্য বেশী কাপড় চোপড় বা বেশি জিনিসপত্র সংগে রাখবেন না। রাতে সুন্মানের জন্য একটা টাঁদর (রতিন) নিতে পারেন অথবা মীনাতে-পাটি পাওয়া যায় তা কিনে নিতে পারেন। তবে চাদর রাখলেই বেশি স্থিতি পাবেন। যে হেটি ব্যাগটা সংগে থাকবে সেটাই মাথায় দিয়ে পুরিয়ে পরতে পারেন। মনে রাখবেন যে, হজ্জে আপনি কষ্ট করতেই এসেছেন। এখানে কিছুটা সময় সুন্মানে সুন্নত।

* যিকির ও দু'আ : মুহদালিফা দু'আ করুনের একটি বিশেষ স্থান। কাজেই কোনভাবেই সে সুযোগ হারাবেন না। দরদ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত, তালবিয়া পাঠ করে মহান আত্মাহর দরবারে আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

* রাত্রি যাপন করে হজ্জের তৃতীয় দিন হবে অর্থাৎ ১০ মিলহজ্জ সেখানে (মুহদালিফাতেই) তাহাজুনের নামায পড়বেন।

* ফজর নামায ও শুকুফ : ফজরের সময়ে ২ রাকায়াত সুন্নত নামাযের পর ২ রাকায়াত ফরয নামায পড়বেন। এরপর ও'কুফ করবেন। মীনার যাওয়ার প্রয়োজনে এসময়ে ও'কুফ করার জন্য যার্থেট সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে। সেকারণে তাহাজুনের নামায ও ফজরের নামাযের মাঝে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে আবস্থান করবেন এবং বেশি বেশি ইস্তগফার ও দু'আ হলে ও'কুফ (আত্মাহর ধ্যানে মগ্ন ইওয়া) করতে পারেন।

* মুহদালিফাতেই ফজরের নামায আদায় করা সুন্নত। এ সময় বেশী বেশী তালবিয়াহ ও আচাহ আকরণ পাঠ করতে থাকবেন।

৩.১০ মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা : মুহদালিফায় ফজরের নামায পড়ে সূর্য উঠার প্রাক্তালে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

* ট্যালেট ব্যবস্থা : মুহদালিফায় একসাথে সকল হাজী সাহেবান জায়গায় অবস্থান করার ফলে ট্যালেট একটা বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে পারে। যদিও সৌনি সরকার হাজী সাহেবানদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্যালেটের ব্যবস্থা রাখে। তা সঙ্গেও অধিক স্বাস্থ্যের সমাগমের কারণে ট্যালেটে ভিত্তির আধিক্য দেখা দেয়। এজন্য এখানে পরিমিত খাবার প্রয়োজন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এছাড়া ওয়ার জন্য ফজরের নামাযের ওয়াক ইওয়ার আগে ভাসেই ওয়া করে নেয়া ভাল হবে। ব্যাগে অবশ্যই নিজের প্রয়োজনযন্ত্র ট্যালেট টিস্যু রেখে দিবেন।

৩.১১ মুহদালিফার সীমা : মুহদালিফায় রাত্রি যাপনের পূর্বে অবশ্যই এর সীমা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। অনেকে সীমা ঠিকমত না জানার ফলে এবং কোন যাচাই-বাহাই না করার কারণে মুহদালিফার সীমানার বাইরে রাত্রি যাপন করেন। আবার কেউ কেউ মধ্যে রাত্রির আগেই মুহদালিফা হতে বের হয়ে পড়েন এবং মুহদালিফায় রাত্রি যাপন করেন না। যিনি বিনা কারণে মুহদালিফায় রাত্রি যাপন করবেন না তার একটি উচ্চারিত ছুটে যাবে। এজন্য তার ভওরা ও এন্টেগফার করতে হবে এবং একটি ফিনিয়া বা দম দিতে হবে।

তবে যাদের প্রজন্ম আছে যেমন অসুস্থ, অক্ষম, অতিবৃক্ষ, দুর্বল, মহিলা ও শিশু এবং এদের দেখাতনা করার মত অভিভাবক, তাদের ক্ষেত্রে যথ্য রাত্রির পর মুহদালিফা হতে মীনার নিকে রওনা ইওয়া জায়েয় আছে।

૪. હજેર તૃતીય દિન ૧૦ વિલહજ

* જામારાહે આકાબાહ તે રમી કરા વા બડુ જામારાય પાંચું નિક્ષેપ

* હીનાય શરૂતાને પ્રતીક હિસાબે પ્રતૃતકૃત સ્થાને જામારાહ . એ બકમ બડુ, મેવ ઓ છોટ પરગર તિનાટી સ્થાન રહેણે યા યથાતુંમે બડુ શરૂતાન, મેવ શરૂતાન ઓ છોટ શરૂતાન નામે અભિહિત .

* શરૂતાને પ્રતીક હિસાબે જામારાહેર તિનાટી સ્થાને કંકર નિક્ષેપ કરાકે રમી બલે;

* મુહદાલિફા હતે ૧૦ વિલહજ ફળાદેર નામાય પડે જામારાહે આકાબાહ વા બડુ શરૂતાનકે કંકર મારાર ઉદ્દેશ્યે મીનાર નિકે રૂણા હતે હેઠે;

* બ્યાલોટી/સરકારી હાજીગં એ સહય ટ્રોને કરે જામારાહ યાબેન; નન-બ્યાલોટી/બેસરકારી હાજીગં તાદેરે જન્ય નિર્ધારિત બાસ અથવા પાયે હેઠે જામારાહતે યેતે પારેન; આવાર યે કેટ ઇઞ્ઝ કરલે પાયે હેઠે જામારાહતે યેતે પારેન .

* સાધારણતઃ સૂર્યદિયેર પર થેકે વી-પ્રહરેર પૂર્વ પર્યાત સમયે કંકર મારા ઉત્તમ ; તબે જીવનેર બૂકિ થાકલે, અતિદૂદુ, દુર્બલ એબં અસુદુ માનુષેર કેને સૂર્યાંત્રેર કિન્હ પૂર્વે વા રાત્રિને પાથર નિક્ષેપ કરાર અબકાશ રહ્યેને .

* મને રાખબેન, હાજીદેર જન્ય હીનાય પૌછે પ્રથમ જામારાહ (જામારાહે આકાબાહ) વા બડુ શરૂતાન એર પ્રતીકે એકટિર પર એકટિ કરે મોટ ૭ (સાત)ટી કંકર મારાતે હેઠે યા ગ્રાહિબ . ષ્ટટ કંકર એકત્રે નિક્ષેપ કરા યાબે ના . તાહલે ગ્રાહિબ આદાય હેઠે ના .

* અનેકક્રોટ નિક્ષેપિત કંકરાટિ જામારાહ એર સ્થાને ના લેગે દેયાલ ઘેરો સ્થાને પડ્યે પારે સેકેટોએ ગ્રાહિબ આદાય હેઠે . કિન્હ બૂન્દેને બાઇને પિયે પડ્યે સેટિ સાંચીક બલે ગણ્ય હેઠે ના . તદ્દ્વલે આર એકટિ કંકર નિક્ષેપ કરતે હેઠે . એજલ્ય અતરિક્ટ ૮/૧૦ ટી કંકર સાથે રાખ્ય ભાલ .

૪.૨ તાલબિયાહ બડુ ઓ દુ'આ : પ્રથમ કંકર મારાર પૂર્વ મુહૂર્ત થેકે તાલબિયાહ પાઠ બહુ રાખતે હેઠે . કિન્હ દુ'આ કરા બક હેઠે ના .

* પ્રતીટિ કંકર નિક્ષેપેર સહય બિસમિલ્હારી આસ્તાર આકાર, બલે શરૂતાનકે કંકર મારાતે હેઠે . એહાડા આપનાર ઇચ્છારત દુ'આ બલે કંકર છુભતે પારેન .

* એકેટો કોન સુનિર્દિષ્ટ દુ'આ નેઇ . તબે આપનિ બલાતે પારેન-

* "સે આસ્તાર નામે યિની મહાન, શરૂતાનકે અપસંતુ કરાર ઉદ્દેશ્યે, નયાલ આસ્તાર સત્તુટિ અર્જનેર જન્ય આખિ એ કંકર નિક્ષેપ કરાછું .

આસ્તાર ! આપનિ આમાર હજ કબુલ કરતુંન . ઉનાસ્તારજિ માફ કરતુંન, આમાર એટોટાકે ફલપ્રસૂ કરતું !"

* બડુ જામારાહે પરપર ષ્ટટ કંકર નિક્ષેપ કરા શેર હેઠે મન-પ્રાણ ફૂલે આસ્તાર કાછે દુ'આ કરતું .

* અનેક સેન્ટ્રે દેખો યાર, આમાદેર મા-બોનેરા બિભિન્ન કારણે કંકર મારાતે યેતે તર પાન અથવા મહિલાદેર સાથે દોકા માસ્તરામ વા દલેર પુરુષ સનસારા મહિલાદેરકે જામારાહતે યેતે વા નિકે નિરુદ્ધાસ્તિત કરતેન . સેકેટો ત્રિય મા-બોનેરા મને રાખબેન, શરીરાત સથાત ઓથર છાડ્યા, અતિદૂદુ, અસુદુ ઓ દુર્બલ બ્યક્ટિ છાડ્યા પ્રતિનિધિ નિરોગેર માધ્યમે કંકર નિક્ષેપ કરા હેઠે તાર ગ્રાહિબ આદાય હેઠે ના .

* મહિલારાઓ અન્યોર પછે પાથર નિક્ષેપેર જલ્ય પ્રતિનિધિ હિસાબે નિરોગ પેતે પારેન . યાકે પ્રતિનિધિ નિરોગ કરા હેઠે તિનિ પ્રથમે નિજેર ષ્ટટ કંકર નિક્ષેપ કરતેન . તારપર અન્યોર પછ થેકે કંકર નિક્ષેપ કરતે પારવેન .

૪.૩ કુરવાની કરા

૧૦ વિલહજ તારિખેર તૃતીય કાજ હ્લો કુરવાની કરા . પાથર નિક્ષેપ સમાપ્ત કરે નિજેર બાસસ્થાન/હોટેલ/તાંગુલે ફિરે યેતે હેઠે એબં કુરવાની કરતે હેઠે .

* કુરવાન ઓ તામાતુ હજ પાલનકારીદેર જલ્ય કુરવાની કરા ગ્રાહિબ આર ઇહસ્રાદ હજ આસાનકારીદેર જન્ય મુન્તારાબ .

* ૧૦, ૧૧ ઓ ૧૨ વિલહજ એર યે કોન દિન કુરવાની કરા હેઠે પારે . દિન ઓ રાત્રિ યે કોન સમય કુરવાની કરા યાય . હીનાર મહાદાને અથવા મહા મોકારારયાર યે કોન સ્થાને (યા હારામ સીમાનાર ડેરો) કુરવાની કરા યાય .

* બર્તમાને સૌદિ સરકાર બિભિન્ન બ્યાંકેર માધ્યમે કુરવાનીની ટાકા જમા નિયે થાકેન એબં એર બિનિયારે રિપ દિયે થાકેન . સેન્ટ્રે એકટા સહય નિર્દિષ્ટ કરું થાકે . ઓહ નિર્દિષ્ટ સહયેર પર કુરવાની હતેહે બલે ધરે નિતે હેઠ . કારણ બ્યાંકેર માધ્યમે ટાકા જમા નિયે કુરવાની ટિકિમત હજે કિ-ના તા દેખ-તાલ ઓ ગર્દબેન્શ્ય કરાર જલ્ય સૌદિ સરકાર બહ સંખ્યક ભલાટિયાર નિરોગ દિયે થાકેન .

ଆମ୍ବାହର ନାମେ ତଥାଫ ଦେଇଲେ । କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆବାର ଆସି ହେତୋବା
ନା-ଓ ହୁଏ ପାରେ । ତିଯି ମା-ବୋମ ଘଟୁବର୍ତ୍ତୀ ହହିଲାଦେର ଜନ୍ୟ କରାନୀୟ ସମ୍ପର୍କେ
ପରବର୍ତ୍ତୀକ ଏ ଗତିକେବେ ପ୍ରକ୍ରି-ଉତ୍ତର ପରେ ବିଜ୍ଞାନିତ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।

৪.৭ হজের সাঁচি

ଏହିପରେ କାଜାଟି ହବେ ସା'ଈ କର୍ଯ୍ୟ ଯା ଯୋଗିବି । ଉତ୍ତରାବା ସା'ଈ ଯେ ପଞ୍ଚତିତେ କରନ୍ତା ହୁଏ, ହଜ୍ରେ ସା'ଈଓ ଏକଇ ପଞ୍ଚତିତେ କରନ୍ତେ ହବେ । ସା'ଈ କରନ୍ତେ ହୁଲେ ଅବଶ୍ୟକ ଯେ ଥାରୁତେ ହବେ । ସା'ଈର ଅନ୍ୟ ଓୟ କରା ସୁନ୍ଦର ।

* যারা মুক্তি থেকে ৮ বিলহজ্জ মীনায় যা ওয়ার সময় একটি নকল তাওয়াফের সাথে সাঁই করে আসেননি তাওয়াফে যিরাবাহ এর পরে তাদেরকে অবশ্যই সাঁই করতে হবে।

৪.৮ মীনাতে অভ্যর্থনা : সাঁচি শেষ করে মীনাতে ফিরে যেতে হবে এবং মীনাতুর প্রতি ধাপন করা সম্ভব।

* ১০ বিলহজ্জ হওয়া হতে মীলায় বাওয়ার সময় প্রচণ্ড ভিত্তি হব। অনেকক্ষেত্রে ঠিকমত যানবাহন পাওয়া যায় না। এফেজে আইর্থে হবেন না। মনে রাখবেন, হজ্জে আপনাকে অনেক ধরনের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

* এভাবে ১০ বিলহজ্জের ব্যক্তিগত দিনটি শেষ করতে হবে অর্থাৎ হজ্জের ডিনটি করয় কাজ আদায় হয়ে গেল। আগহামদুলিল্লাহ! এবার মীনার তাবুতে ফিরে এসে একদিনে সারাদিনের ক্রান্তি, অন্য দিকে হজ্জ করার প্রশান্তি এজন্য মাত্র আবাহন সমর্পণে ঝোটি ঘোটি উকবিয়া আদায় করুন। আমিন!

৫ জানুয়ারি ১৯৭৬ সন ১১ খিলহস্ত

৫.১ জামারাহতে রমী : ১১ বিলহজ সূর্য একটু হেলে যাওয়ার পর থেকে
তিনটি জামারাহতে কংকর মারতে হবে। পথে ছোট জামারাহ (জামারাহ
সুগরা), এরপর দেখা জামারাহ (জামারাহ উসতা) এবং পরে বড় জামারাহ
(জামারাহ আকাবাতে ৭টি করে মোট $7+7+7=21$ টি কংকর নিষ্কেপ করা
ওয়াচিব।

* নিদিষ্ট সময়ে কংকর মারতে জীবনের জন্য ঝুকিপূর্ণ হলে দিনের যে কোন সময় এখনকি রাতেও কংকর নিষ্কেপ করা যাবে। অহিলাদের ক্ষেত্রে পর্দা মেনে চলা, অসুস্থতা ও উজর থাকা সাপেক্ষে জীবনের ঝুকিপূর্ণ হওয়ার সংশ্লিষ্ট থাকলে যে কোন সময় কংকর নিষ্কেপ করা যাবে। এখনকি রাতেও কংকর নিষ্কেপ করা যাবে।

* অসমুহতা ধৰণ অক্ষমতার কাৰণে কঢ়কল মাৰতে না পাৰলে অন্য বাড়ীকে দিয়ে কঢ়কল মাৰলেও ওয়াজিৰ আদায় হয়ে যাবে।

* কংকর মারার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নাই, আগ্রাহীর নামে আগ্রাহী
সত্ত্বটি অর্ডানের জন্য কংকর নিষ্কেপ করতে হবে। আপনার ঘনের মত যে কোন
কথা আগ্রাহীর দরবারে বলতে পারেন। একেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট দু'আ নাই। তবে
হিয়ে মা-বেল সে সময়ের আনন্দ উক্তেজনায় কিছু ঘনে আসে না। তাই আপনাদের
সুবিধার্থে হাতের কাছে রাখার জন্য নিলো রমীর দু'আ দেয়া হলো আপনি তা
বলতে পারেন-

“সে আল্লাহর নামে যিনি মহান! শয়তানকে অপদৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে,
দয়াল আল্লাহর সমৃষ্টি অর্জনের জন্য আমি এ পাথর ব্যবহি। হে আল্লাহ!
আপনি আমার ইচ্ছ ক্ষমুন করুন। উন্নাহুজি মাফ করুন, আমার প্রচেষ্টাকে
ফলগ্রস করুন।”

* শ্রদ্ধামে ছোট জামানাহ এর কাছে যেনের ৭টি কঢ়কর নিষ্কেপ করতে হবে। প্রতিটি কঢ়কর একটি একটি করে নিষ্কেপ করতে হবে। এবং প্রতিটি কঢ়কর নিষ্কেপের সময় 'বিসমিত্রাহি আগ্রহ আকবাৰ' বলতে হবে।

५.२ छोटे आमाराहते दू'आ ; छोटे आमाराहते एकटि एकटि करे घटि
कहकर निषेप करे साथने एकटु एगिये थान् । एवार किबला मूर्ख करे दंडिये
दूहि हात भुले आमाहर महत् वर्धना करे आरबीते अथवा निषेप भाषाय
मन-प्राण खुले दू'आ करुन् । एवाने कोन सुनिर्दिष्ट दू'आ नेहि । तबे दू'आ करा
समत् ।

৫.৩ মেৰা জাহারাহতে দু'আ : এৱপৰ মেৰা জাহারাহতে বা জাহারাহে উস্তা তে একই নিয়মে একটি একটি করে ৭টি কংকুৰ নিষ্কেপ কৰুন। প্ৰথম বাবেৰ মত একইভাৱে আঢ়াহৰ নাম লিয়ে “বিসদিল্লাহি আল্লাহু আকবাৰ” বলে পাথৰ নিষ্কেপ কৰুন। এৱপৰ সামান্য এগিয়ে গিয়ে পূৰ্বেৰ ন্যায় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহৰ সজ্ঞষ্টি আদায় এবং শুভা গ্ৰাহণ কৰে দু'আ কৰুন। এবাবেও আপনি আৱৰ্বীতে বা আপনাৰ নিজেৰ ভাবায় মনেৰ মত দু'আ কৰুন। এছাবেও কোন সন্দিগ্ধি দু'আ নেই তবে দু'আ কৰা সন্মত।

৫.৪ বড় জামারাহতে দু'আ নাই : শেষে বড় জামারাহ বা জামারাহে আকাবাতে একইভাবে 'বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবা'র' হলে পর পর ৭টি কংকর নিকেপ করতে হবে। কিন্তু জামারাহে আকাবাতে কংকর নিষেপের পর আদৌ

৩. মসজিদে নববী : মহানবী (সা) এই মসজিদ নির্মাণে নিজে অংশগ্রহণ করেছেন। এ মসজিদকে তিনি 'আমার মসজিদ' নামে অভিহিত করেছেন এবং এই মসজিদে নামাযে তিনি ইমামতি করেছেন।

* হযরত বোহুমদ (সা) বলেছেন, মসজিদে নববীতে এক রাকায়াত সালাত আদায় করা মুকার আল হারাম মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার রাকায়াত সালাত আদায় থেকেও উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

* হযরত আবাস (রা) থেকে আরেকটি হানীস সুনানে ইব্লিনে মাজার উল্লিখিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ ঘরে নামায পড়লে একগুণ, মহান্নার মসজিদে নামায পড়লে ২৫ গুণ, জামে মসজিদে পড়লে ৫০০ গুণ, মসজিদে আকসা ও মনিনায় আমার মসজিদে (নববী) পড়লে ৫০ হাজার গুণ এবং মসজিদে হারামে পড়লে ১ লক্ষ গুণ সওয়াব পাওয়া যাবে।

* মসজিদে নববীতে একাধাৰে চলিশ ওয়াক্ত নামায আদায়ে অনেক ফীলত আছে। আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-যে বাকি আমার মসজিদে এমনভাবে চলিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে যে তার এক ওয়াক্ত নামায ও ছুটেনি তবে তাকে (১) আহত্ত্বাম হতে (২) আধাব হতে (৩) নেকাক হতে যুক্তি দেয়া হবে।

৪. মসজিদে প্রবেশ : মসজিদে নববীতে প্রবেশের জন্য পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আপাদা আলাদা দরজা রয়েছে। কাজেই আপনাদের নির্বাচিত দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করুন।

* মসজিদে নববীতে প্রবেশকালে প্রথমে তান পা দিয়ে প্রবেশ করুন। পরিত্র মসজিদে-নববীতে প্রবেশ করার সময় প্রথমে তান পা দিয়ে প্রবেশকালে নিচের দু'আ পড়ুন :

بِسْمِ اللَّهِ وَالصُّلَّا وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَعْظَمِيِّ دُنْوِيِّيْ وَافْتَحْ لِيْ
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ : বিস্মিল্লাহি ওয়াস্সালাল্লাহু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহয়গু ফিরলী যুনৰী ওয়াফতাহু লী আবুৱাবা রাহমাতিল্লা।

অর্থ : আল্লাহর নামে (এ মসজিদে প্রবেশ করছি) এবং অসংখ্য দরদ ও অপরিমিত সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

৫. দুই রাকায়াত সালাত : নামাযের মাঝে সহজ ব্যাতিত মসজিদনুন নববীতে প্রবেশ করেই 'তাহিয়াতুল মসজিদ' বা 'দুবুলুল মসজিদ' নামে দুই রাকায়াত নামায আদায় করুন। প্রথম রাকায়াতে 'সূরা কফিরুল' এবং বিভীষণ রাকায়াতে 'সূরা ইখলাস' দিয়ে নামায পড়ে নিতে পারেন।

* মসজিদে নামায সম্পর্কে হযরত আবু কাতাদাহ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত হনিসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগেই সে যেন দু'রাকায়াত নামায পড়ে (বুখারী, মুসলিম)।

৬. দরজ ও কূবআল তিলাওয়াত : মসজিদে নববীতে বেশী বেশী দরদ ও কূবআল তিলাওয়াত করুন।

* পবিত্র কূবআল শরীফে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكُوتَهُ بِصَلَوةٍ عَلَى النَّبِيِّ كَائِبًا الدِّينَ أَمْنًا صَلَوةً عَلَيْهِ وَسَلَامًا
سَلَامًا .

উচ্চারণ : 'ইল্লাহ ওয়া মাল-ইকাতাহ ইউসালুন' 'আলান নাবিয়ি। ইয়া আইন্যু হাল্লাজিনা আমানু সালু আলাইহি ওয়া সালিমু তাবলিমা। (সূরা আহমাব, ৫৬ আয়াত)।

অর্থ : নিচরাই আল্লাহ তা'আলা নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তার ফেরেন্টাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে ঈশানদার ব্যক্তিজ্ঞা! তোমরা ও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম আলাও।

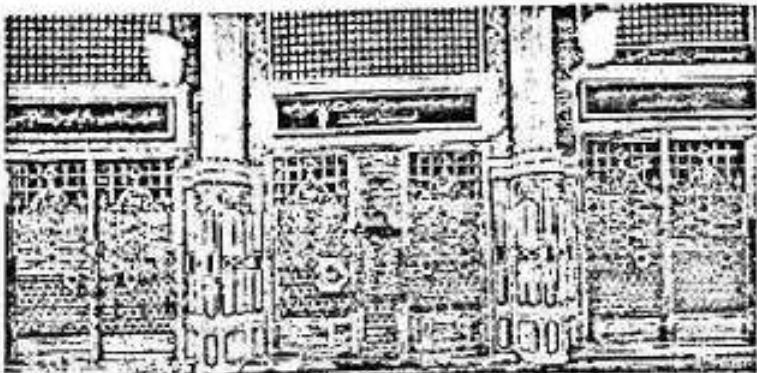
আর দরদের মর্ম-ই হল, তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা।

৭. পবিত্র গুণ্য মোৰারক : গুণ্য মোৰারকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলহন করতে হবে। রাসূলে পাক (সা)-এর কাছে কোন সাহায্য চাওয়া যাবে না। যা কিছু চাইতে হবে তা আল্লাহর কাছে। কবরবাসির কাছে কিছু চাইলে তা শিরক হয়ে যাব। শিরক করলে সব ইবাদত ও নেক আমল নষ্ট হয়ে যাব। এ জন্য

মহান আস্ত্রাহর কাছেই সমস্ত দু'আ করবেন। তবে রওয়া মোবারকে যেয়ে মহানবী (সা) কে সালাম জানাবেন এবং দরদ পড়তে থাকবেন।

৮. মহানবী (সা)-এর পবিত্র রওয়া মোবারকের সামনে তিনটি শাখা ভাগ করা আছে এবং তিনটি শাখাতেই ছিন্দ রয়েছে। নিচের ছবিটি ভাগভাবে লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। দুই পিলারের মাঝের দেকশনের সামনে দাঁড়ালে আপনার বী পাশে একটি বড় বৃত্তাকার ছিন্দ দেখা যাবে। এটিই হয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র চেহারা মোবারকের স্মৃত্যুভাগ।

নবী করিম (সা)-এর রওয়া মোবারকের সামনের অংশ

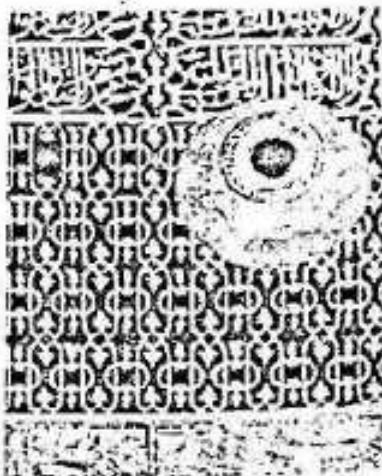


১. নবী করিম (সা), ২. হয়রত আবু বকর সিনিক (রা) ও ৩. হয়রত ওহর (রা)

এর সঙ্গে রয়েছে একটি দরজা যা বন্ধ থাকে।

তার ঠিক ডান পাশেই যে গোলাকার ছিন্দটি সেটি হয়রত আবু বকর সিনিক (রা)-এর চেহারার স্মৃত্যুভাগ। তার ডানদিকে আরেকটি গোলাকার ছিন্দ রয়েছে সেটি হয়রত ওহর ফারানক (রা) এর চেহারার স্মৃত্যুভাগ। নবী করিম (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে আদবের সাথে সালাম ও দরদ পেশ করবেন।

গ্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারকে যাওয়ার জন্য মহিলাদের আলাদা সীমানা



নিদিষ্ট করা আছে। আপনারা কেবলমাত্র সে এলাকাতে যেহেই নবী করিম (সা)-কে সালাম জানাবেন এবং দরদ পাঠ করবেন।

৯. রওয়া মোবারকে সালাম জানানো

হয়রত রাসূলে কারীম (সা)-এর রওয়া মোবারকে সালাম জানাতে পারা হাজী সাহেবের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কাজেই অত্যন্ত আদবের সাথে অক্ষতিমূলকভাবে আপনার পাক (সা)-এর রওয়া মোবারকে হাতির হতে হবে। হয়রত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন, যে বৃক্তি আমার কবর বিয়ারত করবে তার জন্য হাশেরের মরদানে শাফায়াত (সুপরিশ) করা আমার কর্তব্য হবে। (ফাতহল কাদির)

* হয়রত ইবনে ওহর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম নিয়ে বলেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে বৃক্তি হজ করার পর আমার বিয়ারত করেছে, আমার মৃত্যুর পরে সে আমার জীবনশায় আমার সাথে সাক্ষাত্কারীর ন্যায় হবে। (বাইহাকী, মিশকাত)

* গ্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারকে সালাম জানানোর জন্য মহিলাদের জন্য নিদিষ্ট এলাকা ও সময় নির্ধারণ করা আছে। সেখানে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে যাবেন। কোনওভাবেই ধার্মা-ধার্মি বা মারামারি করবেন না।

* রওয়া শরীরের সামনে হাতির হয়ে সালাম ও দরদ পাঠ করবেন এবং মনে মনে বেয়াল করবেন যে, আপনি যিন্দি নবী করিম (সা)-এর সামনে হাতির হয়ে সালাম পেশ করছেন এবং তিনি তা শুনছেন। হয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর রওয়া মোবারকে দাঁড়িয়ে যেতাবে সালাম জানাবেন তার একটি নমুনা দেয়া হলো :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ
اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ خَلِيلِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ
الْمَرْسَلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاتَمَ النَّبِيِّينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
رَحْمَةً لِلَّذِلِّينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامَةُ
عَلَيْكَ دَائِمِيَّنَ مُتَلَازِمِيَّنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اشْهَدُ أَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتُ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَرَ الْفَارُوقَ الَّذِي أَعْزَ اللَّهَ بِالْأَسْلَامِ
إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ مَرْضِيًّا وَحَبًّا وَمِنْتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَانَ جَرَاكَ اللَّهُ عَنْهُ
أَمَةَ سَدِّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا .

উক্তাবণ : অসমালামু আলাইকা ইয়া জাহীরাল মুমিনীনা উমারাল ফারুকাল্লাহী
অ-আখ্যাল্লাহু বিহিল ইসলাম, ইমামাল মুসলিমীনা মারদিয়্যান ওয়া হাইয়ান ওয়া
মাইয়িতান বাদিয়াল্লাহু আনকা ওয়া আরদাকা জাখাকাল্লাহু আন উদ্ধাতি সায়িদিনা
মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বাইরান।

অর্থ : অসংখ্য সালাম আপনার প্রতি হে মুনিগণের নেতা উমর ফারুক!
যাঁর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দীন ইসলামের সম্মান বর্ধিত করেছেন। যিন্মা-মুর্দা
সকল মুসলমানের শীকৃত নেতা। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি রায়ী হোন
এবং আপনাকে রায়ী করুন। সাইয়িদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
আলিহী ওয়া সাল্লামের উর্বাতের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উন্নত
প্রতিদান দিন।

১২. এরপর নিচের দু'আ পড়বেন

اللَّهُمَّ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا رَجَأَ السَّائِلِينَ رَأْمَنَ الْخَائِفِينَ وَ حَرَّ
الْمُتَوَكِّلِينَ يَا حَنَانَ يَا مَثَانَ يَا دَيَانَ يَا سُلْطَانَ يَا سُخَانَ يَا قَدِيمَ الْأَخْتَانَ يَا
سَامِعَ الدُّعَاءِ اسْمَعْ دُعَائِنَا وَ تَكْبِلْ زِيَارَتِنَا وَأَمِنْ حَرْقَنَا وَأَسْتَرْ عَيْوَتِنَا وَاغْفِرْ
ذُنُونَنَا وَأَرْحَمْ أَمْرَاتِنَا وَتَكْبِلْ حَسَنَاتِنَا وَكَفِرْ سَيِّئَاتِنَا وَاجْعَلْنَا يَا اللَّهُ عِنْدَكَ مِنْ
الْعَالَمَيْنِ الْفَائزَيْنِ الشَّاكِرَيْنِ التَّسْجِيْرَيْنِ مِنَ الَّذِينَ لَا حُرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزِبُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

উক্তাবণ : আল্লাহছ্বা ইয়া রাকুল আলামীনা ইয়া রাজাআস সারেলীনা ওয়া
আমনাল খায়িফীনা ওয়া হিরজাল মুতাওয়াক্তিলীন। ইয়া হান্নান ইয়া মান্নান ইয়া
দাইয়ানু ইয়া সুলতানু ইয়া সুবহানু ইয়া কানীমাল ইহসানি ইয়া সামিয়াদ দু'আ-ই
ইসরা দু'আ-আনা ওয়া তাকাবাল যিয়ারাতানা ওয়া-মিন খাওফানা ওয়াস্তুর
উয়াবানা ওয়াগভির শুন্দৰানা ওয়ারহাফ আমওয়াতানা ওয়া তাকাবাল হাসানাতিনা
ওয়া কাফকির সাইয়িতানা ওয়াজ-আলন ইয়া আল্লাহ ইনদাকা মিনাল আয়িখিনা
আল ফায়িজিনাশ শাকিবীনাল মাজাবীনা মিনচায়ীনা জা খাওযুন আলাইহিম

ওয়ালাহুম ইয়াহুয়ানু। বিরাহিমাতিকা ইয়া আরহামাৰ রাহিমীন। ইয়া রাকুল
আলামীন!

অর্থ : হে আল্লাহ! হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! হে প্রার্থনাকারীদের
আশাহুল! ভয়ার্টদের নিরাপত্তা আৰ ডৱসাকারীদের আশুৱ। হে মেহেরবান! হে
অনুগ্রহকাৰী! হে পূৰ্ণ প্রতিদানকাৰী! হে শক্তিশালী! হে পৰিজ্ঞা! হে সৰ্বকালের
অনুগ্রহকাৰী। হে প্রার্থনা শুবধকাৰী! তনুন আমাদেৱ দু'আ, কুল কুল আমাদেৱ
যিয়াৰত, দুৰ কুল আমাদেৱ দুৰ তৃতি, চেকে দিন আমাদেৱ সব দোষ, মার্জনা
কুল আমাদেৱ সব গুনাহ, রহম কুল আমাদেৱ মৃতদেৱ উপর, কুল কুল
আমাদেৱ সৎ কাজ, মোচন কুল আমাদেৱ পাপ, আৰ শামিল কুল আমাদেৱকে
তাদেৱ মধ্যে যাঁৱা আপনার কাছে আশুৱ লাভ কৰে সফলকাম হয়, শোকবণ্ঘ্যার
আৰ অনুগত-যাঁদেৱ তয় বা ভাবনা থাকে না, আপনার দৱার সাহায্যে! হে
শ্রেষ্ঠতম নয়ালু! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

১৩. অতঃপর মৰী কৰীষ (সা)-এর শিয়ার মূবারকের দিকে ফিরে নিচের এ
দু'আ পড়তে পারেন। ভিত্তের কারণে সত্ত্ব না হলে সুবিধাবত স্থানে দাঁড়িয়ে বা
বলে এ দু'আ পড়ুন:

لَهُدْ جَاهَكَمْ رَسُولُ مِنْ النَّفَسِكُمْ عَنِزْ عَلَيْهِ مَاعِنَتْ حَرِيصْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَعُوفْ رَحِيمْ قَانْ تَوْلَوْ فَقْلَ حَبْنِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِلْ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا بَنِيَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْنَوْ صَلَوةً
عَلَيْهِ وَسَلَوةً سَلِيْمَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اللَّهِمَّ أَنِ اسْتَلِكَ أَنْ
تَرْزُقَنِي إِيمَانًا كَامِلًا ثَابِتًا تَبَشِّرَ بِهِ قَلْبِي وَيَقِنَّا صَادِقًا حَتَّىْ أَعْلَمَ اللَّهُ لَا
يُصَيِّنِي إِلَّا مَا كَيْفَتَ لِي وَعَلَى نَافِعًا وَقَلْبًا حَاسِدًا وَلِسَانًا ذَكِرًا وَدَلَانًا
صَالِحًا وَرِزْقًا وَلِسَعًا وَحَلَالًا طَبِيبًا وَتَوْهَةً نَصُوحاً وَصَبِرَا جَيِّلًا وَاجْرًا عَظِيمًا
وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبِرًا وَتِجَارَةً لِنْ تَبُورَ يَا تَبُورَ النَّورَ يَا عَالَمَ مَا فِي الصُّدُورِ
أَخْرَجْنِي وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَتَوْقِينِي
مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

উক্তাবণ : লাকুদ ষা-আকুম রাসুলুম মিন আনকুসিকুম আবীযুন আলাইহি
মা আনিলুম হারীসুন আলাইকুম বিল সু'মিনীনা রাউফুর রাহীম। ফাইল তাওয়াল্লা-

কাছে হেতে না পারেন, তবে মুলতায়ামের দিকে সুর্খ করে এর বরাবর দূরে
দাঁড়িয়ে মনের মত দু'আ করবেন।

দ্রষ্টব্য : শ্রীর মা-বোনেরা, মুলতায়ামে সব সময় প্রচণ্ড ভিত্তি থাকে। পূর্বসূরে
ভিত্তে সেখানে গিষ্ঠে দু'আ বরাবর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় মুলতায়াম বরাবর
দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে আগ্রহিকতার সাথে আপনার মনের মত দু'আ করুন। যদে
বাধবেন, এটি দু'আ করুনের বিশেষ স্থান। একেবে সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই।
অনেক ক্ষেত্রে কাঁবা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ উত্তেজনায় দু'আর বিষয়বস্তুও
মনে আসেন। এরকম ক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধার্থে মুলতায়ামের জন্য দু'আ
সংগ্রহ করে রাখা হলো। এটি আপনাদের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ! এ
ব্যাপারে আগ্রহই অল জানেন। আরীন!

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اعْنُقْ رِقَابَ أَبْنَائِنَا وَرِقَابَ أَهْلَنَا وَأَخْرَجْنَا
وَأَوْلَادَنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرْمِ وَالنِّصْلِ وَالسَّنْ وَالْمَطْأَةِ وَالْأَحْسَانِ
اللَّهُمَّ أَخْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأَمْوَارِ كُلَّهَا وَاجْرِنَا مِنْ خَزِنِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ
اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَقْفَ تَحْتَ يَانِيكَ مُلْتَزِمٌ بِاعْتِنَابِكَ مُنْذَلِّ بَيْنَ يَدِينِكَ أَرْجُو
رَحْسَتَكَ وَاحْسِنْ عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَا تَدِيمَ الْأَحْسَانِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ أَنْ تَرْقَعَ
ذِكْرِي وَتَضَعَ وَزْرِي وَتُصْلِحَ أَمْرِي وَتُظْهِرَ قَلْبِي وَتُتَوَرِّ لِي فِي قَبْرِي وَتَغْفِرِكِي
ذَنْبِي وَأَسْتَلِكَ الرُّرُجَاتِ الْعُلَى مِنِ الْجَنَّةِ أَمِينٌ

উচ্চারণ : আগ্রাহ্মা ইয়া স্বাক্ষর ব্যক্তিল আভীক, আভিক্র বিকাবানা ওয়া
তিকাবা আবা-ইনা ওয়া উত্থাহতিন ওয়া ইথুওয়ানিনা ওয়া আওলাদিনা মিনান
নার, ইয়া যাল জুলি ওয়াল কারামী ওয়াল ফাদলি ওয়াল মান্না ওয়াল আতারিন
ওয়াল ইহসান। আগ্রাহ্মা আহুসিন আকিবাতানা ফিল উমৃরি কুর্তিহা ওয়া আজিজুন
মিন বিয়্যাদ দুন-ইয়া ওয়া আবারিল আবিরাহু। আগ্রাহ্মা ইন্নি আব্দুল্লা ওয়াকিফুন
তাহতা বাবিকা মুলতায়ামুন বিআ'তাবিকা মুতায়াজিলুন বাইনা ইয়াদাইকা আবেজু
যাহমাতাকা ওয়া আব্শা আবাবাকা মিনান নারি ইয়া কালীমাল ইহসান। আগ্রাহ্মা
ইন্নি আসআলুকা অন তাবুক'আ রিক্রী ওয়া তাদা'আ বিদ্যুতী ওয়া তুসলিহা
আমৰী ওয়া তুতাহহিরা বাল্বী ওয়া তুনাখিরা লী ফী কাব্রী ওয়া তাগফিরালী
যামৰী ওয়া আসআলুকান্দ দারাজাতিল উলা মিনাল জান্নাত-আরীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! হে প্রাচীনতম ঘরের মালিক! আমাদেরকে, আমাদের
দাদা-দাদী, মানা-মানী, মাতাপিতা ভাই-বোনদের ও সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নামের
আগুন হতে মুক্তি দিন। হে দয়ালু দাতা, করণাময়! ইংগলময়! হে আল্লাহ!
জামাদের সকল কর্মের শেষে ফলকে সুস্ক করে দিন। ইহকালের অপমান ও
পরকালের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাচান। হে আল্লাহ! আমি আপনার বাচ্চা,
আপনার আবাবের ভয়ে, আপনার করুণার আশায় আপনার দরবারে হাতির
হয়েছি। হে চির হঙ্গলময়! হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি চাছি যেন আপনি
আমার বশ বৃত্তি করে দিন, আমার পাপের বোঝা লাঘব করে দিন, আমার কর্ম
সঠিক করে দিন, আমার অন্তর পবিত্র করে দিন, আমার কবর আলোকিত করে
দিন, আমার শুনাহু কমা করে দিন এবং বেহেশ্তে উচ্চ মর্যাদার আসন আপনার
কাছে আমি চাছি। আমার দরবার মনস্তুর করুন।"

১২. তাওয়াফ শেষে মাকামে ইত্রাহীমে নামায

তাওয়াফ শেষ করার পরে মাকামে ইত্রাহীমের পেছনে গিয়ে ২ রাকয়াত
'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' নামায আদায় করতে হবে। সভব হলে মাকামে ইত্রাহীমের
পিছনে এবং সেখানে সঠিক না হলে মসজিদে হারাবের যে কোন স্থানে দুই
'রাকয়াত' নামায পড়ুন এবং দু'আ করুন।

১২.১ নবী করিম (সা) যেতাবে হজ করেছেন এবং বর্ণনার ভাবের (রা)
বলেছেন, মাকামে ইত্রাহীম-এ পৌছে নবী করিম (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত
করলেন :

وَأَنْجِذُرَا مِنْ مَقْامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلِى .

উচ্চারণ : ওয়াত্তাখিযু মিম মাকাম ইত্রাহীম মুসাফ্রা।

অর্থ : "তোমরা মাকামে ইত্রাহীমকে সাজাতের স্থান বানাও।" হযবাত মোহাহন
(সা) উচ্চবন্দে এই আয়াতটি পড়লেন।

১২.২ মনে মনে এ নামাযের নিরত : হে আল্লাহ! আমি দুই রাকয়াত
ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামাযের নিরত করলাম। আল্লাহ আকবার!

১২.৩ নবী করিম (সা) মাকামে ইত্রাহীমকে তাঁর ও বাবতুল্লাহুর মাঝখানে
রেখে দুই রাকয়াত সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি এ দুই রাকয়াত সালাতে
সূরা কাফিরুন ও সূরা ইব্রাহিম পড়েছিলেন। কাজেই এই দুই রাকয়াত নামাযের
প্রথম রাকয়াতে সূরা ফাতিহাৰ পর সূরা কাফিরুন (কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন)

سَخْطَلَ وَسُعَادَاتِكَ مِنْ عُقُوبَكَ وَأَمْوَالِكَ مِنْ لَا أَخْصَى ثُمَّ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ
أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ تَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضِيَ

উচ্চারণ : রাবরামা আত্মিয় লানা নূরানা ওয়াগফির লানা ইন্দ্রাকা আলা কুণ্ডি
শাইখিন কানীর। আল্লাহস্তা ইন্দ্রী আস্মালুকাল খায়রা কুল্লাহ আ-জিলাহ ওয়া
আজিলাহ, ওয়া আউয়ুবিকা মিনাশ-শাৰুরি কুল্লিহি আ-জিলিহী ওয়া আজিলিহী,
আত্মাগফিরুক্কা লিয়ামবী ওয়া আস্মালুকা রাহমাতাকা। আল্লাহস্তা রাবির দিনী
ইলমান ওয়া-লা ভূধিগ কালবি বা'না ইব হাসাইতানী ওয়া হাবলী ফিল দানুনকা
রাহমাতান ইন্দ্রাকা আনতাল ওয়াহহাব। আল্লাহস্তা আকিনী বী সাম'-ঙ্গ ওয়া
বাসবী লা-ইলাহা ইন্দ্রা আন্তা। আল্লাহস্তা ইন্দ্রী আউয়ুবিকা মিন আয়বিল কাবী
লা-ইলাহা ইন্দ্রা আন্তা সুবহানাকা ইন্দ্রী কুস্ত মিনায় ধা-লিমিন। আল্লাহস্তা ইন্দ্রী
আউয়ুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকুরি। আল্লাহস্তা ইন্দ্রী আউয়ু বিরিদাকা মিন
সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউয়ুবিকা মিনকা লা
উহসা সানাঅন আলহিকা আন্তা, কামা আস্মাইতা আলা নাফ্সিকা ফালাকাল
হামদু হাতা তারদা।

অর্থ : হে রাব্বুল 'আলামীন! আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ করুন
আর ক্ষমা করুন আথাদেরকে, নিচ্ছয়ই আপনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনার
নিকট প্রার্থনা করছি সব বকম কল্যাণ, যা তাড়াতাড়ি আসে তাও, যা দেরিতে
আসে তাও। অশ্রু চাঞ্চি আপনারই সব বকম অকল্যাণ হতে যা তাড়াতাড়ি
আসে তা হতেও আর যা দেরিতে আসে তা হতেও; মার্জন চাঞ্চি আমার
শুনাহের, আর তিঙ্গ চাঞ্চি আপনার রহস্যের। হে আল্লাহ! হে প্রভু! আমার
জন বাড়িয়ে দিন, বিভ্রান্ত করবেন না আমার অন্তরকে সত্য পথ দেখাবার পর,
দান করুন আমাকে আপনার খাস রহস্য, নিচ্ছয়ই আপনি বেশি বেশি দানকারী।
হে আল্লাহ! নির্দেশ করুন আমার কান আর চক্ষুকে, আপনি ব্যক্তিত আর কেউ
উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমি অশ্রু চাঞ্চি আপনার নিকট করেরে আযাব
হতে, আপনি ব্যক্তিত আর কেউ উপাস্য নেই। পরিত্র আপনার সত্তা, আমি
পাণী-ভাণী। হে আল্লাহ! কুফর আর দারিদ্র হতে আপনার নিকট আমি পালাহ
চাঞ্চি। হে আল্লাহ! অশ্রু চাঞ্চি আপনার ভূষিত ছাঁড়া আপনার গোবান্দ হতে,
আপনার বৃথাশৈশের দ্বারা আপনার শাস্তি হতে, আর আপনার নিকট থেকে
আপনারই অশ্রু চাঞ্চি। কুলিয়ে উঠতে পারি না আপনার প্রশংসা করে। আপনি

চিক তেমনি, যেমনটি আপনি নিজে বর্ণনা করেছেন। সব প্রশংসাই আপনার
যতক্ষণ না আপনি খুশী হন।

১৭.৩ দু'আ করতে করতে সাফা হতে মারওয়া পাহাড়ে পৌছালে সা'ইর
ও চক্র বা শাওত হয়।

১৮. সা'ইর চতুর্থ চক্র

মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে সাফার অনুসূত দু'আ করুন
এবং ৪ৰ্থ সাদি তজ্জ করুন।

১৮.১ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে-

* এ বার আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

* সুবহানারাহি ওয়াল হামদুল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ
আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুওলাত, ইলা বিলাহিল আলিয়াল আজীম।

* অতৎপর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ
করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا النَّعْمَانِ يُحْبِي وَيُمْبَتُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَصَرَّ عَبْدَهُ وَهُوَ
الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকলাহ লাহল মূলকু ওয়ালাহল
হামদু, ইউহী ওয়া ইয়ুমীত ওয়াহয়া আলা কুণ্ডি শাইখিন কানীর, লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ আনজায়া ওয়ালাদু, ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হাশামাল
আহ্যাবা ওয়াহদাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।
রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা ও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি
তাঁর অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তবে সাহায্য করেছেন এবং একাই
শক্ত-দলঙ্গোকে পরাজিত করেছেন।

১৮.২ সা'ইর চতুর্থ চক্রের দু'আ

اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ عَلَمُ
الغَيْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُلْكُ الْحَقُّ السَّمِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الْوَعِيدُ

১৯.২ সা'ইর পঞ্চম চক্রের দু'আ

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقُّ شَكْرِكَ يَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ مَا قَصَدْنَاكَ حَقُّ قَصْدَنَكَ يَا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ حَبْبُ الْبَنَاءِيْسَانَ وَرَبْنَاهُ فِي قَلْبِنَا وَكَرْبَلَةِ الْكَلْفَ وَالْفَسْقَ وَالْعَصْيَانَ
 وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ فَنَا عَنْكَ بَدِيلٌ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا
 بِالْهُدَىٰ وَتَفْرِيْنَا بِالْغَمْرَىٰ وَاغْفِرْنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ اللَّهُمَّ ابْسِطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ
 وَرَحْمَتِكَ وَقَضْيَكَ وَرِزْقَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَكِنُ النَّعِيمَ السَّيِّئَمُ الَّذِي لَا يَحْوِلُ وَلَا يَرْزُقُ إِلَيْهِ
 اللَّهُمَّ اجْعِلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَكَنِّيْسَنِي نُورًا وَقِنِيْسَنِي نُورًا وَقِنِيْسَنِي نُورًا وَمَنْ
 يَمْبَنِيْ نُورًا وَمَنْ قَوْقَنِيْ نُورًا وَاجْعِلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَعَظَمْ لِي نُورًا رَبِّيَ الشَّرْخَ لِي
 صَدَرِيْ وَسَرِّيْ أَمْرِيْ أَنَّ الصُّفَّا وَالْمَرْأَةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ فَنَنِ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَرَفَ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرُفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطْرُفَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ ।

উচ্চারণ : সুবহানাকা মা শাকারানাকা হাককা শুকরিক ইয়া আল্লাহ! সুবহানাকা
 মা কাসদানাকা হাককা কাসদিক ইয়া আল্লাহ! আল্লাহর হাকবিল্ ইলাইনাল
 ইমানা ওয়া যাইয়িন্দু কি কৃত্বিনা ওয়া কারবিল্ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুস্কা
 ওয়াল ইসইয়াল, ত্যাজ-অলনা দিন ইবাদিকাস সালিহান। আল্লাহর্যা কিনা
 আয়াবাকা ইয়াওমা তার'আসু ইবাদাকা। আল্লাহর্যাহদিনী বিলহুনা ওয়া নাক'বিনী
 বিত্ তাক্ডেয়া ওয়াগফিরুনী ফিল আধিরাতি ওয়াল উল। আল্লাহর্যাবসুত 'আলাইনা
 মিন বারাকতিকা ওয়া রাহমাতিকা ওয়া ফাদলিকা ওয়া রিখকিকা। আল্লাহর্যা ইন্নৈ
 আসআলুকান নাসিমাল মূকীমাল্যারী লা ইয়াহলু ওয়ালা ইয়াখ্লু আবাদান।
 আল্লাহর্যাজ আল ফী কাল্যী নূরান, ওয়া ফী সামষ্টি নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান,
 ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়া অন ইয়ায়ীনী নূরান, ওয়া মিন ফাওকী নূরান,
 ওয়াজআল ফী নাফসী নূরান, ওয়া আব্যিদ লী নূরান। রাবিশু রাখ্লী সাদৃয়ী
 ওয়া ইয়াসদির লী আম্বী। ইদুস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-হিরিষ্যাহি
 ফায়ান হাজাল বায়তা আবি'তামাৰা ফালা জুনহ আলায়হি আইয়াত্ তাওয়াকা
 বিহিমা, ওয়া মান তাভাওয়া'আ বায়রান ফাইন্দুর্যাহ শা-কিবুন 'আলীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পাক-পরিত্ব, আপনার শোকের আদায় তেমন করি
 নাই-যেমনটি করা উচিত। হে আল্লাহ! আপনি পাক-পরিত্ব, আপনাকে চাওয়ার
 মত চাইনি। হে আল্লাহ! ইমানকে আমাদের নিকট হিয় করে দিন আর আমাদের

অঙ্গে একে শোভিত করে দিন এবং কুফর, দৃষ্টি আর অবাধাতাকে আমাদের
 নিকট ঘৃণ্য করে দিন এবং আমাদেরকে শাহিল করুন আপনার নেক্কার বান্দাদের
 মধ্যে। হে আল্লাহ! যেদিন আপনার বান্দাদেরকে আবার উঠাবেন, সেদিন
 আপনার আবার হতে আমাদের বাঁচান। হে আল্লাহ! আমাকে সরল পথ দেখান,
 তাকওয়ার সাহায্যে নিষ্পাপ করুন। দুনিয়া আর অথিরাতে আমাকে মাগফিরাত
 করুন। হে আল্লাহ! আমাদের উপর ছড়িয়ে দিন আপনার বৰকত, ফয়ল আর
 বিধিত। হে আল্লাহ! আপনার নিকট সে নিয়ামত চাষি, যা স্থায়ী হবে এবং
 হাতছাড়া কিংবা বিলাশ হবে না কখনও। হে আল্লাহ! আমার জন্মযতে, আমার
 শ্রবণ শক্তিকে, আমার দৃষ্টি শক্তিকে, আমার ব্যবানকে, আমার সম্মুখ এবং উপরকে
 আপনার দূরের আলোকে আলোকিত করে দিন। হে প্রতিপালক! আমার বক্ষ
 প্রসরিত করে দিন এবং কর্মসম্মুক্তে সহজ করে দিন। নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া
 আল্লাহর নিদর্শনস্থরপ। সুতরাং যে আল-ই কা'বার হজ করে কিংবা উমরা
 করে, তার পক্ষে এ নিদর্শন দু'টির তাওয়াক (সা'ই) করাত কোন দোষ নেই।
 কেউ বেছায় তাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরুষদাতা, সর্বজ্ঞ।

১৯.৩ দু'আ করতে করতে সাফা হতে মারওয়া পাহাড়ে পৌছলে সা'ইর
 ৫ম চক্রের বা শাওত হয়।

২০. সা'ইর ষষ্ঠ চক্র

মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে সাফার অনুরূপ দু'আ করুন
 এবং ষষ্ঠ সা'ই ষুরু করুন।

২০.১ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে-

* ৩ বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে

* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

* সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ
 আকবার। ওয়ালা হাতুলা, ওয়ালা কুওতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিল্লাল আজীম।

* অতঃপর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ
 করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لِلْسُّلْكُ وَلِلْحَمْدُ يُخْبِيْسَ وَيُمْبِيْسَ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ رَعْدَهُ وَتَصْرَعَ عَبْدَهُ وَهُمْ الْأَخْرَابَ
 وَهُدَهُ

এক নজরে হজ্জ

ପରିଦ୍ର ହଜ୍ର ପାଲନେର ସୁନିଦିଷ୍ଟ ଦିଲଭଣିତେ କରଣୀୟ
(ମୂଳ ହଜ୍ରେର ସମୟକାଳ-୮ ଧିଲହଜ୍ର ହତେ ୧୨/୧୩ ଧିଲହଜ୍ର)

୧. ହଜ୍ରେତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନ ୭ ମିଲହଜ

୧.୧ ହଜେର ଅନୁତ୍ତି : ୮ ବିଲହଙ୍କ ହତେ ମୂଳ ହଜ୍ ଏବଂ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ । ଏ କାରଣେ ୮୫ ବିଲହଙ୍କ ହତେ ହଜେର ଅନୁତ୍ତି ପରିଷ କରନ୍ତି । ହଜେର ଅନୁତ୍ତିର ଜନ୍ୟ ସକଳ କାଜ ଏ ଦିନେ ସମାପ୍ତ ବନ୍ଦନ ।

୧.୨ ଇହରାମେର ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଇହରାମ ବୌଧାର ଅନ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦା ଯାଟି, ଚାଲ, ଦାଡ଼ି, ଗୋକ ବା ଶ୍ରୀରେର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେର ଅଶ୍ରୁଜୀବନୀର ଚାଲ/ଲୋକ କେଟେ ନିତେ ହେବ। ଇହରାମେର ବିଭିନ୍ନ ଏ ବିଷୟରେ ଇହରାମ ଅଂଶେ ମିଳିବନ୍ତ କରା ହୋଇଛେ।

* গোসল বা ঘৃণ্য় : ইহরাম এবং উদ্দেশ্যে গোসল করে বিশুদ্ধতা অর্জন বাস্তভে হবে। অন্যথায় মিসঙ্গাক করে ঘৃণ্য করে নিতে হবে।

* ইহরাম : পূর্বসময় ইহরামের উদ্দেশ্যে দুই প্রকৃত সাদা কাপড় পরিধান করবেন। এক প্রকৃত কোমর হতে শুরিয়ে লুঙ্গির মত পরতে হবে। অন্য প্রকৃত শরীরের ওপরের অংশের দুক ও কাঁধ ঢেকে পরতে হবে। মহিলাগণ ইহরামের উদ্দেশ্যে পরিকার-পরিষ্কার এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন যাতে পর্দা মেলে চলা যায়। উভয়েই হাতওয়াই চঞ্চল পরিধান করবেন যাতে পায়ের পাতার উপরে হাত খোলা থাকে তবে মহিলাগণ জুতা ও মোজা পরতে পারবেন।

* ইহরামের নামায় : ইহরামের কাগড় পরে যথো আবৃত করে দুই রাকাশাত্ত সুন্নাতুল ইহরামের নামায আলাদা করতে হচ্ছে। ইহরামের নামায নিজের অসমে অপরা কাঁ'বা শব্দীকে টিয়ে আদায় করা যাবে।

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ମାଧ୍ୟମିକ ମର୍କା ହତେ ମୀନାତେ ଯା ଓହାର ଅନ୍ୟ ମର୍କାର ସ୍ଥିତି ମୋରାତ୍ମେମଣି ବାସେର ବ୍ୟାବସ୍ଥା କରେ ଦ୍ୱାବେଳେ । ସେ କାରଣେ ଆପନାର ମୋରାତ୍ମେମ କୋନ ସମ୍ଭବ/କଥନ ଆପନାଦେବରକେ ମର୍କା ହତେ ମୀନାତେ ନିଯେ ବାବେଳେ ସେ ସମୟଟା ଜେନେ ନିଯେ ସେ ସମୟେର ଓପର ନିର୍ଭର କରେ ଆଗନି ଇହରାମ ବୀଧବେଳେ ।

* এছাড়া পরিচিতদের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে কুরবানী করাগ ব্যবস্থা করা হতে পারে। তবে নিজের জ্ঞানাত্মে কোন ব্যবস্থা না থাকলে অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই কুরবানীর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে-কারণ এটি আগনীর ওয়াজিব।

৪.৪ মাথা মুণ্ড/চূল ছাঁটা

কুরবানী করার পর চতুর্থ কাজ হলো মাথা মুণ্ড/চূল ছাঁট করা। পুরুষদের জন্য মাথা মুণ্ড করে বা চূল ছাঁটি করে ইহরাম মুক্ত হতে হবে।

মহিলাদের জন্য চূলের অংশভাগ আঙুলের এক কড়া পরিমাণ বা এক ইঞ্জি পরিমাণ চূল কেটে ফেলে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। মহিলাদের মাথা মুণ্ড করা নিষিদ্ধ।

ইহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য এটি ওয়াজিব। অতঙ্গের গোসল করে সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলি এখন বৈধ তথ্যাত স্বামী-স্ত্রী সহবাস ছাড়া, এটি কেবলমাত্র তাওয়াফে যিয়ারাহ এর পরে বৈধ।

যদি কুরবানী দুইদিন পরে করেন তবে মাথা মুণ্ড/চূল ছাঁটাও স্থগিত থাকবে। এ কাজটি কুরবানী সমাপ্ত হওয়ার পরেই করতে হয়।

মাথার চূল মুণ্ড/ছাঁটার পূর্বে নথ কর্তৃ, গোফ কাটা, লোম ছাঁটা ইত্যাদি জায়েয় নয়। যদি কেউ এবশ্য করে তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হজের জন্য এ মাথা মুণ্ড/চূল ছাঁটা মীনায় করা সুন্নত। তবে হারাম শরীকের যে কোন স্থানে এটা করা যাবে। কিন্তু হারাম শরীকের সীমানার বাহিরে মাথা মুণ্ড/চূল ছাঁটা করলে এর জন্য দম ওয়াজিব হবে।

আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বরী (বড় জামারাহতে কংকর নিকেপ), এরপর কুরবানী এবং তারপর মাথা মুণ্ড/চূল ছাঁটা কাজগুলি একটির পর একটি তামাহারায় পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা ওয়াজিব। যদি এই ধারাবাহিকতার ব্যতিয় ঘটে তবে এজন্য দম দিতে হবে।

৪.৫ তাওয়াফে যিয়ারাহ : এবার হজের তৃতীয় ক্রম তাওয়াফে যিয়ারাহ। এর কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। ১০ যিলহজ তারিখ হতে ১২ যিলহজ তারিখের সূর্য অন্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় রাতে বা দিনে এ তাওয়াফ আদায় করা যায়। তাওয়াফে যিয়ারাহকে তাওয়াফে ইফায়াও বলা হয়। তবে কুরবানী করার পর মাথা মুণ্ড করে ইহরাম মুক্ত হয়েই কেবলমাত্র তাওয়াফে যিয়ারাহ করা হয়।

তাওয়াফের নিয়ত

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرُدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، فَبِسْرْهُ لِي وَتَقْبِلْهُ مِنْ

উচ্চারণ : আল্লাহম্মা ইন্নী টুরীদু তাওয়াফ বায়তিকাল হারামে সাবআতা আশওয়াতিন ফা-ইয়াসসিরহ লী ওয়াত্তাকাক্কাল-হ বিন্নী।

অর্থ : “হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি সাত চক্কবের ঘারা আগন্তুর পরিত্র ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। অতএব তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা করুন করুন। হে রাকুন আলামীন!”

উমরার তাওয়াফের ন্যায় একই পদ্ধতিতে এই তাওয়াফ করা হয় এবং একেবে অবশ্যই ওয়ু থাকতে হবে।

সাধারণ পোশাকে এই তাওয়াফ করা হয় বলে এতে কোন ইজতিবা নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুরবানীর পরে মাথা মুণ্ড/চূল ছাঁটার পর ইহরাম মুক্ত হওয়া যাবে কিন্তু ইহরাম মুক্ত হলেও এ তাওয়াফে যিয়ারাহ করার পরেই কেবল স্বামী-স্ত্রীর সহবাস করা বৈধ।

সাধারণ পোশাকে ফরয তাওয়াফ করলে এবং এ তাওয়াফের পর ওয়াজিব সাই থাকলে উক্ত তাওয়াফের সময় বমল করতে হবে।

১০ যিলহজ তারিখ এ তাওয়াফ-ই-যিয়ারাহ করা ভাল। সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ করতে হবে।

১০ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারাহ করা হলে অবশ্যই ১০ তারিখের রাতেই সীমাতে ফিরে আসতে হবে। ওজর ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। যদিও সীমায় অবস্থান করা সুন্নত।

৪.৬ দিয় হা-বোল্লো, আপনাদের মধ্যে হিনি কর্তৃবতী অবস্থায় আছেন তার জন্য পরিব ইওয়ার পূর্বে তাওয়াফ-ই-যিয়ারাহ জায়েয় নয়। যদি আইয়ামে নহর অর্ধাত ১২ তারিখ পর্যন্তও আপনার শরীর বারাপ থাকে এবং পরিত্র না হল তাহলে তাওয়াফে যিয়ারাহকে বিলম্ব করে দেবেন এবং বিলম্বের জন্য তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। মনে রাখবেন, তাওয়াফে যিয়ারাহ ছাড়া দেশে ফিরে আসলে আজীবন এ ফরয বাকী থাকবে। এরপর আবার যেয়ে তাওয়াফ করতে হবে। সে কারণে কর্তৃবতী অবস্থা থাকলে পরিব না হওয়া পূর্বত অপেক্ষা করতে হবে। তবে যদি দেশে ফেরার জন্য নির্ধারিত ফ্লাইটের সময়সীমার মধ্যে পরিব হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ওটে-সাত আবে প্যাজ বেঁধে নিয়ে ঐ অবস্থায়

কোন দু'আ করা যাবে না। রমী শেষ করার সাথে সাথেই যতশীল্য সভার নিজের গভর্বে ফিরে আসতে হবে।

৫.৫ তাওয়াকে যিয়ারাহ এর জন্য ২য় সুযোগ : যদি ১০ যিলহজ আগনি তাওয়াকে যিয়ারাহ করতে না পারেন তাহলে এই দিন ১১ যিলহজ আগনির করয় কাঞ্চি-তাওয়াকে যিয়ারাহ করতে পারেন। এরপর মীনায় ফিরে এসে উপরের নিয়মে ৩টি জামারাহতে কংকর নিষ্কেপ করে মীনায় রাত্রিযাপন করতে হবে।

৫.৬ যিকির ও ইবানত : এ দিনে বেশী বেশী ঝুঁতান তিলাওয়াত, আল্লাহর একত্বাদ, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং নিজের অপরাধের বিষয় তুলে ধরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে মাঝ চেয়ে নিবেন এবং তবিষ্যতে হেন আর কোন তনাহ এর কাজ না করা হয় তার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন।

৬. হজের ৫ম দিন - ১২ যিলহজ

৬.১ জামারাহতে রমী : ১২ যিলহজ তারিখেও গত দিনের মত একই নিয়মে সৃষ্ট একটি হেটে বাওয়ার পর থেকে ৩টি জামারাহতে কংকর ধারতে হবে। প্রথমে হেটে জামারাহতে, এরপর মেখ জামারাহতে, শেষে বড় জামারাহতে ৭টি করে মোট $7+7+7=21$ টি কংকর মারা ওয়াজিব। জীবনের ঝুঁকি অন্তর করলে রাত্রিতেও কংকর মারা যাবে। অসুস্থুতা ও ওজর থাকলে অন্যকে দিয়েও কংকর মারলে ওয়াজিব আদায় হবে। তবে নিজের ওয়াজিব নিজে আদায় করার জন্য সচেষ্ট ধারুন-এটাই উত্তম।

৬.২ হেটে জামারাহতে দু'আ সুন্নত : প্রথমে হেটে জামারাহতে যেরে ৭টি কংকর একটি একটি করে নিষ্কেপ করুন। এরপর সামনে একটি এলিয়ে যেরে কিম্বলামুবী হয়ে দাঢ়িয়ে দুই হাত তুলে আবৰ্বাতে অথবা নিজের মাতৃভাষায় মনের মত করে আল্লাহর শশৎসা করে দু'আ করা সুন্নত। এখানে কোন সুনির্দিষ্ট দু'আ নেই।

৬.৩ মেখ জামারাহতে দু'আ : জামারাহে উসতাতে যেরে একটি একটি করে ৭টি কংকর নিষ্কেপ করুন। এরপর সামনে একটি এলিয়ে যেরে কিম্বলামুবী হয়ে দাঢ়িয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর মহত্ব ও একত্বাদ জানিয়ে মন-প্রাণ খুলে দু'আ করুন। এখানের জন্যও সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই তবে দু'আ করা সুন্নত।

৬.৪ বড় জামারাহতে দু'আ করা যাবে না : সবশেষে জামারাহে আকাবাতে একটি একটি করে মোট ৪টি কংকর মারতে হবে। কংকর নিষ্কেপ শেষ করেই এখানে কোন দু'আ না করে তৎক্ষণাত্মে সোজা নিজের গভর্বে ফিরে যেতে হবে।

৬.৫ মকায় ফেরৎ : কংকর নিষ্কেপ শেষ করে সরাসরি মকায় ফিরে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে রমী করতে যাওয়ার সময় তাঁরুতে রাখা নিজের জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আবার রমী সমাপ্ত করে তাঁরুতে ফিরে এসে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে রওয়ানা হতে পারেন। তবে দলগত সিদ্ধান্তমতে ব্যবস্থা নেয়াই উত্তম।

* যদি কোন কারণবশত এ দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করতে না পারেন তাহলে সে রাত মীনাতেই অবস্থান করতে হবে।

৬.৬ তাওয়াকে যিয়ারাতের শেষ সুযোগ : যদি কোন কারণবশত আগনি পূর্বে ২ (দুই) দিন তাওয়াকে যিয়ারাহ এর করয় কাঞ্চি করতে না পারেন, তাহলে এদিন ১২ যিলহজ মাগরিবের পূর্বে অবশ্যই আগনি এ করয় কাঞ্চি সরাখা করবেন।

৭. হজের ৬ষ্ঠ দিন - ১৩ যিলহজ ও তার পরবর্তী কার্যক্রম

৭.১ মীনা হতে মকায় ফেরৎ : যদি আগনি পূর্বের দিন ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ না করে বা মীনা ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়ে মীনায় রাত্রি যাপন করে থাকেন, তাহলে এদিন ১৩ যিলহজ পূর্বের নিয়মে হেটে, মেখ ও বড় জামারাহতে একইভাবে $7+7+7=21$ টি কংকর নিষ্কেপ করে মকায় নিজ বাসস্থানে ফিরে আসতে হবে।

* আগনার হজের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ! হজের পূর্বে আগনি যদি মদ্দিনায় সফর না করে থাকেন তাহলে সোনার মদ্দিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিন। অথবা এ কাঞ্চি হজের পূর্বে সমাপ্ত করে থাকলে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিন।

* মদ্দিনা যাওয়ার বা দেশে ফেরার এ সময়ে অনেক মা-বোন ও হাজী সাহেবান কেনা-কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রয়োজন যতটুকু তা অবশ্যই করবেন। মনে রাখবেন, আগনি এখন হাজীসাহেব। আগনার প্রতিটি মুহূর্ত মহাশূল্যবান। দেশে ফিরে কাঁবা শরীফ বা রওয়া মোবারক পাবেন না কাজেই প্রতিটা সেকেত ইবাদতে কাজে লাগান-সময় নষ্ট করার সময় নেই, হে আল্লাহর প্রিয় বাস্তু!

৭.২ বিদায়ী তাওয়াক : মকায় শরীফ থেকে শেষ বিদায়ের সময় হাজীগণকে 'তাওয়ায়ুল বিদা' বা বিদায়ী তাওয়াক করতে হবে। এটি ওয়াজিব। নফল

তাওয়াফ যে পদ্ধতিতে করা হয় এ তাওয়াফটিও সেই একই পদ্ধতিতে করতে হবে। এ তাওয়াফের পরে কোন সাঁই নেই। তাওয়াফে বিদা-ওয়াজিব।

* বিদারী তাওয়াফের নিয়ত : হে আল্লাহ! আমি বায়তুল হারাম এবং বিদারী তাওয়াফ করার ইচ্ছা করছি। হে মহামহীজান রাকুন আলাইন! এ তাওয়াফ আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার প্রচেষ্টাকে করুন করে নিন।

* এরপর নিজের মত দু'আ করুন।

* তাওয়াফ শেষে মাকামে ইত্রাহীমের পিছনে অথবা হারাম শরীফের বে কোন স্থানে দুই রাকুয়াত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দু'আ করুন। বিদায় যে কত বড় কঠিন তা এই বিদায়ে উপলব্ধি করা যাব।

* ত্রিয় মা-বোনেরা, যখন ত্যাগের পূর্বে বিদারী তাওয়াফ করার সময়ে যদি কোন মহিলা ঝড়বতী হয়ে যায় তাহলে বিদারী তাওয়াফ সে সমস্ত মহিলাদের উপর ভয়াজিব নয়। কাজেই সেসময় ত্রিয় মা-বোন, আপনারা কা'বা শরীফের বাইরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন এবং কান্নাকাটি করে মাগফিরাত কামনা করুন এবং এরপর মঙ্গ ত্যাগ করুন। আল্লাহ, রাকুন আলামিন আমাদের সহায় হউন। আমিন-ছুঁয়া আমীন!

হজের সংক্ষিপ্তসার

৮ খিলহজ একটি কাজ : তামাতুকরীদের প্রথম কাজ বাযতুল্লাহ থেকে ইহরাম বৌধা।

যীনাতে অবস্থান ও পাঁচ ঘণ্টাক সালাত আদায় : বোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর নামায পড়া।

৯ খিলহজ একটি কাজ : সূর্য হেলে পড়ার সময় হতে সৃষ্টি পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

১০ খিলহজ একটি কাজ : সূর্য হেলে পড়ার সময় হতে মুহাদালিফায় রাতি ঘাপন করা।
মুহাদালিফায় এসে এশা নামাযের প্রয়োজনে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া।

১১ খিলহজ একটি কাজ : (১) ভোরে মুহাদালিফা হতে যীনায় এসে প্রথমে জামারাহ আকাবায় ৭টি কক্ষ মারা, (২) কুরবানী করা, (৩) দারা মুওনো বা চূল ছোট করা এবং (৪) তাওয়াফে বিদারাহ করা।

১২ খিলহজ একটি কাজ : যীনায় প্রথম ছোট জামারাহ, এরপর মের জামারাহ ও বড় জামারাহ এর প্রত্যেকটিতে ৭টি করে মোট $7+7+7=21$ টি কক্ষ মারা।

১৩ খিলহজ একটি কাজ : যীনাতে ১১ তারিখের মতই উক্ত তিন স্থানে ৭টি করে মোট $7+7+7=21$ টি কক্ষ মারা।

যদি ১২ খিলহজ দিবাগত রাত হতে ফজর পর্যন্ত যীনায় অবস্থান করেন তবে ১৩ খিলহজ একটি কাজ : উক্ত তিন স্থানে পূর্ব দিনের মতই ৭টি করে ২১টি কক্ষ মারা।

বিদারী তাওয়াফ করা : মঙ্গ শরীফ হতে শেষ বিদায়ের সময় বিদারী তাওয়াফ করতে হবে যা ওয়াজিব।

**এতক্ষণের আলোচনা থেকে যে সমস্ত বিষয়ে মহিলাদের
হজ্জের নিয়ম-কানুন পুরুষদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর
পরিসংক্রিত হয়েছে তা হলো :**

* ইহরামের পূর্বে মহিলাগণ পোসল করবেন এমন কি কভুবতী হয়ের বা নিফাশ অবস্থাতেও। ইহরাম অবস্থায় পুরুষগণ পোসল করবেন এবং সে সময় তারা তাদের মাথার উপর পানি ঢালবেন। এ সময়ে তারা হালকাভাবে তাদের চুল নাড়তে পারবেন।

* মহিলাগণ ইসলামিক শরীয়ত সম্মত যে কেন রখয়ের সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে পারবেন। তারা অলংকার পরিধান করতে পারবেন। পুরুষগণ সেলাইবিহীন দুই প্রকৃতি সানা কাপড় পরিধান করবেন।

* মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখবেন, নিকাব পড়বেন না এবং ঘৃতে প্লোবস বা হাতমোজা পরিধান করবেন না। তবে অপরিচিত পুরুষ তার সামনে এসে হয়ে রাসূলে কর্মী (সা)-এর বিবিগণ অর্থাৎ উফুল মু'মিনীগণ যেভাবে তাদের মুখমণ্ডল আড়াল করতেন সেভাবে মুখ আবৃত করা যাবে তবে কাপড় দ্বারা মুখ প্রশ্রুত করানো যাবে না। পুরুষগণ ইহরাম অবস্থায় তাদের মাথা আবৃত রাখবেন না।

* মহিলাগণ জুতা/স্যান্ডেল পরতে পারেন এবং মোজা পরিধান করতে পারবেন। পুরুষগণ হাওয়াই চুল বা স্যান্ডেল পরিধান করবেন যাতে তার পায়ের গোড়লী এবং পায়ের পাতার উপরের হাত অনাবৃত থাকে।

* মহিলাগণ নিচুরে তালবিয়াহ পাঠ করবেন। পুরুষগণ উচ্চস্থরে তালবিয়াহ পাঠ করবেন।

* একজন মহিলার হজ্জ যাত্রা করতে হলে মাহরাম প্রয়োজন। মাহরাম এর বিষয়ে এ পুনরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

* তাওয়াফের সময় মহিলাদের ইজতিবা করতে হবে না। এখন তিন চক্রে তাদের জন্য রমল করারও প্রয়োজন নাই। কাব্য থেকের নিকটে পুরুষদের ভিত্তি থাকলে সে ভিত্তি বিচিত্রে ফতো সঙ্গে দূর দিকে তাওয়াফ করা প্রয়োজন। এমন কি ভিত্তির মাঝে মারা-মারি, ধারা-ধারি করে হজ্জের আসওয়াদ তথা কালো পাথর চুম্ব দেওয়া থেকেও নিজের পর্ণ বা সন্তুষ্ম রক্ষণ করা জরুরি। সেক্ষেত্রে দূর থেকে

হজ্জের আসওয়াদে ইশারা করা যেতে পারে। অন্যদিকে পুরুষগণ তাওয়াফের সময় ইজতিবা করবেন এবং তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে রমল করবেন।

* কভুবতী মহিলাদের জন্য সালাত ও তাওয়াফ করা যাবে না। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যক্রম করা যাবে।

* সাঁই করার সময় সাফা ও সারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী সবুজ বাতির স্থানে পুরুষ হজীগণ ইথাসত্ত্ব দোড়িয়ে অতিক্রম করবেন। মহিলা হজীদের জন্য এ স্থানে দোড়ানো বা জোরে হাঁটার কোন প্রয়োজন নাই। তারা সাঁই করার পুরো অংশই স্বাতাবিক প্রতিক্রিয়া করতে চলবেন। কভুবতী মহিলাদের সাঁই করতে কেন বাধা নাই।

* অসুস্থ, দুর্বল ও মহিলাগণ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মুহূরালিফা ত্যাগ করতে পারেন। একইভাবে তারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করতে পারেন।

* উমরা বা হজ্জের পর পুরুষগণ তাদের মাথা মুওন বা চুল ছেট করতে পারেন। মহিলাগণ তাদের চুলের সামান্য অংশ (গ্রাম এক সেক্টরিটার পরিমাণ) কাটতে পারেন।

* মৰা শরীক থেকে শেষ বিদায়ের সময় হজীগণকে তাওয়াফুল বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। এটি প্রয়োজিনি। প্রিয় স্বামৈরের মৰা ত্যাদের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করার সময়ে যদি কোন মহিলা কভুবতী হয়ে যাব তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ সে সমস্ত মহিলাদের উপর প্রয়োজিনি নয়।

* যখন মদিনা শহর দৃশ্যমান হবে তখন আরো ভালোবাসা দিয়ে দরদ পড়ুন এবং সালাম জানান। সবুজ গহুজ নজরে পড়ামাঝি অত্যন্ত আদরের সাথে দরদ পড়বেন এবং নিচের দু'আটি পড়বেন:

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُدْخَلٌ صَدِيقٌ
وَأَخْرِجْ صَدِيقًا اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِي مِنْ زِيَارَةِ
رَسُولِكَ مَا رَزَقْتَ أَرْبَابَكَ وَاهْلَ طَاعَتِكَ وَانْتَشِرْ كَيْ وَأَغْفِرْ كَيْ وَارْحَمْنِي
حَيْثُ مَسْأَلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْ لَنَا فِيهَا تَوْرَكًا وَرِزْقًا حَتَّالًا

উচ্চারণ : বিস্মিল্লাহি মাশাঅল্লাহ লা হাওলা ত্যালা-বুগুওয়াতা ইল্লা বিয়াহ।
রাবির আদবিলনী মুদ্রাগা সিদ্ধিও ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদ্ধিঃ। আল্লাহস্মা
তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা ওয়ারযুক্তী মিন্ঁ যিয়ারাতি রাসূলিকা মা রাখাক্তা
আওলিয়াআকা ওয়া আহলা স্ত্রীআতিকা ওয়া আলকিফুরী মিলান নার; ওয়াগফিরুলী
ওয়ার হাসনী খাররা মাসউলিন। আল্লাহস্মার মুক্ত লানা ফীহা কারারান ওয়া
রিয়কান হালালান।

অর্থ : আল্লাহর নামে (এ শব্দের প্রবেশ করছি) আল্লাহ যা মনজুর করছেন।
মেক কাজ করা এবং তুনাহুর কাজ হতে বেঁচে থাকা আল্লাহর সাহায্য ব্যুটীত
হতে পারে না। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্য পথে প্রবেশ করান এবং
সত্য পথেই বের করান। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের
দরজা খুলে দিন। আপনার বাসুলের যিয়ারত দ্বারা আমাকে সম্মানিত করুন,
মেভাবে আপনার ওলী-আওলিয়া ও ইবাদতকারী বাস্তুগুলকে সম্মানিত করেছেন।
আপনি আমাকে দোষধের আঙ্গ হতে রক্ষা করুন। আপনি আমাকে মাঝ করে
দিন। হে শ্রেষ্ঠতম ফরিয়াদের স্তু! আমার প্রতি কর্তৃপক্ষ করুন। হে আল্লাহ! এ
শহরে আপনি আমাকে ইষ্টি ও শাষ্টি এবং হালাল রিয়িক দান করুন।

২. মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা : মদিনা হুনওয়ারার পৌছে প্রথমে
আপনাদের নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে ব্যাগ ও মালামাল রেখে পোসল অথবা ওয়ু
করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে দিন। সুপ্র ও পবিত্র পোশাক পরিধান
করুন। আপনার প্রিয় নবী রহিম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাজেন, সেভাবে
মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, সালাম ও দরদ পড়তে পড়তে মসজিদে
নববীর দিকে রওয়ানা দিবেন।

পবিত্র মদিনা শরীফ

মদিনা হুনওয়ার দর্শন, মসজিদে নববী যিয়ারত এবং নবীজির রওয়া মোবারকে
সালাম প্রদান করা ইহু ও উমরার কেন অংশ নয়। কিন্তু ইয়েরত রাসূলে কারীম
(সা)-এর শহর, মসজিদ ও রওয়া শরীফ যিয়ারত প্রতিটি হাজীকে আকর্ষণ
করে। কিয়ামতের কঠিন হিসাবের দিনে হজুরে পাক (সা)-এর শাখায়াত (সুপারিশ)
পাওয়ার জন্য প্রতিটি হাজী মদিনা শরীফে গমন করেন। প্রগাঢ় এক মহকুতের
চানে তারা ছুটে যান সোনার মদিনার। মদিনা ও মসজিদে নববীতে যেতে কেন
ইহুরাম বাঁধতে হয় না এবং তালবিয়াহ নাই। ইয়েরত রাসূলে করিম (সা)-এর
প্রতি আওয়ারিক ভক্তি শুক্র নিয়ে অত্যন্ত মহকুত ভালোবাসার সাথে দরদ পড়তে
পড়তে মদিনার পথে গমন করুন।

মদিনা সফর এর পদ্ধতি

১. মদিনা যাত্রা ও তার নিয়ত : আপনি যখন মদিনায় যাত্রা করবেন, তখন
এভাবে নিয়ত করুন :

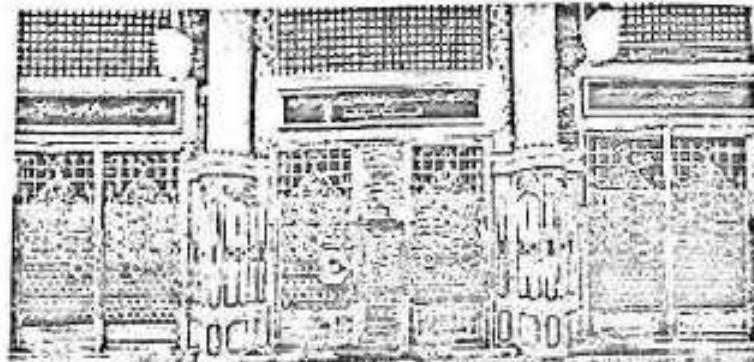
নিয়ত : 'হে আল্লাহ! আমি আমাদের প্রিয় নবী ইয়েরত মোহাম্মদ (সা)-এর
পবিত্র রওয়া মোবারক দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করছি। তা আপনি আমার
পক্ষ হতে কবুল করে দিন আর এ ব্যাত্তিকে আমার জন্য সহজ করে দিন! হে
বাসুল আলামিন!'

* মদিনার যাওয়ার পথের দুই পাশে বেশ তিছুন্দুর পর পর মাইল
ফলকের মত করে দু'আর ফলক লাগানো আছে। সেগুলো অন্ধ করে সেই
স্থানসমূহে দরদের গাশাপাশি দেই দু'আ, তাকবীর, তাহলীল বলতে পারেন।
যেমন কিছুন্দুর গিয়ে লিখা আছে 'আল্লাহ আকবার' বা 'সুবহান আল্লাহ'
বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ইত্যাদি বিভিন্ন ফলকে লিখা রয়েছে।
তবে রাতে যাত্রা করলে এসব চোখে না-ও পড়তে পারে সেক্ষেত্রে দরদ পড়তে
থাকুন। কিন্তু সহরটা ঘুমিয়ে বা গুল করে কাটিবেন না। তাসবীহ, তাহলীল,
দরদ ও সালাম পাঠ করতে থাকুন।

মহান আল্লাহর কাছেই সমষ্টি দু'আ করবেন। তবে রওয়া মোবারকে যেয়ে হয়নবী (সা) কে সালাম জানাবেন এবং দরখন পড়তে থাকবেন।

৮. মহানবী (সা)-এর পরিত্র রওয়া মোবারকের সামনে তিনটি শাখা ভাগ করা আছে এবং তিনটি শাখাতেই ছিন্ন রয়েছে। নিচের ছোট ভাগভাবে ইস্কু করলেই তা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। দুই পিলারের মাঝের সেকশনের সামনে দাঁড়ালে আপনার বা পাশে একটি বড় বৃত্তাকার ছিন্ন দেখা যাবে। এটিই ইয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর পরিত্র চেহারা মোবারকের সম্মুখভাগ।

নবী করীম (সা)-এর রওয়া মোবারকের সামনের অংশ



১. নবী করীম (সা), ২. ইয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও ৩. ইয়রত ওমর (রা)।

এর সঙ্গে রয়েছে একটি দরজা যা বন্ধ থাকে।

তার ঠিক ডান পাশেই যে গোলাকার ছিন্নটি সেটি ইয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর চেহারার সম্মুখভাগ। তার ডানদিকে আরেকটি গোলাকার ছিন্ন রয়েছে সেটি ইয়রত ওমর ফারুক (রা) এর চেহারার সম্মুখভাগ। নবী করীম (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে আদরের সাথে সালাম ও দরখন পেশ করুন।

প্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারকে যাওয়ার জন্য মহিলাদের আলাদা সীমানা



নির্দিষ্ট করা আছে। আগন্তব্য বেবলমারা সে এলাকাতে যেয়েই নবী করিম (সা)-কে সালাম জানাবেন এবং দরখন পাঠ করবেন।

৯. রওয়া মোবারকে সালাম জানানো

ইয়রত রাসূলে করীম (সা)-এর রওয়া মোবারকে সালাম জানাতে পারা হাজী সাহেবের জন্য প্রয়োজন নিষ্পত্তি। কাজেই অত্যন্ত আদরের সাথে অক্ষতিমূলকভাবে রাসূলে পাক (সা)-এর রওয়া মোবারকে হাতির হতে হবে। ইয়রত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য হাশেরের হয়দানে শাফায়াত (সুপারিশ) করা আমার কর্তব্য হবে। (ফাতহুল কাদির)

* ইয়রত ইবনে ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম নিয়ে বলেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করার পর আমার যিয়ারত করেছে, আমার মৃত্যুর পরে সে আমার জীবন্ধশ্য আমার সাথে সাক্ষাতকরীর ন্যায় হবে। (বাইহাকী, মিশকাত)।

* প্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারকে সালাম জানানোর জন্য মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ও সময় নির্ধারণ করা আছে। সেখানে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে যাবেন। কোনওভাবেই ধাক্কা-ধাক্কি বা মারামারি করবেন না।

* রওয়া শরীয়ের সামনে হাতির হয়ে সালাম ও দরখন পাঠ করবেন এবং মনে খেতাল করবেন যে, আপনি যিন্দি নবী করিম (সা)-এর সামনে হাতির হয়ে সালাম পেশ করছেন এবং তিনি তা জন্মহেন। ইয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর রওয়া মোবারকে দাঁড়িয়ে যেভাবে সালাম জানাবেন তার একটি নমুনা দেয়া হচ্ছে :

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب
الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد
المسلمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا
رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذشين صلوات الله وسلامه
عليك دائرين مُتَلَاقِيْن إلى يوم الدين اشهد أنت يا رسول الله قد بلغت

الرَّسَالَةُ رَأَدَتِ الْأَمَانَةَ وَنَصَحَتِ الْأَمَّةَ وَكَثُنَتِ الْفَسَادُ تَجْرِيَنَ اللَّهُ عَنِّا أَنْفَلَ
مَا جَزَىَ نَبِيًّا عَنْ أَنْبَيْهِ اللَّهُمَّ أَنِّي الْوَسِيلَةُ وَالنَّصِيبَةُ وَالدَّرْجَةُ الرَّفِيعَةُ وَإِنْتَ
الْقَنَامُ التَّخْمُودُنُ الَّذِي وَعَنْتَهُ أَنْكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَادَ .

উচ্চারণ : আসমালামু আলাইকা আইয়াহুরুবিহু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া
বারাকতুহু

আসমালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাত্তাহ!

আসমালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াত্তাহ!

আসমালামু শুরাসমালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাত্তাহ!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া খাফুকত্তাহ!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া সায়দাল মুহুসালীন!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া খাতামান্নাবিয়ীন!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামীন!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া শাফী'আল মুহনিয়ান!

সালাউতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইকা নায়িমীন মুতালায়িমীন ইলা
ইয়াওমিকীন।

আশহাদু আল্লাক ইয়া রাসূলাত্তাহি কাদ বাজাগতার রিসালাতা ওয়া আলাইতাল
আমানাতা ওয়া নাসাহতাল উচ্চাতা ওয়া কশাফতাল গুপ্তাতা ফ্যাজায়াতাহু
আল্লা আফলালা যা জায়ায়া নাবিয়াল আল উশ্শাতিহি। আল্লাহখ্যা আতিহিল-
ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাসীলাতা ওয়াদ নারাজাতার রাফি'আতা ওয়াব 'আসহুল
যাকামাল মাহমুদাত্তায়ি ওয়া'বাদতাহ ইন্নাকা লা তৃথলিয়ুল মী'আদ।

অর্থ : হে নবী! আপনার প্রতি অজস্র ধ্যায় শান্তি বর্ষিত হোক এবং
আল্লাহর বহুমত ও বর্তকত বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি অসংখ্য দরদ ও সালাম।

হে আল্লাহর হাবীব! আপনার প্রতি অসংখ্য দরদ ও সালাম।

হে আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি! আপনার প্রতি অসংখ্য দরদ ও সালাম।

হে রাসূলগণের সর্বীর! আপনার প্রতি অসংখ্য দরদ ও সালাম।

হে শেষ নবী! আপনার প্রতি অসংখ্য দরদ ও সালাম।

হে রাহমাতুল্লিল আলামীন! আপনার প্রতি দরদ ও সালাম।

হে গুরাহাগরদের জন্য সুপারিশকারী! আপনার প্রতি অসংখ্য দরদ ও সালাম।

কিয়ামত পর্যন্ত আপনার প্রতি অবিরাম ও নিয়মিত অনেক অনেক দরদ ও
সালাম বর্ষিত হোক।

আমি সাক্ষাৎ দিছি যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি (আল্লাহর) বার্তা পৌছে
দিয়েছেন (তাঁর বাস্তাগামের কাছে) ও (অর্পিত) আমানত আদায় করেছেন এবং
উত্তরের (সার্বিক) কল্যাণের বিহিত করেছেন;

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে আপনাকে এবন উত্তর
প্রতিদান দিন, যা কোন নবীর উত্তরের পক্ষ হতে কোন নবীর প্রতি প্রদত্ত হতে
পারে। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে রহ্যনা ও অতি উচ্চ সদ্বান দিন এবং যে
শাকাম্য মাহবুদের ওয়াদ আপনি তাঁকে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে উন্নীত করুন।
নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদ খিলাফ করেন না।

১০. হযরত আবু বকর সিন্ধিক (রা)-এর মাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর
প্রতি সালাম জানিয়ে পাঠ করবেন :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتْ فِي الْقَارِ وَرَفِيقَةً فِي الْأَسْنَارِ
وَأَسْتَأْنَتْ عَلَى الْأَسْرَارِ إِنَّمَا يَكْرِنُ الصَّدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَانَ جَزَاءَ
اللَّهِ عَنْ أَمَّةٍ سَيَّدَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْجَمَاعَ .

উচ্চারণ : আসমালামু আলাইকা ইয়া খাফীকাতা রাসূলিল্লাহি ওয়া সানিয়াতু
ফিল গারে ওয়া রাফীকাহ ফিল আসফারে ওয়া আমিনাহ আলাল আস্বারে আবা
বাকরিনিসু সিন্ধিকি রাসিয়াত্তাহ তা'আলা আলকা ওয়া আরদাকা। আবাকাত্তাহ
আন উগাতি সায়িদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা
খায়রাল জায়ায়ে।

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! তাঁর উহসঙ্গী, সফরসমূহের সহযাতী
এবং গোপনীয় বিষয়সমূহের বিশ্বস্ত রক্তক আবুবকর সিন্ধিক। আপনার প্রতি দরদ
ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আপনার ব্যাপারে সত্ত্ব হোন এবং আপনাকে
সত্ত্ব করুন। সাইয়িদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী
ওয়া সাল্লামের উপাত্তের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান
দিন।

১১. হযরত ওমর ফাতেব (রা)-এর মাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি
সালাম জানিয়ে পাঠ করবেন

ফস্কুল হাসবিয়াত্তাহ লা ইলাহ ইত্তা হয়া আলাইহি তাওয়াককালতু ওয়াহয়া
রাবুল আরশীল আবীব। ইন্তাহা ওয়া মালা-ইকাতাহ ইয়ুসালতুন আলান-নাবীজি,
ইয়া আইয়ুহুরায়ীনা আ'মানু সালতু আলাইহি ওয়া সাতিমু তাসপীয়া। আল্লাহয়া
সালি-ওয়া সালিম ওয়া বারিক আলাইহি। আল্লাহয়া ইয়া আসআলুক আল
তারখুনী সৈয়দান কামিলান সাবিতান, তুবশির বিহি কালবি ওয়া ইয়াকীনান
সাদিকান হাত্তা আ'লামা আল্লাহ লা ইয়ুসীবুনী ইত্তা মা কাতাবতা জী ওয়া ইলমান
মাফিন আল ওয়া কালবান খাশিয়ান ওয়া গিসানান যাকিরান ওয়া ওয়াসাদান
সালিহান ওয়া রিয়কান ওয়াসিয়ান ওয়া হালানান তাইয়িয়ান ওয়া তাওবাতান
মাসুহ। ওয়া সাবরান জাহিলান ওয়া আবরান আবীয়ান ওয়া আমান সালিহান
ব্রাকবুলান ওয়া ডিজারাতান লান তাবুর। ইয়া নূরানূর, ইয়া আলিমা মাফিস
সুনুর, আখড়িজনী ওয়া জামী আল মুসলিমীন যিনায় ফুলমাতি ইলান্নুর ফিদ-
নুনইয়া ওয়াল আখিবাতি ওয়া তাওয়াফফানী মুসলিমান ওয়া আগহিকনী
বিসলালিহিন। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার বাহিমীন, ইয়া রাববাল আলামীন!

অর্থ : নিশ্চিত এসেছেন তোমাদের নিকট একজন রাসূল, তোমাদের নিজেদের
এব্য হতে। বিনি তোমাদের কষ্টে ব্যথা পান, তোমাদের কষ্যাপের আকাঙ্ক্ষী,
চুম্বিনদের প্রতি অতি অতি দয়াল্পুর মেহেরবান, তবুও যদি তারা (কাফিররা) মুখ ফিরিয়ে
নেয় তা হলে, হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি
ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, তিনি মহান
আরশের মালিক। নিশ্চিহ্নই আল্লাহ বহুমত বর্ষণ করেন মৰ্মীর উপর, আর তাঁর
মেরেশতাগণ নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্বন্ন করে। সুতরাং হে মুমিনগণ! তোমরাও
তাঁর উপর নজর আর সালাম প্রেরণ কর। হে আল্লাহ! আপনার নিকট প্রার্থনা,
আমাকে কামিল ও অট্টল ইমান দান, করুন-যা হবে স্থায়ী আর যার ফলে আপনি
আমার অন্তরে বেঁথে থাবেন, আমাকে সত্য ইয়াকীন দিন যেন প্রায় নিশ্চিতভাবে
বৃথতে পারি যে, পথু তা-ই আমি পাব যা আপনি আমার ভগ্নে লিখেছেন, আর
দিন আমাকে উপকারী জান, তাক-ওয়াগুর্ব অন্তর, আপনাকে স্বরগকারী জিহ্বা,
নেক্কার স্ফুরন, ষঙ্গল জীবিকা—যা হাল্লাল আর পরিত্র, আর নসীর করুন
স্তুত্যকার তাওবা, উত্তম ধৈর্য, বিশুল নাওয়াব, এমন নেক আহল—যা মকবুল
হবে, আর এমন ব্যবসা করতে ক্ষতি নেই। হে আলোর আলো! হে অর্দ্ধমী!
বের করুন আমাকে এবং সব মুসলমানকে জাঁধার হতে আলোর দিকে দুনিয়া ও
আখিবাতে! আমাকে মরণ দিন মুসলিম হিসেবে, আমাকে নেক বালাদের সংগে

শামিল করুন আপনার ঘাস রহমতে, হে শ্রেষ্ঠতম দয়ানু! হে বিশ-জাহানের
প্রতিপালক!

১৪. অংগুর নিচের এ দু'আ গড়বেন

اللَّهُمَّ لَا تَذْعَنْ لَنَا فِي مَقَابِنَا هَذِهِ الشَّرِيفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ دَنَّا
الْأَغْرِيَةَ وَلَا هَنَّا بِاللَّهِ إِلَّا فَرِجَّعُهُ وَلَا عَبَّتِ الْأَسْرَرُهُ وَلَا مَرْفَعًا بِاللَّهِ إِلَّا
شَفَعَتْهُ وَعَافَيْتَهُ وَلَا مَسْأَفَرًا بِاللَّهِ إِلَّا نَجَّيْتَهُ وَلَا غَانِيَةً بِاللَّهِ إِلَّا رَدَدَتْهُ وَلَا
عَدُوًّا بِاللَّهِ إِلَّا خَلَقْتَهُ وَدَمَرْتَهُ وَلَا نَفِرَّ بِاللَّهِ إِلَّا أَغْبَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً بِاللَّهِ مِنْ
حَوَائِجِ الدِّينِ وَالْآخِرَةِ لَنَا فِيهَا صَلَاحٌ أَقْضَيْتَهَا وَبَسِّرْتَهَا اللَّهُمَّ اقْضِ
حَوَائِجَنَا وَبَسِّرْ أَمْرَنَا وَأَشْرَقْ صَدُورَنَا وَتَقْبِلْ زَيَارَتَنَا وَأَمِنْ خَوْفَنَا وَاسْتَرْعَيْتَنَا
وَاغْفِرْ ذَنْبَنَا وَأَكْشَفْ كُرُوبَنَا وَاحْسِنْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَلَنَا وَرَدَّ غَرْبَتَنَا إِلَى أَهْلَنَا
وَأَوْلَادَنَا سَالِبِينَ غَانِيَنَ مَسْتَوْرِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ الَّذِينَ لَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْرَنُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

উচ্চারণ : আল্লাহয়া লা তাদা'লান ফী মাকামিনা হায়াশ শারীফি বাইনা
ইয়াদাইয়া সাইয়িদিনা রাসুলিল্লাহ যাম্বান ইত্তা গাফারতাহ খ্রালা হাশ্যান ইয়া
আল্লাহ ইত্তা ফার্রাজতাহ ওয়ালা আইবান ইত্তা সাতাহতাহ ওয়ালা আবীদান ইয়া
আল্লাহ ইত্তা শাফাইতাহ ওয়া আকাইতাহ ওয়ালা মুসলিমীন ইয়া আল্লাহ ইত্তা
নাভজাইতাহ ওয়ালা গাফিবান ইয়া আল্লাহ ইত্তা রাদাততাহ ওয়ালা আদুউওয়ান
ইয়া আল্লাহ ইত্তা খাযালতাহ ওয়া দামারতাহ ওয়ালা ফালীরান ইয়া আল্লাহ ইত্তা
আগ্নাইতাহ ওয়ালা হা-জাতান ইয়া আল্লাহ মিন হাওয়াইজিদ দুনয়া ওয়াল
আখিবাতি লানা যীহা সলাহন ইত্তা কাদাইতাহ ওয়া ইয়াস-সায়তাহ। আল্লাহক্রিদি
হাওয়া-ইজান ওয়া ইয়াসির উম্রানা, ওয়াশুরায় সুদূরানা, ওয়া তাকাববাল
যিয়ারতানা ওয়া আমিন, বাওফানা ওয়াস্তুর উব্বানা ওয়াগফির যুন্বানা ওয়াক্ষিফ
কুজবান ওয়াখিয় বিসলালিহতি আ'মালানা ওয়া কুদ্দা কুরবাতানা ইলা আহলিনা
ওয়া আওলাদিন সালিমীন পানিমীন মাসতুরীন ওয়াজিআলনা মিন ইবাদিকাস
সালিহিনা মিনচুরীন লা বাওজুন আলাইহিন ওয়ালা হম ইয়াহয়ানুন। বিরাহমাতিকা
ইয়া আরহামার রা-হিমীন। ইয়া রাববাল আলামীন!

অর্থ : ইয়া আগ্রাহ! এই পবিত্র স্থানে আমাদের সরদার আগ্রাহের গান্ধুলুরাহের সামনে আমাদের একটি গুলাহও এমন ছাড়বেন না-যা আপনি মাফ করবেন না। একটি কষ্ট এবং দুশ্চিন্তাও এমন ছাড়বেননা—যা আপনি দূর করবেন না। হে আগ্রাহ! কোন দোষ না ঢেকে ছাড়বেন না। কোন ঝোপীকে বৃহ বিরাময় না করে, কোন হুসাফিলকে তার কষ্ট দূর না করে, কোন পথভ্রষ্টকে ঘরে না ফিরিয়ে, কোন শক্তকে অপমানিত ও ধূংস না করে, কোন গরীবকে ধনী না করে, দুনিয়া ও অধিখাতের কল্যাণকর কোন অভাব পূরণ ও সহজ না করে ছাড়বেন না। হে আগ্রাহ! আমাদের হজত পূরণ করুন, কাজ সহজ করুন, আমাদের বক্ষ প্রসরিত করুন, যিয়ারত করুন করুন, তব দ্রু করুন, দোষ শোপন করুন, গুনাহ মাফ করুন, আর আমাদের দুখ-কষ্ট দূর করুন এবং নেক আয়লের মধ্যে দিয়ে জীবনের অবসান ঘটান, আমাদের শারী ও বাসী তাদেরকে তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরান নিরাপদে, সাফল্যের সংগে দোষকৃতি অপকাশ রেখে, শাহিল করুন আমাদেরকে আপনার সেই নেক বাসাদের সংগে, যারা তথ ও ভাবনামুক্ত, আপনার কর্মনা বলে, হে প্রের্তম দয়ালু! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

দ্রষ্টব্য : দন্তদ ও সালাম এবং রওয়া শরীর ও মসজিদে নববীতে দু'আ করার সময় কোন বিশেব বাঁধা-ধরা দু'আই যে পড়তে হবে, এবন কোন কথা নেই। নিবিটাতার সংগে নিজের ইচ্ছামত যে কোন দু'আ সালাম যে কোন ভাষাতেই আগ্রাহের সরবারে করতে পারেন। তবে সাবধান উচ্চ আওয়াজ করবেন না বা বে-আদবী করবেন না।

১৫. রিয়াদুল জালাতে নামায আদায়

হযরত আবু হুরাফরা (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার গৃহ ও আমার যিথেরে মধ্যবর্তী স্থানটুকু জালাতের বাগানসমূহের অন্তর্ম। আর আমার যিথের আমার (কাওসার নামক) হাউজের ওপরে অবস্থিত (বুখারী, মুসলিম)।

* কাজেই সম্ভব হলে রওয়াতুম-মিন রিয়াদিল জালাত অর্ধাং নবীজী (সা) -এর রওয়া শরীর ও যিথের যথাবর্তী স্থানে দুই রাকায়াত নামায পড়ুন ও কাকুতি হিনতি করে দু'আ করুন।

* প্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারিকে সালাম জালানোর জন্য মহিলাদের জন্য নিশ্চিট এলাকা ও সময় নির্ধারণ করা আছে। সেখানে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে থাবেন। কোনভাবেই ধাক্কা-ধাক্কি মারামারি করবেন না। রওয়া মোবারিকে

একপাশে রিয়াদুল জালাতের কাপেটি হসজিলের কাপেটি থেকে আলাদা। সেটি সাদা ও সবুজ মেশানো রংয়ের, সেটি দেখে রিয়াদিল আগ্রাহ চিনে নিবেন। সেখানে নামায আদায় করুন। দু'আ-দন্তদ করুন। অল্প জাহগা, স্থানু বেশী বলে এখানে প্রচণ্ড ভিত্তি হয়। আপনি নামায শেষ করেই অন্য হাজীকে নামায পড়ার সুযোগ করে দিন। আগ্রাহের সরবারে দু'আ মুনাজাত করুন।

১৬. ৪০ শুয়াত নামায আদায়

হযরত রাসূল কারীম (সা)-এর মসজিদ "মসজিদ নববীতে" ৪০ শুয়াত নামায আদায় করুন। এটি হজের কোন অংশ নয় বা বাধ্যতামূলক নয়। এটি মুক্তাহাব। যদি এই ৪০ শুয়াত নামায ধারাবাহিকভাবে এ মসজিদে আদায় করা যাব তবে এর ফয়েলত অনেক বেশী এবং এর পুরকার রায়েছে কিন্তু এটি করা না হলে এর জন্য কোন গুণাহ বা পাপ হবে না।

* মসজিদে নববীতে একাধারে চার্টিশ শুয়াত নামায আদায়ে অনেক ফয়েলত রয়েছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সালামুর আলাইহি ওয়াসাতাম ইরশাল করেন—যে ব্যক্তি মসজিদে জাহাজাতের সাথে এমনভাবে চার্টিশ শুয়াত নামায আদায় করবে যে তার এক শুয়াত নামাযও ছুটেন তবে তার জন্য দু'টি ক্ষেপান লেখা হবে : (১) জাহাজাম হতে মুক্তি (২) আযাব হতে (৩) নেফাক হতে মুক্তি (তিরমিয়ী) আর এটি মসজিদে নববী হলে তো আরো এক হাজার গুণ ছওজ্যাব হবে।

১৭. বতদিন মদীনায় অবস্থানের সুযোগ হয় এইরূপ যিয়ারত, পাঁচ শুয়াত জামায়াতে নামায আদায়, আসহাবে সুফকার জাহগায়, মসজিদের সর্বত্র এবং বিশেষতঃ বেহেশ্তের টুকুর সকল খাসের গোড়ায় নামায ও দু'আ-দন্তদ ও মুনাজাত করবেন। যত দরদ জানা আছে বা পড়া সভব হয় সর্বপ্রকার দরদ ও দু'আ করার জন্যই তো আগ্রাহের নবীর সামনে হায়ির হয়েছেন। এই সুযোগ যেন হেলায় নষ্ট না হয়।

১৮. অতঃপর জালাতুল বাকী করবস্থানে যেয়ে সবার আগে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারত করে পড়ুন :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَسْتَحْيَتْ مِنْكَ
مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ زَئَنَ الْقُرْآنَ بِتَلَاقِهِ وَنُورُ الْمُحْرَابِ بِرَأْسِهِ

وَسَرَاجُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ إِلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخَلْفَاءِ الرَّشِيدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَكَ أَحْسَنَ الرُّضا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مُتَرَكَّزَةً وَمَسْكُنَكَ وَمَحْلَكَ وَمَأْرِيكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

উচ্চারণ : আস্মালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যানানা উসমানাব্না আফ্ফান। আস্মালামু আলাইকা ইয়া মানিস তাহ্রাত মিন্কা মালা-ইকাতুর রাহমান। আস্মালামু আলাইকা ইয়া বান-যাইয়্যানাল কুরআন বিত্তীলাওয়াতিহী ওয়া নাওওয়াবাল মিহ্রাব বি-ইয়ামাতিহী ওয়া সিরাজাত্তাহি তা'আলা ফিল জান্নাহ। আস্মালামু আলাইকা ইয়া সা-লিমাল খুলাফাইর রাশিদীন রাদিয়াত্তাহ তা'আলা আন্কুর ওয়া আরদাকা আহসানাব্রিন্দা ওয়া জা'আলাল জান্নাতা মানবিলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া মাহান্নাকা ওয়া মা-ওয়াইকা, আস্মালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

অর্থ : সালাম আপনার উপর, হে আমাদের সরদার আফ্ফানের পুত্র উসমান! সালাম আপনার উপর যাকে আল্লাহর ফেরেশতাপগণ সমীর করেছেন। সালাম আপনার উপর, যার তিলাওয়াত কুরআনকে অন্তর্কৃত করেছে, যার ইয়ামতী হেহরাবকে আলোকিত করেছে, আর যে বেহেশতে হয়েছে আল্লাহর প্রদীপ। সালাম আপনার উপর, হে খোলাফায়ে রাশিদীনের তৃতীয় খলিফা আল্লাহ আপনাকে রামী আর খুশী করেছেন চমৎকারভাবে, জান্নাতকে করেছেন আপনার গন্তব্যস্থল, আবাস আর আশুয়া। বর্ষিত হোক আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর করণ আর বরকত।

এরপর সম্ভব হলে জান্নাতুল বাকীর অন্যান্য মাধ্যমেও ফাতিহা আর সালাম পড়ুন।

প্রিয় মা-বোনেরা, মহিলাদের জন্য জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে প্রবেশ করার সুযোগ নাই। সেক্ষেত্রে আপনারা মসজিদে নববীর পাশ গিয়ে যেতে জান্নাতুল বাকীর রেলিং এর পাশে দাঢ়িয়ে উপরের এই দু'আ এবং বেশী বেশী ফাতিহা, দরজন ও সালাম পড়তে পারেন।

১৯. 'মসজিদে-নববীর' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তুতিসমূহ

রওয়া মোবারক ও মিস্র শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে (যা রওয়াতুম-মিন

রিয়াদিল-জান্নাত নামে পরিচিত) এমন আটটি স্থান আছে যার প্রত্যেকটি স্থানেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১) **উসতুওয়ানা-জান্নানাহ :** এ স্থানটির স্বল্পেই সেই খেজুর কাষটি ছিল যাতে তর করে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবু এবং করবেন এবং এটি হেতে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নবনির্মিত মিস্রে আরোহণ করলেন, তখন এই অকনো খেজুর কাষটি সশস্যে কাঁচাতে পড় করে এবং রাসূল (সা) যিথের থেকে নেমে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধোরার পর তার কান্না থেমে যায়।

২) **উসতুওয়ানা-সৌরীর :** এখানে মহানবী (সা) এতেকাফ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। এ স্থানটি হজরা শরীফের পঞ্চম পাশে জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৩) **উসতুওয়ানা-উকুল :** বাহির থেকে আগত প্রতিনিধি দল এখানে বসে মহানবী (সা)-এর হাতে ইসলাম প্রাপ্ত করতেন। তিনি তাদের সাথে এখানে বসেই সাক্ষাত্কার দিতেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এ স্থানটি জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৪) **উসতুওয়ানা-হারস :** মহানবী (সা) যখন হজরা শরীফে তশরীফ নিয়ে যেতেন তখন কোন না কোন সাহবী পাহারার জন্য লটারির প্রয়োজন দেখা দিতো। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবাতে-কিরাম (রা) চেষ্টা করতেন। মহানবী (সা)-এর প্রত্যাত্তের পর উকুল মু'মিনীন হস্তত আবেশা (রা) তাঁর তাগে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্থান। এই স্থানটি উসতুওয়ানা-উকুলের পঞ্চম পাশে রওজায়ে জান্নাতের ভেতর অবস্থিত।

৫) **উসতুওয়ানা-আবেশা (রা) :** মহানবী (সা) বলেছেন, আমার মসজিদে এখন একটি জায়গা রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে নামায পড়ার ফায়লত জানতো, তবে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারির প্রয়োজন দেখা দিতো। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবাতে-কিরাম (রা) চেষ্টা করতেন। মহানবী (সা)-এর প্রত্যাত্তের পর উকুল মু'মিনীন হস্তত আবেশা (রা) তাঁর তাগে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্থান। এই স্থানটি উসতুওয়ানা-উকুলের পঞ্চম পাশে রওজায়ে জান্নাতের ভেতর অবস্থিত।

৬) **উসতুওয়ানা-আবু লুবাবা :** যে স্থানে সাহবী হয়রত আবু লুবাবা (রা) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি এই বলে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলেন যে,

وَسَرَاجُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْحُكَمَاءِ الرَّشِيدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَكَ أَحْسَنَ الرُّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مِنْزِلَكَ وَمَسْكِنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَارِبَكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

উচ্চারণ : আস্মালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদানা উসমানাবুনা আফ্ফান। আস্মালামু আলাইকা ইয়া মানিস তাহ্যাত যিন্কা মালা-ইকাতুর বাহমান। আস্মালামু আলাইকা ইয়া মান-যাইয়্যানাল কুরআনা বিতলাওয়াতিহী ওয়ানা ওয়ারাল মিহুরাবা বি-ইমামাতিহি ওয়া সিরাজাল্লাহি তা'আলা ফিল জান্নাহ। আস্মালামু আলাইকা ইয়া সা-লিসাল খুলাফাইর রাশিদীনা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আলুকা ওয়া আরদাকা আহসানাবুরিদা ওয়া জা'আলাল জান্নাতা মানফিলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া শাহজালাকা ওয়া মা-ওয়াইকা, আস্মালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

অর্থ : সালাম আপনার উপর, হে আবাদের সরদার আফ্ফানের পুত্র উসমান! সালাম আপনার উপর যাকে আল্লাহর কেরেশতাগণও সমীক্ষ করেছেন। সালাম আপনার উপর, যার তিলা ওয়াত কুরআনকে অন্তকৃত করেছে, যার ইমামতী মেহরাবকে আলোকিত করেছে, আর যে বেহেশ্তে হয়েছে আল্লাহর ধনীপ। সালাম আপনার উপর, হে খোলাফায়ে রাশিদীনের ভূতীয় খলিফা আল্লাহ আপনাকে রাখী আর খুশী করেছেন চমৎকারভাবে, জান্নাতকে ফেরেছেন আপনার গন্তব্যস্থল, আবাস আর আশ্রয়। বর্ষিত হোক আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর কর্মসূল আর বরকত।

৩) এরপর সভ্য হলে জান্নাতুল বাকীর অন্যান্য মায়ারেও ফাতিহা আর সালাম পত্রন।

প্রিয় মা-ধোনেরা, মহিলাদের জন্য জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে প্রবেশ করার সুযোগ নাই। সেক্ষেত্রে আপনারা মসজিদে নববীর পাশ গিয়ে যেয়ে জান্নাতুল বাকীর রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে উপরের এই দু'আ এবং বেশী বেশী ফাতিহা, দুর্দন ও সালাম পড়তে পারেন।

১৯. 'মসজিদে-নববীর' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তম্ভসমূহ

১০০% মোবারক ও খিদ্র শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে (যা রওয়াতুম-মিন

রিয়াদিল-জান্নাত নামে পরিচিত) এমন অটিটি স্থান আছে যার প্রত্যেকটি স্থানেরই বরতু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১) উসতুওয়ানা-জান্নাহ : এ স্থানটির স্থলেই সেই খেজুর কাঞ্চি ছিল রাতে তর করে রাস্তুল্লাহ (সা) খুঁতা প্রদান করতেন এবং এটি হেড়ে রাস্তুল্লাহ (সা) যখন মনবনির্মিত মিহরে আরোহণ করলেন, তখন এই তুকনো খেজুর কাঞ্চি সশব্দে কাঁদতে তরু করে এবং রাস্তুল (সা) মিহর থেকে নেমে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার পর তার কান্দা থেমে যায়।

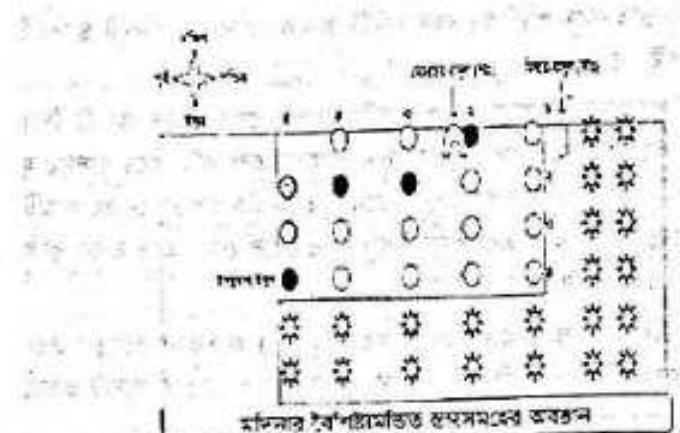
২) উসতুওয়ানা-শরীর : এখনে মহানবী (সা) অতেকাফ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। এ স্থানটি হজরা শরীফের পঞ্চম পাশে জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৩) উসতুওয়ানা-টকুদ : বাহির থেকে আগত প্রতিনিধি দল এখানে বসে মহানবী (সা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন। তিনি তাদের সাথে এখানে বসেই সাক্ষাত্কার দিতেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এ স্থানটি জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৪) উসতুওয়ানা-হুরস : মহানবী (সা) যখন হজরা শরীফে তশরীফ নিয়ে হেতেন তখন কেন না কোন সাহাবী পাহারার জন্য এখানে বসতেন। এস্থানটি জালি মোবারক থেকে রয়েছে।

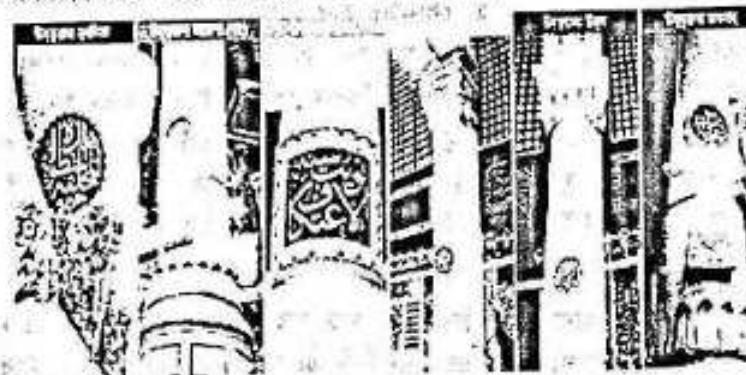
৫) উসতুওয়ানা-আয়েশা (রা) : মহানবী (সা) বলেছেন, আমার মসজিদে এমন একটি জারিগা রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে নামায পড়ার ফর্মালত আলতো, তবে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারির প্রয়োজন দেখা দিতো। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে-কিরাম (রা) চেষ্টা করতেন। মহানবী (সা)-এর ঘরানের পর উচ্চ মুহীমীন হ্যরত আয়েশা (রা) তাঁর ভাগ্নে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবাইর (রা)-কে সেই জারিগাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্থান। এই স্থানটি উসতুওয়ানা-টকুদের পঞ্চম পাশে রওয়ায়ে জান্নাতের ভেতর অবস্থিত।

৬) উসতুওয়ানা-আবু লুবাবা : যে স্থানে সাহাবী হ্যরত আবু লুবাবা (রা) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি এই বলে নিজেকে শক্ত করে বেধে রেখেছিলেন যে,



“যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে ক্ষমা না করবেন ততক্ষণ আমি নিজেকে এভাবে বেঁধে রাখবো”। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রিয় সাহাবীর এই কষ্ট দেখে ব্যথিত হয়ে দু’আ করার পর তাঁর মাখামে আল্লাহর পক্ষ থেকে উক্ত সাহাবীর ক্ষমার ঘোষণা পাওয়া যায় তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এই সুসংবাদ শেনালেন যে, আল্লাহ তাঁর তওবা করুল করত তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ সুসংবাদ শেনার পর তিনি নিজেকে বাদি অবস্থা থেকে মুক্ত করেছিলেন। উক্ত স্থানটি উমরুল্লাহনার-আল্লাহ নামে খাতি সাত করে।

৭) উমরুল্লাহ-জিব্রিইল (আ) : হযরত জিব্রিইল (আ) যখনই সাহাবী হযরত দেহইয়া কালৰী (রা)-এর আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপরিটি দেখা যেতো।



মদিনার বৈশিষ্ট্যমত্ত্ব হস্তসমূহ

ত্রিয় দা-বোনেরা, রূপো মোবারকে বাড়োর জন্য মহিলাদের সুনির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত রয়েছে। তবে এই স্থানগুলি মূলত সেই এলাকার বাহিরে অবস্থিত।

২০. মদিনা শরীফে দশনীয় স্থানসমূহ

(১) মসজিদে-কুবা : হযরত রাসূলে কারীম (সা) মরা থেকে হিজরত করে মদিনা প্রবেশের পূর্বে মদিনা মুনাওয়ারার দার্শণ-পশ্চিমে তিন মাইল দূরে কুবা নামক অঞ্চলে যাতা বিরতি করেন। এখানে আনসারদের কয়েকটি গোত্র কসবাস করতো। সেখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উক্ত মসজিদ-ই-‘মসজিদে কুবা’ নামে পরিচিত।

প্রায়ত হাদীস সংকলক ইমাম তাবারানী হযরত সাহল ইবনে হুসারফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেছেন: যে বাতি সীমা

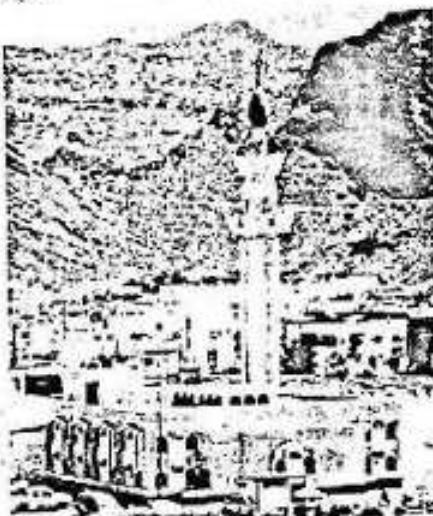
বাসস্থল থেকে পাক-পরিত হয়ে ‘মসজিদে কুবায়’ খাসে কোন এক নামায, অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, দু’রাকায়াত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা’আলা তাকে একটি মকরুল উমরার সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন (তাবারানী, ইবনে মাজাহ)। মদিনা জিসেগীতে রাসূলুল্লাহ (সা) ধাতেক শনিবারে কখনো উটে চড়ে আবার কখনো পায়ে হেটে ‘মসজিদে কুবা’ যিজ্ঞারত করতেন এবং দু’রাকায়াত নামায আদায় করতেন। প্রবর্তীকালে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর এই প্রিয় সুন্নতি মদিনাবাসীর প্রিয় অভ্যাসে পরিণত হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্ণত মদিনাবাসী নারী-পুরুষ, ছোট-বড় গ্রাম সবাই এতি শনিবারে ‘মসজিদে কুবায়’ কোন না কোন ওয়াকের নামায আদায় করতে আসেন।

(২) উহদের মাঠ : মদিনা শরীফ থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তরে এক বিশাল উহদ পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশেই উহদের ময়দান। এখানে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে ইসলামের বিজয় শুক্র সংষ্টিত হয়। পাহাড়টি দুই যাথাওয়ালা, দুই যাথার যাদখালে একটু নিচু। এখানে নবীজির চাচা আমির



মসজিদে - কুবা

হামজা, ফুফাত ভাই আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) সহ মোট ৭০ জন শহীদদের কবর। শহীদের মধ্যে রয়েছেন হ্যরত আবদুল্লাহ, আগর, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, আবু আয়মন খালাদ, খরেজা, সাঈদ ও সোমান (রা)। উল্লেখযোগ্য এই অটোচনের কবর হ্যরত আমির হামজার কবর থেকে প্রায় পাঁচশত গজ দূরত্বে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

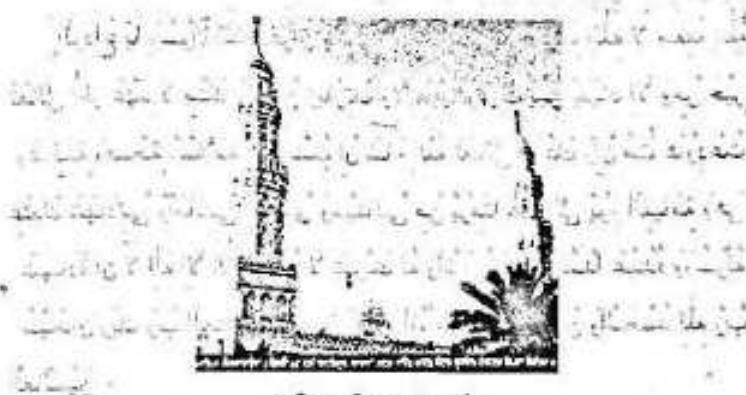


উল্লেখ করা অবস্থিত তহবিলের উচ্চতর নির্বিশ হস্তিশূল তহবিল

(৩) মসজিদে কিবলাতাস্তিন : মদিনা থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম উপকঠে হররাতুল গোবরা পাহাড়ে বনী সালামা গোত্রে অবস্থিত। বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী সালামা গোত্রের বারা ইবনে মারওয়ের ওফাতের পর তাঁর স্ত্রী উষ্মে বিশের ইবনে বারার নিকট গমন করেন, মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভোজে আপ্যায়িত করলে সেখানেই ঘোহরের নামাযের ওয়াজত শুরু হয়ে বার। সে হতে সাহাবীদের নিয়ে তিনি বনী সালামার মসজিদে ঘোহরের নামায আদায় করেন।

দু'রাকায়াত নামায আদায় করার পর হ্যরত জিবরাস্তিল (আ) ওয়াইর মাধ্যমে কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে বললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে ঘূরে কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে বাকী

নামায আদায় করলেন, সাথে সাথে মুকতাদিগণও ঘূরে পেলেন। অর্ধেৎ দু'রাকায়াত রাত্তুল মোকাদাসের দিকে মুখ করে বাকী দু'রাকায়াত কাবার দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। এ জন্যই এ মসজিদের নাম মসজিদে কিবলাতাস্তিন অর্ধেৎ দুই কেবলার মসজিদ।



মসজিদ-এ কিবলাতাস্তিন, মদিনা

প্রায় পাঁচশত বছর ধরে এটি কিবলাতাস্তিন ; কিন্তু

(৪) মসজিদে জুমআ : এটি কোবা থেকে মদিনাগামী বাস্তার সন্নিকটে অবস্থিত। হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা) ভীবনের সর্বপ্রথম জুমআর নামায এ মসজিদে আদায় করেন।

(৫) মসজিদে পামামাহ : এ মসজিদটি মদিনা নামক হন্দের কাছে অবস্থিত। হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে দু'সৈনের নামায আদায় করতেন।

(৬) মসজিদে আবু বকর (রা) : এটি এ মসজিদে পামামাহ উত্তর দিকে অবস্থিত। এ মসজিদে যিয়ারাত বন্ধা মৃত্যাব প্রতিষ্ঠান করা হচ্ছে।

(৭) মসজিদে আলী (রা) : এটি এ মসজিদে পামামাহ সন্নিকটে অবস্থিত। এ মসজিদের যিয়ারাতও মৃত্যাব।

১৪. মদিনা হতে বিদায় : মদিনা ভাগের প্রাঙ্গালে আগনি আবারণ অতি আতরিকভাবে সাথে ভালোবাসার সাথে, আপনীর পিয় নবী হ্যরত মোহাম্মদ (সা)-এর প্রতি সালাম ও দরস পেশ করুন। বিজ্ঞদের বেদনার, কানুর আবার এখানে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করে রহন আচাহর দরবারে দু'আ করুন। পিয় শা-বোন, আপনাদের সুবিধার্থে এখানে পাঠ করার হত দু'আ নিচে দেয়া

হলো- যদিও বার বার শুরূ করিয়ে দিই এসবের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট দু'আ নেই। আপনি আপনার ইচ্ছামত দু'আ করতে পারেন। শুধুমাত্র আমার মা-বোনদের হাতের কাছে সহজেতা করার জন্য এ দু'আ এখানে তুলে ধরা হলো :

১৫. মৌলিনা শরীফ হতে বিদায়ের দু'আ

الْوَدَاعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَاقُ يَابْنِي اللَّهُ الْأَمَانُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ لَا جَعَلَ اللَّهُ
غَالِي أَخْرَى عَهْدِ لَا مِنْكَ وَلَا مِنْ زِيَارَتِكَ وَلَا مِنْ الْوَقْوفِ بِمَنْ يَدْعُكَ إِلَّا وَمَنْ حَبَّبَ
وَغَافِيَةً وَصَحْبَةً وَسَلَامًا إِنْ عَشْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى جِئْنَكَ وَإِنْ مُتْ فَأَرْدَعْتَ
عِنْدَكَ شَهَادَتِيْ وَأَمَانَتِيْ وَعَهْدَيِيْ وَمِسْتَانِيْ مِنْ يُوْمَنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهِيَ
شَهَادَةُ إِنْ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ إِنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ .

উক্তাবগ : আলওয়াদাউ ইয়া রাসূলগ্রাহি! আল-বিদ্রাকু ইয়া নাবীয়াম্বাহি! আল আমানু ইয়া হাবীবাগ্রাহি! লা জা 'আলাহজ্ঞাহ তা'আলা আ-বিরা আহন্দিল লা মিন্কা ওয়ালা মিন বিয়ারাতিকা ওয়ালা মিনাল উকুফি বাইন ইরাদাইকা ইয়া শুয়া মিন খায়রিল ওয়া আ-বিয়াতিন ওয়া সিহুতিন ওয়া সালামাতিন ইন 'ইশতু ইনশা-অঙ্গাহ তা'আলা জি'তুকা ওয়া ইন মুত্তু কাঅওন্দা'তু ইন্দাকা শাহাদাতি ওয়া আমানাতি ওয়া আহন্দি ওয়া হীসাকী মিন ইয়াওয়িনা হ্য-যা ইলা ইয়াওয়িল কিয়ামাতি, ওয়াহিরা শাহাদাতু আন লা-ইলাহা ইলাগ্রাহ ওয়াহন্দাহ, লা-শারীকা শাহ ওয়া আশুহাদু আলা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলহ। সুব্রহ্মণ্য রাবিকা রাবিল ইয়্যাতি 'আছা ইয়াসিফুল, ওয়া সালামুন 'আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিহাহি রাবিল আলামীন।

অর্থ : বিদায় নিছি হে আল্লাহর রাসূল! ছেড়ে যাচ্ছি, আপনাকে হে আল্লাহর মধ্যে। নিম্নাপন্ত চাঞ্চি (আপনার মাধ্যমতে), হে আল্লাহর হাবীব। আল্লাহ যেন আপনার যিয়ারতকে, আপনার সামনে এই উপস্থিতিকে আমার বা আপনার পক্ষ হতে শেষ ঘটনায় পরিণত না করেন; বরং যদি সহি-সালামতে থাকি, তবে আল্লাহ চাহেন তো আবার হাজির হবো আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমি

স্বীকৃত করে রাখছি আপনার নিকট আমার শাহাদত, আমার আমানত, আমার ওয়ালা আর প্রতিশ্রূতি আজকের এই দিন হতে কিরামতের দিন গর্ভত এবং এই শাহাদত (সাক্ষাৎ) হচ্ছে এই যে, এক আল্লাহ ব্যক্তিত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তার কোন শরীক নাই। আমি শাক্ষ নিছি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আপনার প্রভু মহাশক্তিশালী, তিনি সেই সব কলক হতে পরিজ্ঞ যা কাফিররা তার উপর আরোগ করে। শান্তি বর্ষিত হোক তার রাসূলগণের উপর, আর সকল প্রশংসন বিশপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

১৫৫
জ্ঞান প্রকাশনী
হজ্জ বা উমরার সময় মহিলাগণ সচরাচর যে সমস্ত ভুল
(common Mistakes) করে থাকেন

১। চুল পড়ে যাওয়ার (Breaking their hair) অভিযোগ ভয়

আমাদের কিছু মা-বোনেরা তাদের চুল পড়ে যেতে পারে এজন্য অভিযোগ ভয় পেতে থাকেন। আর সে কারণে তারা তাদের মাথার হিজাব বা গুড়া/শার্ফ খুলতে চান না। এমন কি তারা যখন তাদের নিজেরের সাথে বা শুধু মহিলাদের সাথে থাকেন তখনও তা খুলতে চান না। তাদের চুল ভেঙে পড়তে পারে এজন্য তারা এতটাই চিত্তিত থাকেন যে, শুধু করার সময় ও তাদের মাথার আবরণ উন্মুক্ত করেন না। এটি এক ধরনের শব্দানন্দের কারণাজি। চিন্তা করে দেখুন। যদি আপনি সঠিকভাবে শুধু না করেন, আপনার মামায কি সহীহ হবে? আপনার তাওয়াক কি বৈধ বা ঠিক হবে? আপনি কি সত্যিই চিন্তা করে দেখেছেন, যে বিষয়টির উপর আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণ নেই বা যে জিনিসটি আপনার আয়তনের বাইরে, সেই কাজ করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দায়িত্ব দেবাবেন না কখনই না। তিনি মহান দয়াময় ও পরম ক্রমশীল। তাহলে তিনি কেন আপনার ইহরাম বাতিল করবেন কেবলমাত্র সামান্য একটু চুল তার নিজের মত করে পড়ার জন্য, যে জিনিসটি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এখনে নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র ইস্যুকৃত চুল কাটা, চুল তুলে ফেলা/উপড়ানো/ চুল ছেটে ফেলা - ইত্যাদি। কাজেই নিজে ইস্যু করে কোন উদ্দেশ্যে চুল কাটা, ছেঢ়া বা টাঙ্ঘা যাবে না তবে প্রকৃতির নিয়মে যে চুল ঘরে যায় আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারজন্য আপনাকে চিত্তিত হওয়ার দরকার নাই। মহান আল্লাহ তা'আলা পরম ক্রমশীল।

২। পুরুষ মানুষের ভিড়

হজ্জ/উমরার সকল প্রতি/আনুষ্ঠানিকতা পালনের সময় পুরুষ মানুষের ভিড় হতে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। বিশেষত, তাওয়াকের সময় এবং হজ্জের আসওয়াদে, সাঁট করা এবং জামারাতে পাথর নিক্ষেপ এর সময়। একটু চিন্তা করে দেখুন, হজ্জের আসওয়াদ স্পর্শ করা একটি উগ্রম সুন্নত। কিন্তু এটি একটি

সুন্নত যা এবং নিজেকে রক্ষা করা ও পর-পুরুষের অহেতুক সংশ্লিষ্ট হতে নিজের স্ত্রীর রক্ষা করা ফরয। তাই সুন্নত রক্ষা করার জন্য ফরয বাতিল করা যাবে না কিছুতেই।

পুরুষদের ভিড় এভিয়ে তাওয়াক করার জন্য সাধারণত কভকঙ্গলো সময়ে যখন ভিড় কম থাকে তখন করা যেতে পারে। আর সবচেয়ে ভাল হলো মোতলার ছান্দের উপর নিয়ে অথবা দুরবর্তী স্থান নিয়ে তাওয়াকের জন্য নতুন যে এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে তাওয়াক করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সময় তুলনামূলকভাবে একটু বেশী লাগবে। কোন ক্ষেত্রে তা এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। মনে রাখবেন শয়তান সবসময় আপনার মনে থেকা করবে। আপনাকে কুমরুণা দিতে থাকবে এ অনেক ইটা-কঠিন হবে। কিন্তু কিছুতেই না। মনে সাহস সংরক্ষ করে আল্লাহর নামে তাওয়াক করবেন। অথবা মধ্যরাতের সময়টা বেছে নিয়ে পারেন। সব সময় মনে করতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা এখানে এসেছি। সময় একটু বেশী লাগলেও, একটু বেশী ইটা হলেও পুরুষদের ভিড় এভিয়ে নিজের মনের মত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে তাওয়াক করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

৩। ইহরাম মানেই মাথা আবৃত রাখার হিজাব নয়

আমাদের অনেক মা-বোনেরা ইহরামের অর্থ ঠিকমত বুঝতে পারেন না। তারা মনে করেন যে, তাদের চুল চাবার জন্য মাথার উপর যে আবরণ/হিজাব অট্টস্টি করে বাঁধা হয় সেটিই ইহরাম। কোনজনেই তারা সেটি খুলতে চায় না। তারা ভাবেন যে, মাথার সেই আবরণ খুললেই তাদের ইহরাম তেসে যাবে। গ্রুতপক্ষে তা নয়। ইহরাম একটি অবস্থা যেখানে আপনি যে কোন পোশাক/কাপড় পরতে পারেন। আপনি ইহরাম অবস্থায় আছেন বলে এর অর্থ এই নয় যে আপনি পরবর্তিতে যেটি খুলতে পারবেন না এবং ইহরামের কাপড়টি খুলে ফেলা মানেও এই নয় যে আপনার ইহরাম শেষ হবে গেছে। আমরা আমাদের ইহরাম এর নিয়ম মেনে আমাদের ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করতে পারব, এবং তা অপরিক্ষার হয়ে গেলে সেটি আমরা খুলে পরব। প্রিয় মা-বোন, হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর আপনি ইহরামের কাপড় বদলাতে পারবেন এবং অন্য সেটি ইহরামের কাপড় পরিধান করতে পারবেন এবং তা হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরামের উপর কোনরূপ গ্রতাব ফেলবে না (ষ্যাভিং কমিটি ফর একাডেমিক রিসার্চ এবং ইস্যুয়িং ফতোয়াস, ফতোয়া-আল-লাজনাহ ১১/১৮৫)।

৪। জামারাত ও মুয়দালিফাতে না যাওয়ার প্রবণতা

আমাদের কিছু মা বেল মুভিসংগত কোন কারণ ছাড়াই অন্য কোন হাজীকে তার পাখে পাথর নিষেপের জন্য মনোনীত করেন। কিছু সময় তারা মানুষের ভিত্তিকে তা পায়, কখনও সাধারণতাবে আলস্য বেধ করে, কখনও তার নিজেদের দ্বারা এ কাজটি করার উচ্চতৃ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন না, যদিও কাজটি করার মত সামর্থ্য তাদের আছে।

আলহামদুলিগ্রাহ! মহান আল্লাহ আমাদের সুবাহা ও সার্থ্য দান করুন। আমরা মনে রাখো, আমরা যোগা, ক্ষমতাসম্পূর্ণ, সামর্থ্যবান, শক্তিশালী, সকল কাজ সুচারুপে সম্পন্ন করার জন্য আমরা সাহসী, উদ্যমি। যখন আমরা যাত্রি হিসেবে আসি তখন আমরা ছেট থেকে বড় সকল কাজই করে থাকি। কিন্তু হজ্জের সময় এলে আমাদের মধ্যে ভৌতিক সংস্কার হয় যে, আমরা হাঁটিতে পারব কি-না, হজ্জের সব পক্ষতি ঠিকমত করতে পারব কি-না। বিশেষ করে হজ্জ ও জামারাতে পাথর নিষেপের ক্ষেত্রে এ ভৌতিক এমনভাবে গেয়ে বসে যে, হাঁটা করেই দুর্বল-বোধ করার কারণে আমাদের অনেকেই পাথর নিষেপ করতে যেতে পারেন না।

হজ্জের সকল বিধান পালনে কর্তব্য আলস্যবোধ করবেন না বা কোন কিছুতেই সিন্দ্রাত্তাইনতার ভুগবেন না। সব সময় মনোবল দৃঢ় রাখতে হবে। প্রতিটি বিধান নিজে বাত্তবাসীন করার যে সফলতা-সেটা অনুধাবন করতে হবে নিজের যথ্যে, যদি আপনার সে কাজ করার ক্ষমতা থাকে। কাজেই কোন কিছু নিয়ে আসো তা পাওয়ার কিছু নাই। তবে হ্যাঁ, অল্পতে দেখা গেছে আমারাতে পাথর নিষেপ করতে গিয়ে পায়ের জাপায় কিছু ধারা-ধারিতে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তেন বা মৃত্যুবরণ করতেন। কাজেই আপনার গাইত এবং পরামর্শক্রমে সঠিক সময়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সেখানে যাওয়া ভাল। আলহামদুলিগ্রাহ, সেৱি সরকার জামারাত এলাকাকে এমনভাবে প্রশংস্ত করে নির্মাণ করেছেন যাতে খুব সহজেই পাথর নিষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি দেখেছি বেশ কুকুর/কুকুর, হইল চেরারে বসা, কিংবা প্রচে তব দেয়া, বা ছেট হেলেমেরেো অতি সহজেই অনেক হাজল্যে নিজেরাই নিজেদের পাথর নিষেপ করছেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, যদি ভিত্তের প্রকোপ বৃক্ষ পায়, কিংবা আপনার নিরাপত্তাইনতা অনুভব করেন বা নিরাপত্তার বিষয়টি জরুরী দেখা দেয় সেক্ষেত্রে পাথর নিষেপে বিলাপ করা যেতে পারে। ভিত্তি করা বা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামারাতে পাথর নিষেপের জন্য দেরী করে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুমতি রয়েছে (মুসলিম, বুখারী)।

৫। মুহদালিফাতে আবৃত/অনাবৃত থাকা

মুহদালিফা একটি খোলা মাঠ এবং এখানে কেন তাঁর নাই, এমনকি বাধকান্ত ও খোলা মাঠেই রয়েছে। ফলে আমাদের মা-বোনেরা যখন ওয়ু করেন সেখানে, তারা ভুলে যান যে, এটি একটি খোলা মাঠ এবং সর্বত্র পূর্ব মানুষেরা ছাড়িয়ে রয়েছে এবং তারা তাদেরকে দেখতে পাশ্চে। তবাপি, মহিলাগণ ওয়ু করার জন্য চিন্তা না করে তাদের সামনেই হিজাব বা উড়ল খুলে দেলেন একেপে নিজেদেরকে প্রকাশিত করা হয়ে যাব। তাহলে এ ধরনের অবস্থায় কিভাবে ওয়ু করা সঙ্গব?

এ ধরনের অবস্থায়, যখন আপনার ওয়ু করা প্রয়োজন তখন মহিলাদের একটি গ্রুপ করে নিন। এরপর একজন ওয়ু করলে এন্পের অন্যরা এমনভাবে দাঢ়াবেন এবং হিজাব ভুলে ধরবেন যাতে ওয়ুরত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে আড়ালে রাখা যাব। এভাবে ওয়ু করলে আপনার পর্সন কেন সহস্য হবে না ইনশাঅল্লাহ।

এছাড়া, মুহদালিফতে রাত্রিযাপন করার সময় মহিলা হিসাবে অবশ্যই আপনার গায়ে একটি চাদর পিয়ো নিজেকে আবৃত করে আড়ালে রাখতে পারেন। তবে মনে রাখবেন বেল কাপড় দিয়েই মুখ আবৃত করা যাবে না।

৬। হীনা ও আরাফাতে মূল্যবান সময় নষ্ট করা-একেবারেই খাবেনা

আমাদের অনেক মা-বোনকে দেখেছি তারা মীনার তাঁবুতে বসে একে অপরের সাথে নানাখবেনের পারিবারিক, সামাজিক এবং অগ্রয়েজনীয় কথা বলতে থাকেন। এমনকি আরাফাতের মহিলাদে, যে দিনটি হজ্জের দিন এবং হজ্জের সবচেয়ে ক্ষুক্ষুপূর্ণ দিন। তারা ভুলে যান যে, মীনা সামাজিকতার স্থান নয় বরং এটি ইবাদত, ধিকর, ইতিগফার এবং দু'আ করার এবং দু'আ করুলের উপরূপ স্থান। আরাফাতের দিন তারা সেটিও ভুলে যান। যে উদ্দেশ্যে এত কষ্ট করে এত খরচ করে এ জায়গাটিতে আসা হয়েছে, আল্লাহকে স্মরণ করার পরিবর্তে তারা নিজেদের মধ্যে অনর্থক কথা, হাসি, তামাশা, এমনকি গীত ও অন্যের সাথে গল্প করতে যাত হয়ে পড়েন।

এখানে একে অন্যের সাথে প্রয়োজনীয় সহান্য কথা বলা বা অন্য কোন হাজীর উপকার করা ইত্যাদি করাগে কথা বলতে কেন সহস্য নাই। বাস্তবে, অন্য হাজীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে কেন কথা বা কাজ করাও ইবাদতের শর্মিল। কিন্তু এ কথা যখন অনেক সহস্য নষ্ট বা অপচয় করে সেটা কর্তব্য কাম্য নয়, যা

অধিকাংশ সময় মীনাতে দুটি থাকে-সেটিই মূল্যবান সমষ্টি নষ্ট হওয়ার অভিযন্ত্র ইস্যু। এর ফলপ্রস্তুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ নন-আপনি নিজে।

কাজেই সব সময় মনে রাখবেন, আপনি মীনাতে নিসিট এ সময়টুকু ইবাদত করে কঠিন। আরাফাতের এ নিলটি আপনার জীবনে আর একবার না-ও আসতে পারে। কাজেই এ সময় এ ক্ষণটুকু ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দিন। অনেক সময়, শা-বোনেরা বুকাতে পারেন না একেবে কি ধরনের দু'আ, হিকির বা ইবাদত করা যায়। আপনাদের সুবিধার্থে এ পুস্তকে মীনা ও আরাফাতে যিকির/দু'আ/ইবাদত করার জন্য কিছু দু'আ রাখা হলো। তবে একেবে সুনিশ্চিত কোন দু'আ নাই আপনার মনের হত যে কোন দু'আ করতে পারেন। মনে রাখবেন, আল্লাহর সজুটির জন্য আপনার পাপের ক্ষমা চাওয়ার এটি উপযুক্ত স্থান।

৭। ইবাদতে তাড়াহড়া করা যাবে না, ইবাদত গুণগত (quality) হতে হবে, পরিমাণগত (quantity) নয়

আমাদের অনেক শা-বোন তাদের ইবাদতে তাড়াহড়া করে। নামায, দু'আ, তাওয়াহ কিংবা যে কোন ধরনের ইবাদতেই তারা স্মৃতির সাথে তা শেষ করতে আগ্রহী হন। এখনকি তারা ইবাদতের গুণগত মানের দিকে কোন বেয়াল না করে এর পরিমাণ বাড়তে উৎসাহিত বোধ করেন।

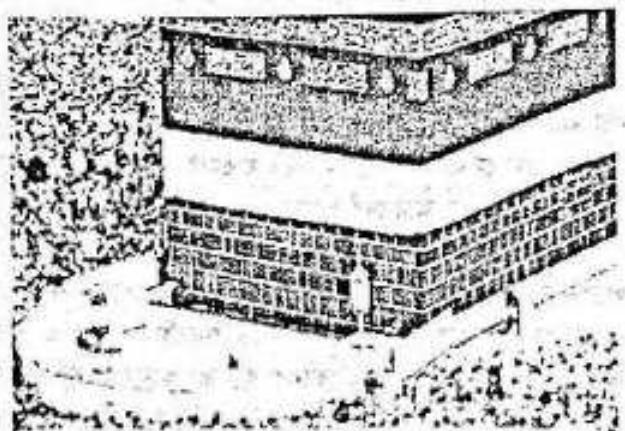
মনে রাখবেন, যহুন আল্লাহ তা'আলা আপনার ইবাদতের গুণগত নিকটি দেখবেন, পরিমাণের দিক নয়। সেজন্য শেষ বিচারের দিন আমাদের আমলশূন্য পরিমাণ করা হবে, গণনা করা নয়। যদি আপনি দুই রাক্তায়ত নামায আন্তরিকতার সাথে মনোবোগি হয়ে আলায় করেন এবং নামাযে আপনি কি দু'আ করছেন সে যাপারে মনোভিবেশ করেন সেটি যহুন আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে। যদি আপনি ৫০ রাক্তায়ত বা ১০০ রাক্তায়ত নামায তত্ত্বাব্ধি করে সমাখ্য করেন এবং আপনি নামাযে যা বলছেন তা ঠিকমত উচ্চারণ করছেন না বা এর কোন ভাবার্থ আপনি বুকাতে পারছেন না, তারচেয়ে ধীরহিতে বুঝে-শুনে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে যতটুকু সচেতনত করুন। কাজেই শা-বোনেরা আপনার যথন নামায পড়বেন তখন আপনি কি করছেন সেদিকে বেয়াল রাখবেন, যে দু'আ বলছেন তার ভাবার্থ জেনে তা সুস্পষ্ট ভাবে বলার বা ঠিকমত উচ্চারণ করার চেষ্টা করবেন, অহেক তাড়াহড়া না করে যথাসম্ভব ধীরে সুষ্ঠে ও শান্ত-শিঁষ্টভাবে নামাযের সকল পক্ষতি করুন, সিজলা ইত্যাদি সঠিকভাবে সমাখ্য করুন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্টতম চোর সেই যাত্রিয়ে তার নামায চূরি করে। তাঁর সঙ্গীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মানুষ কিভাবে তার নামায চূরি করে? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেন, যে ঠিকমত তার কুকুর সিজদা করে না। অথবা বলেছিলেন, যে কুকুর এবং সিজদার সময় ঠিকমত শির দাঁড়া সোজা করে না।

৮। নবী করিম (সা)-এর মসজিদে আদবের সাথে আচরণ করতে হবে আমাদের কিছু কিছু শা-বোনের সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ভুল করে থাকেন নবী করিম (সা)-এর মসজিদ-'মসজিদুন নববীতে'। হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর রওয়া মোবারক এ সালাম দিতে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ে যথন দরজা খোলা হয় তখন আমাদের অনেক শা-বোন ভুলে যান তারা কে, তারা বোঝায় এবং তারা কি করছেন। তাদের কেউ কেউ বন্যপ্রাণির হত দৌড়াতে থাকেন, চিন্কার, জোরে জোরে হাঁক ডাক, একে অপরকে ধাকা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, এছনকি তার চলার পথে অন্যকে পদদলিত করতেও তারা হিথাবোধ করেন না। সেবহুন আল্লাহ! বোনের আমার! আমাদের নবী করিম (সা) কি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন? কোন একটি মসজিদে কি এরপ আচরণ করা যায়? আর সেটা যদি যথুণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদ হয়ে থাকে এবং হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর রওয়া মোবারক এ সালাম দিতে যাওয়ার জন্য হয়ে থাকে! হযরত রাসূলে কারীম (সা) আপনার কাছে কি এ ধরনের শুষ্ঠা আশা করেন?

মনে রাখবেন, যখন নবী করিম (সা)-এর মসজিদে থাকবেন তখন অত্যন্ত আদবের সাথে, শুষ্ঠার সাথে, সম্মানের সাথে এবং লাজলজ্জার সাথে চলাকেরা ও আচার ব্যবহার করবেন। যহুন আল্লাহ রাবুল আলাইল মেভাবে বে সমস্ত গুপ্তবলী দিয়ে মুসলিম মহিলাদের সজিত ও অলংকৃত করেছেন ঠিক সেভাবে ব্যবহার করতে হবে! মনে রাখবেন, আপনার কথা বন্ধ, ভদ্র, বিনীয় এবং আত্মে আত্মে হতে হবে এবং শুকার সাথে পা ফেলতে হবে। অন্য কোন মুসলিমান বোমকে/হাজীকে ব্যাপ্ত দিবেন না। ধর্ম-ধার্জি, মারামারি, কাউকে পদদলিত বা আঘাত করবেন না এখনকি আপনি যদি সেই এলাকাতে নামাযের কোন সুযোগও না পান এবং যদি আপনি অন্য কোন মুসলিমান বোনকে সেখানে নামায পড়তে সুযোগ করে দেন যহুন আল্লাহ আপনাকে পূর্ণত করবেন ইনশাঅল্লাহ!

ব্যাপারে ইহান আল্লাহই তাল জানেন, এমনও হতে পারে তিনি আপনাকে এঞ্জলি দেখানে নামায পড়ার বা অয়াও আমল করার তাল কোন সুযোগ করে দিতে পারেন। অথবা নিজে পড়তে না পারলেও অন্যকে পড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য তিনি আপনাকে নামায পড়ার সওয়াব দান করবেন। সুবহান আল্লাহ!



হাতীয়-এ কার্য, হস্ত ইস্মাইল (আ) -রে বস্তুদণ্ড ও কবর

প্রশ্ন-উত্তর

হজ্জের সময়ে গূর্বে বা পরে অনেকের মাঝে নামাবিধ ঔশ্ব দেখা দেয়। অনেকক্ষেত্রে সেসময় নিয়ম কানুন বা পদ্ধতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক পর্যবেক্ষণ হতে পারে। ত্রির পঠিক! হজ্জ করার নিয়ত করার পর হতেই আর কোন তর্ক-বিতর্কে জড়াবেন না। সূরা আবিয়ার ১০৮-ত আরাতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন “আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিভাব থাকে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না!” কাজেই পবিত্র কুরআন ও ছানিস হতে হজ্জের বিবরণসমূহ পড়ে নিতে পারেন। এছাড়াও সূরা আবিয়ার ৮৮-ত আরাতের শেষাংশে বলা হয়েছে, “তোমরা যদি না জান তবে বিদ্঵ান/ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর”। কাজেই আপনার হনে কোন গ্রন্থের উদ্দেক হলে আপনার গাইত অথবা কোন আলেম এর কাছ থেকে জেনে নিন। না হলে বই-পৃষ্ঠক হতে জেনে নিন। তবে মনে রাখবেন, হজ্জ হলো বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মিলনসমূহ। দেখানে নানা জাতি গোত্রের মুসলমান রয়েছে। তারা বিভিন্ন ধারাহাবের অনুসারী হতে পারে। সেজন্য অন্যের ইবাদত দেখে কাউকে কোন নিষেধাজ্ঞা দিতে থাবেন না, আবার নিজের ইবাদত নিয়েও প্রশ্নবিদ্ধ হবেন না। নিজে সেভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছেন সেভাবে ইবাদত করন। প্রয়োজনে বই পড়ে নিজের ভুল শোধার্থে নিবেন। কিন্তু মুক্তি-মন্দিরের মূল্যবান সময়টুকু তর্ক-বিতর্কে নষ্ট করবেন না। মুক্তি-মন্দিরের আকাকালীন বিভিন্ন সময়ে সচরাচার ক্ষত্ত্বে ঔশ্ব অনেকের মাঝে দেখা গেছে আবার অনেকে বিশেষ করে মা-বোনেরা তাদের শারীরিক অসুস্থতা এবং নামায নিয়ে বিভিন্ন ঔশ্ব করেছেন। এধরনের ক্ষত্ত্ব ঔশ্ব ও তার উত্তর এখানে ভূলে ধরার চেষ্টা করলাম। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

প্রশ্ন : গুরুব্রহ্মের জন্য ইহরাম এর পোশাক ২ সেট সাদা কাগড় পরিধান করতে হয়। মহিলাদের ইহরাম এর পোশাক কেমন হবে?

প্রশ্ন : মহিলাদের হজ্জের পোশাক পরিধান কেমন হলো তাল হয়? পোশাক সাদা হবে না কালো?

উত্তর : মহিলারা ইহরাম অবস্থায় বা হারাম শরীফে হজের সময়ে মহিলাদের উপরোগি হে কোন পোশাক পরতে পারেন। তবে তা কোলকাতারেই পুরুষদের আকর্ষণ করে এরপ হবে না, শরীরের গঠন বোৰা থার এ ধরনের টাইট ফিটিংস হবে না বা স্বচ্ছ কাপড়ে শরীর প্রদর্শন হতে পারে এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না। খুব ছোট পোশাকও পরা যাবে না যাতে করে হাত বা পা প্রদর্শিত হতে থাকে। পোশাক যতটা সভ্য চিলে-চলা ও আরামদায়ক হতে হবে।

পোশাক লখা এবং ফুলহাতা হওয়াই উভয়।

আমাদের দেশের অনেক মা-বোন মনে করেন পোশাকের রং সাদা বা কালো হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মহিলাদের জন্য পোশাকের রং সাদা বা কালো হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। যে কোন রংয়ের পোশাক পরা যেতে পারে। তবে তা অবশ্যই মার্জিত হতে হবে। অনেকে মনে করেন হজে গেলে সাদা বা কালো বেরখা পরতে হবে। সেটি আপনি পরতে পারেন অথবা আপনি আপনার সুবিধামত আরামদায়ক পোশাক পরবেন। সেক্ষেত্রে হাতকা রংইর সূতা কাপড়ের ফুলহাতা বড় যাব্যন্তি চিলেচালা করে বানিয়ে নিতে পারেন। যা আপনার চলাচলে সহায়তা করবে। তার উপর সূতা কাপড় দিয়ে তৈরী লখা একটা হিজাব পরে নিতে পারেন।

ইহরাম অবস্থায় মহিলারা তার পরিধেয় কাপড় বদলাতে/পরিবর্তন করতে পারবেন। ইহরাম অবস্থায় মহিলারা মোজা পরিধান করতে পারবেন এবং মোজা পরেই তাওয়াফ ও সাই করতে পারবেন।

প্রশ্ন : হজের সময় মহিলারা জুহুলারী/গহনা পরতে পারবে কি? অথবা

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জুহুলারী/গহনা পরিধান সঠিক কি-না?

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় এবং হজ চলাকালীন সময়ে মহিলারা জুহুলারী/গহনা পরিধান করতে পারবেন।

প্রশ্ন : হজ কি? বিভিন্ন প্রকারের হজ অর্থাৎ ইফরাদ, ক্রিয়ান ও তামাতু হজের মধ্যে প্রার্থক্য কি?

উত্তর : “হজ” এর অভিধানিক অর্থ হলো ইস্লাম বা সংকল্প। শরীরতের পরিভাষায় “হজ” হলো হজের মাসে নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ শরীর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে যিয়ারত ও বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করা। তিনি পদ্ধতিতে হজ পালন করা যায়-

(ক) হজে ইফরাদ; (খ) হজে ক্রিয়ান ও (গ) হজে তামাতু

বিভিন্ন প্রকার হজের পার্থক্য নিম্নরূপ :

ক। ইফরাদ হজ

(১) মীকাত থেকে কেবলমাত্র হজের ইহরাম বেঁধে হজ করাকে হজে ইফরাদ বলা হয়।

(২) অধু হজের জন্য ইহরাম বাঁধতে হয় এবং এক ইহরামে হজ সপ্তম করতে হয়।

(৩) মহা শরীফে পৌছে তাওয়াফে কৃদূষ করতে হয়। এ তাওয়াফে সাই নেই। বিস্তু এ তাওয়াফের পরে কেউ যদি হজের ওয়াজিব সাই অগ্রিম করে নিতে চায়, তাহলে তাওয়াফে কৃদূষেও ব্যবহ ও ইজতিবা করতে হয়।

(৪) কুরবানী করা ওয়াজিব নয় বরং প্রযুক্তি।

খ। ক্রিয়ান হজ

(১) মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে এ একই ইহরামে উমরাহ ও হজ করাকে হজে ক্রিয়ান বলা হয়।

(২) উমরাহ ও হজের জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ পালন করতে হয়, কিন্তু মাঝে না মুক্তিরে একই ইহরামে হজ সপ্তম করতে হয়।

(৩) এ প্রকার হজে কুরবানী করা ওয়াজিব।

গ। তামাতু হজ

(১) হজের সফরে মীকাত থেকে উমরাহ এবং ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করে ইহরাম মুক্ত হতে হয়। পরবর্তীতে সে সফরেই হজের সময়ে (৮ই ফিলহজ) পুনরায় হজের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ করাকে তামাতু হজ বলা হয়।

(২) প্রথমে অধু উমরাহের জন্য ইহরাম বাঁধতে হয়। মহা শরীফে পৌছে উমরাহ পালন করে ইহরাম মুক্ত হতে হয়।

(৩) ৭/৮ ফিলহজ তারিখে হজের জন্য পুনরায় ইহরাম বেঁধে হজ করতে হয়।

(৪) কুরবানী করা ওয়াজিব।

(৫) আমাদের বাংলাদেশীয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তামাতু হজ করে থাকেন।

প্রশ্ন : মহিলাদের হজে যেতে হলে মাহরাম এর বিষয় সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর : মহিলার জন্য যে ব্যক্তির সাথে তার শরীরত সম্মতভাবে বিবাহ নির্ধিষ্ঠ সে ব্যক্তিই সে মহিলার মাহরাম। কোন মহিলা হজে যেতে হলে তার

নিরাপত্তার জন্য মাহরাম সাথে থাকা আবশ্যী। মহিলাদের মাহরাম সম্পর্কে পরিচয় হাসিলে রয়েছে-

* আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সান্দাত্তাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম বলেছেন, কোন গ্রীলোক যেন কোন মাহরামের সাথে ব্যাপীত এক দিন এক রাত্রির পথ ভ্রমণ না করে। (বুখারী, মুসলিম)

* ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কোন মহিলা তিন দিনের মূলতে মাহরাম ছাড়া ভ্রমণ করবে না। (বুখারী, মুসলিম)।

* সফর যদি তিন রাত, তিন দিনের কম মূলতের হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, খারী বা মাহরাম ছাড়াও হজ করতে পারবেন।

মহিলাদের মাহরাম পুরুষ থাকা হজের জন্য অপরিহার্য শর্ত কিমা এ বিষয়ে ফর্কীহদের মধ্যে মতভেদ আছে।

* ইমাম আবু হানীফা (র) ও আহমদ (র)-এর মতে, খারী বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া কোন মহিলা হজে যেতে পারবে না, কিন্তু মাহরাম পুরুষ ছাড়া কোন মহিলা হজ করলে হজ সহীহ হবে তবে মাহরাম পুরুষ ছাড়া হজে যাওয়ার কারণে উণাহগার হতে হবে।

* ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মাহরাম থাকা হজ ও গুজির হওয়ার জন্য শর্ত নয়, খারী কিংবা মাহরাম যদি হজে যেতে না পারে বা কোনই মাহরাম না থাকে তাহলে অপরাপর বিশৃঙ্খল মহিলাদের সাথে হজ করার জন্য যেতে পারবে। (বিকহস সুনাই, পৃষ্ঠা ৫৬২)

* ইমাম ইবনে তাউফিয়ার মতে চলাচলের পথ নিরাপদ হলে মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া সহজে করা বৈধ।

* ফর্কীহদের কারো কারো মতে বয়স্কা যেসব মহিলার প্রতি ফেরতলার আশঙ্কা নেই তারা মাহরাম ছাড়াও হজে যেতে পারবেন।

* ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত হচ্ছে, খারী মাহরাম বা বিশৃঙ্খল মহিলার যে কোন একটি শর্ত পূরণ হলেই মহিলা হজ করতে পারবে।

* আল্লামা ইউসুফ আল কারযাতী বলেন, শরীয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে মহিলার নিরাপত্তা বিধান করা এবং তাকে কোন ধরনের খারাপ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা। রাস্তা নিরাপদ হলে বিশৃঙ্খল নারী পুরুষের উপস্থিতি এটা নিশ্চিত করে মাহরাম ছাড়া বিশৃঙ্খল পুরুষ ও নারীর সাথে হজে যাওয়ার বিষয়তি ওমর (রা) কর্তৃক উৎস্থান মুক্তিনামকে উস্মান (রা) ও আবুর রহমান ইবনে আউফ (রা)

এর তত্ত্ববধানে হজে পাঠানোর মাধ্যমে বৈধ বলে ঘূর্ণিত হয়। বারপ কোন সাহায্য এটা পরিবেশিতা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

: প্রশ্ন : হজের সময় মহিলাদের মুখমণ্ডল আবৃত করা বিষয়ে জানতে চাই।

উত্তর : মুহরিমা অর্ধৎ ইহরাম অবস্থার কোন মহিলা মুখমণ্ডল আবৃত করবেন না এবং হাতের তালুতে কোন প্লাবস/হাত মোজা পরিধান করবেন না। যেহেন ইহরাম অবস্থার কোন পূরুষ মাদ্য আবৃত করতে পারবেন না। ইয়রত রাসূলে কারীম (সা) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মুহরিমা (ইহরাম অবস্থায় কোন মহিলা) তার মুখমণ্ডল আবৃত রাখবে না এবং হাতে প্লাবস/হাত মোজা পরিধান করবে না (বুখারী, মুসলিম)। তবে কোন পর পুরুষের সামনে মুখ দেখাতে না চাইলে বা সহস্য থাকলে বা ভয়ের কারণ থাকলে বা লজ্জার উদ্দেশ্যে হলে মুখ চাকা থাবে তবে সে কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল স্পর্শ করা যাবে না।

বর্তমানে আমাদের দেশে এক ধরনের ছাট বা টাপিল সাথে হিজাব দিয়ে মুখ আবৃত করার ব্যবস্থা ব্যবহার হয়েছে। যাতে মুখে কাপড় স্পর্শ না করে। তবে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে যে কোন পৰ্যন্তিতেই ইহরাম অবস্থার মুখমণ্ডল আবৃত না করার-ই নির্দেশ রয়েছে।

প্রশ্ন : হায়েথ ও নেফাস কি? হজের সময় মহিলারা কতুবতী হলে হজের কি কি করা যাবে কি কি করা যাবেনা তথ্যাদি জানতে অনুরোধ করা হলো!

উত্তর : হায়েথ : বালেগা মহিলা, যাদের বয়স ৯ থেকে ৫৫ বছর তাদের জরায়ু থেকে প্রসাবের রাস্তা দিয়ে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে হায়েথ বলে। উপরোক্ত বয়সের কম বা বেশী বয়স্কা নারীদের যদি রক্তস্তোব হয় তবে তা ইত্তেহায়া বলে গণ্য হবে। হায়েথের সর্বনিম্ন মুদ্দত (সময়সীমা) ৩ দিন ও রাত এবং সর্বাধিক মুদ্দত ১০ দিন ১০ রাত। উচ্চ মুদ্দতের চেয়ে কম বা বেশী হলে তা হায়েথ নয় বরং ইত্তেহায়া বলে গণ্য হবে। হায়েথ চলাকালে নামায পড়া ও তোয়া রাখা জাহেয নয়। হায়েথ থেকে পরিজ হওয়ার পর জোয়ার কাষা করতে হবে, কিন্তু নামাযের কাষা করতে হবে না।

নেফাস : সন্তান ভূমিত হওয়ার পর মেয়েদের প্রস্তাবধার দিয়ে জরায়ু থেকে যে রক্তস্তোব হয়ে থাকে তাকে নেফাস বলে। নেফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত ৪০ দিন এবং সর্বনিম্ন মুদ্দতের কোন সীমা নেই। নেফাস থেকেও পরিজ হওয়ার পর জোয়ার কাষা করতে হবে, কিন্তু নামাযের কাষা করতে হবে না। ৪০ দিন পূর্ণ

কার্যক্রম সমাধা করা যাবে, সাঁই করা যাবে শুধুমাত্র নামায় আদায় করা যাবে না এবং তাওয়াফ করা যাবে না।

প্রশ্ন : হজের পর আয়েশা (রা) এর উমরা পালন সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : প্রিয় মা-বোন, আপনাদের সুবিধার্থে হজের পর আয়েশা (রা) যে উমরা পালন করলেন সে বিষয়েও একই বর্ণনার উভ্যতাখণ্ড এখানে আলোচনা করা হলো। জাবের (রা) বলেন, আয়েশা (রা) অতুরঙ্গী হলেন। তখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়ি তিনি হজের আর সব আয়ল সম্পর্ক করলেন (বুখারী, মুসলাদে আহমদ)।* জাবের (রা) বলেন, যখন তিনি পবিত্র হলেন, তখন কাঁৰা ঘর তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঁই করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

فَدَعَلَتْ مِنْ حَجَّ وَعُصْرَتْ كَجْبِعًا
উমরাতিকি জাহিয়ান।

(কান হালাগতি মিন হজিকি ওয়া উমরাতিকি জাহিয়ান)। অর্থ : ভূমি তোমার হজ ও উমরা উভয়টি থেকে হালাল হয়ে গিয়েছে (মুসলিম, আরু দাউদ, নাসাফ)।

আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনারা সবাই হজ ও উমরা করে যাবেন আর আমি কি শুধু হজ করে যাবৎ (বুখারী, মুসলাদে আহমদ) তিনি বললেন, **أَنْ لَكُ مُثْلَ مَا لَهُمْ!** (ইন্না লাকি হিসলা মা লাহম) অর্থ : তোমারও তাদের মতই হজ ও উমরা হয়ে গিয়েছে (মুসলাদে আহমদ)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি মনে কষ্ট পাচ্ছি, কেননা, আমি তো শুধু হজের পরে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছি (মুসলিম, আরু দাউদ, নাসাফ, মুসলাদে আহমদ)। জাবের (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ন্যয় হভাবের ছিলেন। যখন আয়েশা (রা) কিছু কামনা করতেন, তিনি সেদিকে লক্ষ্য বাখতেন (মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

فَنَذَقَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
(ফাথহাব দিয়ে ইয়া আক্ষর রহমান মা-আ-বির-হা-মিনাত তানসিম)। অর্থ : হে আদুর রহমান, তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তাকে তানসিম থেকে উমরা করাও। অতঃপর আয়েশা (রা) হজের পরে উমরা করলেন (বুখারী, মুসলাদে আহমদ) তারপর ফিরে এলেন (মুসলাদে আহমদ)।

নোট:

* জাবের (রা) উক মর্দাসম্পর্ক করার সহায়ী। ইন সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় হনীপটির বর্ণনাকৰ্ত্তা

✓ মুল্লাহ-ইল-মসজিদে মহী হতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটি হল।

১. হযরত আবদুর রহমান (রা) জিজেন হযরত আকেশা (রা)-এর সঙ্গে দূর তাঁই।

প্রশ্ন : হেটি বাচ্চা নিয়ে হজ করা যাবে কি-না?

উত্তর : জাবের (রা) এর বর্ণনায়তে রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজের বাহনে আরোহণ করে সোকজনের জিঞ্জাসার জবাব দিচ্ছিলেন। সে সময় এক মহিলা তার একটি বাচ্চা তাঁর সামনে উঁচু করে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কি হজ হবে? নবী করিম (সা) জবাবে বললেন,

“نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ” (না'জাম ওয়ালা আয়তুল্লাহ)।

অর্থ : “হ্যা, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব” (তিরমিহী, ইবনে মাজা)।

প্রশ্ন : মহিলারা কি অন্যের পক্ষে হজ বা বদলি হজ করতে পারেন ? যদি পারেন সেক্ষেত্রে বদলি হজের নিষ্ঠম সম্পর্কে ধারণা দিন।

উত্তর : হ্যা, কোন সাধারণ মহিলা অন্যের পক্ষে বদলি হজ করতে পারবেন। এ ব্যাপারে হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ঝুয়াইনা গোত্রের একজন মহিলা এসে নবী করিম (সা)-কে বললো, আমার মাতা হজ করার মানত করেছিলেন; বিন্তু হজ না করেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ আদায় করতে পারি? নবী করিম (সা) বলেন, হ্যা, তার পক্ষ হতে হজ কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর, তোমার মাতা অশৃঙ্খ হলে কি তুমি তা আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করে দাও; কেননা, আল্লাহর হকই সর্বাধিক আদায়বোণ্ট। (বুখারী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজের বছর খাসআম গোত্রের একজন মহিলা এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! হজ আদায় করা আচ্ছাহ পক্ষ থেকে বাস্তব উপর ফরয। আমার পিতার উপর এমন সময় হজ ফরয হয়েছে, যখন তিনি বার্দকে উপনীত হয়েছেন, এবং বাহনে বসে থাকতে সামর্য নন। আমি যদি তার পক্ষ হতে হজ করি তবে কি তার হজ আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যা। (বুখারী, সহীহ মুসলিম, ৩১২৫)

বদলি হজের নিয়ম : হজ যার উপর ফরয হয়েছে, অথচ সে নিজে হজ আদায় করতে অক্ষম। তার জন্য অন্যের মাধ্যমে হজ আদায় করানো আয়েয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি যদি হজ আদায় করতে সক্ষম হন এবং যে পুরুষ অসুবিধার কারণে এতদিন হজ আদায়ে বিবরণ হিলেন তা দ্বীপুত্ত হয়, তবে তাঁর জন্য হজ আদায় করা উচ্চারিত। আর যদি তিনি ওজর-অসুবিধা অবস্থান হবার অপেক্ষায় থেকে অবশ্যে মৃত্যুর সময় গুসিয়ত করে যান তবে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ঘারা ওসিয়তকৃত হজ আদায় করানো উত্তরাধিকারীদের

উপর গোত্তুলির। যদি ওস্বিয়ত করে না যান এবং উত্তরাধিকারীরা বেছেয় তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করায়, তবে হজ্জের ফরয আদায় হয়ে যাবে ইনশাআর্যাহ।

বদলি হজ্জে প্রেরিত ব্যক্তির জন্য ইহগ্রামের সময় প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত আবশ্যিক, যখনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা সর্বোত্তম, মনে মনেও যদি প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত না করে তাহলে প্রেরণকারীর হজ্জ আদায় হবে না।

প্রশ্ন : নারীদের জন্য উভয় জিহাদ হলো মকরুল হজ্জ - এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর : এ সম্পর্কে হাদিসটি হয়েছে উমুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বল্লাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নারীরা কি আপনার সাথে জিহাদে শরীক হব না? রাসূলুর্রাহ (সা) বলেন, তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উভয় জিহাদ হলো মাকরুল (মাবরুর) হজ্জ। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুর্রাহ (সা)-এর মুখে একথা শোনার পর হতে আমি আর কখনও হজ্জ করা বাদ দেইনি। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)।

প্রশ্ন : রমল করা বলতে কি বুঝায়? রমল করার কথা ভুলে গেলে কি করতে হবে? মহিলাদের রমল করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর : রমল হলো তাওয়াফের মধ্যে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত কিন্তু ছেট পদক্ষেপে বীর দর্পে হেঁটে চলা। তাওয়াফ এর প্রথম তিন চক্রে রমল করা পুরুষদের জন্য সুন্নত। পরের চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটিতে হবে।

তাওয়াফ করার প্রথম তিন চক্রে রমল করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি প্রথম তিন চক্রে রমল করতে ভুলে যায়। তাহলে তাকে প্রবর্তী ৪ চক্রে বাদ পড়া রমল করতে হবে না এবং এ ভুলের জন্য কোন দমও দিতে হবে না।

কারো যদি ১ম চক্রের পর রমলের কথা মনে পড়ে, তাহলে পরের ২ চক্রের রমল করবেন।

আর যদি ২য় চক্রের পরে রমলের কথা মনে পড়ে, তাহলে অধু ওয়ে চক্রে রমল করবেন।

মোটকথা রমলের কোন কায়া নাই।

মফল তাওয়াফে রমল করতে হবে না।

প্রিয় মা-বোনেরা, মহিলাদের রমল করতে হয় না।

প্রশ্ন : হজ্জের ৫-৬ দিন, মীনা, আরাফাত এবং মুয়দালিফায় অবস্থানকালে ৪ রাকায়াতের ফরয নামায আদায়ের ব্যাপারে নিয়ম কি?

প্রশ্ন : কসর কি? কসর নামাযের বিধান কি?

উত্তর : বিভিন্ন মাধ্যমে, মানা ধরনের প্রশিক্ষণ/তালিম এবং অজ্ঞতার কারণে মুলাশুরীকে অবস্থানকালে এবং হজ্জের ৫-৬ দিন মীনা, আরাফাত ও মুয়দালিফায় অবস্থানকালে হাজীরা ৪ রাকায়াতের ফরয নামায আদায়ের ব্যাপারে এবং ঘোষণা ও আসরের নামায আদায়ের ব্যাপারে রীতিমত বিভৃত্যান্য পড়ে যান। এ কারণে হাজীগণ এক ক্ষেত্রে এ এক তাঁবুতে অবস্থান করেও তিনি নিয়মে নামায আদায় করেন। অনেক সময় নিজেদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ, তীব্র তর্ক-বিতর্ক এমনকি অবাঙ্গিত বাগড়া-বিবাদেও তারা জড়িয়ে পড়েন, যা কোন অবস্থাতেই কাম নয়। পরিত্র হজ্জের সফরে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা উন্নতর অপরাধ ও কৰ্তৃতা জনাদের বাজ। সুতরাং এ বিষয়ে সকলেরই মাজ ধরণ থাকিস অপরিহার্য। এ বিষয়ে নিচে বিজ্ঞারিত আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

মুসাফির ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা পরম দয়া করে পবিত্র কুরআন শরীকের সূরা নিসাৰ ১০১ আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাযের বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরয নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। আয়াতটি হলো :

وَإِذْ خَرَقْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْفَصُرُوا مِنَ الصُّلُوةِ إِنْ
خَفْتُمْ أَنْ يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .

অর্থ : যখন তোমরা দেশ-বিদেশ সফর করবে, তখন যদি তোমাদের অংশত্ব হয় যে, ফাফিরগণ তোমাদের জন্য কিন্তু সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন গোনাহ নাই। (সূরা নিসা, আয়াত : ১০১)।

এ বিধান নাথিল হওয়ার পর নবী করীম (সা) কসর নামায আদায়ের বিজ্ঞারিত নিয়ম কানুন উচ্চতদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সফর ও কসরের বিধান

১. হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, আমি হযরত খাতের ইবনুল খাতা (রা)-কে বললাম, (ব্যাপার কি?) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যদি তোমরা এ আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে কোন বিপদে কেলবে, তাহলে

তোমরা 'কসর' করতে পার।" আর এখন তো মানুষ (অর্থাৎ হৃষিলম্বানগণ) সম্পূর্ণ নিরাপদ। (তথাপি আমরা 'কসর' করব কেন?)। ওমর (রা) বলেন, আপনি যেহেতু আশৰ্দ্ধবোধ করেছেন অধিষ্ঠিত আপনার ন্যায় আশৰ্দ্ধবোধ করতাম। একদিন আমি বাস্তুগ্রাহ (সা)-কে তা জিজেস করলাম। উত্তরে তিনি বলেন, এটি একটি দান, যা আব্দ্যাহ তোমাদের প্রতি দান করেছেন। অতএব তোমরা জ্ঞান দান প্রয়োগ করবে। (যুসলিম, বৈশেষিকাত)

২. হ্যানাফী বিধানমতে কোন ব্যক্তি ৪৮ মাইলের বা ৭৭ কি.মি. এর অধিক দূরত্বের হালে সফর করলে এবং ১৪ দিন বা তার চেয়ে কম সময় লে হালে অবস্থান করলে তাকে মুসাফির বলে গণ্য করা হয়। আর মুসাফির হিসেবে তাকে ৪.৩২০০০ বিশিষ্ট ফরয় নামায এবং কসর পড়তে হবে। অন্যদিকে একই দূরত্বের হালে একাধারে ১৫ দিন বা তার অধিক সময় অবস্থান করলে তাকে মুকীম (হৃষী) বলে গণ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

৩. অন্য কথায় সফর করে পদ্ধতিগুলো পৌছার পর যদি সেখানে ১৫ দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমভাবস্থায় ৪ রাত্বায়াত বিশিষ্ট ফরয় নামায অর্ধেক পড়তে হবে। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে ১৫ দিন অথবা তনুর্ক সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা 'সাময়িক বাসস্থান' হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় তাঁরী বাসস্থানের মতই হবে। সেখানে ক্ষর পড়তে হবে না পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

৪. কসর শুধু তিনি প্রয়াতের ফরয নামাযে হবে; যোহুর, আসর ও এশী।
যাগবিব, দ্বন্দ্ব এবং সন্তুত ও নফল নামাযে কসর নেই।

୬. ଅନ୍ୟଦିକେ ମଣ୍ଡା ଥେକେ ମୀଳ ଯାଇବା କରାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲି ମଙ୍ଗାର ଅବହାନ
୧୫ ଦିନ ବୁ ତାର ଅଧିକ ସମୟ ହୁଏ, ତାହଲେ ତାକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମାଶ୍ୱ ଆଦ୍ୟାଶ କରିବେ

হবে। এ অবস্থায় মুসলিমের ইমামের পেছনে নামায আদার না করাই উভয়ই আদায় হচ্ছে মীনা, আদাফাত ও মুজদালিমায়ও (অর্ধেক হজরের ৫-৬ দিন) পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে।

୭. ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମାଧ୍ୟାବାଦୀ ଅନୁସରଣ କରେମ ନା ହେଲା, ନିଜ ନିଜ ମାଧ୍ୟାବାଦୀ
ସଂଠିକ-ନିୟମ ପଢ଼ିବି ଜେନେ ନାମ୍ୟ ଆଦାୟ କରାବେଳେ । ଅନ୍ୟୋର ସାଥେ ତର୍ଫ୍-ବିତର୍ଭେଦ
ଅଯୋଜନ ନେଇ । ତାହେଲେ ଆର ହୋଇ ନମ୍ବର୍ୟ ହୁବେ ଯା ।

প্রশ্ন : ইজের কুরবানী এবং দৈনুল আয়হার কুরবানী কি একই বিষয়? মাঝে দু'টোর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : না, দু'টো একই বিষয় নয়। হজ্জের কুরবানীকে অন্য কথায় দমে
তকর বলা হচ্ছে। সাধাৰণত তামাজু ও খুবান হজ্জ পালনকাৰীদেৱ কুরবানী তথ্য
দমে তকর কৰা গুৱাইব। কিন্তু ইফুরাদ হজ্জ পালনকাৰীৰ কুরবানী এলিঙ্কে।

ହଜେ ମୁସାଫିର ଥାକା ଅବଶ୍ୟ ଏକଜନ ହାଜିକେ ତୁମାର ହଜେର କୁରବାନୀ ବିଦମେ ଶୁକର ଦିଲେ ହୁଁ । ତାର ଜାନ୍ୟ ଟିନ୍‌ଲୁଲ ଆସିବାର କୁରବାନୀ ଓୟାଜିବ ନାଁ । ତବେ ମିନାର ରତ୍ୟାନୀ ହୁଏଇର ଆପେ ମହାତେଇ ୧୪ ଦିନେର ବେଳୀ ଅବଶ୍ୟନ କରିଲେ ତାର ଆର ମୁସାଫିର ନାଁ ତାରା ମୁକିମ ହବେ । ତାଦେର ଫେରେ ହଜେର ନମେ ଶୁକର/ହଜେର କୁରବାନୀ ଛାଡ଼ାଓ ଟିନ୍‌ଲୁଲ ଆସିବାର ଡିନ୍ କୁରବାନୀ କରା ଓୟାଜିବ । ହଜେର କୋନ୍ ଓୟାଜିବ ବାଦ ପଭେଦେ କୁରବାନୀ/ନମ ଦିଲେ ହୁଁ ।

ইহোম অবঙ্গ্য বিষিক্ত কোন কাজ করার ফিদিয়া হিসেবে কুরবানী করার
কথা পরিত্র কৃতান্তে উল্লেখ রয়েছে। ইহোম অবঙ্গ্য কেন শ্রাণী শিকার করতে
ঠি আগীর সম্পরিমাণ একটা শাশী কুরবানী/দয় দিতে হবে; একজন হাজী ইহোম
করলে ব্যতুক্ষি নহল কুরবানী করতে পারবেন;

ଭାମାରୁ ଓ କ୍ରିୟାନ ହଜ୍ ସମ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କେ କୁରବାନୀର ଦିନ ଅବଶ୍ୟକ ହାନୀ
(ହଜ୍ଜର ଓ ଯାତ୍ରିଙ୍କର ଦରା) ଯବେହ କରାଯାଇଛି । ଏ ହାନୀ ହତେ ପାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଟି ଛାଗଲ
ବା ଦୁଧା ଅଥବା ଡଟ, କିମ୍ବା ଗର୍ବର ସାତ ଭାଗେର ଏକଭାଗ । ସମ୍ମ କୋଣ ପ୍ରକାର
କୁରବାନୀର ପଞ୍ଚ ଯବେହ କରା ସମ୍ଭବ ନ୍ୟ ହୁଏ, ତବେ ତାକେ ୧୦ (ଦଶ) ଦିନ ରୋଧୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତେ
ହବେ । ତାରମଧ୍ୟେ ୦୩ (ତିନି) ଦିନ ହଜ୍ ଚଳାକାଳୀନ ସମୟ ଏବଂ ୦୭ (୩ାତ) ଦିନ
ହଜ୍ ଥୋକେ ଗାତ୍ର ପ୍ରଭାବର୍ତ୍ତନେ ପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟାତେ ହବେ । (ମୁସଲିମ)

প্রশ্ন : মসজিদে প্রাত়িশ্রুত জন্য কোন মু'আ বা নামায আছে কি-না?

উত্তর : হ্যাঁ, শসজিদে প্রবেশের জন্য দু'আ বা নামায আছে। নিচে তা
আলোচনা করা হলো :

যে কোন মনস্তিস এবেশের জন্য নিজের দু'জা পাঠ করতে পারেন :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَكْرَبِ لِتُؤْمِنَ وَالْتَّعْلِمُ
اَبْرَكْ رَحْمَنْ

উকারণ : বিশ্ববিদ্যালয় কলাম্বিয়ান অকাডেমিয়া আর্থিকার্য আকার্যকালীন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন।

অর্থ : অক্ষয় নামে (প্রথমে করণি) বাস্তুয়ার (গো)-এর পাঠি সহজ ও সাধারণ। যে আকার্য আপনি আবশ্য সহজ করাই যাবে করে নিন এবং আমার জন্য আপনার কর্মসূচের সভাপত্তন দ্রুত সিন।

মনস্তিস কাবেল করেই কাইয়াকুল মনস্তিস বা দুর্মুছুল মনস্তিস নামে দুই রাকারাত নামায পড়তে হবে। এ সহজে হাতিসটি হয়েরত আবু কাবাসের মনস্তিস (৩) থেকে পর্যন্ত। বাস্তুয়ার (গো) কাবেলে, কোমাসের কেট মনস্তিসে কাবেল বস্তুয়ার আবেল বস্তুয়ার আবেল সে সেন দু'রাকারাত নামায পড়ে (বুধবৰ্ষ, মৃহুলিয়া)।

এ দুই রাকারাত নামাযের প্রথম রাকারাতে দুবু ইরা আইন্দুরাহ কাফিলুর এবং বিশীক রাকারাতে দুবু গুরাতুর আবাস দুর্বা নিয়ে দুই রাকারাতে নামায পাঠে। মনস্তিসে বসার পূর্বেই তা করতে হবে।

প্রশ্ন : আনাদার নামায কি ? মহিলার আনাদার নামায পড়তে পারবেন কি-না?

উত্তর : সৃত বাকিকে সোন্দল নিজে কামন প্রয়ার পর তার জন্য দু'জা-প্রার্থন করে নে নামায পড়া হয়, স্টেকে আনাদার নামায বলে। যুক্তি-মনিসার পাঠি প্রয়ার নামাযের প্রথম আনাদার নামায হয়। স্টেকেরে আনাদার নামাযের পরীক হচ্ছেই হয়। আনাদার নামায হচ্ছে ফরয়ে কিকারা। মহিলারাও যুক্তি-মনিসার আনাদার নামায পড়তে পারবেন। আনাদার নামায চার তাকুরীনের সাথে আনাদার করতে হবে এবং দৌড়িয়ে নামায পড়তে হবে। এ পৃষ্ঠিকার সালাত (নামায) কর্তৃতে আনাদার নামায বিষয়ে বিজ্ঞাপিত আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : মহিলাদের কি মুকদ্দমের সাথে দৌড়িয়ে নামায পড়া ঠিক হবে?

উত্তর : কোন মুকদ্দমের মুকদ্দমের জন্য যে কোন কারণেই যোক না কেন, তেন মহিলাদের পাশে অববা তার প্রেসে দৌড়িয়ে হনস্তিস-উপ হুরায় বা অন্য কোন মনস্তিসে নামায আবাস করা উচিত নয়। অবশ্য এ অববা হচ্ছে তৈরে ধারা প্রযুক্তি না থাকলে অন্য করা। কোন মহিলাদের জন্য মুকদ্দমের প্রেসে নামায আবাস করা অপরিহার্য।

হয়েরত আবু কুবাসের (৩) কর্তৃক পর্যবেক্ষণ তিনি বলেন, বাস্তুয়ার (গো) কাবেলেন, মুকদ্দমের জন্য নামায আবাস করার উপর এবং প্রেসের কারণ নিষ্পত্তি। মহিলাদের জন্য প্রেসের কারণ উচিত এবং প্রেস কারণ নিষ্পত্তি (মুকদ্দম)

মিহি প্রি-বেল, যুক্তি-মনিস অবক্ষুলকামে অবশ্যই মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে নামায আবাসে সচেত থাকুন। মুকদ্দমের সাথে দৌড়িয়ে নামায পড়া একেও সুন।

প্রশ্ন : ইচ্ছের পরে ৪০ দিন আবশ্য করাতে হব বা শুধুতে হব-এর অর্থ কি?

উত্তর : ইচ্ছের পরে আবশ্য বা মুক্তির ক্ষেত্রে মুক্তিপূর্ব ৪০ দিনের বিষয়ে পরিচয় কুবাসেন বা হাতিসেন কেবল তখ্না পাওয়া কারা না। তবে পরিচয় কুবাসেনের তাফেরি হচ্ছে কেবল শাহ দে, পরিচয় কুবাসেনে হচ্ছে সম্পর্কে মিমেলুর সেয়া হচ্ছে, এবং সাথে হচ্ছে প্রেসে আকার্যের সাথের হচ্ছে পর্যবেক্ষণ অর্থ অবশ্য আকার্যের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে। অর্থ আবশ্য ৪০ দিন নব বৎসর এ অবশ্য চালিতে প্রযোজিত হচ্ছে।

পরিচয় কুবাসেনের সুরা কারণা এর ১২৬ হতে ২০০ আবাসে হচ্ছে ইহু ও ইমরা মনস্তিসের আকার্য ও মিমেলুর সেয়া হচ্ছে। ২০০ নং আবাসের প্রেসেলে কলা হচ্ছে যে, “আব জেমরা আকার্যের কর করাতে দ্বাক এবং নিষ্পত্তি কেবল কারণ কুবাসেনের নামাযে প্রযোজিত হচ্ছে।” ইচ্ছের মিমেলুরবলীর সাথে এ বর্ণনার অর্থ হচ্ছে যে, ইচ্ছের সেয়ে ইচ্ছের কাজ-কর্ম নিজে বাস্ত করাতে হচ্ছে, কখনও আকার্যের কর কর এবং পাল কাজ থেকে নিরত থাক। এই আকার্যের প্রেসে অবশ্য শুকীলগুকে প্রযোজিত মীরেনের জন্য প্রযোজিত মীরেনের অবশ্যের করাতে পিষেবজাতের আকিন দেয়া হচ্ছে। এর একটি করণ হচ্ছে যে, এক একটি বাস্ত ও কুকুলপূর্ণ ইচ্ছাত। এর বড় কুকুলপূর্ণ ইচ্ছাত আবশ্য করার পর শুকীলের সাধারণত মুকদ্দমের জন্য বড়বু ও দুর্মুরির অব জলিয়ে তোলে, যা তার যুক্তিপূর্ব আকার্যে না করে দেয়। কানেই আকার্যের প্রেসেলে বলে দেয়া হচ্ছে যে, মুকদ্দমে ইচ্ছের পূর্বে আকার্যের কর করা এবং পাল কাজ থেকে বৈয়ে রাখা অপরিহার্য দেয়েনি ইচ্ছের পাশে আবে বেলী করে আকার্যের করা এবং পাল কাজ থেকে বৈয়ে দ্বাকার অবুনীলেন করাতে হবে, যাতে করে ইচ্ছাত বিনষ্ট হচ্ছে না যাব।

৩. দুর্বল মসজিদ/তাহিয়াতুল মসজিদ নামায

হযরত আবু কাতাদাহ সালাহী (রা) থেকে বর্ণিত হৃদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগেই সে যেন দু'রাকায়াত নামায পড়ে (বুখারী, মুসলিম)।

এ দুই রাকায়াত নামাযের প্রথম রাকায়াতে কুল ইয়া আইয়ুব্বাল কাফিরন এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে কুলছ ওয়াল্লাহ আহাদ সূরা দিয়ে দুই রাকায়াত নামায পড়ে নিন। মসজিদে বসার পূর্বেই তা করতে হবে। তবে নির্দিষ্ট সূরা পড়া জরুরী নয়।

৪. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও আমল

মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববীতে নামায আদায় যেহেতু অন্য যে কোন মসজিদ থেকে অনেক (বেশি) ক্ষীলতপূর্ণ, কাজেই মক্কা মদিনায় অবস্থানকালে প্রতি ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করার চেষ্টা করুন। প্রিয় মা-বোনেরা, মক্কা ও মদিনায় মসজিদ উল হারাম ও মসজিদে নববীতে মহিলাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। সে স্থানে নামায আদায় করায় সচেষ্ট থাকুন। অগ্রণ্যোজনে পূজ্যদের মধ্যে সিয়ে ধারা-ধারি করা থেকে বিরত থাকুন।

* প্রতি ওয়াক্ত নামায এর পর অবশ্যই কিছু আমল করবেন। যেমন : ৫ ওয়াক্ত নামাযের ফরয থার ১০০ বার নিম্নের দু'আগুলি আমলে যথেষ্ট ফর্যালত রয়েছে।

(১) ফজর বাদ : হয়াল হাইয়ুল কাইউম **هُوَ الْحَيُّ الْقَيْمُ** অর্থ : তিনি জীবিত ও চিরজীব।

(২) যোহর বাদ : হয়াল আলিয়ুল আজীম **هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** অর্থ : তিনি শ্রেষ্ঠতম ও অতি মহান।

(৩) আছর বাদ : হয়াল রাহমানুর রাহীম **هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** অর্থ : তিনি দয়ালু ও মেহেরবান।

(৪) যাগরিক বাদ : হয়াল গফুরুর রাহীম **هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** অর্থ : তিনি পাপ মার্জনকারী ও কর্মণাময়।

(৫) এশা বাদ : হয়াল লাতীফুল খাদীর **الْخَبِيرُ الْجَبِيرُ** অর্থ : তিনি বিচক্ষণ ও সতর্কশীল।

* পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর প্রতি ওয়াক্তে সুবহামাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুল্লিল্লাহ ৩৩ বার ও আল্লাহ আকবার ৩৪ বার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

ওজাহাহ লা-শরীকা লাহ লাহল মুলকু- ওয়া লাহল হামদু ওয়া হুরা আলা কুর্তি শহীয়িন কাসীর-১ বার। ফজর ও মাগরিবের পর ১০ বার।

* অন্যদিকে নবী করিম (সা) বলেছেন, হে ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর একবার করে আয়াতুল কুরসী পড়বে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতবাসী হবে। (মিশকাত)।

* মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর জান্নাতবাসে বসে কথা বদার পূর্বেই ০৭ বার বার "আল্লাহ-হয়া আজিজুন্নি হিনান না-র পড়বে সে ব্যক্তি ঐ দিন হারা গেলে জান্নাত থেকে স্বৃত থাকবে। আর সংক্ষিপ্ত আকবারে নামাযাতে জান্নাত সাতের দু'আ দেবেন।

* "আল্লাহ-হয়া আ'তিনিল জান্নাহ" (তিনবার)।

* সহীহ মুসলিমে হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলে করিম (সা) যখন নামাযের সালাম ফিরাবতেন তখন আল্লাহ আকবার ১ বার ও জাতাগভিজ্ঞাহ ৩ বার পড়তেন, এরপর বলতেন-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ وَتَعَالَيْتَ بِأَذْنَ الْجَلَالِ وَلَا كُرْبَمْ

নি "আল্লাহ-হয়া আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাৰারাকতা ওয়া তা'ধালাইতা ইয়া মালজালালি ওয়াল ইকবাম।"

* হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নামাযে সালাম ফিরাবার পরে সে যেন ৪টি দিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় :

اللَّهُمَّ ائِنِّي اعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ وَمِنْ عَذَابِ الشَّفِيرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّجْنَبِ

وَالْمَسَّاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مَسِيعِ الدِّجَالِ

উচ্চারণ : আল্লাহ-হয়া ইন্নি অভিযুক্তি দিন আবাবি জান্নাতমা ওয়া মিন আবাবিল ক্ষুব্রি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহুইয়া ওয়াল মাহাতি ওয়া মিন শাহুরি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাঙ্গল।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জান্নাতের আয়াব, করবের আয়াব, জীবন ও মৃত্যুর পরিকল্পনা এবং দাঙ্গালের মত ফেতনা থেকে (সহীহ বুখারী ৭৮৬, মুসলিম, নাসাই)।

* নবী করিম (সা) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়তেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ লাহল মুলকু ওয়ালাহল হামদু ইউহ্মী ওয়া

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়াতাই ছালাতিদোহা
সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারিফাতি
আল্লাহ আকবর।

দোহার নামাযের সালাম ফিরায়ে একবার আয়াতুল কুরাহি এবং একবার
(আয়াতুর রাসূল হতে -ফানজুরুন্না আগাল্ কাওমিল কাফিরীন) পর্যন্ত পড়া যায়।
তারপর (কুলিল্লাহু মালিকাল সুলকি হতে ওয়াতারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি
হিছব) পর্যন্ত তিনবার পড়া যায়। তারপর তিনবার পড়া যায়-
اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَلَالًا طَيْبًا مُسْعِدًا

১. উচ্চারণ : আল্লাহরযুক্ত হালালান তাইয়িবাও ওয়াহিআন।

২. অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে হালাল পবিত্র প্রচুর বিভিন্ন দান করুণ,
তারপর দু'আ করা যায়।

৩. লা-ইলাহা ইব্রাহিম, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এই কলেমা পড়ে মুনাজাত শেষ
করা ভাল।

অক্ষবার দিনে ইশ্রাক ও দোহার নামাযের ফর্মীলত অন্যান্য দিন হতে
বেশী।

আওয়াবীন নামায

এটি যাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সালাত। এ নামায দুই রাকয়াত করে
৬ (ছয়) রাকয়াত পড়া ভাল। কমপক্ষে ৪ (চার) রাকয়াতও পড়া যায়।

আওয়াবীন নামাযের নিয়ত-

*تَوَسَّلَتْ إِنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي رَكْعَتِي صَلَوةِ الْأَوَابِينَ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى
مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ*

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়াতাই সালাতিল
আওয়াবীনা সুন্নাতু রাসূলিল্লাহে তা'আলা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ
শারিফাতি আল্লাহ আকবর।

অর্থ : আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি কা'বায়ুথী হয়ে আওয়াবীনের দু'রাকয়াত
সুন্নত নামায পড়ার নিয়ত করছি- আল্লাহ আকবর!

৪. তাহাজুন নামায : পবিত্র হাদীস শরীফে নবী করীম (সা) ইরশাদ
করেছেন “অর্ধেক রাতির দুই রাকয়াত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যত সুন্দ
আছে, তার চেয়ে অধিক মূল্যবান।”

পবিত্র মরা ও মদিনা শরীফে তাহাজুন নামাযের জন্য আযান দেয়া হবে।
তবে তাহাজুন নামাযের ভাল কোন জামায়াত হয় না। তাহাজুন নামায বড়ই
ফর্মীলতের নামায। যে ব্যক্তি এই নামায রীতিমত পড়ে, তার মত ভাগ্যবান
লোক পৃথিবীতে বিবুল। পবিত্র হাদীস শরীফ হতে জানা যায় যে, আল্লাহ
তা'আলা প্রতি শেষ রাতে প্রথম আসমানে আগমন করে বান্দাকে তার নিকট কিছু
চাঞ্চার জন্য আহবান জানান। সূতরাং নামায পাঠকারী প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ
তা'আলার ক্ষমা লাভে সহজ হয় জীবিকা ১.৪ হয় এবং পার্থিব যালা-মুজীবত
হতে রক্ষা পায়।

এ নামায পড়ার নিয়ম

তাহাজুনের নামায বেশীর পক্ষে বার রাকয়াত এবং কমপক্ষে দুই রাকয়াত
পর্যন্ত পড়া যায়। তবে ১০ (অট) রাকয়াত পড়া ভাল। এর সময় রাত বারটার
পর হতে আরও হয়ে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এ নামায দুই রাকয়াত
করে পড়তে হয়। প্রথম দুই রাকয়াতে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়া
সুন্নত। পরের রাকয়াতগুলোতে বড় বড় সূরা পড়া ভাল। তবে নিজের স্মৃতিধার্ম
যে কোন সূরা বা আয়াত দিয়েও পড়া যায়।

*تَوَسَّلَتْ إِنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي رَكْعَتِي صَلَوةِ الْأَوَابِينَ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى
مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ*

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়াতাই সালাতিল
আওয়াবীনা সুন্নাতু রাসূলিল্লাহে তা'আলা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ
শারিফাতি আল্লাহ আকবর!

নবী করীম (সা) বলেছেন-যদ্য নামাযের পর নফল নামাযের মধ্যে সর্বোন্ম
নামায হলো রাতের নামায (তাহাজুন)। নবী করীম (সা) রাতে যুগ থেকে জেগে
নিয়াহিত তাহাজুনের নামায পড়তেন।

এ নামায শেষ করে ধ্যকর, ইস্তিগফার, কালিমাতে শাহাদাত এবং দরজ
শরীফ পড়ে ইহ্যান্যায়ী মুনাজাত করা ভাল।

৫. আন্যায়ী নামায : মৃত বাতিকে পোসল দিয়ে কাফল পরাবার পর তার
জন্য দু'আ-প্রার্থনা করে যে নামায পড়া হয়, সেটাকে জানায়ার নামায বলে।
মহা-মদিনায় প্রতি খ্রান্ত নামাযের পরে জানায়ার নামায হয়। সেক্ষেত্রে জানায়ার

উচ্চারণ : আল্লাহস্মাগম্বুরনি হাইয়িনা ওয়া সাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া
গায়বিনা, ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাবারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহস্মা
মান আহ ইয়াইতাহ মিন্না ফা আহয়ীহী আলাল ইনলামি ওয়া মান তাওয়াকফাইতাহ
মিন্না ফাতাওয়াকফাহ আলাল ইমাল, বিরাহবাতিকা ইয়া আর হায়ার রাহিমীন
(তিয়মিয়ী)।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছেট ও
বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমদের যথ্য হতে
যাকে জীবিত রাখেন তাকে ইসলাম ধর্মের উপর জীবিত রাখুন, আর আমদের
যথ্য হতে যাকে মৃত্যু দান করবেন তাকে দিলালের সাথে মৃত্যু দান করুণ
আপনার রহমতের ব্যাব। হে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী!

এরপর চতুর্থ তাকবীর বলে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাবে নামায শেষ
করতে হবে।

দ্বিতীয় : প্রথম তাকবীর বলে হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হবে তবে দ্বিতীয়,
তৃতীয় ও চতুর্থ তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হবে না।

মূর্দা নাবালেগ হলে তৃতীয় তাকবীরের পর উপরের দু'আর পরিবর্তে এই
দু'আ পড়তে হবে।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِرْطًا وَاجْعَلْنَا أَجْرًا وَزِحْرًا وَاجْعَلْنَا لَنَا شَافِعًا وَمُنْتَهِيًّا

উচ্চারণ : আল্লাহস্মাজআলহ লানা ফারতাও ওয়াজআলহ লানা আজরাও
ওয়া যুখরাও ওয়াজআলহ লানা শাফিয়াও ওয়া মুশাফকহাও।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমদের জন্য তাকে (ছেলেটিকে) অগ্রদৃত করে দিন
এবং তাকে আমদের জন্য প্রতিদানের উচ্চিলা ও সর্কিত ধর করে দিন এবং
তাকে আমদের জন্য সুপারিশকারী ও গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী করে দিন।

মূর্দা বালিগা হলে এই দু'আ পড়তে হবে।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَنَا فِرْطًا وَاجْعَنْنَا لَنَا أَجْرًا وَزِحْرًا وَاجْعَلْنَا لَنَا شَافِعًا
وَمُنْتَهِيًّا

উচ্চারণ : আল্লাহস্মাজআলহ লানা ফারতাও ওয়াজআলহ লানা আজরাও
ওয়া যুখরাও ওয়াজআলহ লান শাফিয়াও ওয়া মুশাফকহাও।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমদের জন্য তাকে (মেয়েটিকে) অগ্রদৃত করে দিন
এবং তাকে আমদের জন্য প্রতিদানের উচ্চিলা ও সর্কিত ধর করে দিন এবং
তাকে আমদের জন্য সুপারিশকারী ও গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী করে দিন।

১০. সালাতুত-তাসবীহের নামায

রাসূলে করীম (সা) তাঁর চাচা হস্তাত আববাস (রা)-কে এই নামায শিক্ষা
দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যে এ নামায দিনে বা রাতে, সপ্তাহে, মাসে, বছরে
অথবা জীবনে একবার পড়লেও আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গীরা, করীরা, জাহেরী,
বাতেনী গুলাহ সবই মাফ করে দিবেন। এ নামায পড়ার কোন বিসিট সময়
নেই। যে কোন সহয় পড়া যাব। বিস্ত যে সময় নামায পড়া শরীয়তে নিষিদ্ধ
যোৰ্ধ্যা করা হয়েছে, সে সময় পড়া যাবে না। এ নামায চার রাকায়াত এ এ
নামাযের বিশেষ নিয়ম হলো চার রাকায়াত নামাযের মধ্যে একটি তাসবীহ অর্থাৎ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

“সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ
আকবার” ৩০০ (তিনশত) বার পড়তে হয়। এতি রাকায়াতে ৭৫ বার হিসেবে
চার রাকায়াত নামাযে মোট (75×8) = ৩০০ বার এ একই তাসবীহ পড়তে
হবে। এ নামাযের চার রাকায়াত একই নিয়তে পড়তে হয়। নিচে এ নামায
পড়ার নিয়ম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো:

• সালাতুত-তাসবীহ নামাযের নিয়ত

نَوْيَتْ أَنْ أَصْلِي لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رُكُنَاتِ صَلَةِ التَّسْبِيحِ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ
تَعَالَى مُتَوجَّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ اللَّهِ أَكْبَرُ

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আল উছাত্তিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাও রাকয়াতি
সালাতিত-তাসবীহি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াত্তিহান ইলা জিহাতিল
কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহ আকবার!

• এ নামায পড়ার নিয়ম

নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার পর অর্থাৎ “আল্লাহ আকবার” বলে নিয়ত
বাধার পর সুবহন্নাকা, আউয়াবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ পড়ে স্বর ফাতিহা

অতঃরে আরও সাক্ষ দিছি যে, নিচয় সাইয়িদিনা হ্যবত মুহাফদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাদ্য এবং ভাঁর রাসূল।

- তারপর তিনবার অথবা এগার বার দক্ষন শরীফ পড়ে মুনাজাত করা ভাল।
- উভিধিত নিয়মে ভাওবার নামায যে কোন ঘোবারক দিনে অথবা রাতে পড়া প্রয়োজন।

১৭. শকরিয়া আদায়ের নামায

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়মতের শকরিয়া (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। যে কোন নিয়ামত গ্রাণ্ট হলে বা বিপদ-আপদ হতে উকার পেলে, বিদেশ হতে বাড়ী থিবে আসলে অথবা সহীহ হজ্জ পালন করলে আল্লাহর কাছে শকরিয়া আদায় করা সরকার। সমত নিয়মতের জন্য দুই রাকাঘাত নকল নামায যে কোন সূরা দিয়ে পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট শকরিয়া আদায় করা উচিত। এ নামায যে কোন দিনে বা রাত্তিতে পড়া যাব।

শকরিয়া নামাযের নিয়ত

تَوَبَّتْ إِنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتْنِي صَلَاةُ الشُّكْرِ مُتَرْجِحًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشُّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিহাহি তা'আলা রাকাঘাতই সালাতিশ শকরি যুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

সালাম ফিরিয়ে 'আলহুমদুলিল্লাহ' সহ নিচের আয়ত দু'টি ১ বার করে পড়ুন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ تَعْدُونِ بِعْدَهُ اللَّهُ لَا يَخْصُّهَا .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ওয়া ইন তাউদু নিয়াতাল্লাহি লা তৃহসূহ।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে আরপ্ত করছি, যিনি পরম করুণাময় মহান দয়ালু এবং তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে গণনা করতে থাক তবে তা (গণনা করে) শেষ করতে পারবে না।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الدِّيْنِ أَنْعَمْ عَلَيْنَا وَهَذَا نَلِي دِينِ الْإِسْلَامِ .

উচ্চারণ : আলহুমদুলিল্লাহিল্লাহী আন'আমা আলাইনা ওয়া হাদানা ইলা নিনিল ইসলাম।

অর্থ : সমত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের ওপর নিয়ামত প্রদান করেছেন এবং আমাদিগকে দীন ইসলামের প্রতি হেসায়েত দান করেছেন।

তারপর ১১ বার দক্ষন পড়ে ইস্তান্যাহী মুনাজাত করবেন। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শকরিয়া আদায় করলে তা বর্ধিত হয়।

لِنَ شَكَرْتُمْ لَأَرْبِنْتُكُمْ .

অর্থ : 'যদি তোমরা শকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ কর তবে নিচয়ই তোমাদের নিয়ামত বর্ধিত করে দিব।'

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ تُسْبِّهَا أَوْ أَخْطَلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُغْيِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَلَّتْ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفْ عَنْنَا وَاغْفِرْنَا
وَارْجُحْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিশ্বৃত হই অথবা ভূলে থাই,
তবে আগনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন তরুণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমাদের
উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন তরুণ
আমাদের উপর অর্পণ করবেন না, যা বহু করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের
পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি ই
আমাদের অভিভাবক! সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে অবস্থুত
করুন। (সূরা বাকারা, শেষ আয়াত নং ২৮৬)

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَى فَاغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ .

উকারণ : রাব্বানা ইন্নানা আহমানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কি-না
আবাবানার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ইমান এনেছি, সুতরাং আপনি,
আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে দোষবের আধাৰ হতে রক্ষা
করুন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬)

رَبَّنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبَرْ وَتَوَّنَ مُسْلِمِينَ .

উকারণ : রাব্বানা আহমানিগ আলাইনা সাবরাও ওয়াতাওয়াফফানা মুসলিমীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং
মুসলমানরূপে আমাদের দৃঢ় দিন। (সূরা আ'বাক, আয়াত : ১২৬)

رَبِّ زِدْنِي عَلَيْ .

উকারণ : রাব্বির জিনানী ইলমান।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃক্ষি করে দিন। (সূরা ত-হা,
১১৪ আয়াত)

رَبَّنَا تَقْبِلْ مِنْ إِنْدَأَنْ السَّبِيعَ الْعَلِيِّمَ وَبْ عَلَيْنَا إِنْدَأَنْ الشَّرَابِ
الرَّجِيمِ .

উকারণ : রাব্বানা তাকারবাল মিনা, ইন্নাকা আনতাছ ছামিটিল আলিম,
ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাউওয়াবুর বাহীম।

অর্থ : হে আমাদের রব, আমাদের এই কাজ করুল করুন, নিশ্চয় আপনি
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞতা। আপনি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন, নিশ্চিতভাবে
আপনি ততো করুলকারী এবং পরম দরবারু। (সূরা বাকারা, ১২৭-১২৮)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَهَدَنَا إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ .

উকারণ : আলহামদুলিল্লাহিস্তায়ী আন'আমা আলাইনা ওয়া হাদানা ইলা
নীনিল ইসলাম।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের উপর
নিয়ামত প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে দীন ইসলামের প্রতি হেদায়েত দান
করেছেন।

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مَنَادِيَ بِنَادِي لِلْإِنْسَانِ إِنْ أَمْتَرْ بِرِبِّكُمْ قَاتَنَ رَبْنَا رَبْنَا فَاغْفِرْنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنْنَا سَنَاتَنَا وَتَوْفِنَا مَعَ الْأَمْرِ .

উকারণ : রব্বানা ইন্নানা ছামি ইন মুনাদিই আই ইউনাদি লিল ইয়ানি আন
আমিনু বিরাকিকুম ফা আহমানা, রাব্বানা ফাগফির লাল যুনুবানা ওয়া কাফ্ফির
জান্না ছায়ি আতিনা ওয়াতা ওয়াফ্ফানা মাআল আবরার।

অর্থ : হে আমাদের রব! এক আহবানকারীর ভাক আমরা শনেছি, যিনি
ইমান আনার জন্যে আহবান করেছেন যে 'তোমরা ধীয় রবের প্রতি ইমান আন'
সুতরাং আমরা দীর্ঘ এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ
করে দিন, আমাদের দোষ-ক্ষতিগুলি মোচন করে দিন এবং নেককারদের সাথে
আমাদের দৃঢ় দিন। (সূরা আলে ইমরান, ১৯৩ আয়াত)।

رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلْنَا بَعْدَ إِذْ هَدَبْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْ
الرَّهَابُ .

উকারণ : রাব্বানা লা তুজিগ যুনুবানা বা'আদা ইজ হাদাইতানা ওয়া
হাবলানা মিলামুনকা রহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহুব।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনের পর আমাদের
হন্দয়কে বক্ষ করবেন না। আর আমাদেরকে আপনার নিকট হতে বিশেষ করুণ
দান করুন, আপনি তো মহান দাতা।

رَبُّ اجْعَلْنِي مُقْبِمَ الصُّلُوةِ وَمِنْ ذُرْبِي رَبِّنَا وَتَبَّلْ دُعَاءِ

উচ্চারণ : রাবিগ আলনী সুকীমাস্ সালাতী ওয়ামিন মুরদিয়াতী রাবামা
ওয়া তাকাকাল দুয়া-আ। (সূরা ইত্রাহীম, আয়াত: ৪০)।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে সলাত করেছেকারী বানিয়ে দিন।
এবং আমার সন্তানদেরকেও নামায়ি বানিয়ে দিন। হে আমাদের প্রতিপালক!
আমার প্রার্থনা করুন করুন।

• কঠিন কাজ উদ্ধারের জন্য নিচের দু'আটি করা যায়

اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا وَلَا
إِسْطَبْعَ إِنْ أَحْدَدُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَا إِنْ أَنْتَنِي إِلَّا مَا وَيْتَنِي اللَّهُمَّ وَقِنِّي لِمَا
تُحِبُّ وَتَرْضِي مِنَ الْفَرْدَ وَالْعَمَلِ فِي عَاقِبَتِي

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্নি লা-আম্লিকু পিনাকুলী দারবারও ওয়ালা নাকরাও
ওয়ালা মাউভাও ওয়ালা হায়াতাও ওয়ালা নুতর্বাও ওয়ালা আছতাতীও আন
আখ্যা ইল্লা মা আতাইতানী ওয়ালা-আন আতুকী ইল্লা মা ওয়াকাইতানী। আল্লাহমা
ওয়াক্ফিকনী লিমা তুহিকু ওয়া তাব্দা মিনাল কাউলি ওয়ালু আমপি কী আফিয়াতী।

অর্থ : হে আল্লাহ! বৃক্ত আমি আমার নিজের জন্য কোন শক্তি বা লাভের
এবং মৃত্যু ও জীবনের এবং কিয়াবতের দিন পুনঃ জীবন লাভের শান্তিক নই।
আপনি যা দান করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু অর্জন করার শক্তি আমার নেই।
আপনি যা হতে আমাকে বাঁচিয়েছেন তা ছাড়া আমি নিজে বাঁচার কোন সাধ্য
নেই। হে আল্লাহ! আপনি যে সব বাক্য ও কর্ম আমার সুখ শান্তির ব্যাপারে
ভালবাসেন ও পছন্দ করেন, তা করার জন্য আমাকে তোকিক দান করুন।

رَبُّ اغْفِرْنِي وَلِوَالدَّى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ بَقْرُمِ الْحِسَابِ

উচ্চারণ : রাবিগ ফিরগী ওয়ালী ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিম মু'মিনীনা ইয়াওমা
ইয়াক্মুল হিসাব।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে,
আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মু'মিনকে ক্ষমা করুন। (সূরা ইত্রাহীম, ৪১
আয়াত)।

• বাবা ও মাদের জন্য উলাহ খাফ এর দু'আ

رَبُّ ارْحَمْنَا كَمَا رَبَّيْنَا صَغِيرًا

উচ্চারণ : রাবিগ উল্লাহ কামা রাবাইয়ানী ছাগীরা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (পিতা-মাতার) প্রতি বহুত দান
করুন। যেমন্তিভাবে তারা আমাদেরকে বাল্যকালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা
বনী ইসরাইল, ২৪ আয়াত)।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ : আল্লাহমা সাতি আলা মুহাম্মদিনিন নাবিজ্ঞাল উমিয়া ওয়া আলা
আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বাটিক ওয়া সাতিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! উধি নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাহুমের উপর এবং তাহার বংশধর ও সাহাবীগণের উপর বহুত, বরকত ও
শান্তি নাযিল করুন।

اللَّهُمَّ اجْعِلْهُ حَاجَّ مُبَرُّرًا وَذَبَابًا مُشْكُورًا وَتَجَارَةً لَنْ
تَبُورًا

উচ্চারণ : আল্লাহমা আলাইহি হাজার মাবরুরান ওয়া মাখাম মাগফুরান ওয়া
সায়ান মাশকুরান ওয়া তিয়ারাতান লান তাবুর।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হজকে মক্কুল হজ বানিয়ে দিন। আমার
গুণহরাশি মাফ করে দিন, আমার প্রচেষ্টাকে করুন করে দিন।

اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ الْغَنْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنِي وَدُنْيَايِ وَآخِرَةِ وَالْفَرْزِ بِالْجَنَّةِ
وَالْنَّجَاهِ مِنِ النَّارِ

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্নি আস্মালুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা কী কীনি
ওয়া-দুনইয়াআ ওয়াল আখিরাতা ওয়াল কাণ্ডা বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা হিন্নার।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দীন ও দুনিয়ার মাঝে শান্তি ও
সুস্থিতা চাই এবং প্রকালে জান্নাতের সফলতা চাই এবং দোখ থেকে নিঙ্গতি
চাই।

بِ مُنْلِبِ الْقُلُوبِ تَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

উচ্চারণ : ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি হাবিবত কুলবী আলা দীনিক।

অর্থ : হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে দীনের উপরে
অটল রাখুন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আন্ত চাই। আর আমি আপনার নিকট আহন্ত থেকে আশ্রয় চাই (আবু দাউদ ইবনে মাজাহ)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَدْعَتْ رِبْنَاهُ أَخْرَى وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ وَمَا أَشْرَقْتُ وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي أَنْتَ السَّمِّعُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
উচ্চারণ : আল্লাহস্মা ফিলী যা কান্দামতু ওয়ামা আখ্যারতু ওয়ামা আসবাবতু ওয়ামা আগানতু ওয়ামা আসবাকতু ওয়ামা আভা আলু বিহী মিলী আগাল মুকাদ্দিমু ওয়া আস্তাল মুয়াখথিকু লা ইলাহা ইল্লা আত্তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি যে সব গুনাহ অভীতে করেছি এবং যা পরে করেছি তার সহজেই আপনি মাফ করে দিন, মাফ করুন সেই গুনাহগুলোও যা আমি পোগনে করেছি এবং প্রকাশে করেছি। মাফ করুন আমার সীমালংঘনজনিত গুনাহসমূহ এবং সেই সব গুনাহ যে গুনাহ সহজে আপনি আমার অপেক্ষা অধিক আননেন, আপনিই যা চান আগে করেন এবং যা গিছে করেন, আর আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগা কোন মাঝুদ নাই। (মুসলিম)

• সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম (সা) বললেন : হে মুয়াজ!

আমি তোমায় অসিয়ত করছি, প্রত্যেক নামায়ের পর ভূমি নিম্নোক্ত কালামসমূহ
পড়বে :

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ وَحْسِنْ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহ আইনী আলা যিকরিবা ওয়া কুকরিকা ওয়া ইসনি ইবাদতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার যিকর, কুকর ও সুন্দর ইবাদতের ব্যাপারে আপনি আমায় সহায়তা করুন।

إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ الْبَيْهِ رَاجِعُونَ

উচ্চারণ : ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উচ্চারণ : প্রত্যন্ত

অর্থ : নিচরই আমরা আল্লাহ তা'আলারই জন্ম (উৎসর্গীকৃত) এবং নিচয়ে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

• সকাল ও সন্ধ্যার দু'আ

আবু হোচরা (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, হে আল্লাহর বাসুল (সা) আমাকে এখন কিছু কথা পিছিয়ে দিন যা আমি ফজর ও শাগরিবে পাঠ করব। তখন নবী করিম (সা) বললেন, বল ১। উচ্চারণ : ১৫-৩৫

اللَّهُمَّ فاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُ كُلِّ
لَشَهَدَ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّبَطَانِ وَشَرِّ كِبَرِ

উচ্চারণ : আল্লাহস্মা ফাট্টিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আবাদি আলিমাল গাহিবি ওয়াগ শাহসুতি রাবুক কৃতি শাইখিন ওয়া মালীকাহ। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আভিযুক্তিকা হিন শারবি নাফসী ওয়া হিন শারবিশ শাইত্তনি ওয়া শিরকিব। (আবু দাউদ, তিয়মিনী সহীহ)

অর্থ : হে আসমান! ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি শোগন ও প্রকাশ, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব কিছুই জানেন, সমস্ত কিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিছি, আপনি ছাড়া আর কেন মাঝুদ নেই এবং আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমার নফসের অনিষ্টিত থেকে, শয়তানের ক্ষতি থেকে এবং শয়তান যে শিরকের প্রয়োচন দেয়, তার ক্ষতি থেকে।

رَبُّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ

উচ্চারণ : রাখিগঞ্জির ওয়ারহাম ওয়া আনতা বাইকুব রাহিমীন। ওয়া আনতা বাইরল পাফিয়ীন। উচ্চারণ : আল্লাহ তা'আল ইলাহ কর্তা

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আপনিতো দুর্বলদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু, এবং আপনি ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

سَبَّحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضاُ نَفْسِهِ وَزِيَّةُ عَرْشِهِ وَمَدَادُ كَلْمَانِهِ

উচ্চারণ : সুবাহনাল্লাহি, ওয়াবিহামনিহি, আদাদা বালকিহি, ওয়া বিদা নাফসিহি, ওয়া হিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। (মুসলিম)

অর্থ : আমি আল্লাহর পৰিত্রতা ঘোষণা করছি, তাঁর প্রশংসন, তাঁর সৃষ্টি বস্তুর সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের সমান এবং তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক।

• রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবেশা (রা)-কে নিম্নের দু'আটি পড়তে নির্দেশ দেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلَهُ وَاجِلَهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهِ عَاجِلَهُ وَاجِلَهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغَفْرَانَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْغَفْرَانَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدِينِيَّ وَدِينِيَّ وَمَالِيِّ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَأَمْنِ
رُوعَاتِي

উকারণ : আল্লাহর ইন্দী আসআলুকাল আকওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া
ওয়াল আখিরাতি, আল্লাহর ইন্দী আসআলুকাল আকওয়া ওয়াল আফিয়াতা কী
দীনী ওয়া দুনইয়া ইয়া ওয়া আহলী, ওয়া মা-লী। আল্লাহশাস্ত্রের আওরা-তী ওয়া
আমিন রা-ও 'আ-তী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার কাছে ক্ষমা ও
নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দীনের ক্ষেত্রে,
দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি।
হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোপন জিনিসকে (গুলাহ) দেকে রাখুন এবং আমার
অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দিন।

আয়াতুল কুরাহি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : ۗ
اللَّهُ أَكْبَرُ ۗ هُوَ الْيَعْنَىُ ۗ الْقَوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سَيِّئَاتُهُ ۗ لَا تُؤْمِنُ لَهُ مَا فِي السُّمُّوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مِنْ ذَا الَّذِي يَسْعَىٰ عَنْهُ ۗ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ ۗ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا سَعَاهُ ۗ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السُّمُّوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَلَا يَنْوِهُ حِنْطَهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۗ

উকারণ : আল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লা হাইউল কাইউম, লা-তা'বুরুহ
হিনাতুর ওয়ালা নাউর, লাহ মা ফিজ্জামাওহাতে ওয়া-মা-ফিল আরদি; মান
জাল্লাজী ইয়াশফাউ ইনদাহ ইল্লা বিইজনিহী ইল্লাজামু মা-বাইলা আইনীহিম ওয়া-মা
খালফাহম, ওয়ালা ইউহীতুন বিশাইইম মিন ইব্রাহিমী ইল্লা বেমা শা'য়া, ওয়া-হিয়া
কুরাহিয়ু-হস্ত্রামাওহাতি ওয়াল আরদা, ওয়ালা ইয়া উনুহ হিফজুহমা ওয়া-হুল
আলিয়ুল আজিম।

অর্থ : আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুল নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী,
তাঁকে তন্ত্রা ও নির্দা স্পর্শ করে না, যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে, সবকিছু

তাঁরই। কে আছে যে, তাঁর হৃদয় ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করে? তাঁর সামনে ও
পিছনে যা কিছু আছে তা-তিনি অবগত। তিনি যা ইহে করেন, তাহাত তাঁর
জনের কোনো অংশ মাঝে জানতে পারে না। তাঁর আসন সারা আসমান ও
জমিন ব্যাপী, আর এদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লাউডিওখ করেন না; এবং তিনি
মহাম শ্রেষ্ঠ।

اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَبْتُ نَفْسِي طَلَبْتُ كَثِيرًا ۗ وَلَا يَعْفُرُ الدُّنْيَوُبُ إِلَّا أَنْتَ قَاغْفِرُكِيٌّ

مَغْفِرَةٌ مِنْ عِنْدِكَ وَكَرْحَمْيُ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْفَغْرُ الرَّحِيمُ ۗ

উকারণ : আল্লাহর ইন্দী জুলামতু নাফছি জুলমান কাছিরাও ওয়ালা
'ইয়াগফিলুজ জুনুবা ইল্লা আলতা ফাগফিলুলী মাগফিলাতাম মিন ইনদিকা ওয়াবহামনি
ইন্দুকা আনতাল গাহুরুর রাহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নরসের (দেহ ও আত্মা) ওপর অনেক
ক্ষমুম করেছি, আর আপনি ছাড়া কেউ-ই পাপসমূহ ক্ষমা করতে পারে না।
অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে দয়া করুন। নিচ্য
আপনিই অতি ক্ষমাকারী মহান নবারুজ তুল করুন সত্ত্বেও মুক্ত দেব হুক্ম তুল
সূরা কাতিহা। তুল্যীত ক্ষমাকারী মহান নবারুজ তুল করুন সত্ত্বেও মুক্ত দেব হুক্ম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۗ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ

الْغَنْوَبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّلَّالِ ۗ

উকারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহীম। আলহামদু লিল্লাহি রাখিল
আলহিন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াও মিকীন। ইয়াকা না'বুন্দ ওয়া
ইয়াকা নাস্তাস্তিল। ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম। সিরাতাল্লাজীলা আন 'আমতা
আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া লাদ দু'আজীন। আমিন!

অর্থ : দয়াহীয় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের

প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি দয়াময়, প্রয়ম দয়ালু, বিচার দিনের মালিক। আমরা

কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

উচ্চারণ : আমানার রাসূল বিষ: উনফিলা ইলাইহি মিন রাবিহী ওয়াল মু'মিনুন। কৃত্তুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কৃত্তুবিহী ওয়া রম্যালিহ। আ নুকোবিলু বাইনা আহদিম মিশ কস্মুনিহি। ওয়া কৃত্তু সারিনা ওয়া আতানা গুফগানাকা রাববানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। না ইয়ুকায়িফুল্লাহু নাফসান ইয়া উসআহা। লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহু আক তাসাবাত। রাববানা লা তুআবিদনা ইম নাসীনা আও আগতানা। রাববানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরাএ কামা হ্যালাতাহ আলাজ্জাজীনা মিন কৃবলিন। রাববানা ওয়ালা তুহাখিলনা মা লা তু কাত লাবা বিহি। ওয়া'ফু আন্না, ওয়াগভিলগানা, ওয়ারহামনা, আনজা যাওলানা ফানসুরনা আগাল ক্ষাগ্রিমিল কাফিরীন।

অর্থ : রাসূল ঈমান এনেছেন এই সবের ওপর যা তাঁরই প্রভুর নিকট হতে তাঁর প্রতি নাবিল হয়েছে, আর মুনিমগণও। তাঁদের সকলেই ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাগণ! এবং তাঁর কিভাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলদের কাছেও মধ্যে তারতম্য করি না এবং তাঁর বলে, আমরা তাঁরাম এবং আমরা পালন করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন আগন্তবই নিকট। আল্লাহ কাউকেও তাঁর সাধোর অজ্ঞিৎ দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সে যা (সৎকাজ) অর্জন করেছে তাঁর প্রতিফল তাঁরই এবং সে যা অপকর্ম করেছে তাঁর প্রতিফল তাঁরই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই অথবা দোষজ্ঞ করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন উর্ধ্বদাঁচিত্ব অর্পণ করবেন না, যেকে আমাদের পূর্ববর্তী উদ্ধৃতগণের ওপর উর্ধ্বদাঁচিত্ব অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এইন্দু দায়িত্ব চাপিয়ে দিবেন না, যা পালন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ ঘোচন করুন, আদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদেরকে দয়া করুন। আগন্তবই আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফির সম্মুদ্দায়ের বিবরণে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

* সূরা হাশর এর শেষ তিন আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمْعُ الْعَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ : আ'উয়ু বিল্লাহিস সার্মী ইল জালীমি মিনাশ শায়তানির রায়ীম।

অর্থ : আমি বিভাড়িত শয়তানের ওয়াসওয়াস হতে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, যিনি সবকিছু জনেন এবং সবকিছু জানেন।

উপরের অংশ ও বার পড়ে সূরা হাশরের নিম্নের ও (তিনি) আয়াত পড়তে হবে—

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْقَيْمَ وَالشَّهَادَةُ - هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - السَّمَدُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُبَرِّئُ الْمُهَبِّيْنَ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ هُوَ اللَّهُ أَخْلَقُ الْبَارِيُّ الْمَصْرُورُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ : ইওয়াল্লাহুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হ্যা 'আলিমুল পাইবি ওয়াশ শাহাদাতি হ-ওয়ার রাহমানুর রাহীম। ইওয়াল্লাহুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হ্যা আল আলিকুল কুল্মুস্কুলামুল মু'মিনুল, মুহাইমিনুল, 'আরীয়ুল, জাববারুল, মুতাকাবিল, ছুবহানাজ্জাহি 'আল্লা ইউশুরিকুন। ইওয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুছাওবিকু লাহুল আসমাউল হসনা ইউসাবিহু সাহ মা ফিসসামাওয়াতি ওয়াল আরদি। ওয়া ইওয়াল 'আরীয়ুল হাকীম।

অর্থ : তিনি ঐ আল্লাহ, তিনি বাতীত কোন মাঝুদ নেই; তিনি পোপন প্রকাশ (সবকিছুই) জানেন; তিনি দয়াহীয়, অজ্ঞাত দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি বাতীত কোন মাঝুদ নেই। তিনি সমস্ত জগতের বাদশাহ, তিনি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই বৃক্ষগবেষকবারী, সর্বশক্তিমান, পরাজয়শালী, তিনিই অতীব মহিমাবিত। তারা যে শিরক করে তিনি তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সকলের সৃষ্টিকর্তা, (সমস্ত বস্তুর) অতিত্ব দানকারী, (সকল বস্তুর) অকৃতি দানকারী, তাঁরই জন্য সকল উত্তম নাই। সমস্ত আসমানে এবং যদীনে যাঁ কিছু আছে, সে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনি পরাজয়শালী, প্রজ্ঞাময়।

* রাসূলুল্লাহ (সা) হজ হতে প্রত্যাবর্তন করে নিচের দু'আ পড়েছিলেন।
কাজেই হজ থেকে কিরে এসে বলতে হবে—

أَبْرَأُ ثَانِيُونَ عَابِدُونَ • لِرِبِّنَا حَامِدُونَ •

উচ্চারণ : আবিলু আধিবুনা 'আবিদুনা লিরাবিনা হামিদুনা। (মুসলিম)

অর্থ : আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আল্লাহকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী, প্রশংসকারী।

• যোনাভাব

**رَبِّنَا تَقْبِلُ مِنَ إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَحَسْلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرٍ خَلْقَهُ
وَتَوَرُّ عَرْشَهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَآلُهُ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا
يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِحَقٍّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**

উচ্চারণ : বাক্যামু ভাক্তব্যাল যিন্হা ইন্দোক আনন্দাছ সামিউল আপীম। তবা
সাজ্জাঞ্জাহ তা'আলা আলা থাইরি খালক্ষিহী ওয়া নুরি আরশিহী সাইয়িদিনা মুহাম্মদিও
ওয়া আদিহী ওয়া আসহাবিহী আজহাসিন। সুবহানা রাকিবুল রাকিবল ইয়াতি
আস্বা ইয়াছিলুন। ওয়া সালামুন 'আলাল মুরসালীন। ওয়াল হামদু লিজ্জাহি রাকিবল
আলায়ীন। বি-হাকি লা-ইলাহা ইল্লাজ্জাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে (আমাদের নেক আমলসমূহ)
করুন করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রান্তি ও সর্বজ্ঞনী। আর আজ্জাহ তা'আলা তাঁর
সৃষ্টির সেরা এবং তাঁর আবশ্যের নূর সাইয়েদিনা হ্যরত মুহাম্মদ সাজ্জাঞ্জাহ
আলাইহি ওয়াস্ত্রাম, তাঁর বংশধর ও তাঁর সকল সাহায্যীর উপর রহস্যত করুন।
(হে রাসূল): তারা (কাফিররা) যা বলে ঐ সকল দোষ হতে তোমার প্রতিপালক
মর্যাদাশীল, পরিত্র। বসুন্ধাগণের প্রতি সালাম এবং সমজ্ঞ প্রশংসা আজ্জাহ তা'আলারই
জন্য, যিনি সময় সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক! এই বাক্য সমূহের বরফতে, "জা
ইলাহা ইল্লাজ্জাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ!"

- যদি কেউ আপনার উগভাব করে তাকে বলুন

حَمْدُ اللّٰهِ حَمْدًا

উকারণ : জায়াকান্দি খাইবা

অর্থ : মহান আল্লাহগাক আগন্তকে ভাল প্রতিফল দান করুন।

କାଲିମା ତୈର୍ଯ୍ୟ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

উকারণ : সা-ইগাহা ইঞ্জিনের মুহাম্মদুর রাসেনগাহ।

ଅର୍ଥ : ଆଜ୍ଞାହ ଛାଡ଼ି ଇବାଦତେର ବୋଗ୍ଯ ଆବ କୋନ ମା'ବୁଦ ନେଇ, ଇହରତ
ଶୁହାସନ ସାଲାହାହ ଆଶୀର୍ଷି ଓ ଯା ସାଲାମ୍ ଆଲାହର ରାସଲ ।

काशिमा शाहादत

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَمَنْ يُشَرِّكْ بِهِ مُحَمَّداً عَبْدُهُ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً رسوله

— উচ্চারণ : আশহাদু অল লা-ইলাহা ইলাহাই ওয়াহসাহ লা শারীকালাহ ওয়া
আশহাদু আল্লা সাইয়িদানা মুহাম্মদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ।

ଅର୍ଥ : ଆମି ସଂଶୋଧିନୀ ଖାଲେହୁ ଅତରେ ନାକ୍ଷ୍ଯ ଦିଇଛି ଯେ, ଆଜ୍ଞାହ ବ୍ୟାକ୍ତିତ ଅନ୍ୟ କୋନ ହୀ ବୁନ ନାହିଁ । ତିନି ଏକକ, ତୌର କୋନ ଶରୀକ ନାହିଁ । ଆମି ସଂଶୋଧିନୀ ଖାଲେହୁ ଅତରେ ଆରଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଇଛି ଯେ, ନିଶ୍ଚଯ ସାଧିମିଳିନ ହୃଦୟରେ ମୁହଁବନ ସାନ୍ଦାରାହୁ ଆଲାଇହେ ଓହାସାନ୍ଦାମ, ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଜାନ ବାବୁ ଏବଂ ତୌର ରାମୁଳ ।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّنَا لَكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُكَ وَبِرَبِّ الْجَمِيعِ
الْعَالَمِينَ

উকারণ : লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহিদাল লা সানিয়া শাকা মুহাম্মদুর
বাস্তুগুহাহি ইমানুল মুকাফিন রাসূল রাখিল 'আবাবীন।

ଅର୍ଥ : (ହେ ପ୍ରତିପାଳକ) ! ଆପନି ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋଣ ଯା'ବୁଦ ନେଇ, ଆପନି ଏକ, ଆପନାର କୋଣ ସିତିଯ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାତ ତା'ଆଲାର ରାମୁଲ ମୁହାଫଦ (ସାହାରାହ ଆଲାଇହେ ଓହା ସାଖୀମ) ପରହେଜଗାରଦେଇ ଇମାମ, ଜଗତସମୁହର ପାଖନକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରେସିତ ରାମୁଲ ।

الرسَّلُ كُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ଡକ୍ଟାରପ :ଲା-ଇଲାହା ଇଲ୍ଲା ଜାନତା ମୂରାଇ ଇଯାଥଦିଆଗୁରୁ ଲି-ନୃତ୍ତିହି ମାଇସ୍ୟାଶ-
ଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତାଦୁର ଆସୁଗୁରାଇ ଇମାରିଲ ମୁରାସିଲୀନ ଖାତେମନ ନାବିଜୁନ ।

অর্থ : (হে আলাহ)! আপনি বৃত্তীত ইবাদতের শোগা অন্য কোন মারুদ
নেই। আপনি নৃত, আলাহ তা'আলা যাকে চান তাকে নূরের দিকে হেদায়েত দান
করেন। ইয়রত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আলাহ তা'আলার
সাল্ল, রাসূলগণের ইয়ম এবং নবীগণের সর্বশেষ।

সুরা কাফিল

তারিখ ১৩৮১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ يَأْتِي بِهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا يَأْبَى
عَابِدُ مَا يَأْبَى - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا يَأْبَى - لَكُمْ دِينُكُمْ وَإِلَيْنِ دِينِنَا

উক্তাবণ : বিসমিত্রাহির রহমানের রাহীম। কূল ইয়া আইম্যুহাল কাফিল। লা আ'বুদু মা-আ'বুদু। ওয়া-লা-আনতুম আ-বিদুনা মা আ'বুদু। ওয়া-লা-আনা আ-বিদুম মা-আবাদতুম। ওয়া-লা-আনতুম আ-বিদুনা মা-আ'বুদু। লাকুম দীনুকুম ওয়াপিয়া দীন। ইতু ত্রিতৃত মুন্ডু। ত্রিতৃত এবং কুলে কুল কুল কুল কুল

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (হে নবী!) আপনি বলে নিন, হে কাফিরগণ! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত করছো। আর তোমরাও তার ইবাদত করি নাই, তোমরা যার ইবাদত করে আসছো। আর তোমরাও তার ইবাদতকারী নাই, তোমরা যার ইবাদত করে আসছো। আর তোমরাও তার ইবাদতকারী নাই, যার ইবাদত আমি করছি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

সুরা ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ إِلَهٌ أَخْدُوْ - لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَدُّ - لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ أَحَدٌ

উক্তাবণ : বিসমিত্রাহির রহমানের রাহীম। কূল হওয়াল্লাহ আল্লাহ। আল্লাহ ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়া কুক্কাহ কুক্কুওয়াল আল্লাহ।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (হে নবী!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ! তিনি এক ও অবিভীত। আল্লাহ কারোও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নাই এবং তিনি কারোও থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং কেউ-ই তার সমকক্ষ নয়।

সুরা ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ إِلَهٌ أَخْدُوْ - لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَدُّ - لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ أَحَدٌ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَ - وَمِنْ

شَرِّ النَّعَثَاتِ فِي الْعَقَدِ - وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

উক্তাবণ : বিসমিত্রাহির রহমানের রাহীম। কূল আউয়ু বি-রাকিল ফালাক। মিন শাররি মা খালাকু। ওয়া মিন শাররি গাজিকুন ইয়া ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিল নাফকাছাতি ফিল উকান। ওয়া মিন শাররি হাছিদিন ইয়া হাজাদ।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি প্রভাতের প্রভূর নিকট আশ্রয় চাচি। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাৰ অনিষ্ট হতে এবং অক্ষকার রাতের অক্ষকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা গভীর হয় এবং গিরাসমূহে ঝু-সামকারীদের অনিষ্ট হতে এবং হিসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

সুরা নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسَاسِ
الْخَنَّاسِ - الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ النَّجْنَةِ وَالنَّارِ -

উক্তাবণ : বিসমিত্রাহির রহমানির রাহীম। কূল আউয়ু বি-রাকিল নাস। মালিকিন নাস। ইয়াহিল নাস। মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাহ। আল্লাহয় ইউ ওয়াহিবিচু ফী সুদুরিন নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি মানব জাতির প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাচি, যিনি সমস্য মানবের অধিপতি, মানব গোষ্ঠীর মা'বুদ, আজগোপনকারী কুবুর্বাদাতার অনিষ্ট হতে, যে মানবের অন্তরসমূহে কুমুরণা দিয়ে থাকে, জীবন ও মানবের মধ্য হতে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

আল্লাহ তা'আলার ৭০ বাচক নামসমূহ (আসমাইল হসনা)

مَوْلَاهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

তিনি আল্লাহ, তিনি সর্বজ্ঞ ও আর কেবল ইলাহ নেই। তিনি

১.	الرَّحْمَنُ	বাব রহমতু	প্রয়োগ রহমান	১৪.	السَّمِيرُ	বাব সুমিরু	প্রয়োগ রহমান
২.	الرَّحِيمُ	বাব রহিমু	প্রয়োগ রহিম	২০.	الْمُتَّلِّ	বাব মুত্তলু	প্রয়োগ রহিম
৩.	الْكَلِّ	বাব কলিলু	প্রয়োগ রহিম	২৫.	السَّمِيعُ	বাব সমিউ	প্রয়োগ রহিম
৪.	الْقَدِيرُ	বাব কুবুরু	প্রয়োগ রহিম	২৭.	الصَّبَرُ	বাব রাসিরু	প্রয়োগ রহিম
৫.	السَّلَامُ	বাব সলামু	প্রয়োগ রহিম	৩৮.	الْحَكِيمُ	বাব রাসিকু	প্রয়োগ রহিম
৬.	الْزَمِينُ	বাব পুরিলু	প্রয়োগ রহিম	৪৫.	الْفَلَقُ	বাব ফলকু	প্রয়োগ রহিম
৭.	الْمَهْرِينُ	বাব পুরৈনিলু	প্রয়োগ রহিম	৫০.	الْأَطْلَسُ	বাব নাটলু	পৃষ্ঠার্থ
৮.	الْغَفِيرُ	বাব পুরিলু	প্রয়োগ রহিম	৫৩.	الْعَظِيرُ	বাব পুরিলু	প্রয়োগ রহিম
৯.	الْجَيْرُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৫৪.	الْحَلِيمُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১০.	الْتَّكَبِيرُ	বাব পুরাতিলু	প্রয়োগ রহিম	৫৫.	الْخَفِيفُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১১.	الْخَالِقُ	বাব পুরিলু	প্রয়োগ রহিম	৫৬.	الْعَلِيُّ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১২.	الْبَارِيُّ	বাব পুরিলু	প্রয়োগ রহিম	৫৭.	الْمُكَبِّرُ	বাব পুরিলু	প্রয়োগ রহিম
১৩.	الْمَعْزُورُ	বাব পুরাতিলু	প্রয়োগ রহিম	৫৮.	الْعَلِيُّ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১৪.	الْفَقَارُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৫৯.	الْكَبِيرُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১৫.	الْتَّهَارُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬০.	الْحَفِظُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১৬.	الْوَهَابُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬১.	الْعَلِيُّ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১৭.	الْرَّزَقُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬২.	الْجَلِيلُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১৮.	النَّاجَ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬৩.	الْجَلِيلُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
১৯.	الْفَلَمُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬৪.	الْكَرِيمُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
২০.	الْقَدِيرُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬৫.	الْرَّبِيبُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
২১.	الْبَاسِطُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬৬.	الْجَبَرُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
২২.	الْخَافِ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬৭.	الْرَّاسِعُ	বাব পুরীলু	প্রয়োগ রহিম
২৩.	الْরَّاغِعُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম	৬৮.	الْمَقْدِيرُ	বাব পুরাতু	প্রয়োগ রহিম

১১.	الرَّزِيزُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৭৩.	الْأَخْرَى	বাব রাজিলু	কর্তৃ
১২.	الْجَبَرُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৭৪.	الْأَنْعَمُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
১৩.	الْأَبْعَدُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৭৫.	الْأَنْعَمُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
১৪.	الْمَهْدِيُّ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৭৬.	الْأَنْعَمُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
১৫.	الْمَهْدِيُّ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৭৭.	الْأَنْعَمُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
১৬.	الْمَهْدِيُّ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৭৮.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
১৭.	الْوَكِيلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৭৯.	الْأَنْعَمُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
১৮.	الْقَوْيُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮০.	الْأَنْعَمُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
১৯.	الْسَّيِّفُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮১.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২০.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮২.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২১.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮৩.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২২.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮৪.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২৩.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮৫.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২৪.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮৬.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২৫.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮৭.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২৬.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮৮.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২৭.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৮৯.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২৮.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯০.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
২৯.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯১.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩০.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯২.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩১.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯৩.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩২.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯৪.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩৩.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯৫.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩৪.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯৬.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩৫.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯৭.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩৬.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯৮.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩৭.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	৯৯.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ
৩৮.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	প্রয়োগ রাজিলু	১০০.	الْمَنْعَلُ	বাব রাজিলু	কর্তৃ

গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আসাম কাজার পর শয়তান সাধারণত মানুষের মনে বড়ভুল ও বুঝুগীর ভাব জাগিয়ে তোলে, যা তার ঘাবতীয় আমলকে নষ্ট করে দেয়। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেভাবে হজ্জের পূর্বে ও হজ্জের মধ্যে আল্লাহকে ডয় করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য তেমনি হজ্জের পরে আরো বেশী করে আল্লাহকে ডয় করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করতে হবে, যাতে করে ইবাদত বিনষ্ট হয়ে না যায়।

ত্রিয় মা-বোনেরা, আসুন আমরা হজ্জের পূর্বে ও পরে সব সময়েই আল্লাহকে ডয় করে দিয়ানের সাথে থেকে ইবাদত করতে থাকি। হজ্জ সম্পর্কে হাদীস রয়েছে যে, মানুষ যখন হজ্জ করে ফিরে আসে, তখন সে তার পূর্বৰূপ পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদা জন্ম গ্রহণ করেছে। কাজেই এ নিষ্পাপ অবস্থাকে ধরে রাখার জন্য আমরা পূর্বের চেয়েও অধিক সজ্ঞর্তা অবলম্বন করে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের আমল কাজ চালিয়ে থাব ইনশাআল্লাহ।

সহায়ক ঈষ্ট, তথ্য খণ্ড এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- আগ-কুরআনুল করীয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সম্পাদনা পরিষদ, ৪৯তম সংক্রমণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
- তাকসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, বঠ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হ্যারত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শর্ফী (র), অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাক্ষ সংক্রমণ, নভেম্বর ২০১১।
- বুখারী শরীফ, ওয় খণ্ড, অধ্যায় হজ্জ; আরু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী আশ-আল-কুফী (র), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃত সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- সহীহ বুখারী শরীফ (১ থেকে ১০ খণ্ড একত্রে), ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র), অনুবাদ : হ্যাফেজ মাওলানা শামসুল হক, শারখুল হাদীস মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ৯ম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫।
- সহীহ মুসলিম শরীফ (সকল খণ্ড একত্রে), ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজাজ (র), অনুবাদ : হ্যাফেজ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ জাকারিয়া, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮, ৫ম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।
- পিশ্বাত শরীফ (১ থেকে ১১ খণ্ড একত্রে), শায়খ ওয়ালীউল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতিব আততাবরিয়া (র), অনুবাদ : আলহজু মাওলানা ফজলুর রহমান, সম্পাদনার : মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ারেদ ইবনে সালেহ, প্রথম প্রকাশকাল ২০০৭।
- নবী (সা) যেভাবে হজ্জ করেছেন (জাবের বা যেমন বর্ণনা করেছেন), সংকলন : শাইখ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আল-আলবানী রাহিমাহ্রাহ, অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মদ আবুল বাশার ও ড. এটিএম ফখরুল্লাহ, সম্পাদনা : ড. মাওলানা আব্দুল জলীল ও ড. আরু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার।
- সীরাত এলবাম, মদিনা পাবলিকেশন, এভুল ও সম্পাদনা, আহমদ বদরুল্লাহ খান (সহকারী সম্পাদক : মাসিক মদিনা), ১৫তম বর্ধিত সংক্রমণ : সফর ১৪৩৪ হিজরী, পৌষ ১৪১৯ বাংলা, ডিসেম্বর ২০১২ ইংরেজি।
- ঐতিহাসিক মসজিদ এলবাম, মদিনা পাবলিকেশন, আলহজু সৈয়দ মুহাম্মদ শামিমুর রহমান, প্রথম প্রকাশ : রবিউল-আউয়াল ১৪৩৪ হিজরী, মাঘ ১৪১৯ বাংলা, জানুয়ারি ২০১৩ ইংরেজি।

হোক বা না হোক মেহলাদের রক্তপাত বক্ত হওয়া হতেই গোসল করে নামায পড়া আরম্ভ করতে হবে। গোসল স্ফটিকারক হলে তায়াভূম করে নামায পড়তে হবে।

ইত্তেহায়া : হায়েয ও নেফাস ছাড়া মহিলাদের প্রসাৎস্থার দিয়ে হে রক্তপাত হয় তাকে ইত্তেহায়া বলে।

ক্ষতুবতী মহিলাদের হজের সময় কি কি করা যাবে বা যাবে না তা নিচে আলোচনা করা হলো :

হজের সময়ে ক্ষতুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা জায়েছ, তবে এ অবস্থায় ইহরামের জন্য নামায পড়বেন না। এ বিষয়ে সুপ্রতি ধারণা নাতের জন্য "নবী করিম (সা) হেভাবে হজ করেছেন" এ বিষয়ে আবের (রা) বেমন বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে কিছু অংশ প্রিয় মা-বোনের আপনাদের সুবিধার্থে এখানে তুলে ধরলাম।

"আবের (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমাদের সাথে ছিল মহিলা ও শিঙ (মুসলিম)। যখন আমরা হৃল- হৃলাইফাতে পৌছলাম, তখন আসমা বিন্ত উমায়েস (রা) মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর নামক এক সন্তান প্রসব করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: **أَفْلِي وَاسْتَغْفِرِي بِنُوبٍ** (ইগ্নাতিলি ওয়াহতাসফিরী-বিসাউবিন ভয়া আহরিমী) অর্থ: "ভূমি গোসল কর, রক্তকরণের হালে একটি কাপড় বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।"

প্রিয় মা-বোন এথেকে নিশ্চিত হে, ক্ষতুবতী অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়েছ এবং এর পূর্বে গোসল করে পরিষ্কৃত হতে হবে।

* প্রিয় মা-বোন, ক্ষতুবতী অবস্থায় আরো সুপ্রতি ধারণা নাতের জন্য জাবের (রা) এর একই বর্ণনার হজের অধ্যায় থেকে আরো কিছু অংশ আপনাদের সুবিধার্থে তুলে ধরলাম: "৮ মিলহজ্জ তামা হজের ইহরাম বেঁধে মিল অভিমুখে রওয়ানা হলেন। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে দ্রুতর অবস্থার পেলেন। তখন তিনি বলেন, তোমার কি হয়েছে? আয়েশা (রা) বলেন, "আমার হায়েয এসে গেছে। লোকজন হালাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি হালাল হতে পারিনি। বায়তুল্লাহও তাওয়াফ করিনি। অথচ সব ঘনূষ এখন হজে যাচ্ছে।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এটা এখন একটা বিষয়, যা আঙ্গুহ আদমের কন্যা সন্তানদের ওপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি গোসল করে নাও। অতঃপর হজের তালবিয়াহ পাঠ কর। তারপর,

তুমি হজ কর এবং হজবারী যা করে তুমি তা কর; বিন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না এবং সন্তান আনায় করো না" (মুসলিমে আহমদ, আবু দাউদ)।

* অতঃপর তিনি তাই করলেন, বিন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন না।

* প্রিয় মা-বোনেরা, আপনাদের মধ্যে যিনি ক্ষতুবতী অবস্থায় আছেন তার জন্য পবিত্র ইওয়ার পূর্বে তাওয়াফ-এ বিচারাত জায়েছ নয়। যদি আইয়ামে নহর অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্তও আপনার শরীর খাবাপ থাকে এবং পবিত্র না হন তাহলে তাওয়াফে বিচারাতকে বিলম্ব করে দেবেন এবং বিলম্বের জন্য তার উপর নয় ওয়াজিব হবে না। মনে রাখবেন, তাওয়াফে বিচারাত ছাড়া দেশে ফিরে আসলে আজীবন এ ফরয বাঁধী থাকবে। এরপর আবার যেরে তাওয়াফ করতে হবে। সে কারণে ক্ষতুবতী অবস্থা থাকলে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অগেকা করতে হবে।

* তবে আপনার ফ্লাইটের নির্ধারিত সময় যদি এসে পড়ে এবং আপনি পবিত্র ইওয়ার কোন সংজ্ঞবন্ধ না থাকে তবে তাল তাবে আট সাঁচ করে রক্তকরণের স্থানে কাপড় বা প্যান বেঁধে নিয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। কারণ নির্ধারিত দিনে ফ্লাইট না ধরলে আপনার প্রতুবতী সিভিউল পেতে যাবাটাক ধরনের সমস্যা হতে পারে। আবার ঐ অবস্থায় তাওয়াফ না করে দেশে ফিরে প্রাণেও প্রবৃত্তিকালে আপনার পুনরাবৃত্ত হজের জন্য যাওয়া না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি গুগাইগুর হবেন।

* কোন মহিলা ফরয তাওয়াফ শেষ করে সাঁচি করার পূর্বে যদি হায়েয দেখা দেয়, তাহলে সে ঐ অবস্থাতেই সাঁচি করে ফেলবে। কারণ সাঁচি করতে পরিষ্কার অর্জন করা শর্ত নয়, বরং মুস্তাবাব।

* হয়রত ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, লোকদের (হজ থেকে ফেরার সময়) শেষ বারের সত্ত্ব (বিদায়ী তাওয়াফ) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষতুবতী মহিলাদের তা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সহীহ মুসলিম ৩০৯৩)

* প্রিয় মা-বোন, বর্তমানে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতীর ফলে এ বিষয়গুলো অনেক সহজ হয়েছে। কাজেই আপনাদের ক্ষতুবতী হওয়ার আশকা থাকলে হজে যাওয়ার পূর্বে একজন তাল গাইনী ভাঙ্গারের প্রামাণ্য প্রাপ্ত করতে পারেন।

* প্রিয় মা-বোনেরা উপরের আলোচনা হতে সুপ্রতি যে, মহিলাদের ক্ষতুবতী অবস্থায় ইহরাম বাঁধা যাবে তবে গোসল করে পরিষ্কৃত হতে হবে। হজের নিয়তে গোসল করে তালবিয়াহ পাঠ করা যাবে। হজের সকল

যে কোন মসজিদে প্রবেশের জন্য নিচের দু'আ পাঠ করতে পারেন :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَسُولُ اللَّهِ الْأَكْرَمُ أَغْفِرْنِي ذَنْبِي وَاقْتَحِلْنِي
ابْرَأْ رَحْمَتِكَ

উক্তারণ : বিসমিত্রাহি ওয়াসদাল্লাতু ওয়াসদাল্লামু আলা রাসূলুল্লাহি।
আল্লাহহ্যাগ ফিরলী সুনুরী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দ্রুদ ও
সালাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমত ওনাহ মাফ করে দিন এবং আমার
জন্য আপনার রহমতের সরজাসমূহ খুলে দিন।

মসজিদে প্রবেশ করেই তাহিয়াতুল মসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ নামে
দুই রাকায়াত নামায পড়তে হবে। এ সংজ্ঞাত হাদীসটি হযরত আবু কাতাদাহ
সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে
প্রবেশ করলে কসার আগেই সে যেন দুইরাকায়াত নামায পড়ে (বুধারি, মুসলিম)।

এ দুই রাকায়াত নামাযের প্রথম রাকায়াতে কুল ইয়া আইনুহাল কাফিরন
এবং বিতীয় রাকায়াতে কুল ওয়াল্লাহ আহাদ সূরা দিয়ে দুই রাকায়াত নামায
পড়ে নিন। মসজিদে বসার পূর্বেই তা করতে হবে।

প্রশ্ন : জানায়ার নামায কি? মহিলারা জানায়ার নামায পড়তে পারবেন
কি-না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে গোসজ দিয়ে কাছন পরাবর পর তার জন্য দু'আ-গ্রন্থনা
করে যে নামায পড়া হয়, সেটাকে জানায়ার নামায বলে। মক্কা-মদিনায় প্রতি
ওয়াক্ত নামাযের পরে জানায়ার নামায হব। সেক্ষেত্রে জানায়ার নামাযে শরীক
হতেই হয়। জানায়ার নামায হচ্ছে ফরবে কিফারা। মহিলাও মক্কা মদিনায়
জানায়ার নামায পড়তে পারবেন। জানায়ার নামায চার তাকবীরের সাথে আদায়
করতে হয় এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হয়। এ পুর্তিকার সালাত (নামায)
অধ্যায়ে জানায়ার নামায বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : মহিলাদের কি পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ঠিক হবে?

উত্তর : কোন মুসলিম পুরুষের জন্য যে কোন কারণেই হোক না কেন,
কোন মহিলার পাশে অথবা তার পেছনে দাঁড়িয়ে মসজিদ-উল হারাম বা অন্য যে
কোন মসজিদে নামায আদায় করা উচিত নয়। অবশ্য এ অবস্থা হতে বেঁচে
থাকার সামর্থ্য না থাকলে অন্য কথা। বরং মহিলাদের জন্য পুরুষের পেছনে
নামায আদায় করা অপরিহার্য।

হযরত আবু হুয়ায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
(সা) বলেছেন, পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার উত্তম এবং শেষের কাতার নিকৃষ্ট।
মহিলাদের জন্য শেষের কাতার উত্তম এবং প্রথম কাতার নিকৃষ্ট (মুসলিম)

**ত্রিপ ঘা-বেল, মক্কা-মদিনা অবস্থানকালে অবশ্যাই মহিলাদের জন্য নির্ধারিত
স্থানে নামায আদায়ে সত্ত্বেও থাকুন।** পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া
এভিয়ে চলুন।

প্রশ্ন : হজ্জের পরে ৪০ দিন আমল করতে হয় বা মানতে হয়-এর অর্থ
কি?

উত্তর : হজ্জের পরে আমল বা মানার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ৪০ দিনের বিষয়ে
পৰিপ্রেক্ষ কুরআন বা হাদীসে কোন তথ্য প্রাপ্ত যায় না। তবে পৰিপ্রেক্ষ কুরআনের
তাফসীর হতে জানা যায় যে, পৰিপ্রেক্ষ কুরআনে হজ্জ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া
হয়েছে, একই সাথে হজ্জের পরেও আল্লাহকে সামনে সমবেত হওয়া অর্থাৎ
আম্বৃত্য আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশনা রয়েছে। অর্থাৎ আমলসমূহ ৪০দিন ম্বয়
বরং তা আম্বৃত্য চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

পৰিপ্রেক্ষ কুরআনের সূরা বাকারা এর ১৯৬ হতে ২০৩ আয়াতে হজ্জ ও উমরা
সম্পর্কে আহকাম ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০৩ নং আয়াতের শেষাংশে বলা
হয়েছে যে, “আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জ্ঞানে রাখ,
তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।” হজ্জের নির্দেশনাবলীর সাথে এ
বর্ণনার অর্থ হচ্ছে যে, হজ্জের দিনে যখন হজ্জের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে
হয়, তখনও আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাক। এই আয়াতের
শেষ অংশে হাজীগণকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহেয়গারী অবলম্বন করতে
বিশেষভাবে তাকিন দেয়া হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে যে, হজ্জ একটি বড়
ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করার পর শুভতান
সাধারণত মানুষের মনে বড়ত ও বৃহুলীর ভাব জাগিয়ে তোলে, যা তার যাবতীয়
আমলকে নষ্ট করে দেয়। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলে দেয়া হয়েছে যে,
যেভাবে হজ্জের পূর্বে ও হজ্জের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করা এবং পাপ কাজ থেকে
বেঁচে থাকা অপরিহার্য তেমনি হজ্জের পরে আরো বেশী করে আল্লাহকে ভয় করা
এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করতে হবে, যাতে করে ইবাদত
বিনষ্ট হয়ে না যায়।

ত্রিপ ঘা-বোনেরা, আসুন আমরা হজ্জের পূর্বে ও পরে সব সময়েই আঢ়াহকে ত্বর করে সিমানের সাথে থেকে ইবাদত করতে থাকি। হজ্জ সম্পর্কে হানীস রয়েছে যে, মানুষ যখন হজ্জ করে ফিরে আসে, তখন সে তার পূর্বকৃত গাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সব অনুগ্রহের করেছে। কাজেই এ নিষ্পাপ অবস্থাকে ধরে রাখার জন্য আমরা পূর্বের চেয়েও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে মৃত্যু পর্যন্ত আমদের আমল কাজ চালিয়ে দাব ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : হজ্জে হেতে হলে প্রয়োজনীয় কি কি জিনিস সংগে নিতে হবে বা কেনা কাটা করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

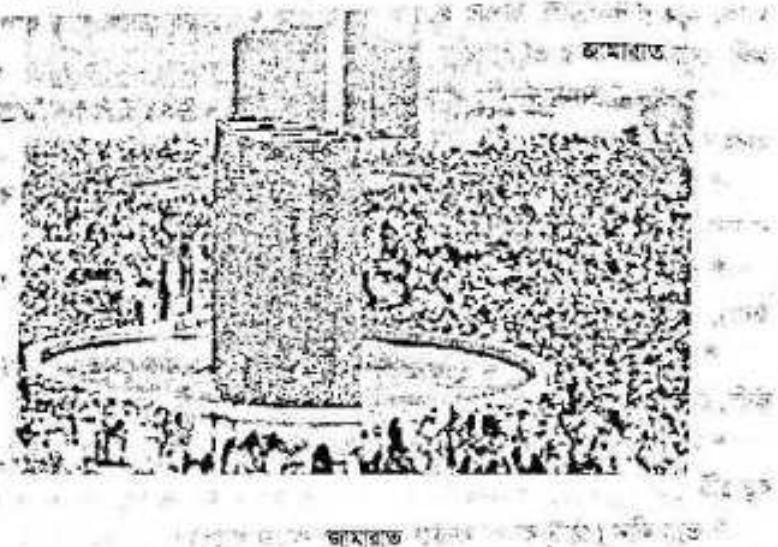
উত্তর : হজ্জের প্রায় এক মাস আগে থেকে থারে থীরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা-কাটা শুরু করা ভাল, না হলে শেষ মুহূর্তে তাড়াহড়ো হতে পারে। ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসও বাদ পড়তে পারে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটি ফর্দ নিচে দেয়া হলো :

- * ছেট সুটকেস ১টি (হুলিসহ হলে ভাল হয়)
- * ছেট ব্যাগ ১টি, স্যান্ডেলের ব্যাগ ১টি
- * ছেট কাগড়ের ব্যাগ ১টি (মিলা, আরাফার জন্য)
- * কংকর (শয়তানকে মারার ছেট পাথর) রাখার ব্যাগ ১টি
- * মহিলাদের সুবিধাজনক ছেট হাত ব্যাগ ১টি (প্রয়োজনে)
- * টাকা, পাসপোর্ট ইত্যাদি রাখার জন্য গলাক ঝুলানো ব্যাগ ১টি
- * ছেট ত্যাঙ্গ ২/৩টি
- * পাতলা জারুলমাঝ ১টি। তবে মত্তা-মদিনা গিয়েও সেটি কিনতে পারেন।
- * বেড শীট ১টি, তোয়ালে বা গামছা ১টি
- * পায়জামা (ইলাস্টিক গুলাম) ৪টি, পাঞ্জাবী ৪টি
- * ফুতুয়া ২টি, লুংগী ৪টি (যারা ব্যবহার করেন)
- * স্পঞ্জের স্যান্ডেল ২/১ জোড়া
- * মহিলাদের জন্য ঝুলহাতা ম্যাক্ট্রী ৩/৪টি (সাথে জিপারসহ বড় পকেট থাকবে যাতে বাইরে উল্লেখিত ধারার সময় চশমা, ঘড়ি ইত্যাদি রাখা যায়) বা বোরথ্য
- * ঘরে পরার জন্য সাধারণ ম্যাক্ট্রী/কামিজ ২টি (যে যা পরে শাহুম্য বোধ করেন)

- * পেটিকোট ৪টি (কয়েকটি অতিরিক্ত হিতাসহ)/শালোয়ার ৪টি (ইলাস্টিক গুলাম)
- * ওড়না ২টি
- * বড় ঝুলগুলা হিজাব ২টি (যা আমরা সাধারণত নামায়ের সময় পড়ে থাকি, এটি সানা-কালো ছাপার হলে ভাল হয়, এতে দূর থেকে চোখে পড়ে বলে সঙ্গী থেকে হারানোর ভয় থাকে না)
- * সাবান+সাবানদানী, ত্রাশ-স্প্রে, মিসওয়াক (ইহরাম অবস্থায় সাবান, স্প্রে ব্যবহার করা যাবে না)
- * চিরন্তনী, রাখার ব্যান্ড, মারিবেল তেল (ইহরাম অবস্থায় চিরন্তনী ব্যবহার না করাই ভাল)
- * লাইলনের মোটা সূতা/দড়ি (কাগড় শুকানোর জন্য / সুটকেস বাধার জন্য), কাগড়ের ক্লিপ ৪/৫টি
- * নেইল কাটার, ট্রাখিক, সুই-সূতা, সেফটিপিন, পাঞ্জাবীর বোতাম, ছেট কাটি, ছেট চাকু ইত্যাদি সহ ছেট বণ্টা।
- * ম্যাগাইনাইনের প্রেট ১টি, যগ ১টি, তরকারীর বাটি ১টি, চাহুচ ছেট ১টি, বড় ১টি
- * ত্যাসলীন (ঠেটি বা পা ফাটলে এটা বুব কাজে লাগে)।
- * প্রয়োজনীয় ওবধু / স্যালাইনের প্যাকেট
- * পা ছবার জন্য ছেট ফুট ফাইল
- * ট্রালেট টিস্যু প্রয়োজন মত
- * Cold Cream/baby lotion (যে যা ব্যবহার করেন) (সুশ্রীবিহীন)
- * কাপড় ধোয়ার জন্য (প্রয়োজনে) শুভ্র সাবান ৫০০ গ্রাম/এক কেজি
- * সাফান্য লবণ (প্রয়োজনে)
- * অতিরিক্ত ১ লেট চশমা(যারা চশমা ব্যবহার করেন)
- * ঘোবাইল ফোন সেট সিমসহ
- * ছেট নোটবুক ও বলপেন। প্রয়োজনীয় ফোন নছরগুলো আগেই নোটবুকে লিখে নেবেন, না হলে সিম বদল করার পর অসুবিধার পড়তে হয়।
- * সামান্য পরিমাণ আদা পাতলা চাকা চাকা করে কেটে বেশী করে বীট লবণ দিয়ে মেঘে রোদে ঘুরিয়ে কৌটায় ভরে নিয়ে যাবেন। হজ্জে গিয়ে কাশি

* হয়নি এমন শোক খুব কমই পাওয়া যাবে। নিজের কাজে লাগবে, অন্যের উপকার করতে পারবেন। এটা অবশ্যই নেবেন।

* এছাড়া প্রতিটি সালুমের নিজের ব্যবহারে অভ্যন্ত কেন জিনিস থাকলে সেটি যার ঘার যত নিতে পারেন।



জামায়াত

সালাত করার সময়ে কৃত কোনো কার্য করা যাবে না।

১০৫

কৃত কোনো কার্য করা যাবে না।

কৃত কোনো কার্য করা যাবে না।

সালাত

সালাত করার সময়ে কৃত কোনো কার্য করা যাবে না।

কৃত কোনো কার্য করা যাবে না।

১. মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে নামাযের ফরাইলত

* মসজিদ-উল হারামে এক রাকায়াত নামায আদায় করলে অন্য মসজিদে এক লক্ষ রাকায়াত নামায আদায়ের সওয়াব পাওয়া যাব। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ)

* হযরত আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, আমার এ মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) এক রাকায়াত নামায পড়ল, মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রাকায়াত নামায পড়ল থেকেও উত্তম (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আনাস (রা) থেকে আরেকটি হাদিস সুনানে ইবনে মাজাহ উল্লিখিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ ঘরে নামায পড়লে একগুণ, মহল্লায় নামায পড়লে ২৫ গুণ, জামে মসজিদে পড়লে ৫০০ গুণ, মসজিদে আকসা ও মনিলায় আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) পড়লে ৫০ হাজার গুণ এবং মসজিদে হারামে পড়লে ১ লক্ষ গুণ সওয়াব পাওয়া যাবে।

২. জামায়াতে নামায

জামায়াতে নামায আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াব। এ সংক্ষেপ হাদিসটি হযরত আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, জামায়াতে নামায, ঘরের ও বাজারের ভূল্লায় পঁচিশ গুণ বেশী মর্যাদাশীল। কেবল, তোমাদের যে যত্তি সুষ্ঠুরূপে শয় করে শুধুমাত্র নামাযের লক্ষ্যে মসজিদে আসে আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃক্ষ করেন এবং একটি শুণাহ মাফ করেন। তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ থায় থাকে তাকে নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। দু'আটি হলো: “আল্লাহয় ফিরহু আল্লাহয় হাম্দ অর্থ: হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি রহম কর (বুখারী)।

ইউনিট ওয়াক্রাম আলা কুলি শাইখিয়ন কানীর। আচ্চা-হশ্যা না-মানি'আ লিমা
আ'ভাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা-মান'তা ওয়ালা ইয়ান ফা'ত যালজানি মিনজাল
জান'। (সহীহ বুখারী, ৭৯৬)।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। সকল প্রশংসন তাঁরই জন্য মিনিষ্ট। তিনি জীবন দেন ও মৃত্যু দেন। তিনি সকল ব্যাপারেই ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা শুধান করতে চান তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। যা আপনি রোধ করেন, তা প্রদানকারী কেউ নেই। আর আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চেষ্টাকারীর চেষ্টাও কোন কাজে ভাসে না।

এছাড়া প্রতি উয়াক্ত নামায শেষে বড়বার সপ্তব হয়, দু'আ মাঝুরা পড়া যায়।
যেহেন—আল্লাহমা ইন্নি জালামতু নাবসি জুলমান কাহিরাও- উয়ালা ইয়াগ ফিরুজ
জুন্বা ইয়া আমতা ফাগফিরলী হাগফিরাতার মিম ইন্দিকল উয়ার হামনি ইচ্চাতা
আনভাল গাফুরুল রাহীম।

অর্থ : হে আর্দ্রাহ! আমি আমার মিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি।
আর শুনহসমূহ আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং আপনি
আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিচয় আপনি ক্ষমাশীল
প্রতি দয়াল।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও ফরীদতের মর্জা ও মদিনায থাকাবাসীন আরও
কিছু নামায আদায় করার অন্য সচেষ্ট ধারুন। প্রিয় মা-বোনেরা, আপনাদের
সুবিধার্থে সেবকম কিছু নামায সপর্কে এখানে ভলে ধরা হলো--

कांडा नामाख

କୋଣ କାରଣବଶତ ନାମାୟ ପଡ଼ିତେ ନା ପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଐ ନାମାୟ ପଡ଼ା ହଲେ,
ଏକେ କାହା ନାମାୟ ବଲେ । ଫରଯ ଓ ଓୟାଜିବ ନାମାୟେର କାହା ପଡ଼ିତେ ହୁଏ । ସୁନ୍ଦର,
ନଫଳ, ଭୂମିଜୀ ଓ ଟିକେର ନାମାୟେର କାହା ନେଇ । ତବେ ଭୂମିଅର୍ଥ ନାମାୟ ପଡ଼ିତେ ନା
ପାରିଲେ ଯୋହରେର ନାମାୟ ପଡ଼ିତେ ହୁଏ ।

କାଷା ନାମାଧେର ନିୟାତ କାଷା ନାମାୟ ଓ ଉଚ୍ଚାରିତା ନାମାଧେର ନିୟାତ ପ୍ରାୟ ଏକଇ ରହିଥିଲା । କେବଳ ‘ଉତ୍ସାହିଯା’ ଶବ୍ଦର ହାଲେ ‘ଆକର୍ଷିଯା’ ଏବଂ ସେଇ ନାମାୟ ପଡ଼ିଲେ ହବେ ତାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାର ପର ‘ଫାଇତାତି’ ଶବ୍ଦଟି ଅଭିରିଜ ବଲିଲେ ହୁଏ ।

ফরারের মু'রাকায়াত কাব্য নামাযের নিয়ত : আবি কা'বার দিকে মূখ করে অস্থাহ উন্দেশ্য দিগ্নত ফরারের মু'রাকায়াত ফরথ নামাযের কাব্য আদাহ করার নিয়ত করলাম-আহাত আকবৰ!

— କାହା ନାମାଦିଶମ୍ଭୁତ ଧାରାଧାରିକଙ୍କାରେ ଆଲାଯ ବାରତେ ହସେ । ହସରତ ଜାବେର (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଳେନ, ଅନ୍ଦକା ଯୁଦ୍ଧରେ ସମୟ (ଏକଦିନ କରନ୍ତାଯା) ଓ ମର (ରା) କୁରାଇଶ କାହିଁନଦେରକେ ଗାଲାମନ କରତେ ଲାଗଲେନ । ତିନି ବଳେନ, ତାଦେର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବକ୍ରିୟର ଆଗେ ଆମି ଆସରେର ନାମାଯ ପଡ଼ିତେ ପାରିଲି । ଜାବେର (ରା) ବଳେନ, ପରେ ଆମରା ବୃତ୍ତହାନ ନାମକ ହାଲେ ଗୋଲାଯ ଏବଂ ରାସ୍ତୁଲୁଯାହ (ସା) ଶ୍ଵରାଯ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଓଯାଇ ପରି ଆସରେର ନାମାଯ ପଡ଼ିଲେନ ଏବଂ ତାରପର ମାଗରିବେର ନାମାଯ ପଡ଼ିଲେନ (ମେହିହ ବ୍ରଖୀ ୫୬୦)

କେବଳ ଜୀବନାମ୍ବାଦୀ ଏହା ହେଉଥିଲା ନାହିଁ ।

মুসাফির ব্যক্তির জন্য আর্হাই তা'আলা পরাম দয়া করে পবিত্র কূরআন
শরীরের সূরা নিলার ১০১ আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাযের বিধান দিয়েছেন
অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরয নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে অনোয়া কর
ফরয করে দিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। হোক
আসর ও এশি এই তিন উচ্চাজ্ঞের ফরয নামাযে শধু কসর হবে কিন্তু মাগারিব
ফজায বিভিন্ন সন্ত ও নতুন নামায কসর নেই।

কসর নামাযের নিয়ন্ত : কসর নামাযের 'উসাপিয়া', শব্দের স্থানে 'আকছির' এবং 'আবুরাজ', শব্দের স্থানে 'বুকআতাই' লক্ষ্য হচ্ছে।

କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ର ନାମାବଳୀ ବିଜ୍ଞାନ

لَوْمَتُ أَنْ أَفْسِرَ لِلَّهِ تَعَالَى رَحْمَتِي صَلَوةً الظَّهِيرَةِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى مَتَوْجِهَهَا

جے الکعبہ الشریفہ اللہ اکبر
ڈکھا دوں : نا وہی ایکوں آن آکھیڑا لیکھا ہی تا' آنا را کھاتا ہے سماں
بھٹکی ڈھاندھیا ہی تا' آنا ہوتا وہی جیہا ہون ۔ ایکوں جیہا تین کا' واتیش شاریف
آنے والے آنے والے ۔

অর্থ : আমি কাৰ্যালয়ী হয়ে আপ্না হৰ ডিবেশে যোহৰেৰ ফুল দুই রাকায় অন্তৰ সামাজিক জ্ঞানাম প্ৰাপ্তিৰ নিখত কৃতৰূপ-আপ্না আকৰণ।

6. *Constitutive* and *inductive* models of gene regulation.

বিভাগের নামায় কোথা কোথা বাস করে আছেন তা এই প্রশ্ন।

ଏଶ୍ଵର ନାମାହେର ପରି ବତତେରେ ନାମାଯ ପଡ଼ିଲେ ହୁଏ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ।

বিতরের নামাযের নিয়ত

**تَوَسِّتُ أَنْ أَصْلِي لِلَّهِ تَعَالَى ثُلَثَ رُكُنَاتِ صَلَاةِ الْوَرْثَةِ وَاجْبُ اللَّهِ تَعَالَى
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.**

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিচ্ছাই তা'আলা ছালাহু রাক'আতি সালাতিল বিতরি ওয়াত্তিলুগ্রাহি তা'আলা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে আমি কা'বার দিকে মুখ করে বিতরের তিন রাকায়াত ওয়াজিব নামায পড়ার নিয়ত করলাম-আল্লাহু আকবার।

বিতরের নামাযের গ্রথম দু'রাকায়াত সুন্নত নামাযের নিয়মে পড়তে হবে। অতপর বৈঠকে বসে আজাইয়াতু পড়ে উঠে দাঢ়াতে হবে। তারপর তৃতীয় রাকায়াতে "বিসমিল্লাহসহ" সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা ইখলাস বা কেনে একটি সূরা পড়ে তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলতে বলতে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে পুনঃ হাত বেঁধে "দু'আ কুনূত" পড়তে হবে এবং যথানিয়মে বাকী নামায শেষ করতে হবে।

দু'আ কুনূত

**اللَّهُمَّ إِنِّي نَسْأَلُكَ وَتَسْغِيرَكَ وَتَزْوِينَكَ وَتَنْوِيْلَكَ وَتَنْشِيْقَ عَلَيْكَ
الْخَيْرِ وَتَشْكِرَكَ وَلَا تَنْكِرَكَ وَتَحْلِمُ وَتَشْرُكُ مِنْ يَنْجِرُكَ . اللَّهُمَّ إِنِّي نَعْبُدُكَ وَلَكَ
نُصْلِي وَتَسْجُدُ وَاللَّهُمَّ نَسْعِي وَتَهْدِ وَتَرْجُو رَحْمَتَكَ وَتَخْشِي عَذَابَكَ إِنَّا عَذَابَكَ
بِالْكُفَّارِ مُلْحِنٌ .**

উচ্চারণ : আল্লাহশা ইন্ন নাসতাইনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া মু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াকালু আলাইকা ওয়া নুসনী আলাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরংকু মাইয়াফজুরুকা। আল্লাহশা ইয়াকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাত্তি ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস'তা ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আয়াবাকা ইন্ন আয়াবাকা বিল কুফহারি মুলহিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনারই সাহায্য চাই এবং আপনারই নিকট কয়া প্রার্থনা করি। আপনাকেই বিশ্বাস করি এবং আপনার উপর ভরসা করি এবং আপনার উপর প্রশংসা করি। আপনার শোকের করি, আমরা অকৃতজ্ঞ

নই। যারা আপনার অবাধ্য আমরা তাদের সংশ্রব ত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি। শুধু আপনারই জন্য নামায পড়ি এবং আপনাকেই সিজদা করি। আপনার দিকেই ধাবিত হই। আমরা সব সময় আপনার বহমতের আশা এবং আপনার আয়াবের ভয় অন্তরে পোষণ করি। নিশ্চয় আপনার আয়াব কাফিরদের জন্য নিদিষ্ট।

৫. হালকী নফল : বিতরের নামাযের পর দুই রাকায়াত নফল নামায পড়া মুত্তাহব। এ নামাযকে হালকী নফল বলা হয়। এটি যে কোন সূরা দিয়ে নফল নামাযের নিয়মে পড়া যায়।

৬. ইশরাকের নামায : এ নামায সূর্যোদয়ের বিশ দিনিটি পরে পড়তে হয়। এ নামাযের সময় সূর্যোদয় হতে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। বসজিন্দ-উল হারামের ঘড়িতে এ নামাযের সময়সূচী প্রদর্শন করা হয়। এ নামায দুই রাকায়াত করে চার রাকায়াত পড়তে হয়। নিজের জানামতে বা সুবিধামত যে কোন সূরা দিয়ে এ নামায পড়া যায়।

ইশরাকের নামাযের নিয়ত

**تَوَسِّتُ أَنْ أَصْلِي لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ الْوَرْثَةِ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .**

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিচ্ছাই তা'আলা রাক্হাতাই সালাতিল ইশরাকি সুন্নত রাস্তালিয়াহে তা'আলা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতে আল্লাহু আকবার।

অর্থ : আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি কা'বামুখী হয়ে ইশরাকের দু'রাকায়াত সুন্নত নামায পড়ার নিয়ত করছি। আল্লাহু আকবার।

৭. দোহা বা চাশতের নামায : এই নামায সূর্যোদয়ের আড়াই ঘণ্টা পর হতে স্রষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়। এ নামাযকে ফারসী ভাষায় চাশতের নামায বলে। নিজের সুবিধামত যে কোন সূরা দিয়ে এ নামায আদান করা যায়।

এ নামাযের নিয়ত

**تَوَسِّتُ أَنْ أَصْلِي لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ الضُّحَىِ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .**

নামায়ে শরীক হতেই হয়। জানায়ার নামায হচ্ছে ফরয়ে কিফায়া। মহিলারও মতো মদিনার জানায়ার নামায পড়তে পারেন।

জানায়ার নামাযের নিরাম : জানায়ার নামায চার তাকবীরের সাথে আদায় করতে হয় এবং দৌড়িয়ে নামায পড়তে হয়।

জানায়ার নামাযের নিয়ত

رَبِّنَا أَنْ أُوذِيَ لَهُ تَعَالَى أَرْبَعْ تَكْبِيرَاتٍ صَلَاةُ الْجَنَّازَةِ قَرْضُ الْكَفَايَةِ
الشَّيْءُ لِلَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاةِ لِهُنَّ الْمُبْتَدَأُونَ إِنَّ الْإِيمَانَ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ السَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উওয়াদিয়া আরবা 'আ তাকবীরাতি সালাতিল জানায়াতি কারণিল কিফায়াতি আহসানাটি লিপ্তাই তা'আলা ওয়াহসানাতু আলান্না বিয়ি ওয়াকোয়াটি লি-হ্যাল মাইয়িতি ইকতাদাইতু বি-হ্যাল ইমামি মুতাওয়াজিজ্যান ইলা জিহাডিল বগ'বাতিশ শারীফগতি আস্ত্রাহ আকবৰ।

অর্থ : আমি আস্ত্রাহ ওয়াতে আস্ত্রাহর প্রশংসা, নবীর প্রতি দরদ ও এই ঘৃতের জন্য দু'আবিশ্বিট চার তাকবীরের সাথে জানায়ার নামায করয়ে কিফায়া আদায় করার নিয়ত করলাম।

মৃত ব্যক্তি, শ্রীলোক হলে 'লিহাখাল মাইয়েতি' এর পরিবর্তে 'লিহায়িহিল মাইয়েতি' বলতে হবে।

নিয়ত বালোয় ও বলা যেতে পারে

আমি আস্ত্রাহর প্রশংসা, রাসূলুর্রাহ (সা)-এর প্রতি দরদ এবং এই মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে কা'বাখুরী হয়ে এই ইমামের পিছনে চার তাকবীরের সাথে জানায়ার ফরয়ে কিফায়া নামায পড়ার নিয়ত করলাম-আস্ত্রাহ আকবৰ।

অতঃপর সানা পড়তে হয়।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُوكَ وَجَلَّ شَاءْكَ وَلَا إِلَهَ
غَيْرُكَ .

উচ্চারণ : সুবহানাকা আস্ত্রাহ ওয়া বিহামদিকা ওয়া তারারাকাহমুকা ওয়া তা'আলা জান্নুকা ওয়া জান্না ছনাটকা ওয়া লা-ইলাহ গাইরুকা।

অর্থ : হে আস্ত্রাহ! আমি আপনার প্রশংসন সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার নাম অভ্যন্ত বরকতময় এবং আপনার মহত্ত্ব অতি উচ্চ এবং আপনার প্রশংসন মর্যাদাপূর্ণ এবং আপনি ছাড়া অন্য কোন মাঝুদ নাই।
সানা পড়ে বিতীয় তাকবীর বলতে হবে।

এতের নামাযের শেষ বৈঠকে যে দরজন শরীক পড়া হয় সেই দরজন বলতে হবে-

দরজে ইব্রাহীম

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِلَيْهِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

উচ্চারণ : আস্ত্রাহ হলী আলা মুহাম্মদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মদিন কামা সাল্লাইতু আলা ইব্রাহীম ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আস্ত্রাহ বাকিক আলা মুহাম্মদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মদিন কামা বারাক্ত আলা ইব্রাহীম ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ (বৃথারী)।

অর্থ : হে আস্ত্রাহ! হ্যবৱত মোহাম্মদ সাল্লাইহু আলাইহি ওয়া সালামের উপর এবং হ্যবৱত মুহাম্মদ সাল্লাইহু আলাইহু ওয়া সালামের বৎশধরগণের উপর রহমত বৰ্ণ করুণ, যেকপ বহুমত বৰ্ণ করেছেন হ্যবৱত ইব্রাহীম আলাইহিজ্যালাদের উপর এবং হ্যবৱত ইব্রাহীম আলাইহিজ্যালাদের বৎশধরগণের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সমানিত। হে আস্ত্রাহ! আপনি বরকত নাখিল করুণ মুহাম্মদ (সা) ও মুহাম্মদ (সা)-এর পরিজনের প্রতি যেভাবে বরকত নাখিল করেছেন ইব্রাহীম (আ) ও ইব্রাহীম (আ) এর পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সমানিত।

তারপর তৃতীয় তাকবীর বলে নীচের দু'আ পড়তে হবে

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَسِنَاتِنَا وَمِنْسَنَا وَشَاهِدَنَا وَغَائِبَنَا وَصَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا
وَأَنْقَاثَنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَتْنَا مِنْ فَاغِيْهِ عَلَى الْأَمْلَامِ وَمَنْ تَوْفِيقْتَنَا مِنْ فَرَقَةِ عَلَى
الْأَيْسَانِ... بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ .

পাঠের পর অন্য একটি সূরা পড়ে দাঁড়ানো অবস্থায় নীচের দু'আটি পর (১৫) বার পড়তে হবে :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ

উক্তাবণ : সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ওয়াল্লাহ আকবার।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপ্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসন
আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিত অন্য কোন মাঝুদ নাই
এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

• তারপর আবার ঐ দু'আ : সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার" দশ (১০) বার পড়ে "আল্লাহ আকবার"

বলে কর্কুতে যেতে হবে।

• কর্কুর তাসবীহ শেষ করে কর্কুতে থাকা অবস্থায় ঐ একই দু'আ আবার
দশ (১০) বার পড়তে হবে।

• "ছামিয়াল্লাহ লিহান হামিদাহ" বলে কণ্ঠমা করতে হবে অর্থাৎ সোজা হয়ে
দাঁড়াতে হবে। কণ্ঠমার তসবীহ অর্থাৎ "রাক্কানা রাক্কান হামদ" পড়ে দাঁড়িয়ে
থেকেই ঐ দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে।

• তৎপর "আল্লাহ আকবার" বলে প্রথম সিজদায় যেতে হবে। প্রথম
সিজদার তাসবীহ শেষ করে সিজদারত অবস্থায় ঐ দু'আ দশ (১০) বার পড়তে
হবে।

• প্রথম সিজদা হতে "আল্লাহ আকবার" বলে উঠে সোজা হয়ে বলে ঐ
দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে।

• তৎপর "আল্লাহ আকবার" বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে। দ্বিতীয়
সিজদার তাসবীহ শেষ করে সিজদারত অবস্থায় ঐ দু'আ পুনঃ দশ (১০) বার
পড়তে হবে।

তারপর আল্লাহ আকবার বলে উঠে দাঁড়ানোর পূর্বে বলে ঐ দু'আ ১০ বার
পড়তে হবে।

এভাবে এক রাক্কায়ে সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরা পাঠের পর দাঁড়ানো
অবস্থায় ১৫+ কর্কুতে ১০+ কণ্ঠমা ১০+ ১য় সিজদায় ১০+ ১য় সিজদা হতে

বলে ১০+ ২য় সিজদায় ১০ বার + ২য় সিজদা হতে বলে ১০ বার = ৭৫ বার ঐ
দু'আ পড়তে হবে।

• তৎপর "আল্লাহ আকবার" বলে দ্বিতীয় রাক্কায়ে অন্য দাঁড়াতে হবে।
দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা শেষ করে একই নিয়মে ঐ দু'আ ১৫ (প্রথম)
বার পড়তে হবে। এইভাবে প্রথম রাক্কায়ের ন্যায় ঐ দু'আ কর্কুতে ১০ (দশ)
বার, কণ্ঠমা ১০ (দশ) বার (অর্থাৎ কর্কুর পর দাঁড়িয়ে ১০ (দশ) বার) প্রথম
সিজদায় ১০ (দশ) বার, প্রথম সিজদার পর বলে ১০ (দশ) বার, দ্বিতীয়
সিজদায় ১০ (দশ) বার এবং দ্বিতীয় সিজদা হতে বলে ১০ (দশ) বার মোট ৭৫
বার পড়তে হবে। তারপর আল্লাহয়াকৃত পড়তে হবে।

• আল্লাহয়াকৃত পড়ার পর তৃতীয় রাক্কায়ত পড়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে।
তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্কায়ত ঢিক প্রথম দুই রাক্কায়তের ন্যায়ই পড়তে হবে। উক্ত
চার রাক্কায়ত নামায়ের প্রত্যেক রাক্কাতে উপরোক্ত দু'আটি ৭৫ (পঁচাত্তর) বার
করে পড়া হয়েছে। অর্থাৎ চার রাক্কায়তে মোট (75×4) = ৩০০ (তিনশত)
বার উক্ত দু'আ পড়া হবে। (বারহাবী, ইব্লে মায়াহ)

অন্য কয়েকটি হাদিসের আলোকে সালাতুত-তাসবীহ নামায়ি
নিম্নরূপভাবেও পড়া যায়। দু'টো নিয়ম-ই হাদিসের আলোকে সহীহ।

• এ নামায পড়ার নিয়ম

নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার পর অর্থাৎ "আল্লাহ আকবার" বলে নিয়ত
বাঁধার পর সুবহানাকা, আউয়বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ পড়ে সূরা ফাতিহা
পাঠের পূর্বে ১৫ বার দু'আটি পড়তে হবে, অতঃপর সূরা ফাতিহার পর অন্য
একটি সূরা পড়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আটি ১০ (দশ) বার পড়তে হবে:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ

"সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ
আকবার"

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপ্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসন
আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিত অন্য কোন মাঝুদ নাই
এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

• তারপর 'আল্লাহ আকবর' বলে রসূতে যেতে হবে। রসূর তসবীহ শেষ করে রসূতে থাকা অবস্থায় আবার ঐ দু'আ 'সুবহানাল্লাহে ওয়াশ হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর' দশ (১০) বার পড়তে হবে।

• তৎপর 'ছায়িল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে কওয়া করতে হবে অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। কওয়ার তসবীহ অর্থাৎ 'রাববানা লাকাল হামদ' পড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই ঐ দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে।

• তৎপর 'আল্লাহ আকবর' বলে প্রথম সিজদায় যেতে হবে। প্রথম সিজদার তসবীহ শেষ করে সিজদারত অবস্থায় ঐ দু'আ দশ (১০) বার পড়তে হবে।

• প্রথম সিজদা হতে 'আল্লাহ আকবর' বলে উঠে সোজা হয়ে বসে ঐ দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে।

• তৎপর 'আল্লাহ আকবর' বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে। দ্বিতীয় সিজদার তসবীহ শেষ করে সিজদারত অবস্থায় ঐ দু'আ পুনঃ দশ (১০) বার পড়তে হবে।

• তারপর 'আল্লাহ আকবর' বলে উঠে দাঁড়াতে হবে।

• এভাবে এক রাকায়াতে (সূরা ফতিহাসহ অন্য সূরা পাঠের পূর্বে ১৫+ সূরা শেষে দাঁড়ানো অবস্থায় ১০+রসূতে ১০+কওয়ায় ১০+১ম সিজদায় ১০ + ১ম সিজদা হতে বসে ১০+২য় সিজদায় ১০ বার = ৭৫ বার ঐ দু'আ পড়তে হবে।

• এরপর 'আল্লাহ আকবর' বলে দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়াতে হবে। পরে পূর্বের নিয়মে পড়তে হবে। অর্থাৎ চার রাকায়াতে মোট $(75 \times 4) = 300$ (তিনিশত) বার উক্ত দু'আ পড়া হবে। (বায়বাকী, ইবনে হাজার, তিরমিহী)

১৬. তাওবার নামায

এ নামাযের কোন নিটিটি ওয়াক্ত নেই। যে কোন সময় পড়া যায়। যখন কোন ব্যক্তি হটলাচক্রে কোন পাপ কাজ করে বসে, তখনই অবু করে দুই রাকায়াত তাওবার নকুল নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফ চাওয়া দরকার। তাওবা ও ইঙ্গিষ্টার মানব জাতির মিরাজ; যা ইয়েরত আদম

আলাইহিস্সালাম হতে পাওয়া গিয়াছে। সুতারং মানুষের কর্তব্য, সবসময় আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করা অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়া। যতশীত্র সত্ত্ব আমাদের তওবা করা কর্তব্য।

আমরা প্রায় সময়ই জেনে না জেনে অনেক পাপ কাজ করে থাকি। কাজেই তওবার নামায পড়ে সে সকল পাপ কাজের জন্য আল্লাহর দরগায় মাফ চাইতে পারি। যেহেতু ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মক্কা-মদিনা যাওয়া হয়, কাজেই সেখানে অবস্থানকালে তওবার নামায পড়ার চেষ্টা করুন।

পবিত্র হাদিস শরীকে আছে, নবী করীয় সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনিক সন্তু বার ইঙ্গিষ্টার করতেন, আর এক বর্ণনা মতে একশত বার কর্ম চাইতেন।

• তাওবার নামাযের নির্বত

**لَوْيَتُ أَنْ أَصْلِي لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةً التُّوْبَةِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.**

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উসাত্তিরা লিল্লাহি তা'আলা রাকরাতাই সালাতিভাওবাতি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবর।

• তাওবার নামাযের নির্বত : প্রথমে যে কোন সূরা দিয়ে দুই রাকায়াত তাওবার নামায পড়তে হবে। নামায শেষে কয়েকবার নকুল শরীফ পড়ে অনুময়-বিনয় করে করজোড়ে আল্লাহর কাছে শরীফ চাইতে হবে। তাওবা কবুল হওয়ার জন্য ও (তিনি) টি শর্ত রয়েছে, (১) গুনাহ করার জন্য অনুত্তঙ্গ হওয়া; (২) গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়া এবং (৩) ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

• তারপর পরবর্তী ইঙ্গিষ্টারগুলি প্রত্যেকটি ০১ (এক) বার করে পড়তে পারেন :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ : আল্লাগফিল্লাহ রাকী মিন কুলি যামবিও ওয়া আল্লু ইলাইহি।

অর্থ : আমি আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত গুনাহ (বড় গুনাহ, ছেট গুনাহ, জেনে করা গুনাহ, না জেনে করা গুনাহ) হতে মাফ চাইছি এবং

(পাপ আর না করার দৃঢ় সংকলন করে অনুভূত হদয়ে) তাঁর-ই (আল্লাহ তা'আলার) নিকট তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْفَيْرُومُ وَتُوبُ الْبَدْ.

উচ্চারণ : আল্লাগফিরুল্লাহাল্লায়ি লা-ইলাহা ইল্লা হয়াল হাইয়ুল কাইয়ুমু ওয়া আত্মু ইলাইহি।

অর্থ : আমি সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি, যিনি ব্যক্তিত অন্য কেন মা'বুদ নেই। তিনি চিরজীব, চিরস্থায়ী এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকলন করে অনুভূত হদয়ে) তাঁর-ই (আল্লাহ তা'আলার) নিকট তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

এই ইঙ্গিফার পড়লে করীরা উনাহের কাফফারা হয়।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْفَيْرُومُ غَفَارُ الذُّنُوبِ سَارُ الْعَيْوَبِ وَتُوبُ الْبَدْ.

উচ্চারণ : আল্লাগফিরুল্লাহাল্লায়ি লা-ইলাহা ইল্লা হয়াল হাইয়ুল কাইয়ুমু গাফফারম যুনুবি ছাত্তাকুল উযুবি ওয়া আত্মু ইলাইহি।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইছি; যিনি ব্যক্তিত অন্য কেন মা'বুদ নেই। তিনি চিরজীব, চিরস্থায়ী, উপাসস্মূহের অসীম ক্ষমাকারী, দেশ-জাতিসমূহের অভীব গোপনকারী এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকলন করে অনুভূত হদয়ে) তাঁর-ই (আল্লাহ তা'আলার) নিকট তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

رَبُّ اغْفِرْكِيْ وَتُبْ عَلَىِ ائْلَمْ أَنْتَ التَّرَابُ الْغَفُورُ .

উচ্চারণ : রাখিগফিরুলী ওয়াতুব আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত-তাওয়াবুল গাফুর।

অর্থ : হে আমার অভু! আমাকে ক্ষমা করুণ এবং আমার তওবা করুণ করুণ। নিশ্চয় আপনি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

سَبَحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْكِيْ ائْلَمْ أَنْتَ التَّرَابُ الرَّحِيمُ .

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহ ওয়া বি-হামদিকা আল্লাহস্মাগফিরুলী ইন্নাকা আনতাত-তাওয়াবুর বাহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার পরিত্রক বর্ণনা করছি, আপনারই প্রশংসন সাথে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। বর্তুত আপনি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

اللَّهُمَّ ائْكَلْغُورْ تَحْبُّ الْعَفْرَ قَاعِدُ عَنِيْ يَا غَفُورْ يَا غَفُورْ .

উচ্চারণ : আল্লাহর আফুলেন তুহিকুল আফতো ফাঝু আলী ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে আপনি ভালবাসেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন, হে অতিশয় ক্ষমাকারী! হে অত্যন্ত ক্ষমাকারী! হে অতিশয় ক্ষমাকারী!

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي وَرَحْمَتَكَ أَرْحَمُ عَنِّيْ مِنْ عَكْلِيْ .

উচ্চারণ : আল্লাহয় মাখফিরাতুকা আওহাউ মিন হুলুবী ওয়া রাহবাতুকা আরজা ইনদী মিন আরালী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমা আমার পাপসমূহ হতে সীমাহীন এশত, আর আপনার রহমত আমার আঘাত হতে অধিক আশপ্রদ।

اللَّهُمَّ ائْتُبُ الْيَدَيْ مِنْ هَذِهِ الْخَطِيبَةِ لَا رَجْعَ إِلَيْهَا أَبَا .

উচ্চারণ : আল্লাহয় ইন্নি আত্ম ইলাইকা মিন হায়িহিল বাতীআতি লা-আরজাউ ইলাইহা আবাদান।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এই উনাহ হতে আপনার নিকট তওবা করছি। আমি আর কখনও এর দিকে ফিরে যাব না।

• অতঙ্গর কালিমায়ে শাহাদাত এক বার পড়া যায়

إَشْهَدُ أَنَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ না শারীকা নাহ ওয়া আশহাদু আল্লা সাইয়িদানা মুহাম্মদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহ।

অর্থ : আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ দিইছি যে, আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কেন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কেন শরীক নাই, আমি সংশয়হীন খালেছ

অন্তরে আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিচয় সাইয়িদিনা হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাল্দা এবং তাঁর রাসূল।

- তারপর তিনবার অথবা এগার বার দরবুদ শরীফ পড়ে মুনাজাত করা
ভাল।

- উল্লিখিত নিয়মে তাওবার নামায যে কোন মোবারক দিনে অথবা রাতে
পড়া প্রয়োজন।

১৭. শুকরিয়া আদায়ের নামায

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করা
মানুষের একান্ত কর্তব্য। যে কোন নিয়ামত প্রাণ হলে বা বিপদ-আপদ হতে
উদ্ধার পেলে, বিদেশ হতে বাড়ী ফিরে আসলে অথবা সহীহ হজ্জ পালন করলে
আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করা দরকার। সমস্ত নিয়ামতের জন্য দুই রাকায়াত
নফল নামায যে কোন সূরা দিয়ে পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট শুকরিয়া আদায়
করা উচিত। এ নামায যে কোন দিনে বা রাত্রিতে পড়া যায়।

শুকরিয়া নামাযের নিয়ত

تَوَسَّلْتُ إِنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةً الشُّكْرِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উসালিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়াতাই সালাতিশ
শুকরি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সালাম ফিরিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ'সহ নিচের আয়াত দু'টি ১ বার করে পড়ুন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ওয়া ইন ভাউদু নিমাতাল্লাহি লা
তুহসূহ।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি, যিনি পরম করুণাময় মহান
দয়ালু এবং তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে গণনা করতে থাক তবে
তা (গণনা করে) শেষ করতে পারবে না।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَهَدَانَا إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ

আরাফাতের ময়দানে পড়ার মত কিছু দু'আ
হজ্জের অন্য সময়ও এসব পড়া উচ্চম

- তাকবীর-**أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ** আল্লাহ আকবার অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
- তাসুবীহ-**سُبْحَانَ اللَّهِ** সুবহানাল্লাহ অর্থ : আল্লাহ মহাপবিত।
- তাহ্রীদ-**الْحَمْدُ لِلَّهِ** আলহামদুল্লাহ অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার।
- তাহ্রীল-**إِلَهٌ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** শা-ইলাহ ইলাহাহ অর্থ : আল্লাহর কোন শরীক নাই।
- আতাগফিরুল্লাহ-**إِسْتَغْفِيرُ اللَّهِ** অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা গ্রহণ করছি।
- রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সকল দু'আর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ এবং সে সকল যিকির যা আমি করেছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, তার সর্বোপর্যাপ্তি হলো :

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

উকারণ : "লা-ইলা-হা ইলাহাহ ওয়াহ দাহ-লা শারীকা লাহ, লাহল মূলকু
ওয়া লাহল হামদু ইউহুৰ ওয়া ইউমীতু ওয়াহয়া আলা কুল্লি শাইখিয়ন কৃদীর।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক। তার কোন শরীক নাই, সময় রাজ্ঞি ও প্রশংসা তা'রই জন্য। তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল। (তিরমিয়ী, যিশকাত, আলবানি-৪/৬)।

• হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, এমন দু'টি বাক্য আছে যা দয়াময় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যা জিহ্বার উকারণে অতি সহজ কিন্তু পরিমাপে অধিক ভারী। তাহলো—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

উকারণ : সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আয়ীম। (বুরারীর শেষ হাদীস)

অর্থ : মহাপবিত আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তা'র জন্য। মহাপবিত আল্লাহ, তিনি মহা মহিমাবিত।

اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ

উকারণ : আল্লা-হৃষ্ট আজিজনী খিনান না-র।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নমের আগুন থেকে রক্ষা করো।

اللَّهُمَّ اتْسِلِّمْ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذِي الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ

উকারণ : আল্লাহমা আনন্দাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবারাকতা ওয়া তা'আলাইতা ইয়া যাল জালালি ওহাল ইকরাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি ব্যরকতময় ও মহিমাবিত। হে যত্নসম্মত ও মর্যাদার অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

উকারণ : লা- হাজলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইলা-বিল্লাহিল আলিয়াল আয়ীম।

অর্থ : কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, যিনি সর্বোচ্চ-সুর্যাদায়।

• তাকবীরে তাশরীক

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَلَّهِ الْحَمْدُ

উকারণ : আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা ইলাহ ইলাহাহ, ওয়াল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

এই তাকবিরটিকে 'তাকবীরে তাশরীক' বলা হয়। (শারাকিউল ফালাহ যিছীর)

তাকবীরে তাশরীকের নিয়ম

৯ হিলহজ কথর নামায থেকে ১৩ হিলহজ আসর পর্যন্ত আপনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, যেটি ২০ ওয়াক্ত প্রতি ঘণ্টায নামাদের প্র তাকবীরে তাশরীক পাঠ করুন। এ সময় তাকবীরে তাশরীক ১ বার পাঠ করা ওয়াজিব। আর ৩ বার পাঠ করা সুন্নত।

رَبُّ أَغْفِرْنِيْ وَتَبْعَدْ عَنِّيْ إِنَّكَ أَنْتَ النَّوْبُ الرَّجِيمُ (النَّور)

উচ্চারণ : রাবিগফিরলী, ওয়াতুব আলাইয়া, ইন্দ্রাকা আন্তাত তাওয়া-বুর রাথীম (তাওয়া-বুল গাহুত)।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা করুল করুন। নিচ্য আপনি মহান তওবা করুলকারী করুণাময় (ক্ষমাকারী)।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاعْفِنِيْ وَارْزُقْنِيْ .

উচ্চারণ : আল্লা-হৃষাগ ফিরুলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া আ-ফিমী ওয়ার যুকনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে মাঝ করুন এবং আমাকে বিষিক দান করুন।

أَسْغُفْ اللَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ .

উচ্চারণ : আসতাগফিরলু-হাল আধীমাল লায়ী লা-ইলা-হা ইলা-হয়ল হাইটুল কাইউমু ওয়া আত্মু ইলাইহি।

অর্থ : আমি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মাঝুদ নেই, তিনি চিরঙ্গীব ও সর্ব সহৃদক এবং আমি তাঁর কাছে তাঁবো করছি।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ .

উচ্চারণ : সুবহানল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানল্লাহিল আধীহি ওয়া বিহামদিহী আজ্ঞাগফিরল্লাহু।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পরিচাতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসার সাথে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার পরিচাতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসার সাথে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

উচ্চারণ : সুবহানল্লাহি ওয়াল হামদু লিভাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পরিচাতা বর্ণনা করছি এবং সহন্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিত অন্য কোন মাঝুদ নাই এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

حَسْبِنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَرْكُلَتْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

উচ্চারণ : হাসবিইল্লাহু লা ইলাহ ইল্লা হ্যাত আলাইহি তাওয়াককানতু ওয়া হ্যাত রাবুল আরশিল আধীম (৭ বার)। (ইবনে সুন্নী, আবু নাউল উত্তম সনদ)।

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মাঝুদ নেই। তাঁরই গুণ ভরসা করছি এবং তিনি মহা আরশের অধিগ্রাতি।

• হয়রত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) কা'বা ঘরের লিঙ্গান কাজ সমাপ্ত করে দু'আ করেছিলেন,

رَبُّنَا تَعَبُّلٌ مِّنْ أَنْكَنَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

উচ্চারণ : রাববানা তাকাবুল মিন ইন্দ্রাকা আন্তাস সামীউল আলীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ প্রহণ করুন। আপনি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজ্ঞা। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৭)

رَبُّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنٌ وَقَنَا عِذَابَ النَّارِ .

উচ্চারণ : রাববানা আতিলা ফিদ দুনইয়া হাছানাতোও ওয়াফিল আবিরাতি হাছানাতোও ওয়াকিনা আখা-বাননার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আবিরাতে কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে দোহৃথের আগ্নে থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২০১)

رَبُّنَا ظلَمْنَا أَنْفَسْتَ وَإِنْ لَمْ نَغْفِلْ لَكَ وَتَرَحَّبْنَا لِكَلْكَنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

উচ্চারণ : রাববানা জুগামনা আমকুছানা ওয়া ইল্লাম তাগফির সানা ওয়াতার হামনা লানা কুনানা মিলাল খাইরীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি ফুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে তো আমরা ফতিগ্রুস্তদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে থাব। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ২৩)

فاطر السموات والأرض أنت ولن في الدنيا والآخرة شئين مُسلبا
والحقني بالصالحين .

উকারণ : ফাতিরবাজারাওয়াতি ওয়াল আরদি আনতা ওয়া লিইরি ফী-দুনইয়া ওয়াল আবিরাতি তা ওয়াফকনী মুসলিমীও ওয়া আপহিকনী বিসসালিহীন।

অর্থ : হে আকাশবঙ্গী ও পৃথিবীর মুষ্টা! আপনি ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সংকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০১)

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والنفث ومن عذاب الغربة .

উকারণ : আল্লাহয় ইন্নি আউযুবিকা মিলাল কুফৰী ওয়াল ফাকৰী ওয়াহিন আয়াবিল কুবারি।

অর্থ : হে আল্লাহ! কুফর, দাখিলা ও কবরের শাস্তি হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

اللهم إني أستك أبستان كاملاً ويفيتنا صادقاً وقلبي خائعاً وكتاباً ذاكراً
وكسباً حلالاً طيباً وتوينة نصوحه .

উকারণ : আল্লাহয় ইন্নি আস্মালুকা ইমানান কামিলীও ওয়া ইয়াকীনান সাদীকান ওয়া কুলবান বাশিয়ান ওয়া লিসানান যাকিরান ওয়া কাসবান হুলালান পুয়েয়াবান ওয়া তাওবাতান নাছুহাতান।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নিকট চাই পরিপূর্ণ ইমান, সত্যিকারের একিন, ভীত হন্দয়, যিকিরে লিঙ্গ জিহ্বা, উত্তম ও হলাল রোজগার এবং সত্যিকারের তাওবা।

رَبِّنَا أَمْسَأْ فَاغْزِرْنَا وَارْحَسْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

উকারণ : রাব্বানা আমান্না ফাগফিরলানা ওয়ার হামলা ওয়া আনতা খায়বুল রাহিমীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিগালক! আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদেরকে খুমা করুন ও দয়া করুন। আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১০১)।

رَبِّ اغْزِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

• উকারণ : রাবিবগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খায়বুল রাহিমীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিগালক! ঝামা করুন ও দয়া করুন, আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১১৮)।

سِرْحَ قَدْرَسِ رِبَّ النَّاسَكَةِ وَالرَّوْحَ

উকারণ : সুবুহন কুন্দনুন বাক্সুনা ওয়া বাক্সুল মালা-ই-কাতি ওয়ার কুহ।

অর্থ : আমাদের প্রত এবং ফেরেশতাগের ও কুহ (বা জিবরাস্ল আ)-এর প্রতু অভ্যন্ত পরিজ্ঞ ও পরম পরিজ্ঞ।

رَبِّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرْتَنَا فِرْةً أَعْيُنْ وَاجْتَلَنَا لِلْمُتَبَّنِ إِمَانًا .

উকারণ : রাব্বানা হাবলানা মিন আফতাজিনা ওয়া খুরবিইয়াতিনা কুরয়াতী আইমুনিও ওয়াখ্য আলনা সিল মুকাকীনা ইবামা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিগালক! আমাদের জন্য এমন ঝী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন, যারা হবে আমাদের জন্য নহনগীতিকর এবং আমাদেরকে করুন মুতকীদের জন্য অনুসরণবোগা। (সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪)।

• কোল কবর দেখলে কবরবাসীকে সালাম জানানোর জন্য নিচের দ্বিতীয় কুরআন পাঠ করুন এবং নিচের নাম দ্বারা কুরআন করুন:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقِبْرِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاتْسِمْ سَلَّمْ نَوْمَ بِالْأَنْوَرِ

উকারণ : আসমালায় আলাইকুম ইয়া, আহলাল কুবুরি ইয়াগকীরলাহুর লানা ওয়ালাকুম ওয়া আন্তুয় সালাফুনা ওয়া নাহলু বীল আচারি।

অর্থ : হে কবরবাসী! তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে জমা করুন। তোমার আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের অনুগামী।

رَبِّ هَلْ لَيْ حَكْمَنَا وَالْحَقْنَى بِالصَّالِحِينَ .

উকারণ : রাবির হাবলি হক্মাও ওয়াল হিকনী বিসসালিহীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিগালক! আমাকে জান, দান, করুন এবং সংকর্ম পরায়ণদের সাথে শামিল করুন (সূরা তাওয়া, আয়াত : ৮৩)।

رَبِّنَا فَاغْزِرْنَا ذَنْبَنَا وَكَفَرْ عَنْ سَبَّنَا وَتَوْنَنَا مَعَ الْأَبْرَارِ .

উকারণ : রাব্বানা ফাগফির লান মুমুরানা ওয়া কাফফির আন্না সাইয়িআতিনা ওয়া তাওয়াকফানা মাআল আবরার।

১৪—

অর্থ : হে আমাদের থতু! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের অন্যায়সমূহ (আমাদের অশ্রদ্ধামা থেকে) সুছে দিন এবং আমাদেরকে নেককারদের সংসর্গে মৃত্যু দান করুন।

رَبَّنَا أَنْسِنْ لَكَ نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنْدَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، قَدِيرٌ

উচ্চারণ : তাববানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগ ফিরলানা ইন্নাকা আলা কুলি শাইয়িল কদীর।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিগামক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান (স্না তাহীম, আয়াত: ৮)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّجْنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرْدِي
إِلَى أَرْذِ الْعَسْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدِّينِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : আল্লাহ ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুব্নি ওয়া আউযুবিকা ফিনাল রুব্নি ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরান। ইলা আরখালিল উমুরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্নাতিদ দুনইয়া ওয়া আখাবিল কাবুরি (বুখারী)।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কাপুর্ণতা হতে পানাহ চাই, কৃপণতা হতে পানাহ চাই, বার্দক্যতাজনিত অকর্মন্যতায় পোছা হতে পানাহ চাই এবং দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের আয়াব হতে ক্ষমা চাই।

• দরবে ইব্রাহীম

নবী কারীম (সা)-কে কয়েকজন সাহাৰা জিজ্ঞাসা কৰলেন, আমরা আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি দুরুদ কিভাবে পাঠ কৰব? হজুর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা এরূপ বলবে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّ
إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَسِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَسِيدٌ مُجِيدٌ .

উচ্চারণ : আল্লাহ ছারি আলা মুহাম্মদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মদিন কামা হাস্তাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুর মাজীদ। আল্লাহ বারিক আলা মুহাম্মদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মদিন কামা

বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুর মাজীদ (বুখারী)।

অর্থ : হে আল্লাহ! হ্�য়রত মোহাম্মদ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নাহের উপর এবং হ্যরত মুহাম্মদ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নাহের বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ করে প্রতিগামকে পূর্ণতা দান করুন, যেজন্য রহমত বর্ষণ করেছেন হ্যরত ইব্রাহীম আলাইহিস্তানামের উপর এবং হ্যরত ইব্রাহীম আলাইহিস্তানামের বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সমানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি যেভাবে বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সমানিত।

• সালাতে সালাম ফিরাবার আগে ৪টি বিশয় থেকে আশ্রয় চাওয়া :

হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রতেককে ৪টি বিশয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া জরুরী :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَالْمَنَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مَسِيعِ الدِّجَالِ .

উচ্চারণ : আল্লাহ ইন্নী আউযুবিকা মিন আয়াবি জাহান্নামা ওয়া মিন আয়াবিল কুবুরি ওয়া মিন ফিত্নাতিল মাহুইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শার্বি ফিত্নাতি মাসীহিল দাঙ্গাল।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আয়াব, কবরের আয়াব, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং দাঙ্গালের মন্দ ফেতনা থেকে (সহীহ বুখারী ৭৮৬, মুসলিম, ২০১২ নামান্ত)।

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسَبَّحَانَ اللَّهِ بِكَثْرَةِ أَصْلَابِ

উচ্চারণ : আল্লাহ আকবার কাবীরান, ওয়ালহাম্মদ লিলাহি কাসিরান ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতা ও ওয়া আসীলা। (মুসলিম)।

অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, বড়। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাৰই পৰিক্রতা বর্ণনা কৰতে হবে।

اللَّهُمَّ اسْتَلِكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ : আল্লাহ ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার।

كَمَا سَالَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَتَبَيَّنَكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْرَدْبَكَ مِنْ شَرِّ مَا
سَعَادَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَتَبَيَّنَكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قُرْبٍ أَوْ عَمَلٍ وَاعْرَدْبَكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قُرْبٍ أَوْ
عَمَلٍ وَاسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ فَضَاءً قَضَيْتَ إِلَيْيَّ خَيْرًا

উচ্চারণ : আল্লাহর ইন্দ্রীয় আসআলুকা মিনাজ থাইরি কৃতিত্বে আ-জিলিহী ওয়া অজিলিহী। যা আলিমতু মিনহ ওয়া মালাম আ-লাম, ওয়া আউবুবিকা মিন
শাররি কৃতিত্বে আজিলিহী ওয়া আজিলিহী, যা ‘আলিমতু মিনহ ওয়া যা লাম
আ-লাম। ওয়া আসআলুকা মিন থাইরি যা সাজালুকা মিনহ আবদুকা ওয়া নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন-সাজালুহ আলাইহি ওয়া সাজাম, ওয়া আউবুবিকা মিন
শাররি মাত্তা’ আধাক মিনহ আবদুক ওয়া নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন সাজালুহ আলাইহি
ওয়া সাজাম। আল্লাহর ইন্দ্রীয় আসআলুকাল জান্মাতা ওয়া যা কাবুরাবা ইলাইহ
মিন কাওলিন আও আমালিন। ওয়া আউবুবিকা মিনান্নারি ওয়ামা কাবুরাবা
ইলাইহা মিন কাওলিন আও আমালিন। ওয়া আসআলুকা আন তাজালা কুর্রা
কাদুয়িন কঢ়াইতাহ লী থাইরান (ইবনে মাজাহ, আহমাদ)।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাশীন কল্যাণ, নিকট
এবং দূরবর্তী কল্যাণ, যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি
অবহিত নই। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই সর্বশক্তির অনিষ্ট হতে যা
সন্দিকটে এবং যা দূরে অবস্থিত, যে বিষয়ে আমি অবহিত এবং যে বিষয়ে আমি
অবহিত নই। আর আমি আপনার নিকট সেই কল্যাণ প্রার্থ্য যার প্রার্থনা জানিয়েছেন
আপনার বাদা এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ (সা)। আর আমি সেই অকল্যাণ
হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই যে অকল্যাণ হতে আপনার নিকট পানাহ
চেয়েছেন আপনার নবী মুহাম্মাদ (সা)।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং যে কথা ও কাজ তার
নিকটবর্তী করে দেয়। আর আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে এবং যে কথা ও
কাজ তার নিকটবর্তী করে দেয় তা থেকে পানাহ চাচ্ছি। আমি আপনার কাছে
চাচ্ছি যে, আপনি আমার জন্য যে ফয়সালাই করেন তা যেন কল্যাণময় ফয়সালা
হয়।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْرِدْبِكَ مِنْ شَرِّ مَا
وَسَلَّمَ

উচ্চারণ : আল্লাহর সাহী আলা সাহিদিল মুহাম্মাদিল নাবিয়ুল উমিয়ি
ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সালিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের সর্দার উরি নবী ইহরত মুহাম্মদ সাজালুহ
আলাইহি ওয়া সাজামের ওপর, তার বশ্বধরদের উপর, তার সাহার্বীদের ওপর
বহুমত, বরকত ও শক্তি নাখিল করুন।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَيِّدُنَا مَنْ كُنْتَ مِنَ الظَّلَمِينَ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইন্দ্রীয় আন্তা সুবহানাকা ইনি কুন্তু মিনাজ ইলিমীন।
(সূরা আমিয়া : ৮৭)

অর্থ : আপনি ছাড়া আর কেন মাঝুল নেই, আপনি (সম্পূর্ণ) পরিজ।
নিচেই আমি ঝুলুমবারীদের অঙ্গুর্জ হয়ে গিয়েছি।

فَإِنْتَ جَنَّتْ لَهُ وَجَنَّيْتَهُ مِنَ الْقَمْ وَكَذَلِكَ نَجَّيْتَ الْمُؤْمِنِينَ

উচ্চারণ : ফাহতাজাবনালাহ, ওয়া নাজাজাইলাহ মিনাজ পাহমি, ওয়া কা
জালিকা নুনজিল মু’মিনীন (সূরা আমিয়া : ৮৮)

অর্থ : অতঃপর আমি তার (ইউনুহ আ) প্রার্থনা করুল করলাম এবং তাকে
এই দৃষ্টিভা থেকে মৃত্যি দিলাম। আর একগতাবে আমি মু’মিনদেরকে মৃত্যি দিয়ে
ধরি।

• উহে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ফজর ও মাগরিবে নিম্নের
মু’আ পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلَيْهَا تَفْعِيلًا وَعَدْلًا مُتَقْبِلًا وَرُزْقًا حَسِيبًا

উচ্চারণ : আল্লাহর ইন্দ্রীয় আসআলুকা ইলমান-নুফি’আন, ওয়া আমালাম
মুতক্কাবালান, ওয়া রিয়কান তুইরিয়বান। (ইবনে মাজাহ সহীহ)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে অনুহাত করে উপকারী ইলম (জ্ঞান) দান করুন
এবং করুলযোগ্য আশল করার তাত্ত্বিক দিন এবং পরিজ রিফিক দান করুন।

• ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ফজর ও মাগরিবে
নিম্নের মু’আ পাঠ করতেন। তেমন্ত মু’আ র মু’আ মু’আ মু’আ র মু’আ

مَا سَأَلَكَ مِنْ عَبْدٍ وَتَبَّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
سَتَعَذَّكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَتَبَّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النِّجَةَ
وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ
عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ فَضْلٍ قُصْبَتَهُ إِلَيْ خَيْرٍ

উচ্চারণ : আল্লাহর ইন্দ্রী আসআলুকা মিনাল খাইরি কৃত্তিহী আ-জিলিহী ওয়া আজিলিহী। যা আলিমত্ত মিনহ ওয়া মালাম আ-লাম, ওয়া আউয়ুবিকা মিন
শাররি কৃত্তিহী আজিলিহী ওয়া আজিলিহী, যা 'আলিমত্ত মিনহ ওয়া মা লাম
আ-লাম। ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহ আবদুকা ওয়া
নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম, ওয়া আউয়ুবিকা মিন
শাররি মাস্তা' আযাক মিনহ আবদুকা ওয়া নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন সালাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সালাম। আল্লাহর ইন্দ্রী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া মা কারুরাবা ইলাইহ
মিন কাএলিন আও আমালিন। ওয়া আউয়ুবিকা মিনাল্লাহি ওয়ামা কারুরাবা
ইলাইহা মিন কাএলিন আও আমালিন। ওয়া আসআলুকা আন তাজ্জালা কুদ্দা
কাদ্দায়িন কাবাইতাহ লী বাইরান (ইবনে মাজাহ, আহমাদ)।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, নিকট
এবং দূরবর্তী কল্যাণ, যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি
অবহিত নই। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে যা
সন্দিকটে এবং যা দূরে অবস্থিত, যে বিষয়ে আমি অবহিত এবং যে বিষয়ে আমি
অবহিত নই। আর আমি আপনার নিকট সেই কল্যাণ প্রার্থী যার প্রার্থনা জানিয়েছেন
আপনার বাস্তা এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ (সা)। আর আমি সেই অকল্যাণ
হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই যে অকল্যাণ হতে আপনার নিকট পানাহ
চেয়েছেন আপনার নবী মুহাম্মাদ (সা)।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত চাই এবং যে কথা ও কাজ তার
নিকটবর্তী করে দেয়। আর আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে এবং যে কথা ও
কাজ তার নিকটবর্তী করে দেয় তা থেকে পানাহ চাছি। আহি আপনার কাছে
চাছি যে, আপনি আমার জন্য যে ফয়সালাই করেন তা যেন কল্যাণগ্রহণ ফয়সালা
হয়।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَاصْحَّابِهِ وَتَارِكِ
وَسَلَّمْ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُنَزِّلْنَا بِمِنْهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ

উচ্চারণ : আল্লাহর সাহী আলো সাম্যাদিন মুহাম্মাদিনের মাহিয়েল উমির্রা
ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সালিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের সদৰ উপর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সালামের উপর, তার বশ্শধরদের উপর, তার সাহাবীদের উপর
রহমত, বরকত ও শান্তি মাহিল করুন।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَيِّدُنَاكُمْ أَنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ : না ইলাহ ইল্লা আনতা সুবহন্নাক ইন্নি কুন্তু মিনজ জলিয়ানি (সূরা আশুরা : ৮৭)।

অর্থ : আপনি হাড়া আর কোন মাঝুদ নেই, আপনি (সম্পূর্ণ) পবিত্র।
নিশ্চয়ই আমি ভুলম্বকারীদের অভর্তুজ হয়ে পিয়েছি।

فَاسْتَجْبْنَا لَهُ وَنَجَّبْنَا مِنَ الْعَمَّ وَكَذَلِكَ نَجْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ

উচ্চারণ : ফাহতাজাবনালাহু, ওয়া নাজজাইনাহু মিনাল গামমি, ওয়া কা
আলিকা মুন্তজিল মু'হিমীন (সূরা আশুরা : ৮৮)।

অর্থ : অতৎপূর্ব আমি তার (ইউনুচ আ) প্রার্থনা করুল করলাম এবং তাকে
এই মুস্তিতা থেকে মুক্তি দিলাম। আর এরপ্রভাবে আমি মুহিমদেরকে মুক্তি দিয়ে
থাকি।

• উহু সালামাহ (রা) থেকে বর্ধিত। রাসূল (সা) ফজর ও মাগরিবে নিম্নের
দু'আ পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ عَلَىٰ تَائِفَةِ عَمَلِي مُغْفِلًا وَرَفِقَاتِي

উচ্চারণ : আল্লাহর ইন্দ্রী আসআলুকা ইলমান মুফিদান, ওয়া আমালাম
মুত্তাকববালান, ওয়া চিহকান তুইয়িবান। (ইবনে মাজা সহীহ)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে অনুগ্রহ করে উপকারী ইলম (জ্ঞান) দান করুন
এবং কবুলযোগ। আমল করার তাত্ত্বিক দিন এবং পবিত্র রিফিক দান করুন।

• ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ফজর ও মাগরিবে
নিম্নের দু'আ পাঠ করতেন। তাহে তুলি তুলি তুলি তুলি তুলি তুলি তুলি

আমাদেরকে সঠিকপথে পরিচালিত করণ। তাদের পথে যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। তাদের পথে নয়, যারা অভিশঙ্গ এবং পথভঙ্গ। এ খুলো ত মধ্যেই
ও নিচে ক্ষমতা করেন এবং এ পথে পুরুষ এবং মহিলা এবং বাচ্চা এবং কোনো
• সূরা তাওয়ার শেষ দুই আয়াত

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ خَرِيقٌ عَلَيْكُمْ
بِالنَّذْوَمَيْنِ رَمُونْ رَجِبٌ قَبَنْ تَوْلَوْ نَفْلَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ : পাঞ্জাদ আ-আকুম রাসূল হিন আনফুসিকুম আয়ীমুন আলাইহি
মা আনিসুম হারিছুন আলাইকুম বিল মু'নিনা রাউফুর রাহীম। ফা-ইন তাওয়ার্দাও
ফার্কুল হারিয়াল্লাহ লা-ইলাহা ইলাহ, আলাইহি তাওয়ার্কালতু ওয়া হয়া রাবুল
আরশিল আযীর।

অর্থ : নিচের তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে একজন
রাসূল আগমন করেছেন। তোমাদের দৃঢ় কট তাঁর নিকট কষ্টদাতক; তিনি
তোমাদের মঙ্গলকারী, মু'নিনদের প্রতি তিনি বড়ই প্রেহশীল, পরম দয়ালু।
অতঃপর যদি তারা মুখ কিনিয়ে নেয় তাহলে (হে রাসূল) আপনি বলে দিন,
আয়াহ তাঁ আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি বাতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই।
আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

সূরা আলে ইমরাদের ২৬-২৭ আয়াত

لَقَدْ فَلَلَ اللَّهُمْ مَا لَكَ اللَّكَ تُؤْتِي السُّلْكَ مِنْ شَاءَ وَتَنْزَعُ السُّلْكَ مِنْ شَاءَ
وَتُعْزِّزُ مِنْ شَاءَ وَتُنْدِلُ مِنْ شَاءَ بِيَدِ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَوْلِيجُ
اللَّبِيلَ فِي النَّهَارِ وَتَوْلِيجُ النَّهَارَ فِي اللَّبِيلِ وَتَخْرُجُ النَّحْيَ مِنْ الْمَيْتِ وَتَخْرُجُ
الْمَيْتَ مِنْ النَّحْيِ وَتَبْرُزُ مِنْ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

উচ্চারণ : কুলিশ্বা-হয়া মালিকাল মুলকি তু'তিল মুলকা মান তাশাউ। ওয়া
• তানহিউল মুলকা মিমাল তাশাউ, ওয়া তুইয়ু মান তাশাউ, ওয়া তুরিয়ু মান
তাশাউ, বিইয়াদিকাল বাইর; ইন্নাকা আলা বুল্লি শাইয়িব কুদীর। তুলিজুল
লাইলা হিন নাহারি ওয়া তুলিজুন নাহারা ফিল-লাইলি। ওয়া তুখরিজুল হাইয়া

হিনাল শাইয়িতি ওয়া তুখরিজুল শাইয়িতা মিনাল হাইয়ি, ওয়া তারযুকু মান
তা-শাউ বিগাইরি হিসাব।

অর্থ : পরম দাতা ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। বলো, হে সার্বভৌম
শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার কাজ
থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনি সম্মান দান করেন। আর
যাকে ইচ্ছে অপদাত করেন, যাবতীয় কল্যাণ আপনারই হাতে ন্যস্ত। নিচের
আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আপনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং
দিনকে রাতে পরিণত করেন। আর আপনি মৃত থেকে জীবিতকে নির্মত করেন
এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে ইচ্ছে আপনি অপরিমিত
জীবিকা দান করে থাকেন।

رَبُّنَا أَفْرَعَ عَلَيْنَا صَرِيرًا وَتَوْنَنَا مُسْلِمِينَ

উচ্চারণ : রাবুরান আফরিগ আলাইনা সাবজাও ওয়া তাওয়াকফার্ম মুসলিমীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য ধৈর্যের দার খুলে দিন এবং
আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিবেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيعًا مَبَارِكًا فِيهِ

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান তুইয়িবান মুবারাকান ফীহ
(মুসলিম) ।

অর্থ : সব প্রশংসাই মহান আল্লাহর জন্য নিদিষ্ট। তাঁর অনেক অনেক
প্রশংসা যা পরিত্ব ও ক্ষমাগ্রহণ।

• সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

أَنْ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ رِبِّهِ وَالنَّذْوَمَوْنُ كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَرَسُولِهِ لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ وَقَالُوا سَبِّعْنَا وَأَطْعَنْتَنَا غُفرَانَكَدَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ
الْعَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَسْتَ إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ رَبِّنَا
لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَلْنَا رَبِّنَا وَلَا تَعْلَمْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلَا تُحْكِمْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُنَا عَنْا، وَاغْفِرْنَا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

হজের সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) জিহাদ অভিযান, হজ অথবা উমরাহ করে প্রত্যাবর্তন করে যখন কোন উচ্চ টিপ্পো বা পাথরপূর্ণ উচ্চভূমিতে আরোহণ করতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহ আকবৰ' (আল্লাহ মহান) ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। এরপর এই দু'আ পাঠ করতেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَلَّهِ إِنَّمَا الْخَمْدُ لِهِ إِنَّمَا
وَهُنَّ مُنْذَنُونَ
قَدِيرٌ أَنْ يُبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ
وَصَرَّعَ عَبْدَهُ
وَهُنَّ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহু লাহল মুলকু ওয়া
লাহল হামদু ওয়া হয়া আলা কুরি শাইখিয়ন কাদীর। আরিবুনা তারিখুনা 'আবিদুনা
সাজিদুনা লিরাবিনা-হামিদুন। সামাকাল্লাহ ওয়া'দাহ ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া
হায়ামাল আহ্যাবা ওয়াহদাহ।

প্রিয় হাজীসাহেবাগণ, দেশে পৌছে যখন নিজ মহল্লা দৃষ্টিগোচর হবে
তখন এ দু'আ পড়বেন—

• রাসুলুল্লাহ (সা) হজ হতে প্রত্যাবর্তন করে নিচের দু'আ পড়েছিলেন।
কাজেই হজ থেকে ফিরে এসে বলতে পারেন—

أَتَيْنَا تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

আবিদুন ত্বায়িবুনা আবিদুন লিরাবিনা হামিদুন। (মুসলিম)

অর্থ : আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, ভাষ্বকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী,
প্রশংসকারী।

অতঃপর মহল্লার মসজিদে দু'রাকায়াত নমফল নামায পড়বেন, তা মুস্তাহাব।

ثُرَّى ثُرَّى لِرَبِّنَا أَوْيَا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَرَبًا

উচ্চারণ : তাউবান তাউবান লিরাবিনা আউবাল মাইয়ুগানিঝ আলাইনা
হাউবান।

প্রিয় মা-বোনেরা, আপনারা ঘরে প্রবেশ করার পর আল্লাহপাক যে শান্তি ও
নিরাপত্তার সাথে আপনাকে হজের এই মুবারক সফর সম্পন্ন করিয়েছেন তার
শুভরিয়াবর্কপ দু'রাকায়াত নামায পড়ে দর্শন পাঠ করে রাখুল 'আলামীনের
দরবারে মুলাজাত করবেন।

হজের পরবর্তী জীবন

হজ করে আসার পর খুবই সাবধানের সাথে তাকেও ও পরহেয়গারী
অবলম্বন করে আল্লাহ এবং তাঁর রাস্ত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
সতৃষ্টি লাভের আশায় কুরআন হাদীসের নির্ধারিত পথে জীবন-যাপন করা কর্তব্য।
নিচের জীবনকে দীনের দিকে হজের পূর্বের তুলনায় উন্নত বাখবেন এবং
সম্পূর্ণভাবে আখিরাতকুরী করে নিবেন। অথবা হজের পঞ্চ করবেন না এবং হজ
পালনকালে মক্কা-মদীনায় কোনো অসুবিধা হয়ে থাকলে এর জন্য আরববাসীদের
কোন সমাপ্তিচূড়াও করবেন না। সাংসারিক জীবন যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন
সেভাবেই করবেন। অর্থাৎ চাকরি, ব্যবসা, সাংসারিক কাজ, কৃষি কাজ, যাই
করছিলেন সেভাবেই তা করতে দাকবেন, তাবে কোনো অবস্থাতেই লোড, পাপ,
হারাম ও জৈবেধ কাজে জড়িত হবেন না। অহংকার, ত্রোধ, হিংসা, পরনিদ্রা,
সুদ, শুষ্ক, রিয়া ইত্যাদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। সব সময় অত্যন্ত
সহজ-সরলভাবে চলবেন এবং মহান আল্লাহর ছক্ক-আহকাম মেনে ইবাদত
বন্দেগী করতে থাকবেন। এটা হজ করুল হওয়ার আলাদাত। মনে রাখবেন,
হজে যাওয়ার পূর্বে আপনার আমল যে অবস্থায় হিল হজের পরে যদি তার
থেকে উন্নতি হয় তাহলে আল্লাহর রহমতে আপনার হজ করুল হওয়ার সধাবনাই
বেশী। হে আল্লাহ! আমাদেরকে নেক আমল করার তাওহিদ দান করুন এবং
আমাদের হজ করুল করুন। আমিন! জুখ্যা আমিন!

رَسَّا اغْنِرِيٍّ وَكَوَالِدَيٍّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَبِّنَا
تَقْبِلُ مِنْ أَنْ أَنْ

এছাড়া পৰিব কুরআনের সূরা বাকারা এর ১৯৬ হতে ২০৩ আয়াতে হজ ও
উমরা সম্পর্কে আহকাম ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০৩ আয়াতের শেষাংশে
বলা হয়েছে যে, "আর তোমরা আল্লাহকে ত্য করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে
রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।" হজের নির্দেশনাবলীর সাথে এ
বর্ণনার অর্থ হচ্ছে যে, হজের দিনে যখন হজের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে
হয়, তখনও আল্লাহকে ত্য কর এবং পরে হজ করেছ বলে অহংকার করো না,
তখনও আল্লাহকে ত্য কর এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাক। এই আয়াতের
শেষ অংশে হাজীগণকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহেয়গারী অবগত্ব করতে
বিশেষভাবে তাঁদের দেয়া হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে যে, হজ একটি বড় ও